নারী ও সমাজ

আবদুল খালেক

নারী ও সমাজ

আবদুল খালেক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

নারী ও সমাজ
আবদুল খালেক
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৪

ইফাবা প্রকাশনা : ১৮৫৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৩৯৬
ISBN : 984—06—0631—0

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

এপ্রিল ২০০৪

চৈত্র ১৪১০

সফর ১৪২৫

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ

জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

এ. এম. এম সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৮০.০০ টাকা মাত্র

NARI O SOMAJ (The Woman and the Society): Written by Abdul Khaleque in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director of Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 April 2004

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 80.00 , US Dollar : 4.00

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

নারী পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল এই মানব সভ্যতা। মানব-সভ্যতার সুবিস্তৃত পথ-পরিক্রমায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবস্থান অনিবার্য। উভয়ের প্রীতিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল, পবিত্র এবং ভারসাম্যপূর্ণ শান্তিময় সহাবস্থানের বদৌলতে পরিবার তথা সমাজ হয়ে ওঠে কল্যাণময়, সমৃদ্ধ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যথার্থ কামিয়াবীর আদর্শ স্বর্ণক্ষেত্র। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অনুপম সৃষ্টি—সুন্দরতম অবয়বসমৃদ্ধ নারী ও পুরুষ বস্তুত একে অপরের পরিপূরক। কুরআন শরীফে নারী ও পুরুষকে একে অপরের পরিচ্ছদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুগভীর পর্যবেক্ষণ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সৎ চরিত্রবান, ধার্মিক এবং আদর্শ মানুষ তথা পূত-পবিত্র সমাজ ও কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে পুণ্যবতী ও আদর্শ নারীর ভূমিকা অনেক বেশি। কারণ নারীই সন্তানের জননী হিসাবে তাকে লালন-পালন করে বড় করে তোলে। মা যদি দীনদার ও আদর্শবান হন, তাহলে তাঁর সন্তানও সেই আদর্শে বেড়ে ওঠে। আর বড় হয়ে তারা শৈশবের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধকে স্বীয় জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে।

নারীর এই অমিত শক্তি ও সম্ভাবনার দিকটি ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করেছে। তাদের মহিমান্বিত মর্যাদায় সমাসীন করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, 'সন্তানের বেহেশ্ত মায়ের পায়ের নিচে।' নাসাঈ শরীফের আরেকটি হাদীসে হুজুর (সা) ইরশাদ করেছেন, 'নারীরা হলো পুরুষের একান্ত সাথী।' তিনি আরও বলেছেন, 'গুণবতী স্ত্রী পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।' এভাবে নারীকে মর্যাদা দান করে ইসলাম তাকে যেভাবে সম্মানিত করেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে কিংবা সমাজে তার নজির নেই।

প্রবীণ ইসলামী চিন্তাবিদ, সুলেখক জনাব আবদুল খালেক ইসলামের আলোকে নারীর মর্যাদা, অধিকার, নারী স্বাধীনতার স্বরূপ ও সীমারেখা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন তাঁর লেখা 'নারী ও সমাজ' গ্রন্থে। সেই সাথে বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে, সমাজে নারীর অবস্থানগত চিত্রও তিনি তুলে ধরেছেন, যার মধ্য দিয়ে ইসলামে নারীর সার্বিক মর্যাদা ও অধিকারের বিষয় আমরা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারি।

www.pathagar.com

[চার]

ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার কারণে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি, আগের মতোই এটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে। বিশেষ করে আমাদের মা-বোনেরা এ গ্রন্থ থেকে ধর্মীয় মর্যাদা ও মূল্যবোধের খোরাক পাবেন। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। অতীতে তাঁদের মাধ্যমে বড় বড় সাহাবা হেদায়েত পেয়েছেন। এ গ্রন্থ থেকে আমাদের সমাজের নারীরাও দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হবেন বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আদর্শ মানুষ ও উন্নত সমাজ গঠনের তৌফিক দিন। আমীন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আদর্শ পরিবার, সমাজ ও জাতি গঠনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা অপরিসীম। পরিবার ও সমাজে নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। সভ্যতার বিকাশসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যকে কল্পনা করা যায় না। কুরআন মজীদে নারীদের অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে অনেকগুলো সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল হয়েছে, যাতে নারীদের সমাজ ও পরিবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে অতি উচ্চ মর্যাদায়। ইরশাদ হয়েছে 'তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।' মহানবী (সা)-ও নারীদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এই বলে যে মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। এভাবে ইসলাম নারীকে স্ব স্ব স্থানে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্ম বা সমাজে নেই। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত লেখক আবদুল খালেক ইসলামের মানবতা ও ইনসাফভিত্তিক আদর্শের আলোকে 'নারী ও সমাজ' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে লেখক নারীর অধিকার, মর্যাদা, তার স্বাধীনতার স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা আদর্শ ও উন্নত সমাজ বিনির্মাণে ব্যাপক অবদান রাখবে।

বইটির পূর্বে নাম ছিল 'নারী'। বর্তমানে তা বদলে 'নারী ও সমাজ' রাখা হয়েছে। ব্যাপক পাঠকচাহিদা এবং ভবিষ্যত বংশধরদের সঠিক দিকনির্দেশনার বিষয়টিকে সামনে রেখে এই গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ করতে পেরে আমরা পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শোকর আদায় করছি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার তওফিক দান করুন।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সহধর্মিণী আয়েশার নামে

www.pathagar.com

ভূমিকা

মানব জাতির অর্ধেক হলো নর আর অর্ধেক নারী। দুই অর্ধেক মিলে মানব সমাজ পূর্ণ হয়। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনেও তা ঠিক। নারীত্বে যা অভাব, তা পূরণ করে নর। আবার নরের অভাব পূরণ করে নারী। এভাবে দুয়ে মিলে এক। এককে বাদ দিয়ে অপর পূর্ণাঙ্গ হয় না।

নর ও নারী একে অপরের পরিপূরক। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে একথা সত্য। বিশেষ করে একটি জাতির উন্নতির গোড়াতেই হলো নারী। মায়েরা সন্তানদেরকে যেভাবে গড়ে তোলেন, একটা জাতি সেভাবে গড়ে উঠে।

কিন্তু নারীর এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি পুরুষরা অনেক সময় দেননি। ইতিহাসে নারীর সামাজিক মর্যাদায় প্রচুর উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে গত পাঁচ শত বছরের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে এ সংক্রান্ত চারটি পর্যায়ে রূপ বদলাতে দেখা যায়।

প্রথম পর্যায়ে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। এ সময় নারীর উপর চলে চরম অবিচার ও অত্যাচার। অত্যাচার এত লোমহর্ষক ছিল যে, নারীকে মানুষ আত্মাধারী প্রাণী বলে মনে করলে এমন অত্যাচার সম্ভব হতো না। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে রোম নগরীতে নরসমাজ তাদের Council of the Wise-এর সভায় সিদ্ধান্ত করে 'Woman has no soul' অর্থাৎ 'নারীর কোন আত্মা নেই'। তার মানে আত্মাহীন আবর্জনাকে যেমন পুড়িয়ে ফেলা যায়, নারীকেও তা করা যায়। ১৫০০ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ডে দোষী নারীকে অগ্নিদগ্ধ করা আইনসঙ্গত করা হয়। এর ফলে খৃস্টান জগত তাদের নব্বই লক্ষ নারীকে আগুনে পুড়িয়ে বিচার করে।

গ্রীক সমাজে নারীর অবস্থা সক্রেটিসের কথায় ফুটে উঠে। তাঁর ভাষায় নারী হলো জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। চীন সভ্যতায় নারীকে Water of Woe বা 'দুঃখের প্রস্রবণ' বলা হতো। নারী ছিল স্বামীর পরিবারের সম্পত্তি। সুতরাং স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে অন্যের উপপত্নী হিসেবে বিক্রয় করতে পারতো। ভারতেও নারীর অবস্থা ভাল ছিল না। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে পুড়ে মরতে হতো। মোটকথা, এই প্রথম পর্যায়ে গোটা বিশ্বেই নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। নারী ছিল কাজের দাসী আর ভোগের

www.pathagar.com

বস্তু। প্রয়োজনে কাজ নেওয়া যায়, ভোগ করা যায়। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া যায়, অথবা আবর্জনার মতো পুড়িয়ে ফেলা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায় হলো নারী মুক্তির কাল। প্রথম পর্যায়ের অনিবার্য ফল হিসেবেই নারী মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন সফলতা লাভ করে। নারীর আত্মা স্বীকৃত হয়। ক্রমান্বয়ে এক পর্যায়ে পাশ্চাত্যে নারীর ভোটাধিকারও স্বীকৃত হয়। ধীরে ধীরে নারী পায় স্বাধীনতা, বাঁচার অধিকার, মানুষ হিসেবে মর্যাদা।

তৃতীয় পর্যায় হলো নারী প্রগতির কাল। এ পর্যায়ে পাশ্চাত্যের নারী সমাজ মুক্তির স্বাদ পেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। মুক্তি মানে সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি নয়, একথা তাঁরা ভুলে গেলেন। ফলে স্বাধীনতার ব্যাপ্তি নরের দাসত্ব ও বিবাহের বন্ধন অতিক্রম করে যৌন স্বাধীনতা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেলো। যৌনানন্দ ভোগ করার জন্য স্বামীত্বের গণ্ডিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পুরুষদেরকে যৌন খেলনা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। পাশ্চাত্যের সমাজে তা স্বীকৃত হলো। আর এ প্রগতির হাওয়া বয়ে গেলো বিশ্বের সর্বত্র।

এবার এর পরিণতি লক্ষ্য করুন। পূর্বে পুরুষরা নারীকে উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তার একটা সীমা ছিল। কারণ অনায়াসে মেয়ে পাওয়া যেতো না; নারী ছিল ঘরে আবদ্ধ। কিন্তু এখন? পুরুষদের পূর্বের ভোগ প্রবৃত্তি তো এখনো আছেই। অপর দিকে নারীরাও যৌন স্বাধীনতা ও প্রগতির সনদ নিয়ে দৌড়ে এগিয়ে আসছেন। ফলে মিলনটি হয়ে পড়েছে অবাধ ও স্বাভাবিক। আর নরকে আকর্ষিত করার প্রতিযোগিতায় নারীদের মধ্যে শুরু হয়েছে দেহের মহড়া, উলঙ্গপনা, নাইট ক্লাবের জলসা ইত্যাদি।

এর সামাজিক পরিণতির দিকে দৃষ্টি করুন। নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির ফলে পাশ্চাত্যের যৌন সম্পর্ক হয়ে পড়ে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ; এতে বিয়ের কোন প্রয়োজন নেই। কেউ যদি সংসার করতে চায়, তখনি শুধু বিয়ের প্রশ্ন উঠে। এতে করে এক পুরুষ বহু নারীর সঙ্গে এবং এক নারী বহু পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনের অবাধ প্রচলন হয়। এতে সৃষ্টি হয় দুরারোগ্য ব্যাধি। মেয়ে-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ন ও ভাঙ্গন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, মস্তিষ্ক বিকৃতি ও আত্মহত্যা। নারী তার পুরুষ, আর পুরুষ তার নারী বদলের পালায় দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকে মারামারি ও হত্যা। পাশ্চাত্য জগতে যৌন সংক্রান্ত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা অগণিত। কুমারী মাতৃত্বের হিসাব নেই।

যৌন স্বাধীনতায় পাশ্চাত্যের পারিবারিক জীবন আজ নরকে পরিণত হয়েছে। স্বামী স্ত্রী কোন মতেই পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল থাকতে পারে না। স্ত্রী জানে, অপর নারীর সাথে অবাধ মেলামেশায় সে তার স্বামীকে যেকোন সময় হারাতে পারে। আবার স্বামীও

www.pathagar.com

জানে, অপর পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় সে তার স্ত্রীকে যেকোন মুহূর্তে হারিয়ে বসতে পারে। কারণ অন্যের সাথে যৌনমিলন যেখানে অবাধ এবং সামাজিকভাবে স্বীকৃত। ফলে আস্থাশীল অনাবিল পারিবারিক জীবন পাশ্চাত্যে এখন এক বিরল বস্তু। সুতরাং সেখানে বিবাহ ভাঙ্গন নিত্যের ব্যাপার। কোন বিয়ে যদি কোনক্রমে পাঁচ কি দশ বছর টিকে যায়, তবে তা হয় এক আশ্চর্য ঘটনা। এ আশ্চর্য ঘটনাকে ঘটা করে উদযাপন করা হয়। মোটকথা, বিয়ে যদি হয়ই, তবে তা ভাঙ্গাই স্বাভাবিক, আর তা টিকে থাকা অস্বাভাবিক। ভঙ্গুর পরিবারের সন্তান প্রতিপালন এখন পাশ্চাত্যের এক বিরাট সামাজিক সমস্যা।

নারী স্বাধীনতার মাধ্যমে নারী স্বামীত্বের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু নারী প্রগতির মাধ্যমে নারী সমাজ এখন সামগ্রিক পুরুষ সমাজের ব্যাপক দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছে। নারীকে এখন অফিস-আদালত, কল-কারখানা এবং মাঠে-ময়দানে পুরুষের মতো কাজ করতে হয়। সন্তান ধারণ নারীকেই করতে হয়। অফিস থেকে ফিরে ঘরে সন্তানদের দেখতে হয় নারীকেই, রান্নাঘর সামলাতে হয়। পুরুষের আনন্দের জন্য বিছানা ও ঘর নারীকেই সাজাতে হয়। স্বামীকে আনন্দ দিতে হয়। সকালে আবার স্বামীরই মতো কাজ করতে অফিসে যেতে হয়। অফিসে গিয়ে সহকর্মী ও অফিসকর্তা (বস্)-এর মনোরঞ্জন করতে হয়।

পাশ্চাত্যে নারীদেহ হলো আজ পুরুষের মনোরঞ্জনের সামগ্রী। ক্লাবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত পোশাক ও দৈহিক লাবণ্য দ্বারা পুরুষকে আনন্দ দিতে হয়। পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনে নারীদেহ আজ বিজ্ঞাপনের বস্তু। নারী প্রগতি পুরুষের ভোগবৃত্তিকে চরিতার্থ করার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। ইচ্ছা করলেই একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে নেওয়া যায়। পরিত্যক্ত নারীকে আরেক পুরুষের সন্ধানে বেরুতে হয়। কিন্তু এ পালা ততক্ষণ চলতে পারে, যতক্ষণ নারীর লাবণ্য থাকে। লাবণ্য যখন শেষ হয়ে যায় তখন সমাজে সে একটি অবহেলার আবর্জনার মতো পড়ে থাকে। শুকনো ফুলের দিকে কোন ভ্রমর আর ফিরে তাকায় না। কি যে নিঃসঙ্গ অভিশপ্ত এ জীবন, তা কল্পনা করতেও শরীর শিউরে ওঠে।

এরপর হলো চতুর্থ পর্যায়। এ পর্যায়ে নারী প্রসঙ্গে দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি দল আরো বেশী নারী প্রগতির প্রবক্তা। নারী স্বাধীনতা, নারীমুক্তি, নারী প্রগতি ইত্যাদি নামে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে অনেকেই নারী প্রগতির কুফল লক্ষ্য করে নৈতিক মূল্যবোধ এবং সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন। এমন কি পাশ্চাত্যের অনেক বুদ্ধিজীবীও নারী প্রগতির করুণ পরিণামের কথা তুলে ধরছেন। এ ছাড়া যারা নারী প্রগতির শিকার ও ভুক্তভোগী, সে বৃদ্ধারা নিজ ভুল বুঝে সমিতি করে নারী প্রগতির জঘন্য পরিণামের কথা বোঝাতে চেষ্টা করছেন।

www.pathagar.com

এখানে একটা বাস্তব ঘটনা বলা যেতে পারে। এক সকালে আমি কানাডার এক বাসায় বসে চা খাচ্ছি। এমন সময় দরজায় কেউ কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে দেখি তিনজন সাদা ইংরেজ মহিলা। সবাই যৌবনের আকর্ষণ হারিয়েছেন। ভিতরে আসার অনুমতি চাইলে নিয়ে এলাম। তাঁরা এসে সবিস্তারে যৌন স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির করুণ পরিণতির কথা বলতে লাগলেন। বললেন, মানুষকে এসব বুঝিয়ে বৈবাহিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য আমরা একটা সংগঠন করেছি; আর সে উদ্দেশ্যেই এখানে আমাদের আসা। আমি তাঁদের সামনে এ ব্যাপারে ইসলামী নীতি তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। তাঁরা বললেন, ইসলাম এত সুন্দর ব্যবস্থা দেয়, তা তো আমাদের জানা ছিল না।

যাক, এ হলো সমকালীন নারী ইতিহাসের চারটি পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এবার সংক্ষেপে সমকালীন ধর্মসমূহে নারীর স্থান লক্ষ্য করা যায়। খৃষ্টধর্ম মতে নারীর পাপের জন্যই মানব জাতিকে পৃথিবীতে আসতে হয়েছে। নারী মানেই পাপ। ইহুদী ধর্মেও একইভাবে নারীকে পাপের উৎস বলা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে নারীত্ব পুণ্যের পরিপন্থী। নারীর সাহচর্যে নির্বাণ লাভ করা যায় না। ধর্মকর্ম ও নারীর সম্পর্ক একত্রিত হতে পারে না। সুতরাং যাঁরা ধর্ম পালন করবেন, তাঁরা বিয়ে করতে পারবেন না। হিন্দু ধর্মের মহাভারত অনুযায়ী নারীর ন্যায় পাপ পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নেই।

এবার দেখুন, ইসলাম নারীকে কি স্থান দিয়েছে। ইসলামে নারীকে দেওয়া হয়েছে মাতৃত্বের মহাসম্মান। সন্তানের বেহেশ্ত মায়ের পায়ের নীচে। বেহেশ্ত পেতে হলে সেবা ও সম্মান দ্বারা মাকে খুশী করতে হবে। ইসলাম অনুযায়ী সে পুরুষই শ্রেষ্ঠ, যে তার স্ত্রীর নিকট শ্রেষ্ঠ। মানবীয় সম্মান ও অধিকারে নারী-পুরুষ সমান, কারো উপর অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো তাক্‌ওয়া ও সৎ কাজ, নরত্ব বা নারীত্ব নয়, ভাষা বা রং নয়।

আরেকটা জিনিস লক্ষণীয়। মাত্র কয়েক শত বছর পূর্বে কোন কোন সভ্যতা নারীকে মানুষ বলে স্বীকার করতো না। নারীর আত্মা নেই বলে তথাকথিত জ্ঞানী পুরুষরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে মাত্র তিনশত বছর আগের কথা। অথচ চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইসলাম নারীকে যে সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে, প্রাচ্য কি প্রতীচ্যের কোন সভ্যতা আজও তার কাছে পৌঁছতে পারেনি।

অত্র "নারী ও সমাজ" গ্রন্থের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক জনাব আবদুল খালেক সাহেব এসব বিষয় সুন্দরভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সুদীর্ঘ গবেষণার ফসল এ গ্রন্থ। সাধারণ ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে তিনি নারী প্রসঙ্গের ব্যাপকভিত্তিক পর্যালোচনা করেছেন। তিনি ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শিক্ষা শেষ করেন। পরে ইসলামী শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পাক ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের দীর্ঘকালীন সাহচর্যে তিনি আরো সমৃদ্ধ হন। বাংলা

www.pathagar.com

সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারায় তিনি মূল্যবান অবদান রেখে চলেছেন। মৌলিক ও অনুবাদ সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৌলিক রচনা 'নারী ও সমাজ" গ্রন্থ সে সাক্ষ্য বহন করে। আমি তাঁর বড় ছেলে হতে পেরে নিজকে গর্বিত ও সম্মানিত বোধ করছি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মানব সভ্যতায় নারী প্রসঙ্গের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং সমকালীন ধর্মবিশ্বাসে নারীর স্থান পর্যালোচনা করাতেই "নারী ও সমাজ" গ্রন্থের শেষ নয়, সূচনা মাত্র। গ্রন্থটির মূল বক্তব্য হলো ইসলামে নারী প্রসঙ্গ। বইটিতে নারী সংক্রান্ত ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা প্রমাণ সহকারে সংযোজিত হয়েছে। নারী শালীনতা, বিবাহ, দাম্পত্য জীবন, সমাজে নারীর ভূমিকা, অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। তালাক, বহু বিবাহ, দাসপ্রথা ইত্যাদি প্রসঙ্গে ইসলাম বিরোধীরা যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে, বইটিতে তার সুন্দর পর্যালোচনা ও জবাব দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে একজন নারী নিজ ও পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কিভাবে তাঁর ভূমিকা সুন্দররূপে পালন করতে পারেন, তার দিকনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সৎ স্বভাব অর্জন এবং অসৎ স্বভাব বর্জনের মাধ্যমে একজন আদর্শ জননী, সহধর্মিণী এবং ভবিষ্যৎ বংশধরের গঠনকর্ত্রী হিসেবে নারী-জীবনকে গড়ে তোলার পথনির্দেশ রয়েছে এ গ্রন্থে।

বাংলা, ইংরেজী অথবা উর্দুতে নারী প্রসঙ্গে এত ব্যাপক গ্রন্থ আছে বলে আমার জানা নেই। অন্যান্য বই নারী বিষয়ক কোন কোন দিক নিয়ে হয়তো আলোচনা করে ; কিন্তু সকল দিকের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া কঠিন। এই 'নারী ও সমাজ' গ্রন্থ সার্থকতার সাথে সে অভাব পূরণ করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আজ যখন নারী ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে একদিকে অতি-প্রগতিবাদীরা অদূরদর্শীর মতো আরো বল্গাহীন নারী স্বাধীনতার কথা বলছেন এবং অপরদিকে পাশ্চাত্যের চিন্তাশীলরাই নারী প্রগতির ভয়াবহ পরিণামের পর্যালোচনা করছেন, সে মুহূর্তে এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। বইটি ভাষান্তরিত হয়ে বহুল প্রচারিত হলে গোটা মানবজাতি উপকৃত হবে।

অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক
ভাইস চ্যান্সেলর
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
ঢাকা

www.pathagar.com

অবতরণিকা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্। বহু দিনের একটি ইচ্ছা পূর্ণ হইল। 'নারী' সম্পর্কে লেখার পরিকল্পনা পূর্ব হইতেই ছিল। কিন্তু অন্যান্য রচনায় মনোনিবেশের কারণে ইহা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে। উনিশ শ' আটাশি সনের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে আমি মালয়েশিয়ায় আসি এবং বড় ছেলে ড. এ.এইচ.এম. সাদেকের অনুপ্রেরণায় হঠাৎ ইহা রচনা আরম্ভ করি। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া যে, এই প্রবাসেই ইহা সমাপ্ত হইল।

নারী প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও দর্শন নারীকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। এই গ্রন্থে পর্যালোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, ইহাদের কোনটাই তাহাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারে নাই, কেবল ইসলামই তাহাকে সেই মর্যাদা দান করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সম্পর্কে সম্যক অবগতির অভাবে মানুষের মধ্যে প্রচুর ভুল বোঝাবুঝি রহিয়াছে। পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষীরা তো এই প্রসঙ্গে নানা অপপ্রচার করিয়াই চলিয়াছে। সুতরাং নারী প্রসঙ্গে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। 'নারী' পুস্তকে আমি সেই চেষ্টাই করিয়াছি। কতটুকু সার্থক হইয়াছি, তাহা বিচারের ভার সম্মানিত পাঠকগণের উপর রহিল। এ বিষয়ে কোন পরামর্শ থাকিলে সাদরে গৃহীত হইবে।

বস্তুত এই গ্রন্থ পরম স্নেহাস্পদ ড. এ.এইচ.এম. সাদেকের অনুপ্রেরণা ও সহায়তারই ফসল। স্নেহের হাফেজ এ.কে.এম. জালালুদ্দীন অনেক সাহায্য করিয়াছে। স্নেহের খুকীর সাহায্য-সহযোগিতা নিতান্ত অকৃত্রিম। প্রিয় ফাহীম, যাকিয়্যাহ, তাযকিরাহ্ ও বুশরা আমার অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। সহধর্মিণী আয়েশার কথা স্মরণ না করিয়া পারি না। যে সংসারের সকল দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজে বহন করিয়া আমাকে একেবারে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারের সাহায্য না পাইলে গ্রন্থ রচনা বিঘ্নিত হইত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদ প্রদানে তাঁহাদের মর্যাদা খাটো করিতে চাই না।

পরিশেষে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে করজোড়ে নিবেদন, ইয়া আল্লাহ্! এই নগণ্য প্রচেষ্টা কবুল কর এবং যাহাদের উদ্দেশে ইহা নিবেদিত, তাহাদের জন্য ইহাকে উপকারী ও আমার জন্য নাজাতের উসীলা বানাও। আমীন, ছুম্মা আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

আবদুল খালেক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীর স্থান ও মর্যাদা ১-২৭

উপক্রমণিকা ১; গ্রীক সভ্যতায় ১; ভারতীয় সভ্যতায় ৩; চীন সভ্যতায় ৫; বৌদ্ধ ধর্মে ৬; ইয়াহূদী ধর্মে ৭; ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইয়াহূদী নারী ৮; খ্রীষ্টধর্মে ৯; তালাক ও পুনর্বিবাহ ১২; গৃহের অভ্যন্তরে ও সমাজে স্ত্রীর স্থান ১২; রোমে ১৫; আরবে ১৫; ইসলামে নারীর স্থান ও মর্যাদা ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জীবনের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ২৮-৬৭

মানব সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৮; মানবতার সাম্য ৩০; নারী–পুরুষের সাম্য ৩১; নারীদের প্রতি প্রতিকূল ধারণা ইসলামের পরিপন্থী ৩৪; নারীদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহারের তাকীদ ৩৬; সাম্য ও নর–নারী ৪৩; নারী–পুরুষের বৈষম্য ৪৫; নারী পুরুষের বৈষম্য ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব ৪৮; জীব–বিজ্ঞানে নারীর ধাত ও কর্ম-বন্টন ৫০

তৃতীয় অধ্যায় ঃ নারী-প্রগতি ও পাশ্চাত্য জগত ৬৮-৭৮

চতুর্থ অধ্যায় ঃ নারী প্রগতির পরিণতি ৭৯-১২৪

নৈতিক অনুভূতির বিলুপ্তি ৭৯; অশ্লীলতার আধিক্য ৮৮; যৌন ব্যাধি ৯৫; সিফিলিস–প্রমেহ ৯৫; এইড্‌স ৯৬; যুবক–যুবতীর উপর যৌন প্রভাব ৯৮; নারীত্বের বিলোপ সাধন ১০০; পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, তালাক ও বিচ্ছেদ ১০১; জাতীয় দুর্গতি ১০৪; শেষ কথা ১০৬; প্রতিক্রিয়া ১০৯; প্রাচ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের উদ্যোগ ১২২; 'বোম্বে সাবধান সংস্থা'র উদ্যোগ১২২; ঢাকা বিভাগের তিনটি পতিতালয় উচ্ছেদ ১২৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নারী-শালীনতা ১২৫-১৬৩

অবতারণা ১২৫; নারী শালীনতা সংরক্ষণে ইসলামী ব্যবস্থা ১২৭; সতর ১৩২; পুরুষের সতর ১৩৩; নারীর সতর ১৩৩; নারীর মুখমণ্ডল ১৩৯; নির্জন সাক্ষাত ১৪৫; স্পর্শ ১৪৫; হায়া ১৪৬; আরও কতিপয় জরুরী নির্দেশ ১৪৭; ব্যভিচার প্রতিরোধ ১৪৯; ব্যভিচারের শাস্তি ১৪৯; অবিবাহিতের শাস্তি ১৪৯; বিবাহিতের শাস্তি ১৫৩; ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ১৫৭; ব্যভিচারের জঘন্যতা ১৫৯; শেষ কথা ১৬২

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বিবাহ ১৬৪-২১৮

সূচনা ১৬৪; বিবাহের বিধান ১৬৫; বিবাহের নির্দেশ ১৭২; বিবাহের উপকারিতা ১৭৯; বিবাহের শ্রেণীবিভাগ ১৭৯; মুতআ বিবাহ ১৮০; আইনবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৩; নিষিদ্ধ নারী ১৮৪; পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ১৮৬; বয়স হইলেই বিবাহ দেওয়া আবশ্যক ১৯৩; প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব নিষিদ্ধ ১৯৪; নিজ বিবাহের উদ্দেশ্যে অপরের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো নিষিদ্ধ ১৯৪; পাত্রী দেখা ১৯৫; পাত্রীর সম্মতি ১৯৭; অভিভাবকের অভিমতের গুরুত্ব ১৯৮; মাহর ও ইহার গুরুত্ব ২০১; মাহরের পরিমাণ ২০৬; বিবাহ বন্ধন ২১০; বিবাহের ঘোষণা ২১১; বিবাহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষণ ২১৩; ওলীমা ২১৫

সপ্তম অধ্যায় ঃ দাম্পত্য জীবন ২১৯-২৭০

সারসংক্ষেপ ২৫৭; স্বামীর অধিকার ২৫৭; স্বামীর কর্তব্য ২৫৮; স্ত্রীর অধিকার ২৫৯; স্ত্রীর কর্তব্য ২৫৯; স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্য ২৬০; সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা ২৬০; সন্তান-সন্ততির মধ্যে ন্যায়বিচার ২৬৬; ইসলামী পরিবেশ রক্ষায় নারীর দায়িত্ব ২৬৭

অষ্টম অধ্যায় ঃ সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ২৭১-২৯২

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ২৭১; চাকর-চাকরাণীর অধিকার ২৭২; প্রতিবেশীর অধিকার ২৭৩; প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার ২৭৩; প্রতিবেশীর মৌলিক অধিকার ২৭৪; প্রতিবেশীর প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা ২৭৫; রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ২৭৫; জানাযা ২৭৫; সুখে মুবারকবাদ, দুঃখে সান্ত্বনা ২৭৬; গৃহনির্মাণে প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখা ২৭৬; খরিদকৃত ফল-ফলারির উপহার ২৭৬; রান্না করা খাদ্য উপহার ২৭৭; প্রতিবেশীর অনিষ্ট না করা ২৭৭; প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর করা ২৭৮; প্রতিবেশীর সহিত ঝগড়া-বিবাদ না করা ২৭৮; নৈকট্যের ভিত্তিতে প্রতিবেশীর অগ্রাধিকার ২৭৯; মেহ্মানের অধিকার ২৭৯; গরীব-মিসকীনদের অধিকার ২৭৯; পরোপকারিতা ২৮২; সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া ও সদ্ব্যবহার ২৮৪; নারীর দাওয়াতী দায়িত্ব ২৮৫

নবম অধ্যায় ঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ২৯৩-২৯৯

অর্থ উপার্জনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ২৯৩; সম্পদ অধিকারে রাখার অধিকার ২৯৩; অর্থ উপার্জন ২৯৪; নারী অর্থোপার্জনে পরিপূরক শক্তি ২৯৫; নারীর বিবিধ পারিবারিক কাজকর্ম ২৯৬;পারিবারিক আয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা ২৯৬; সুখী-সুন্দর সংসার গঠনে নারীর ভূমিকা ২৯৭; আদর্শ নারীর ভূমিকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক ২৯৮

www.pathagar.com

দশম অধ্যায় ঃ বহুবিবাহ ৩০০-৩২৪

বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বহুবিবাহ ৩০০; চীনদেশে ৩০১; ভারতে ৩০১; ইয়াহূদী ধর্মে ৩০২; খ্রীষ্টধর্মে ৩০২; ইংরেজ মহিলার প্রতিবেদন ৩০৩; আফ্রিকায় ৩০৩; আমেরিকার মরমন ৩০৪; জোরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্মে ৩০৫; জার্মানীতে ৩০৫; রোম ও ফ্রান্সে ৩০৫; ইরান, গ্রীস, ব্যাবিলন ও অষ্ট্রিয়ায় ৩০৫; আরবে ৩০৫; ইসলামে বিবাহ নিয়ন্ত্রণ ৩০৬; ইসলাম ও দাস প্রথা ৩১১; বহুবিবাহ ও পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দ ৩১৩; বহুবিবাহ কেন ৩২০

একাদশ অধ্যায় ঃ তালাক ৩২৫-৩৩৪

বিবাহ আজীবন প্রীতি–বন্ধন ৩২৫; তালাক ঘৃণ্যতম কাজ ৩২৫; অপরিহার্য কারণে তালাকের ব্যবস্থা ৩২৬; তালাকের নিয়ম ৩২৭; অনিয়মে তালাকের শাস্তি ৩৩০; তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ–পোষণ ৩৩১; স্ত্রীর তালাকপ্রাপ্তির সুযোগ ৩৩২

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ জীবন-যাত্রার রূপরেখা ৩৩৫-৩৯৩

জীবনের লক্ষ্য ৩৩৫; জ্ঞান অর্জন ৩৪১; ঈমান–আকীদা ৩৪৩; তাওহীদের মর্ম ৩৪৩; কলেমা পাঠকারীর দ্বিবিধ কর্তব্য ৩৪৭; আখিরাতে বিশ্বাস ৩৪৯; রিসালাত ও আসমানী কিতাব ৩৫২; ফেরেশতা ৩৫৩; তাকদীর ৩৫৩; পুনরুত্থান ৩৫৪; ঈমানের কালেমা ৩৫৪; কালেমা–ই–তায়্যিবা ৩৫৪; কালেমা–ই–শাহাদাত ৩৫৫; ঈমান–ই–মুয্‌মাল ৩৫৫; ঈমান–ই–মুফাস্‌সাল ৩৫৫; সালাত বা নামায ৩৫৫; যাকাত ৩৫৮; যাকাত উপযোগী সম্পদ ৩৬১; রোযা ৩৬২; হজ্জ ৩৬৪; হজ্জের বিশেষত্ব ৩৬৫; ভিত্তিই যথেষ্ট নহে ৩৬৭; আখলাক (স্বভাব–চরিত্র) ৩৬৯; অসৎ স্বভাব বর্জন ৩৭০; কামরিপু ৩৭০; মিথ্যা কথন ৩৭১; গীবত ৩৭২; চোগলখোরী ৩৭২; ক্রোধ ও হিংসা–বিদ্বেষ ৩৭৩; দুনিয়ার মহব্বত ৩৭৪; ধনাসক্তি ও কৃপণতা ৩৭৫; প্রভুত্ব লিপ্সা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা ৩৭৬; রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত) ৩৭৭; অহংকার ও আত্মগর্ব ৩৭৯; মুনাফিকী ৩৮০; অপব্যয় ৩৮১; সৎ স্বভাব অর্জন ৩৮২; তওবা ৩৮২; সবর (ধৈর্য) ৩৮৩; প্রতিজ্ঞা রক্ষা ৩৮৪; আমানতদারী ৩৮৫; ক্ষমাশীলতা ৩৮৫; কৃতজ্ঞতা ৩৮৬; ইখলাস ৩৮৭; তাওয়াক্কুল ৩৮৭; আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা)–এর মহব্বত ৩৮৮; পরকাল আসক্তি ৩৯০; মৃত্যুচিন্তা ৩৯২

গ্রন্থপঞ্জী ৩৯৪-৩৯৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীর স্থান ও মর্যাদা

উপক্রমণিকা

সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে মানব-সভ্যতা, মঙ্গল ও উন্নতি। এই সম্পর্কে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও সভ্যতার ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে এবং মঙ্গল ও উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটে । কিন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে সর্বত্র এই সম্পর্কের ব্যাপারে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতিই পরিলক্ষিত হয়। কোথাও নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনীরূপে জীবনের চলার পথে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে। আবার অপরদিকে এই নারীকেই অধম দাসীতে পরিণত করা হইয়াছে । সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে জীব-জন্তুর ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করা হইয়াছে। তাহাকে পাপ-পঙ্কিলতার উৎস বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তাহার অন্তর্নিহিত গুণরাজি বিকাশের কোন সুযোগ-সুবিধা তাহাকে প্রদান করা হয় নাই । আবার কোন সময় এই সুবিধা প্রদান করা হইলেও সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত করিয়া তাহাকে পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়নকে পরিণত করা হইয়াছে। এইরূপে বংশীয় শৃঙ্খলা ও সভ্যতার ভিত্তি প্রস্তর ধ্বসিয়া পড়িয়াছে।

এই বর্ণনা অতি বিস্তৃত। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় নিম্নে আমরা ইহার মাত্র কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদান করিব ।

গ্রীক সভ্যতায়

গ্রীক সভ্যতায় নারী কি মর্যাদার অধিকারী ছিল তাহা সক্রেটিসের ভাষায় বেশ সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন ঃ

www.pathagar.com

Woman is the greatest source of chaose and disruption in the world. She is like the Dafali Tree which outwardly looks very beautiful, but if sparrows eat it they die without fail.

নারী জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যাহা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি ইহা ভক্ষণ করিলে ইহাদের মৃত্যু অনিবার্য।

গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করিতে যাইয়া এণ্ডারস্‌কি (Anderosky) বলেন ঃ

Cure is possible for fireburns and Snake-bite ; but it is impossible to arrest woman's charms.

অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে।[১]

প্রাচীন গ্রীসে বিবাহে নারীর সম্মতি আবশ্যক বলিয়া মনে করা হইত না। মাতা-পিতার ইচ্ছানুসারে তাহাকে বিবাহে বাধ্য হইতে হইত। বর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলেও মাতাপিতার নির্দেশে নারী তাহাকে স্বামী ও প্রভুরূপে বরণ না করিয়া পারিত না। নারীদিগকে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করা হইত এবং সর্বদা তাহাদিগকে তাহাদের পুরুষ আত্মীয়-স্বজন—পিতা, ভ্রাতা এবং চাচা, মামা ও খালুকে মানিয়া চলিতে হইত।

গ্রীক সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল যুগে সতী-সাধ্বী নারী মহামূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত ছিল। সেকালে তাহারা পর্দা-প্রথা মানিয়া চলিত। পরবর্তী যুগে বারবনিতালয় গ্রীসের সর্বস্তরের লোকদিগকে আকর্ষণ করে এবং তখন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণেও পতিতাদের প্রভাব প্রতিফলিত হইত। পতিতালয় যেন তখন এক প্রকার উপাসনালয়ে রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, তাহাদের মতে পতিতা ছিল প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী এফ্রোডাইটের প্রতিনিধি। সে তাহার স্বামীদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অপর তিন দেবতার সহিত অবৈধ প্রেমে নিমজ্জিত হইয়াছিল।[২]

---

১. Nazhat Afza and Khurshid Ahmad : The Position of Woman in Islam, p.9-10, Islamic Book Pablishers, Kuwait 1982.

২. Said Abdullah Seif Al-Hatimy : Woman in Islam, p 2-3, Islamic Pulication Ltd. Lahore, Pakistan, Oct. 1979.

www.pathagar.com

ভারতীয় সভ্যতায়

ভারতীয় উপমহাদেশেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। নারী পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং তাহাকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসল রীতি। মনু'র মতে তাহাকে দিবা-রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব, তাহাকে কঠোর শাসনে না রাখিলে সে অবশ্যই বিপথগামী হইবে।[১]

নারী সম্পর্কে উপরিউক্ত ধারণাই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উচ্চশ্রেণী ও রাজবংশের মহিলাদিগকে অধিকতর সাবধানতার সহিত ভিন্ন পুরুষের নিকট হইতে দূরে রাখা হইত। রাজবংশের মহিলাগণের অবাসস্থল কড়া প্রহরাধীনে রাখা হইত। কোন কারণেই তাহাদের গৃহের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। আকস্মিক বিপর্যয় বা অপরিহার্য কারণে উচ্চবংশের কোন মহিলা জীবিকা অর্জনে বাধ্য হইলে এই কার্যে যাহাতে তাহার সতীত্ব নষ্ট না হয়, তজ্জন্য অতি কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা হইত। বস্ত্রশিল্প কারখানায় তাহাকে যাইতে হইলে অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে তাহাকে যাইতে হইত, যেন সহজে সে কোন লোকের চোখে পতিত না হয়। তাহার বয়নকৃত বস্ত্র যে কর্মচারী গ্রহণ করিত, তাহাকে অন্ধকারেই বাতির সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইত। সে যদি মহিলার মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইত অথবা তাহার সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোন কথা তাহার সহিত বলিত, তবে তাহাকে জরিমানা দিতে হইত।[২]

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজে কিছুটা পর্দা-প্রথা প্রচলিত ছিল; যদিও পূর্ণ পর্দা-প্রথা ইসলামের আবির্ভাবের পরই প্রবর্তিত হয়।

---

১. Amer Ali : The spirit of Islam, p 30 ; Ramesh chandra Mazumdar : "Ideal and position of Indian Women in Domestic life;" Great Women of India (ed.) Swamei and Mazumdar, p 19.

২. A.L. Bashan : The Wonder That was India, Fontana 1971, p 181.

www.pathagar.com

সতীদাহ-প্রথা প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তাহার স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে হইত। এখনও এই বর্বর প্রথা ভারতের কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও ভারতকে এই প্রথা রহিত করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছে।

হিন্দুসমাজে নারী অতীব অশুভ প্রাণীবিশেষ। এইজন্যই সতীদাহ প্রথা অনুসারে বিধবা নারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করাকেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করিত।

> There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor. She is verily all these in a body.

নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নাই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তাহার দেহে সন্নিবিষ্ট। [১]

'Men should not love them'

—নারীদিগকে ভালবাসা পুরুষদের উচিত নহে। [২]

পুত্র সন্তান জন্মিলে পরিবারে আনন্দ ধরিত না। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মিলে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিত।

The birth of a girl grant if else-where, here grant a boy.

হে দেবতা! নারী সন্তান অন্যত্র দান কর। আমাদের পুত্র সন্তান দাও। [৩]

এইখানে গ্রন্থকার হিন্দুসমাজের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষারই অভিব্যক্তি করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত অসুর বিবাহ পিতা কর্তৃক কন্যা বিক্রয়স্বরূপই ছিল। হিন্দু নারী কোন সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত না। সেই যুগে বালিকাদিগকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইত। দেবতাগণ তাহাদিগকে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিত। এই বালিকাগণ অবশেষে মন্দিরের

---

১. Professor Indra : Statues of Women in Mahabharat p. 16.

২. Ibid, p 17

৩. Ibid, p 21.

www.pathagar.com

পুরোহিত ও ধর্মকর্তাদের অধীনে চলিয়া যাইত এবং পুরোহিত ও মন্দিরের কর্মচারীদের উপরি পাওনারূপে পরিগণিত হইত।

বৈদিক যুগে নারী যুদ্ধে লব্ধ লুটের মালের ন্যায় ছিল। যুদ্ধ বিজয়ের পর বিজয়ী পক্ষ জোরপূর্বক নারীদিগকে অপহরণ করিত এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর ন্যায় তাহাদিগকে নিজেদের মধ্যে বিতরণ করিয়া লইত। স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসীরূপে ব্যবহার করিত। কন্যা সন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইত। ব্যাভিচার, পতিতাবৃত্তি ও এবংবিধ কোন অপরাধের কারণে, এমনকি স্বামীর মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যাইত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করিলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো যাইত না।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার কোন দেশেই নারী স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কোথায়ও নারী সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না।[১]

চীন সভ্যতায়

দুনিয়াতে চীনদেশেই নারীদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীনের ধর্ম-গ্রন্থে নারীকে 'Waters of woe' (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে—যাহা সকল সৌভাগ্য ভাসাইয়া লইয়া যায়। নারী কখনও কোন সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত না। এমনকি তাহার সন্তানদিগের উপরও তাহার কোন অধিকার থাকিত না। স্বামী যখন ইচ্ছা, তখনই তাহাকে তালাক দিতে পারিত এবং অপরের উপপত্নীরূপে তাহাকে বিক্রয়ও করিতে পারিত। বিধবা হইলে তাহাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে জীবন যাপন করিত হইত এবং পুনর্বিবাহ তাহার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল।

চীনদেশের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া জনৈকা চীনদেশীয় নারী বলেন ঃ "মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে।...অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারী হইতে নিকৃষ্ট আর কিছুই নাই!"

সে দেশে বালকেরা দরজার সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াইত যেন তাহারা স্বর্গ হইতে আগত দেবতা। স্ত্রী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছে সংবাদে কোন পিতাই আনন্দিত

১. Fida Hussain Malik : Wives of the Prophet, P 12-15, Asharf Publications, Lahore, Pakistan, (4th Ed.) 1983.

www.pathagar.com

হইত না। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার দৃষ্টি যেন কাহারও উপর পতিত না হয় তজ্জন্য সে স্বীয় প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত থাকিত। সে মৃত্যুবরণ করিলে কেহই তাহার জন্য রোদন করিত না।

ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারিত। তাহার মাতা-পিতা তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে সে তাহাদের নিকট চলিয়া যাইত। অন্যথায় তাহাকে রাস্তায় বাহির করিয়া দেওয়া হইত।[১]

অবিবাহিতা নারী পিতার পরিবারের সদস্য থাকিত। বিবাহের পর সে স্বামীর পরিবারে চলিয়া যাইত এবং স্বামীর মাতাপিতা ও মুরুব্বীদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিত। অলংকারাদি ও নিজস্ব ব্যবহারের জিনিস-পত্র ব্যতীত বধূ যে সম্পত্তিই সঙ্গে আনিত, ইহার সকলই স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিতে পরিগণিত হইত। বধূর অবস্থা নিতান্ত অসহায় ছিল এবং কেবল পিতার বংশের বলেই সে স্বামীর পরিবারে টিকিয়া থাকিতে পারিত। পুত্র-সন্তান প্রসব ও স্বামীর মুরুব্বীদের মৃত্যুতে শোক পালনের পর স্ত্রীর অবস্থা কিছুটা সবল হইয়া উঠিত।

বর ও কনের পরিবার-প্রধানদের আনুষ্ঠানিক সম্মতিতেই বিবাহ-কার্য সম্পাদিত হইত। প্রচলিত রীতি অনুসারে বিবাহের উকিলের মাধ্যমে এই কার্য সম্পন্ন হইত।[২]

বৌদ্ধধর্মে

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হইল নারীর সাহচর্যে নির্বাণ লাভ করা চলে না। ইহা হইতেই বৌদ্ধধর্মে নারীর মর্যাদা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়।

বিবাহ ও ইহার আনুসঙ্গিক যাবতীয় কার্য-কলাপ বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্যের পরিপন্থী। ইহার লক্ষ্য হইল সকল বাসনা-কামনার বিলোপ সাধন। সুতরাং এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সাধনার ক্ষেত্রে চির কৌমার্য নিতান্ত আবশ্যক।[৩]

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মতে নারী হইল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। ইহার বর্ণনা দিতে যাইয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েস্টারমার্ক (Westermark) বলেন ঃ

---

১. Said Abdullah Seif Al-Hatimy: Ibid, p 7.

২. Encyclopaedia Britanica, Vol. IV, p 409.

৩. U. May OUNG : Buddhist Law, part I, p 2.

www.pathagar.com

Women are, of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world.

মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হইয়া আছে--যাহা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করিয়া দেয়।[১]

নারী সম্পর্কে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতের ধারণা ব্যক্ত করিতে যাইয়া বেটনী (Bettany) তাঁহার World's Religions গ্রন্থে বলেন ঃ

Unfathomably deep, like a fish's course in the water, is the character of woman, robed with many artifices, with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie.

পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নহে, নারীর চরিত্র হইল তেমনি নিবিড়–যাহা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তাহার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তাহার নিকট মিথ্যা সত্যসদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম।

ইয়াহূদী ধর্মে

ইয়াহূদী ধর্মমতে নারীর উপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রহিয়াছে। এই ধর্মমতে নারী হইতেই পাপের সূত্রপাত হয় এবং তাহার কারণেই সকলের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ, নারীই সকল দুর্নীতির উৎস। ইয়াহূদী সমাজে নারীর কোন মর্যাদা ছিল বলিয়া গণ্য করা হইত না এবং সে পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিরূপেই পরিগণিত হইত।[২]

ইয়াহূদী সমাজে নারী পুরুষ হইতে অতি নিকৃষ্ট, এমনকি মর্যাদায় নারী চাকরদের অপেক্ষাও নিম্নস্তরের বলিয়া গণ্য হইত। ভ্রাতা থাকিলে সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পরিত না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবস্থায় কন্যাকে বিক্রয় করিবার পূর্ণ অধিকার পিতার ছিল। বিবাহিতা স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইত স্বামী।

---

১ . Nazhat Afza and khurshid Ahmad : Ibid, p. 12-13

২ . Encyclopaedia Britanica, vol. V, p 732.

www.pathagar.com

স্বামীকে অপর মহিলার সহিত শায়িত দেখিলে ইয়াহূদী স্ত্রীকে অভিযোগ না করিয়া চুপ থাকিতে হইত। কারণ, স্বামীর যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবার অধিকার তাহার ছিল।

সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরী ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকিলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হইত না। কারণ, নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল না।[১]

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইয়াহূদী নারী ঃ ইয়াহূদী সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এইজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল এক প্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব ইহাতে খুব বেশী ছিল।[২]

সন্তান উৎপাদনই ছিল বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই সন্তান জন্মদান ব্যতীত দাম্পত্য জীবনের দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলেও স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতে পরিত বা সে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পরিত। বিবিধ প্রকারের বিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কয়েক প্রকার ব্যতীত সবগুলিরই বিচ্ছেদ হইতে পারিত।[৩]

বিবাহের পূর্বে কৌমার্য ও বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে সততা-সাধুতা ছিল বিবাহের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীদের উপর সতীত্ব রক্ষার জোর তাকিদ ছিল এবং বিবাহের সময় সতীত্ব প্রমাণ করিতে না পারিলে বালিকাদিগকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা হইত।[৪]

বাগদত্তা বা বিবাহিতা নারী পরপুরুষ দ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হইলে ধর্ষণের সময় সাহায্য চাহিয়া চীৎকার না দিলে সে জীবনের অধিকার হারাইয়া ফেলিত এবং প্রস্তারাঘাতে হত্যাই ছিল তাহার শাস্তি। ধর্ষিতা কুমারী হইলে ধর্ষণকারীর সহিত বিবাহই ছিল ইহার বিধান।[৫]

---

১. Shaner, Donald W : A Christian view of Divorce, Leiden 1969, p 31.
২. .Report of the Commission, Marriage, Divorce and the Church, London 1971, p 9-80.
৩. ৮. Bible Deutero-nomy 22 : 21.
৪. Ibid, 22 : 23-25, 28, 29.
৫. The Jewish Encyclopaedia, Vol. XII. p 556.

www.pathagar.com

মাতাপিতা কন্যাদিগকে বিবাহে বাধ্য করিত না। কিন্তু তাহাদিগকে বিবাহ দেওয়া বা কাহারও নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলার আইনসঙ্গত অধিকার পিতার ছিল।[১]

বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহাছাড়াও স্বামী যত ইচ্ছা, উপপত্নী রাখিতে পরিত। তদুপরি অবিবাহিতা দাসী, এমনকি চুক্তিতে আবদ্ধা বিবাহিতা নারীদের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারও তাহার ছিল। এইসব কাজ করিয়াও সে ব্যভিচারী বলিয়া গণ্য হইত না।[২]

স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করিলে সে চিরকালের জন্য সেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইত। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হইলে নারী অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারিত।[৩]

স্বামী বহুক্ষেত্রে স্ত্রীর সহিত দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিত। পিতা তাহার ছেলেমেয়েদিগকে বিক্রয় করিতে পারিত।[৪]

খ্রীস্টধর্মে

খ্রীস্টধর্মে ধর্মের নামে নারী জাতির উপর অতীব নিষ্ঠুর ও নিদারুণ নৃশংস আচরণ করা হইয়াছে। পোপ শাসিত 'পবিত্র' রোম-সাম্রাজ্যে তাহাদের দেহে গরম তৈল ঢালিয়া দেয়া হইয়াছে; দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সহিত তাহাদিগকে বাঁধিয়া হেঁচড়ানো হইয়াছে এবং মজবুত স্তম্ভে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতেও নারীজাতির নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ-এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : Woman has no soul—নারীর কোন আত্মা নাই।

---

১. Pospishil, Victor : Divorce and Marriage, London p 38;
২. Shanar, Donald W : Ibid p. 31.
৩. Bible–Deuternomy 24 : 1, 22 : 19; Shaner, Donald W.: Ibid p 31; Moscati, Sabatino : Ancient Semitic Civilisation, London 1957, p 159.
৪. Lods, Adolphe : Israel, London 1948, p. 191.

www.pathagar.com

ড. এসপ্রিঙ্গ (Dr. Aspring) তাঁহার গ্রন্থে মধ্যযুগে নারীজাতির উপর জঘন্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

> ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। ইহা নারীদের উপর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালাইবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে। এই আইনের বলে খ্রীস্টানগণ নব্বই লক্ষ জীবন্ত নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হত্যা করে। খ্রীস্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত।

নারীজাতিকে অতীব হীন ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টধর্মের প্রবল ভূমিকা রহিয়াছে। উভয় ধর্মই নারীকে পাপের আদি কারণরূপে আখ্যায়িত করিয়াছে। বাইবেলে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে, 'নারীর পাপের দরুণই পুরুষকে তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।'[১]

> I will greatly multiply your pain in Child-bearing; in pain you shall bring forth Children; yet your desire shall be for your husband, and he shall rule over you.[২]
>
> গর্ভধারণে তোমাদের ব্যথা আমি অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিব। এই ব্যথায়ই তোমরা সন্তান প্রসব করিবে। তথাপি তোমরা তোমাদের স্বামীর সংসর্গ কামনা করিবে এবং সে তোমাদের উপর শাসন করিবে।

ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান ধর্মমতে নারীই গোটা মানবতার দুর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী প্রকাশ্যে নারীজাতির উপর দোষারোপ করিয়াছেন এবং নারীকে দরকারী আপদ (Necessary evil) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আলেকজান্ড্রিয়ার ক্লিমেন্ট বলেন ঃ নারী বলিয়াই তাহার লজ্জায় অভিভূত হইয়া থাকা উচিত।[৩]

এইরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী খ্রীস্টান জগত নারীজাতির হীনতা ও অমর্যাদা প্রচার করিয়া আসিয়াছে।

---

১. Bible : Genesis 3 : 16, New york 1973.

২. Libra : Womanhood and the Bible, New York p. 18; Cleugh, James : Love locked out, London 1963, p 264-265.

৩. Nazhat Afza and khurshid Ahmad : Ibid p. 4.

www.pathagar.com

খ্রীস্টান ধর্মে বিবাহ ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী পবিত্র বন্ধন--যাহা আমৃত্যু বলবৎ থাকিবে।[১] কিন্তু খ্রীস্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও খ্রীষ্টধর্মের রচয়িতা সেন্ট পল বিবাহকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলিয়া স্বীকার করেন না। আর ইহাকে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলিয়াও বিশ্বাস করেন না।[২] বরং তিনি Necessary evil (জরুরী পাপ) হিসাবেই বিবাহের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

> It is well for a man not to touch a woman. It is well for a person to remain as he is. Do not seek marriage. But if you marry, you do not sin and if a girl marries she dose not sin. Yet those who marry will have wordly troubles. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the affairs of the Lord, how to please the Lord; but the married man is anxious about wordly affairs, how to please his wife. I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord.[৩].

কোন নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভাল। সে যেমন আছে, তদ্রূপ থাকাই তাহার জন্য উত্তম। বিবাহ করিতে চাহিও না। কিন্তু তুমি বিবাহ করিলে তোমার পাপ হয় না এবং কোন বালিকা বিবাহ করিলে সেও পাপ করে না। তবে যাহারা বিবাহ করে, তাহারা পার্থিব দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। সাংসারিক উদ্বেগ হইতে মুক্ত থাক, ইহাই আমি কামনা করি। অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাজে উদ্বিগ্ন, কিরূপে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যাইবে। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে উদ্বিগ্ন; কিরূপে তাহার স্ত্রীকে সন্তুষ্টি করিবে। আমি তোমার নিজ কল্যাণের জন্যই এই উপদেশ দিতেছি, তোমার উপর কোন বাধা আরোপের জন্য নহে;

---

১. Pospishil, Victor : Ibid, p. 49

২. Klansner, Joseph : From Jesus to Paul, London 1964, p. 571-572.

৩, Bible-1, Corinthians, 7 : 1,26,28,29,32,35.

www.pathagar.com

বরং শৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রভুর প্রতি তোমার অবিভক্ত অনুরক্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই আমি ইহা বলিতেছি।

He that giveth her not in marriage, doeth better.[১]

যে ব্যক্তি তাহার কন্যাকে বিবাহ দেয় না, সেই উত্তম কাজ করে।

তালাক ও পুনর্বিবাহ ঃ খ্রীস্টান ধর্মের বিধান অনুসারে তালাকের অনুমতিই নাই।

...that the wife should not separate from her husband and that the husband should not divorce his wife.[২]

... স্ত্রী তাহার স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না; আর স্বামীও তাহার স্ত্রীকে তালাক দিবে না।

মার্ক (Mark) বলেন, যিশু তালাকের প্রতি ঘৃণা এইভাবে প্রকাশ করেন ঃ

Who ever divorces his wife and marries another, commits adultery against her ; and if she divorces her husband and marries another, she coummits adultery.[৩]

যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়া অপর স্ত্রী গ্রহণ করে, সে তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। আর যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে বর্জন করিয়া অপর স্বামী গ্রহণ করে, সে ব্যভিচার করে।

কিন্তু মতান্তরে খ্রীস্টান ধর্মে তালাক ও পুনর্বিবাহ অবৈধ নহে।[৪]

গৃহের অভ্যন্তরে ও সমাজে স্ত্রীর স্থান ঃ খ্রীস্টান ধর্মমতে নারী পাপের উৎস, এই ধারণাই তাহার মর্যাদার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নারীর জীবনের পরম অবদান হইল পরিবারের প্রতি দরদ ও সতর্ক দৃষ্টি এবং সহজে স্বামীর প্রতি বশ্যতা স্বীকার। স্বামীর একান্ত অধীন হইয়া থাকা ও নিজকে স্বামী হইতে হীন বলিয়া মানিয়া লওয়াই ছিল তাহার পরম সাফল্য।

---

১. Bible, Crinthians, VII-38.
২. Bible, Ibid, 7 : 10-11.
৩. Bible, mark 10 : 11-12
৪. Pospishil, Victor : Ibid, p 38.; Bible-1 Corinthiaus 7 : 39-40

www.pathagar.com

The head of every man is Christ, the head of a woman is her husband.[১]

প্রত্যেক পুরুষের অধিকর্তা হইলেন যিশু; নারীর অধিকর্তা তাহার স্বামী।

নারী সমাজের বহির্ভূত ছিল এবং তাহাকে একান্তভাবেই স্বামীর অনুগত হইয়া থাকিতে হইত।

Let a woman learn in silence with all submissiveness. I permit no woman to teach or to have authority over men; she is to keep silent. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a trangrssor.[২]

পূর্ণ আনুগত্যের সহিত নীরবে নারী শিক্ষা লাভ করিবে। পুরুষকে শিক্ষা দান অথবা তাহার উপর কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি আমি কোন নারীকেই দেই নাই; সে নির্বাক থাকিবে। কারণ, সর্বপ্রথমে আদম সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপর হাওয়া এবং আদম প্রতারিত হন নাই; বরং হাওয়াই প্রতারিত হইয়াছিলেন ও নির্দেশ ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

নির্জনে থাকিয়া নারী সূতা কাটিবে, বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জন করিবে। কিন্তু অপরিহার্য কারণে তাহাদিগকে বাহির হইতে হইলে তাহারা অবশ্যই পর্দা পরিধান করিবে।

Let her wear a veil. For a man ought not cover his head, since he is the image and glory of God; but woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. That is why a woman ought to have a veil.[৩]

নারী পর্দা পরিধান করিবে। যেহেতু পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও গৌরব। এইজন্য তাহার মস্তক আবৃত করা উচিত নহে। কিন্তু নারী পুরুষের গৌরব। কারণ, পুরুষ

---

১. Bible-1 : Corinthiaus, 11 : 3
২. Bible : Timothy, 2 : 11-14.
৩. Bible : Corinthiaus, 11 : 6-9.

www.pathagar.com

নারী হইতে সৃষ্ট হয় নাই; বরং নারী পুরুষ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। আর পুরুষ নারীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। এইজন্যই নারীকে পর্দা পরিধান করিতে হইবে।

সেন্ট পলের শিক্ষা নারীদিগকে ধর্মানুষ্ঠান হইতে বহির্গত করিয়াছে এবং এইজন্যই গীর্জায় গমন তাহাদের উচিত নহে। সেন্ট পল নারীদিগকে কলরবকারী ও মূর্খ বলিয়া ধারণা করিতেন। এইজন্যই তিনি তাহাদিগকে ধর্ম-প্রচার ও ধর্ম-বিষয়ে অভিমত প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন নাই।

The women should keep silince in the Churches. For they are not permitted to speak; should be subordinates as even the law says, If there is anything they desire to know, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in Church.[১]

নারীরা গীর্জায় নীরব থাকিবে। কারণ, তাহাদিগকে কথা বলিবার অনুমতি প্রদান করা হয় নাই; তাহারা অধীন হইয়া থাকিবে। ইহাই আইনেরও নির্দেশ। তাহারা কোনকিছু জানিতে চাহিলে বাড়ীতে তাহাদের স্বামীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। কারণ, গীর্জায় কথা বলা নারীর পক্ষে লজ্জার বিষয়।

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে খ্রীস্টানদের এক ধর্মীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সাব্যস্ত হয়, নারীর আত্মা নাই (Woman has no soul) এবং দোযখ হইল তাহার বাসস্থান। ইহার ব্যতিক্রম হইল কেবল হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা হযরত মরিয়ম (আ)।

'নারী মানুষ কিনা' এই বিষয় আলোচনার জন্য পরবর্তী শতাব্দীতে তাহাদের অপর একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয়, নারী মানুষ বটে, তবে পুরুষের কল্যাণ ও দাসত্বের জন্যই তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে পুরুষ নারীকে দাসীর ন্যায় রাখিত এবং স্বামীকে প্রভু বা ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিতে হইত।

---

১. Bible 1 : corinthiaus, 14 : 34-35

www.pathagar.com

অতএব, মনু নারী সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছিলেন, খ্রীস্টধর্মেও ইহার কোন ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে না; বরং উভয় জাতি একই ধারণা পোষণ করিতেছে।

রোমে

রোমানগণ স্ত্রীকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা শিশু বলিয়া গণ্য করিত। সুতরাং নারীকে সর্বদা পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইত। বিবাহিতা স্ত্রী ও তাহার সকল সম্পত্তি স্বামীর ব্যবহারে চলিয়া যাইত। স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্বপ্রকার অধিকার ছিল। স্ত্রী কোন অপরাধ করিলে ইহার বিচারের সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীর ছিল। এমনকি, স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারিত।

রোমান স্ত্রী স্বামীর খরিদকৃত সম্পত্তির ন্যায় ছিল। স্বামীর কল্যাণের জন্য তাহাকে দাসীর মতই থাকিতে হইত। সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে সে যোগদান করিতে পারিত না। সে কোন আমানত রাখিতে পারিত না এবং কোন কিছুর জামিন, সাক্ষী ও শিক্ষক হইতে পারিত না। পুরুষের গৃহ সজ্জিত করিবার জন্য সে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের তাহার উপর আইনানুগ অধিকার জন্মাইত।[১]

আরবে

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরবে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। তাহারা মানবরূপে পরিগণিত ছিল না। পুরুষ ও জীব-জন্তুর মধ্যস্থলে ছিল তাহাদের অবস্থান। কন্যা-সন্তানের জন্ম সে দেশে এক চরম অভিশাপ বলিয়া গণ্য হইত।

আল-ইসলাম রূহুল-মাদানিয়্যাহ্ গ্রন্থে শায়খ মুস্তফা আল-গালায়ীনী বলেন ঃ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয়-সম্পদের মধ্যে নারীর সহিত পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হইত। নারীর মর্যাদা এত নীচ ছিল যে, তাহাদের তুলনায় পশুদের প্রতি অধিকতর সুনজর দেওয়া হইত। সে এমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবদের ন্যায় নারীদিগকে এত অধিক অপমানিত ও নির্যাতীত করিত না। কন্যা-সন্তান জন্মকে আরবগণ কুলক্ষণ ও

১. Said Abdullah Seifi Al-Hatimy : Ibid p 3-4.

www.pathagar.com

অপমানজনক বলিয়া মনে করিত। নবজাত কন্যা–সন্তান হত্যার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। তাহাকে জীবন্ত কবর দিয়া হত্যা করা হইত। পণ্যদ্রব্যের মত তাহাদিগকে বিক্রয়ও করা হইত এবং পশুর বদলে তাহাদিগকে বিনিময় করা হইত। আরবদের ধারণা অনুসারে কন্যা–সন্তান অপমান ও অমর্যাদার কারণ ছিল বলিয়াই তাহারা এই সকল কার্য করিত।

নবজাত কন্যা–সন্তানকে বিভিন্ন প্রকারে হত্যা করা হইত। কেহ কেহ গর্ত খনন করিয়া উহাতে পুঁতিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিত; কেহ কেহ খুব উচ্চ স্থান হইতে তাহাদিগকে নীচে নিক্ষেপ করিত; আবার কেহ কেহ পানিতে ডুবাইয়া মারিত বা কাটিয়া ফেলিত। এই সকল নির্যাতনের কারণে নারী মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পণ করিত যেন এইরূপ মৃত্যুবরণের জন্যেই তাহার জন্ম হইয়াছে। স্ত্রী কন্যা–সন্তান জন্ম দিলে আরবগণ সমাজের ভয়ে ইহা গোপন রাখিত, যেন ইহা ভীষণ পাপ অথবা স্থায়ী অমর্যাদার কারণ ছিল। এমন নৃশংস ও বর্বর ব্যবহারে নারীদের অধিকার অপহরণ করা হইত যেন তাহারা কসাইখানায় নীত হওয়ার উপযোগী নির্বাক পশু ছিল।

এমনিভাবে নারী পুরুষের নিকট হস্তচালিত যন্ত্রের ন্যায় ছিল—যাহা সে নিজ খেয়াল–খুশিমত ব্যবহার করিয়া থাকে! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পয়গাম ও পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণী লইয়া আগমনের পূর্বে পর্যন্ত নারীদের উপর এইরূপ অমানুষিক নির্যাতন চলিতেছিল। ইহার পূর্বে কোন পুরুষ তাহার স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার কোন পুরুষ আত্মীয় তাহাকে স্বীয় চাদর দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিত যেন লোকে তাহাকে দেখিতে না পায়। বিধবাটি সুন্দরী হইলে সেই আত্মীয় তাহাকে বিবাহ করিত। আর সে সুন্দরী না হইলে তাহাকে যাবজ্জীবন কারাগারে রাখা হইত এবং কারাগারে মৃত্যুর পর সে তাহার সম্পত্তি দাবি করিত।

কোন পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা করিলে প্রথমা স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাইত। ফলে তাহাকে প্রদত্ত সকল সম্পদ স্বামীকে দিয়া সে তাহার নিকট হইতে নিস্তার লাভ করিত। এই সম্পদ সে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে ব্যবহার করিত।

www.pathagar.com

মদীনা শরীফে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাহার বিধবা স্ত্রীরও অধিকারী হইত। বিধবা তাহার নিকট আমানতস্বরূপ গচ্ছিত থাকিত এবং মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত সে তাহাকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা প্রদান করিত।[১]

সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন সম্পর্কে প্রাচীন আরবদের কোন জ্ঞান ছিল না। তাহারা বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত হইয়া যাবাবররূপে বসবাস করিত। গোত্রে গোত্রে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। এই সকল যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের নারীগিকে ধরিয়া নিয়া বিবাহ করিত। এইজন্যই আরবগণ কন্যা সন্তানের জন্মকে ভয় ও ঘৃণা করিত এবং পুত্র সন্তান জন্মকে পসন্দ করিত। কারণ, পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হইত। এই কারণেই আরবগণ কন্যাদিগকে জীবিত কবর দিয়া হত্যা করিত।[২]

This revolting custom prevailed extensively until it was supressed by Muhammad peace be on him.[৩]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দমন না করা পর্যন্ত এই নিদারুণ ঘৃণ্য প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

অজ্ঞতার যুগে পিতার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মাতার উত্তরাধিকারী হইত। সে নিজেই তাহাকে বিবাহ করিতে পারিত। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন লোকের নিকট বিবাহ দিতে পারিত আর সে তাহার বিবাহ বন্ধও করিতে পারিত। মাতা অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চাহিলে পুত্রকে মুক্তিপণ দিতে হইত।[৪]

আরব রমণীর স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার ছিল না। পিতা বা তাহার কোন পুরুষ আত্মীয়ের তাহার স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। মুতআ-বিবাহ (নারী-পুরুষের মধ্যে চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ) এবং বহুপতি গ্রহণের প্রথাও তৎকালে আরবে প্রচলিত ছিল। আরববাসী তাহার বৈমাত্রেয় বোন, বিমাতা,

---

১. Nazirah Zein Ed-Din, Edited by Azizah Al-Hibri : Women and Islam, p 222, Pergamon Press, Oxford, England.

২. Rustum and Zurayk : History of the Arabs and Arabic Culture, Beirut 1940, p 36.

৩. O'leary, De Lacy: Arabia Before Muhammad, London 1927, p. 202.

৪. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, Ibid p. 15.

www.pathagar.com

এমনকি তাহার বিধবা পুত্রবধূকেও বিবাহ করিতে পারিত। ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃ-বধূকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিতে পারিত।[১]

বস্তুত স্ত্রীর উপর স্বামীর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব নারীর মর্যাদা একেবারে হীন করিয়া দিয়াছিল এবং নারী ভূ-সম্পত্তি ও লাখেরাজ সম্পদরূপেই পরিগণিত হইত।

জগতের তৎকালীন সভ্যতায় যেমন বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তদ্রূপ আরবেও বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে সরকারী আইন, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মের বিধানে ইহার কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না; বরং সামর্থ্য থাকিলে যে যত খুশি, বিবাহ করিতে পারিত।[২]

তখনকার আরবে প্রতিষ্ঠিত পতিতালয় না থাকিলেও নারী-পুরুষের মধ্যে শর্তাধীনে ও অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য পতি-পত্নী সম্পর্ক অবাধেই স্থাপিত হইত পারিত। এতদ্ব্যতীত সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে পেশাধারী নর্তকী ও গায়িকা ছিল। তাহারা অবাধে পুরুষদের সহিত মেলামেশা করিত এবং তাহারা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত আছে বলিয়া জনগণ মনে করিত।[৩]

ইসলামে নারীর স্থান ও মর্যাদা

জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা নারীদের সহিত কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে এবং কি নির্দয়ভাবে তাহাদের অধিকার অপহরণ করিয়াছে, উহা অতিসংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হইল। এই সকল সম্মুখে থাকিলেই ইসলাম নারীর মর্যাদাদানে কি বিরাট অবদান রাখিয়াছে, তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে।

জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও জড়বাদী সভ্যতা নারীজাতির উপর পাপ ও অপবিত্রতার যেই কলঙ্ক লেপন করিয়াছে, ইসলাম এক প্রচণ্ড আঘাতে উহা মোচন করিয়া

---

১. Jones, Beven : Woman in Islam, Lucknow 1951, p. 23, 28, 18-21; Smith, W : Kinship and Marriage in Early Arabia, London 1907, p. 91-92 ; Katrak, Jamshid : Marriage in Ancient Iran, Bombay 1965, p. 36.; Thomas, Bertram : The Arabs, London 1937, p 16.

২. O'Leary De Lacy : Ibid p. 191; Thomas, Bertram, Ibid p. 16.

৩. Ameer Ali : Ibid p. 24-25.

www.pathagar.com

দিয়াছে। ইসলাম ঘোষণা করে, নারী ও পুরুষ একই উৎস হইতে উদ্ভূত। অতএব, নারী পাপী বলিয়া পরিগণিত হইলে পুরুষও পাপী বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। আর পুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের কোন স্ফুলিঙ্গ থাকিয়া থাকিলে নারীর মধ্যেও উহা থাকা আবশ্যক।

খ্রীস্টানগণ বলেন, নারী হৃদয়হীন জন্তু এবং তাহাকে যৌন অনুভূতিহীনভাবেই সারাজীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। ইসলাম তাহাদের এই দাবিও খণ্ডন করিয়াছে। পবিত্র কুরআন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ
وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ
وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰٓئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ
وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً
وَّاَجْرًا عَظِيْمًا -

নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী নারী–তাহাদের সকলের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রাখিয়াছেন।[১]

"নারীই সর্বপ্রথম প্রতারিত হইয়াছিল। সুতরাং নারীই হযরত আদম (আ)–এর পতনের জন্য দায়ী।"–বাইবেলের এই উক্তি ইসলাম খণ্ডন করে। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন

---

১. আল–কুরআন, ২ ঃ ৩৩–৩৫।

www.pathagar.com

ভাষায় ঘোষণা করে, হযরত আদম (আ) এবং হযরত হাওয়া (আ) উভয়েই যুগপৎভাবে প্রতারিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা উভয়েই পতনের জন্য সমানভাবে দায়ী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا - وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ - فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ -

আর আমি বলিলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী বেহেশতে বসবাস কর এবং যাহা ইচ্ছা আহার কর। তবে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না। হইলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু শয়তান ইহা হইতে তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিল, সেখান হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিল।[১]

"না পুরুষ নারীর জন্য এবং না নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।" খ্রীস্টধর্মের এই ঘোষণার প্রতিবাদে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -

তাহারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাহাদের পোশাক।[২]

অর্থাৎ পোশাক ও দেহের মধ্যে যেমন কোন আবরণ থাকে না; বরং উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক ও মিলন একেবারে অবিচ্ছেদ্য, তদ্রূপ সম্পর্কই তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً -

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ৩৩-৩৬
২. ঐ, ২ ঃ ১৮৭

www.pathagar.com

হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করিয়াছেন।[১]

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে মাটি দ্বারা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। পরে তাঁহার দেহ হইতে আদি নারী হযরত হাওয়া আলায়হাস-সালামকে পয়দা করেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে স্বামী-স্ত্রীরূপে বিবাহে আবদ্ধ করিয়া দেন। হাদীস শরীফে আরও উক্ত আছে, নারী পুরুষের জমজ জোড়ার অর্ধাংশ।

ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা প্রদান করিয়াছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে, উহা কেবল দৈহিক ও সৃষ্টিগত কারণে। ইসলাম শ্রম বিভাগের নীতিতে বিশ্বাস করে। কঠোর শ্রমসাধ্য এবং গৃহের বাহিরের রূঢ় ও কর্কশ কর্ম সম্পাদন ও জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর ন্যস্ত করিয়াছে। ইসলাম গৃহকেই নারীর সর্বপ্রথম কর্মস্থল বলিয়া মনে করে এবং গৃহের ব্যবস্থাপনা, সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিশুদের শিক্ষাদান কার্য নারীদের উপর সমর্পণ করিয়াছে। ইসলাম নারীকে বিদ্যার্জনে বিশেষভাবে প্রণোদিত করে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে জাতির উন্নতিমূলক ও জাতি গঠন কার্যে অংশগ্রহণেরও অনুমতি প্রদান করে। অফিস ও কল-কারখানার কার্যাবলী ইসলাম নারীর রুচি ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে এবং নারী ও পুরুষকে তাহাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয়, সহানুভূতি ও প্রেম-প্রীতির সহিত কার্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে।

পারিবারিক বিষয়াদি পরিচালনার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে, এই সমস্যা এড়ানো যায় না। ইহা অনস্বীকার্য সত্য যে, কর্ম-পন্থার ঐক্য না থাকিলে সুস্থ পরিচালনা সম্ভব নহে এবং একাধিক ব্যক্তির উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকিলে কর্ম-পন্থায় ঐক্য থাকিতে পারে না। এইজন্য একজনের উপরই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মুসলমান পরিবারে মাতাকে পিতা অপেক্ষা অধিক, ভগ্নিকে ভ্রাতা

---

১. আল-কুরআন, ৪ : ১

www.pathagar.com

অপেক্ষা অধিক এবং কন্যাকে পুত্র অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করা হইয়াছে। কিন্তু পরিচালনার ব্যাপারে স্ত্রীর উপর নহে; বরং স্বামীর উপরই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অর্পিত. হইয়াছে। এতদসঙ্গে স্বামীর উপর স্ত্রীর যাবতীয় সুখ-সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এবং স্ত্রীর উপর কোন প্রকার অন্যায় সাধনে স্বামীর প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। অন্যায় করিলে স্বামীকে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

কোন কোন ধর্মে নারীকে 'An organ of Satan' (শয়তানের অঙ্গ) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইসলামে নারী শয়তানের অঙ্গ নহে; বরং ইসলাম তাহাকে 'মুহ্‌সানাহ' (সংরক্ষিত দুর্গ) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মাতার পদতলে সন্তানের বেহেশত।[২] ইহাতে মাতৃজাতিকে অতীব উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। তিনি বিদ্যা অর্জনকে নর-নারী উভয়ের জন্যই ফরয (অবশ্য কর্তব্য) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।[৩]

নারী-পুরুষের বিবাহ-বন্ধনকে কোন কোন ধর্মে ও সভ্যতায় অগ্রাহ্যের দৃষ্টিতে অবলোকন করা হইয়াছে এবং ইহাকে ক্ষতিকর ও অপমানজনক মনে করা হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চিরকালের

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ২২৮
২. নাসাঈ
৩. ইবনে মাজা

www.pathagar.com

জন্য ঘোষণা দিয়া বলিয়াছেন ঃ বিবাহ আমার সুন্নত এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত পরিত্যাগ করে, সে আমার দলভুক্ত নহে।[১]

তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করিল, সে ধর্মের অর্ধেক সম্পন্ন করিল।[২]

এইরূপে তিনি বিবাহের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

তিনি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া আরও বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নারীদের প্রতি সম্মানের সহিত আচরণ করিতে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। কারণ, তাহারা আমাদের মাতা, কন্যা, ফুফু, খালা, মামী ইত্যাদি। দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর মূল্য আছে। কিন্তু জগতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হইল ধার্মিকা নারী।[৩] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে অপর একটি নিদর্শন এই, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের সঙ্গিনীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।[৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার অনুসারীদিগকে তাহাদের স্ত্রীদের সহিত উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়া বলেন ঃ

ক. প্রেম-প্রীতির সহিত তাহাদের সঙ্গী হইয়া থাক। তোমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিলে হইতে পারে যে, তোমরা যে বস্তু ঘৃণা কর, তাহাতেই আল্লাহ তা'আলা অনেক কল্যাণ রাখিয়াছেন।

---

১. বুখারী-মুসলিম
২. বায়হাকী
৩. মুসলিম
৪. আল-কুরআন, ৩০ ঃ ২১

www.pathagar.com

খ. তোমাদের মধ্যে তাহারাই উত্তম, যাহারা তাহাদের স্ত্রীদের সহিত উত্তম ব্যবহার করে।

গ. মুসলমান অবশ্যই তাহার স্ত্রীকে ঘৃণা করিবে না। সে যদি তাহার কোন মন্দ স্বভাবের জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তবে সে যেন তাহার মধ্যে যে সৎস্বভাব রহিয়াছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে।

ঘ. যে মুসলমান তাহার স্ত্রীর সহিত যত ভদ্র ও সদাশয়, তাহার ঈমান ততই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।[১]

ঙ. নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।[২]

চ. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীদিগকে তাহাদের গৃহের কর্ত্রী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।[৩]

তিনি আরও বলেন ঃ

যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযান শরীফের রোযা রাখে, সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর অবাধ্য হয় না, যে কোন দরজা দিয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার জন্য তাহাকে বলিয়া দাও।

তাক্‌ওয়ার পর মু'মিনের সর্বোত্তম সম্পদ হইল ধার্মিকা স্ত্রী, যে স্বামীর আদেশ মানিয়া চলে।[৪]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র কোন স্বাধীন সত্তার অধিকারী ছিল না। ইসলামেই তাহার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। সে স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসায়ে অনুপ্রবেশ করিতে পারে এবং তাহার স্বনামে নিজ দায়িত্বে চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে পারে। মাতা, স্ত্রী, বোন ও কন্যা হিসাবে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে। ইসলামই তাহাকে স্বীয় স্বামী গ্রহণের অধিকার দিয়াছে। ইসলামের পূর্বে কোন ধর্ম, আইন ও সভ্যতাই নারীকে এই সকল অধিকার প্রদান করে নাই।

---

১. তিরমিযী
২. মুসলিম
৩. বুখারী
৪. তিরমিযী

www.pathagar.com

মেয়েকে তাহার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়ার অধিকার ইসলাম অনুসারে মাতাপিতা এবং আত্মীয়-স্বজন কাহারও নাই। আর ইসলামই স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নারীকে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার প্রদান করিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا - وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ -

—পুরুষ যাহা অর্জন করে, তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে, তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ।[১]

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ - وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ - نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا -

—মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে ; উহা অল্পই হউক বা বেশীই হউক, (তাহাদের জন্য) এক নির্ধারিত অংশ (রহিয়াছে)।[২]

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র জগতব্যাপী নারীজাতির অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল, তাহা ইতোপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার কোন ধর্মই মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাহাদের অধিকার স্বীকার করে নাই। নারীকে আপদ, অনভিপ্রেত বোঝা এবং পরিবারের অপমান ও অমর্যাদারূপে গণ্য করা হইত। দুনিয়ার সর্বত্র নারী অস্থাবর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত ছিল। বিবাহ ব্যাপারে তাহাদের সম্মতি গ্রহণ করা হইত না। পুরুষের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী তাহাদিগকে গ্রহণ ও বর্জন করা হইত। তাহাদের কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না।

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩২
২. ঐ, ৪ ঃ ৭

www.pathagar.com

তাহারা সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত না এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশই তাহারা পাইত না।

গোটা দুনিয়ায় যখন নারীজাতি অবহেলিত ও লাঞ্ছিত ছিল, কোন দেশ, জাতি, ধর্ম বা আইনই নারীকে কোন প্রকার অধিকারই প্রদান করে নাই, সেই যুগে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীজাতির সকল অধিকার প্রদান করেন এবং কঠোরভাবে ইহাদের নিরাপত্তা বিধান করেন। নারীজাতির এই সকল অধিকার উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আস্তে আস্তে অনিচ্ছাকৃতভাবে চাপের মুখে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে ও হইতেছে।

বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই সর্বপ্রথম স্ত্রীকে 'অর্ধাঙ্গিনী'রূপে অভিহিত করিয়াছে। সীমাহীন অবাধ বহুবিবাহই ছিল তৎকালীন প্রচলিত রীতি এবং স্বামীগণ যখন তখন নিজেদের খেয়াল-খুশীমত স্ত্রীদিগকে তালাক দিত। ইসলাম এই সকল অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করে। একমাত্র ইসলামই নারীজাতির এমন সব অধিকার প্রতিষ্ঠা করে যাহা এখনও অপরাপর জাতির নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে। মোটকথা, নারীকে পুরুষের সমান করিয়া গঠন করিবার জন্য ইসলাম যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ইসলাম নারীকে সর্বনিম্ন স্তর হইতে পুরুষের সমমর্যাদায় উন্নীত করিয়াছে।

ইসলাম নারীজাতিকে এমন সুমহান মর্যাদা প্রদান করা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জগত নারী সম্পর্কে ইসলামের প্রতি প্রচণ্ডতম হাম্‌লা চালাইয়াছে। অথচ খ্রীস্টান ধর্ম নারীকে মানবতার ধ্বংসের কারণ বলিয়া তাহাকে লাঞ্ছনার সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে। তবুও আজ খ্রীস্টানগণই নারীজাতির উদ্ধারকর্তা বলিয়া মিথ্যাগর্বে স্ফীত!

বহু শতাব্দী যাবত পাশ্চাত্য জগতের নিকট ইসলামকে বিকৃতরূপে উপস্থাপনের সুপরিকল্পিত প্রবল প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। খ্রীস্টানদের প্রতি ইসলামের প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জই ইহার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ভিত্তিহীন ও মনগড়া অভিযোগ উত্থাপনে প্ররোচিত করিয়াছে। নাস্তিক ও জড়বাদী পাশ্চাত্য ইসলামের মর্মকথা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করিবে এবং ইহার কদর্থ করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, পাশ্চাত্যঘেঁষা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় গর্বিত বহু মুসলমানও পরিপূর্ণ জীবন-বিধানরূপে ইসলামের

www.pathagar.com

পরম সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে একান্তভাবে ব্যর্থ হইয়া তাহাদের সহিত তাল মিলাইতে শুরু করিয়াছে।

আর ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, নারী ধর্ম বিনষ্ট করিয়া পারিবারিক জীবন ধ্বংস সাধনের নিমিত্তই পাশ্চাত্য সভ্যতা 'নারী-মুক্তি'র আওয়াজ তুলিয়াছে। স্ত্রী ও মাতা হিসাবে নারীর ভূমিকা অনাকর্ষণীয়, অসন্তোষজনক ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন করিয়া, মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া নারীজাতিকে তাহাদের গৃহের বাহির করিয়াছে। নারীদেহকে পণ্যসামগ্রীরূপে উপস্থাপনের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছে। ইহার ফলেই পাশ্চাত্য জগতে অবিবাহিতা মাতা, গর্ভধারিনী অবিবাহিতা যুবতী, জারজ সন্তান, গর্ভপাত, তালাক, নারী সংক্রান্ত অপরাধ ও যৌন ব্যাধির সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যভিচারের কোন আইনানুগ শাস্তি প্রদান করা হয় না; বরং সমাজে এই গর্হিত কার্যের প্রতি প্রকারান্তরে উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনের প্রতি ইস্‌লামের দৃষ্টিভঙ্গি

মানব-সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লইয়াই মহান আল্লাহ্ মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ - وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرُ نِ الَّذِىْ
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً -

মহিমান্বিত তিনি, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম।[১]

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا - وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا - اِنَّهُ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيْدُهُ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ -
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا
يَكْفُرُوْنَ -

তাঁহারই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন। অতঃপর তাহার পুনরাবর্তন ঘটান—যাহারা বিশ্বাসী ও

---

১. আল-কুরআন, ৬৭ ঃ ১-২

www.pathagar.com

পুণ্যশীল, তাহাদিগকে ন্যায়বিচারের সহিত কর্মফল প্রদানের জন্য। আর যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা অবিশ্বাস করিত বলিয়া তাহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।[১]

যখন তাঁহার আরশ পানির উপর ছিল, তখন তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন, তোমাদের কে আচরণে শ্রেষ্ঠ, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য।[২]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, আত্মিক উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আত্মিক উন্নতিই তাঁহার পরম কাম্য। সে নির্জনবাস অবলম্বন করিবে না; বরং আত্মীয়-স্বজন, স্বজাতি ও বৃহত্তর মানব-সমাজে বসবাস করিবে। নিছক ব্যক্তিগত কর্তব্য ছাড়াও আপনজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সমগ্র মানব-সমাজের প্রতি তাহার উপর আরোপিত কর্তব্য তাহাকে অবিরত পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়া রাখিবে। এই কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমেই তাহাকে মানব-জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই মানবীয় কর্তব্যের প্রতি কে কতটুকু সাড়া দিতে পারিল, ইহাদ্বারাই প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপিত হইবে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ হইতে পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা যায় যে, যান্ত্রিক উৎকর্ষ, শিল্প-বাণিজ্যে উন্নতি অথবা বস্তুসম্ভারের উৎপাদনশীলতা দ্বারা ইসলাম কোন জাতির উন্নতি বা অবনতি বিচার করে না। কোন জাতি এই সকল বিষয়ে চরম উন্নতি লাভ করিয়াও আত্মিক ক্ষেত্রে পরম দেউলিয়া থাকিয়া যাইতে পারে। অপরদিকে জাগতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত জাতিও মানবীয় গুণরাজিতে বিভূষিত হইতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মাকে বাদ দিয়া জাগতিক উন্নতি একেবারে মূল্যহীন।

পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগতিকে ইসলাম নিন্দনীয় বলে না; বরং ইহাকে উৎসাহিত করে ; তবে পরকালকে বিসর্জন দিয়া নহে। মানবীয় সুসম্পর্ক অটুট ও শান্তিপূর্ণ রাখিয়া দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণলাভের পথই ইসলাম প্রদর্শন করে। সুতরাং নারী-

---

১. আল-কুরআন, ,১০ : ৪

২. ঐ, ১১ : ৭

www.pathagar.com

পুরুষের সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা বিষয়ে কোন উক্তি করিতে হইলে এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কথা বলিতে হইবে।

মানবতার সাম্য

ইসলাম সমগ্র মানবতার সাম্য ঘোষণা করিয়াছে। বর্ণ, ভাষা, ভৌগোলিক সীমারেখা এই সাম্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। সাদা-কালো, ইংরেজ-বাঙালী, চীনা-মালয়েশীয়, আমেরিকান-এশিয়াবাসী, আরব-অনারব—দুনিয়ার সকল মানুষই একই গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। জাতি-বর্ণ, ভাষা-ভৌগোলিক সীমার পার্থক্য এখানে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا - اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ এবং এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী—সাবধানী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।[১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সকল মানুষই চিরুনীর শলাকার ন্যায় সমান। আরবের অনারবের উপর, সাদার কালোর উপর, পুরুষের নারীর উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্য তাঁহার নিকট অধিক মর্যাদা রাহিয়াছে।[২]

ইহাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আরববাসী দীর্ঘকাল যাবত সমতার এই নীতি অস্বীকার

১. আল-কুরআন, ৪৯ ঃ ১৩
২. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ঃ কায়রো ১৯৩০, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৪১১; মুসনাদে দারিমী।

www.pathagar.com

করিয়া চলিয়া আসিতেছিল বলিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিত ঃ "আপনি কিরূপে বলিতে পারেন যে, আমাদের নারী ও দাস-দাসিগণ আমাদের সমমর্যাদাসম্পন্ন?"[১]

সাম্যের এই বর্ণনা অতি বিস্তারিত। এই প্রশ্নে আর অধিক অগ্রসর না হইয়া আমরা আমাদের মূল বক্তব্য নারী-পুরুষ প্রসঙ্গে আলোচনার প্রতিই মনোনিবেশ করিব।

নারী-পুরুষের সাম্য

নারী-পুরুষের সাম্য ঘোষণা করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً - وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

ঈমানদার অবস্থায় যে কেহ সৎকর্ম সম্পাদন করিবে, পুরুষ হউক বা নারী হউক, তাহাকে আমি অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করিব এবং তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাহাদিগকে দিব।[২]

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى - بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ -

অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়া বলেন, আমি তোমাদের কর্মনিষ্ঠ পুরুষ বা নারীর কর্ম বিফল করি না, তোমরা পরস্পর সমান।[৩]

পুরুষ যাহা উপার্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা উপার্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ।[৪]

---

১. Alfred Guillaume : The Life of Muhammad, Oxford University Press 1955, p. 199.

২. আল-কুরআন, ১৬ ঃ ৯৭

৩. ঐ, ৩ ঃ ১৯৫

৪. ঐ, ৪ ঃ ৩২

www.pathagar.com

মাতাপিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। উহা অল্পই হউক অথবা বেশিই হউক, (তাহাদের জন্য) এক নির্ধারিত অংশ (রহিয়াছে)।[১]

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ - يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ - اُولٰۤئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ - اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

ঈমানদার নর-নারী পরস্পর বন্ধু। তাহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য প্রতিরোধ করে, যথাযথভাবে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে। তাহাদিগকেই আল্লাহ্ কৃপা করেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২]

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ - وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, তাহাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করিবে। আল্লাহ্ তা'আলার বিধান কার্যকরকরণে তাহাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাসী হও।[৩]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءً م بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

---

১. আল-কুরআন, ৪ : ৭
২. ঐ, ৯ : ৭১
৩. ঐ, ২৪ : ২

www.pathagar.com

পুরুষ কিংবা নারী চুরি করিলে তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর। ইহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। বস্তুত আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ - ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ -

ঈমানদার পুরুষদিগকে আপনি বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাহাদের যৌন-অঙ্গ সাবধানে সংযত রাখে। ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম। তাহারা যাহা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। ঈমানদার নারীদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তাহারা যাহা সাধারণত প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা ব্যতীত তাহাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।[২]

নিশ্চয়ই আত্মসমর্পনকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌন-অঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌন-অঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী নারী, তাহাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রাখিয়াছেন।[৩]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে নারী-পুরুষ উভয়কেই কর্মের দায়িত্বশীল করা হইয়াছে। তাহাদিগকে সমভাবে আইনের অনুগত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে

---

১. আল-কুরআন, ৫ : ৩৮
২. ঐ, ২৪ : ৩০-৩১
৩. ঐ, ৩৩ : ৩৫

৩-

www.pathagar.com

এবং সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎকর্মের শাস্তি প্রদানের ওয়াদা করা হইয়াছে। নর-নারী উভয়কেই চরিত্রবান ও সংযমী হইতে এবং তাহাদের দৃষ্টি অবনত রাখিতে আদেশ করা হইয়াছে। তদুপরি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে, পুরুষ যাহা উপার্জন করে, ইহা তাহার প্রাপ্য ও নারী যাহা উপার্জন করে, ইহা তাহার প্রাপ্য এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উভয়ের উত্তরাধিকার ঘোষণা করা হইয়াছে।

পবিত্র কুরআন-হাদীসে এই সকল অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে এবং উৎসসমূহ অবলম্বনে ফিকহশাস্ত্রে এইগুলির বর্ণনা আরও বিস্তৃত। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতেও অধিকার এবং উহা ভোগ-দখল ও হস্তান্তরের পূর্ণ ক্ষমতা নারী-পুরুষ উভয়েরই আছে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইসলামের আবির্ভাবের পর হইতে বহু শতাব্দী যাবত নারী-পুরুষ উভয়েই এই অধিকার সমভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছে।

নারীদের প্রতি প্রতিকূল ধারণা ইসলামের পরিপন্থী

পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত এলোমেলোভাবে কোন শিশুই নারী বা পুরুষ হইয়া ধরাধামে আগমন করে না ; বরং নভোমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি মহাপরাক্রমশালী ও পরম কৌশলী মহান আল্লাহই শিশুটি নর হইবে কিংবা নারী হইবে, নির্ধারণ করিয়া দিয়া থাকেন। সে নর বা নারী যাহাই হইয়া থাকুক না কেন, ঈমানদারের পক্ষে ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। নারী ও পুরুষ উভয়ের উপরই মহান দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে। এই দায়িত্ব উভয়কেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে হইবে। ছেলে বা মেয়ে যাহাই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ইহা লইয়াই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা আবশ্যক। কন্যা-সন্তান জন্মে অনীহা ছিল প্রাক-ইসলামী যুগের মানসিক বিকৃতি। এইজন্যই কন্যা সন্তানকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করা হইত অথবা সামাজিক অবজ্ঞার শিকার হইয়া তাহাকে জীবিত থাকিতে দেওয়া হইত। এই অজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি ও অবমাননার মনোভাব ইসলাম সফলতার সহিত রহিত করিয়া দিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ - يَخْلُقُ مَايَشَآءُ - يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ

www.pathagar.com

اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ - اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا -
وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا - اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ -

আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। যাহাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দিয়া থাকেন। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি বন্ধ্যা করিয়া দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।[১]

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ -
يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ - اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ
يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ - اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

তাহাদের কাহাকেও যখন কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া পড়ে এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, ইহার গ্লানিহেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। (সে চিন্তা করে) হীনতা সত্ত্বেও সে তাহাকে রাখিয়া দিবে, না মাটিতে পুঁতিয়া দিবে। সাবধান, তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহার কত নিকৃষ্ট![২]

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ - بِاَىِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ -

যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কি অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল?[৩]

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ -

---

১. আল-কুরআন, ৪২ ঃ ৪৯-৫০
২. ঐ, ১৬ ঃ ৫৮ ৫৯
৩. ঐ, ৮১ ঃ ৮-৯

দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না। আমিই তোমাদের ও তাহাদের জীবিকা দিয়া থাকি।[১]

নারীদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহারের তাকীদ

পবিত্র কুরআন-হাদীসে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কঠোর নির্দেশ রহিয়াছে। এ বিষয়ে নিম্নে কতিপয় উক্তি উদ্ধৃত হইল ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا - حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ
كُرْهًا - وَ حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا -

আমি মানুষকে তাহার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার মাতা তাহাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করে এবং বেদনার সঙ্গে প্রসব করে। তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে এবং তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস।[২]

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ - حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ
وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ - اِلَىَّ الْمَصِيْرُ -

আমি মানুষকে তো তাহার মাতাপিতার সহিত সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। মাতা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার স্তন্যপান ছাড়াইতে দুই বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই নিকট তো প্রত্যাবর্তন।[৩]

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - اِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا
تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا -

---

১. আল-কুরআন, ৬ ঃ ১৫১
২. ঐ, ৪৬ ঃ ১৫
৩. ঐ, ৩১ ঃ ১৪

www.pathagar.com

তোমাদের প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা না করিতে এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ দিয়াছেন। তাহাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলেও তাহাদের বিরক্তিসূচক কিছু বলিও না এবং তাহাদিগকে ভর্ৎসনাও করিও না। তাহাদের সঙ্গে সম্মান-সূচক নম্র কথা বলিবে। আর অনুকম্পায় তাঁহাদের প্রতি বিনয়াবনত থাকিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক! তাঁহাদের প্রতি দয়া কর,যেভাবে শৈশবে তাঁহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন।[১]

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ - وَلَاتُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا - وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ -

এবং যখনই তোমরা স্ত্রীদিগকে (অস্থায়ী) তালাক দাও ও তাহারা ইদ্দত (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তাহাদিগকে বিধিমতে বহাল কর অথবা তাহাদিগকে ভালভাবে বিদায় দাও। তাহাদের উপর নির্যাতন বা বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিও না। যে ব্যক্তি এমন করে, সে নিজেরই ক্ষতি করে।[২]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا - وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ - وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا -

হে ঈমানদারগণ! জোর-জবরদস্তির সহিত নারীদিগকে তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নহে। তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ তাহা হইতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর উৎপীড়ন করিও না। যদি না তাহারা

১. আল-কুরআন, ১৭ : ২৩-২৪
২. ঐ, ২-২৩১

www.pathagar.com

প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে, তাহাদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাহাদিগকে ঘৃণা কর, তবে এমন হইতে পারে যে, আল্লাহ্ যাহাতে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন, তোমরা তাহাকে ঘৃণা করিতেছ।[১]

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا - وَالصُّلْحُ خَيْرٌ - وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا - وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ - وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

কোন স্ত্রী যদি তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তাহারা আপস-নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাদের কোন দোষ নাই। বস্তুত আপস করা অতি উত্তম। কিন্তু মানুষ লালসার প্রতি আসক্ত এবং তোমরা যদি সৎকর্মপরায়ণ ও সাবধান হও, তবে তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তা'আলা ইহার খবর রাখেন। আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না-কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না; তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না এবং অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রখিও না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২]

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পর আমার উপর কাহার হক সর্বাধিক? তিনি বলেন তোমার মাতার। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করেন, তৎপর কাহার? তিনি বলেন, তোমার মাতার। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তৎপর কাহার? তিনি বলেন, তোমার

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১৯
২. ঐ , ৪ ঃ ১২৮-১২৯

www.pathagar.com

মাতার। সে ব্যক্তি আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎপর কাহার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার পিতার।[১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট যে তাহার স্ত্রীর নিকট উত্তম।[২]

—মাতার পদতলে সন্তানের বেহেশত।[৩]

—"যাহাকে দুইটি কন্যা-সন্তান দান করা হইয়াছে অথবা যে ব্যক্তি দুইটি বোনের ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং সে তাহাদের সঙ্গে ধৈর্যের সহিত সদ্ব্যবহার করে, সে এবং আমি বেহেশতে এইভাবে থাকিব।"

এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর দিকে ইঙ্গিত করিলেন।[৪]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস এবং এবংবিধ আরও বহু আয়াত ও হাদীসে নারীদের সহিত সদ্ব্যবহারের তাকীদ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের নির্দেশ প্রদানের সাথে সাথেই মাতাপিতার সহিত উত্তম আচরণের আদেশ করা হইয়াছে। আর পিতা অপেক্ষা মাতার অধিকারই এ-ক্ষেত্রে অনেক বেশী বলিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে। কন্যা এবং বোনদের প্রতিও উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চার কন্যা ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অতি স্নেহ-যত্নে লালন-পালন করেন। তাঁহাদের বিবাহিত জীবনে তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) ব্যতীত তিন কন্যাই তাঁহার জীবদ্দশায় ইন্‌তিকাল করেন। তাঁহাদের ইন্‌তিকালে তিনি নিদারুন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন। বিবাহের পর হযরত ফাতিমা (রা) স্বামীর সহিত দূরে চলিয়া গেলে তিনি একটি নিকটবর্তী বাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার সান্নিধ্যে লইয়া আসেন। তিনি কন্যা ফাতিমা (রা) সম্বন্ধে বলিতেন, ফাতিমা আমারই অংশবিশেষ। যে ব্যক্তি তাহার প্রতি

---

১. ইবনে মাজা
২. ঐ
৩. নাসাঈ
৪. ইবনে মাজা

www.pathagar.com

অন্যায় করে, সে আমার উপরই অন্যায় করিল এবং যে ব্যক্তি তাহাকে সন্তুষ্ট করিল, সে আমাকেই সন্তুষ্ট করিল।[১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই হযরত ফাতিমা (রা)–এর গৃহে গমন করিতেন এবং সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নিজ গৃহে না গিয়া সর্বপ্রথম তাঁহার গৃহে যাইতেন। তিনি প্রায়ই হযরত ফাতিমা (রা) ও তাঁহার পরিবারবর্গকে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহাদের সহিত একত্রে আহার করিতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা হযরত যয়নব (রা)–এর দুহিতা হযরত উমামা (রা)–কে প্রায়ই তাঁহার কোলে দেখা যাইত। অনেক সময়, এমনকি নামাযে লিপ্ত থাকাকালেও তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাঁধে চড়িয়া বসিতেন। সিজদা দেওয়ার সময় তিনি তাঁহাকে মেঝেয় বসাইয়া দিতেন এবং সিজদা হইতে উঠিলেই তিনি পুনরায় তাঁহার কাঁধে যাইয়া বসিতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণিগণের প্রতিও সদাশয় ব্যবহারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা হযরত খাদীজা (রা)–এর পাণি গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ পঁচিশটি বৎসর পরম তৃপ্তিতে তাঁহার সহিত অতিবাহিত করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি অন্য বিবাহ করেন নাই এবং তাঁহার ইনতিকাল তাঁহার নিকট অতীব মর্মন্তুদ ছিল। চিরকাল তিনি তাঁহার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করেন। তিনি সর্বদা তাঁহার আত্মীয়–স্বজনের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেন এবং তিনি বলিতেন, "আমি তাহাকে ভালবাসি এবং যাহারা তাহাকে ভালবাসে, আমি তাহাদিগকেও ভালবাসি।"[২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরও বলিতেন, "সর্বাপেক্ষা পূর্ণতাপ্রাপ্ত নারী হইলেন ঈসা (আ)–এর জননী মরিয়ম (আ), ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং খাদীজা (রা)।"[৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মুখে হযরত খাদীজা (রা)–এর প্রশংসা শুনিয়া একদা তাঁহার যুবতী বিদূষী সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধা। আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী দান

---

১. ইবনে মাজা
২. মুসলিম
৩. ঐ

www.pathagar.com

করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া হযরত আয়েশা (রা) এই কথা আর কখনও বলেন নাই।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সহিত বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল নয় বৎসর এবং তাঁহার বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার সহিত খেলা ও দৌড় প্রতিযোগিতা করিতেন। ভালবাসার সুযোগ গ্রহণ করিয়া হযরত আয়েশা (রা) কখনও কখনও তাঁহাকে খেপাইতেন। কিন্তু তিনি সবকিছু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। একবার হযরত আয়েশা (রা) তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিলেন। তাঁহার মাতা ইহা দেখিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বিরত হউন। সহধর্মিণিগণ স্বামীদের সহিত ইহা অপেক্ষা মন্দ কাজ করিয়া থাকে।"[১]

হযরত আয়েশা (রা)-এর পিতা হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সহিত কন্যার কর্কশ ব্যবহার দেখিয়া একদা তাঁহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে তিনি বলেন ঃ "আপনার কর্তব্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করা; তাহাকে প্রহার করা নহে।"[২]

এক ব্যক্তি দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর নিকট স্বীয় স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিতে আসিলেন। কিন্তু খলীফার গৃহে প্রবেশের পূর্বেই তিনি শুনিতে পাইলেন খলীফার স্ত্রী স্বীয় স্বামীর প্রতি চীৎকার করিয়া কর্কশ উক্তি করিতেছেন। কিন্তু মহান খলীফা স্থির ও প্রশান্ত রহিলেন ; স্ত্রীকে কিছুই বলিলেন না। ইহাতে সে ব্যক্তি হতবুদ্ধি হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া মনে করিলেন, লোকটি হয়ত কোন জরুরী কাজে আসিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি উত্তরে বলেন, তিনি তাঁহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর কর্কশ উক্তি সত্ত্বেও খলীফা কিছু না বলিয়া নির্বিকার রহিলেন দেখিয়া তিনি অভিযোগ না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন।

---

১. ইমাম গাযালী, ইয়াহ্ইয়াউল উলূম, হালাবী প্রেস, কায়রো ১৯৫৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০।
২. ইমাম গাযালী ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।

www.pathagar.com

হযরত উমর (রা) বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান (খলীফা) হিসাবে সরকারী তহবিল হইতে অতি সামান্য ভাতা গ্রহণ করিতেন। সুতরাং গৃহকার্যে স্ত্রীকে সাহায্যের জন্য কোন চাকর-চাকরাণী রাখিবার আর্থিক সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। তিনি সেই ব্যক্তিকে বলিলেন ঃ "আমার স্ত্রী আমার খিদমত করেন। তিনি আমাদের রান্না-বান্না করেন, আমাদের গৃহ পরিচালনা করেন এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির লালন-পালন করেন। অতএব, মাঝে মাঝে তাঁহার জ্বালাতন সহ্য করিয়া গেলে বেশি কী-ই বা করা হইল?"[১]

পরবর্তীকালেও ইসলামের বাস্তব অনুসারিগণ স্ত্রীদের সহিত এইরূপ সদাচরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই রাখিয়া গিয়াছেন।

উপরে ইসলামে নারীর স্থান ও মর্যাদা অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল। ইহা হইতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই, তাহা এই ঃ

১. শিশু কন্যাকে অতি স্নেহ ও যত্নে লালন-পালন করিতে হইবে। জীবিকার আশংকায় তাহাকে হত্যা করা যাইবে না এবং কন্যা-সন্তানের জন্মকে অপমানজনক মনে করা চলিবে না। পিতা তাহার লালন-পালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করিবে। কন্যার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত পিতা এই দায়িত্ব বহন করিবে।[২]

২. ইসলামের আইন অনুসারে তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা কন্যার ভরণ-পোষণের ভার তাহাদের জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, পিতাকেই বহন করিতে হইবে।[৩]

৩. বোনদের প্রতিও অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতি ও সম্মানজনক আচরণ করিতে হইবে। তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সুনজর রাখিতে হইবে।

৪. সন্তানোচিত ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত মাতার সহিত সদ্ব্যবহার ও তাহার সেবা-যত্ন করিতে হইবে।

---

১. সয়্যিদ আল-শাবালাঞ্জি ঃ নূর আল-আবসার, অতিফ প্রেস, কায়রো ১৯৬৩, পৃ. ৬৪।

২. Abdur Rahim : The Principles of Muhammadan Jurisprudence, London 1911, p. 342.

৩. Wilson : Anglo-Muhammaadan Law (4th Ed) London 1912, p. 167-168.

www.pathagar.com

৫. স্ত্রী হইবেন গৃহকর্ত্রী। সহধর্মিণীরূপে তাঁহার সঙ্গে গভীর প্রেম-প্রীতি, অশেষ যত্ন ও সতর্কতা এবং নিগূঢ় সহানুভূতির সহিত অটুট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে।

৬. তদুপরি পারিবারিক বন্ধনের উর্ধ্বে নারী হইবেন মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী স্বতন্ত্র ব্যক্তি-সত্তা; লেনদেন, কাজ-কারবার ও চুক্তিপত্র ইত্যাদি সম্পাদনের উপযোগী সমাজের অন্যতম আইনসঙ্গত সদস্য ও স্বাধীন নাগরিক; স্বাভাবিক ও সহজাত কর্মদক্ষতাসম্পন্ন মন-মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ, কর্মক্ষেত্রে নিজ অন্তর্নিহিত গুণরাজি বিকাশের পূর্ণ মৌলিক অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি পুরুষেরই ন্যায় একই মহান আল্লাহ্‌র সেবিকা।

সাম্য ও নর-নারী

'সাম্য' শব্দটি সহজ মনে হইলেও ইহার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। সব মানুষ সমান—এইরূপ একটি ধারণা সর্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, কোন দুইটি মানুষই বাস্তব জীবনে সর্বতোভাবে সমান নহে। স্বাদ ও আস্বাদ, শারীরিক ও মানসিক ধাত-প্রকৃতি ও মেজাজ, কর্ম-শক্তি ও দক্ষতা, ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট পারিপার্শ্বিকতা এবং উচ্চ বা নীচ বংশে জন্মগ্রহণ ও লালিত-পালিত হওয়ার কারণে এই পার্থক্য সূচীত হয় না ; বরং জন্মগতভাবেই তাদের মধ্যে এই প্রভেদ থাকে। আর ইহা হইতেই অধিকার ও কর্তব্য এবং সামাজিক মর্যাদায় মানুষে মানুষে প্রভেদ দেখা দেয়। সমগ্র মানবতার বুনিয়াদী ও মৌলিক একত্ব সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে বিরাজিত এই পার্থক্য ও অসমতা দূরীকরণ সম্ভব নহে। কারণ, এই পার্থক্যের অনেকগুলিই প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত। এইরূপ পার্থক্য নারী-পুরুষের মধ্যেও বিরাজমান রহিয়াছে।

নারী-পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্যের কথা বলিয়া আমরা এখানে উভয়ের মধ্যে বিরাজিত বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা করিতে চাহিতেছি না ; বরং প্রকাশ্যভাবে বোধগম্য এবং অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, এমন বাস্তব পার্থক্যের কথাই বলিতেছি। আর ফ্রয়ডের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদেরও উল্লেখ করিতে চাহি না। তিনি নারীর অবচেতন মনে পুরুষ হওয়ার বাসনা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে

www.pathagar.com

পুরুষের কর্মগ্রহণ (Passiveness), যৌন বিকৃতি (Masochism), আত্মরতি ও স্বকামকে (Narcissism) নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহার এই কাল্পনিক ধারণাকে আমরা সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করি। কারণ এইরূপ কল্পনা অন্যায়ভাব নারী-চরিত্রের হীনতাই প্রতিপন্ন করে।

নারী ও পুরুষ একই মৌলিক উপাদানে সৃষ্ট বলিয়া উভয়েই আইনের চোখে, নৈতিক ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে সঙ্গতভাবেই সমতা দাবি করিতে পারে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, তাহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট দৈহিক পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে— যাহা উভয়ের শারীরিক ও মানসিক ধাত-প্রকৃতি ও মেজাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্যই বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ভূমিকার বিভিন্নতা রহিয়াছে।

পুরুষের দেহ সাধারণত দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ এবং কণ্ঠস্বর কর্কশ। অপরদিকে নারীর দেহ কোমল ও কণ্ঠস্বর মিষ্ট এবং মুখমণ্ডল আকর্ষণীয়। বংশ-বৃদ্ধি কার্যক্রমে নারী ও পুরুষ কিরূপ বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে, উহা কাহারও অবিদিত নহে। তদুপরি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বালক-বালিকাদের দক্ষতা এবং নৈপুণ্যেও সূক্ষ্মতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। বালিকাগণ এগার বৎসর বয়সে বালকদের অপেক্ষা অধিক বাগাড়ম্বর হইয়া উঠে। আবার বালকগণ বার ও তের বৎসর বয়সে অঙ্কশাস্ত্রে বালিকাদের অপেক্ষা নিপুণ হইয়া থাকে। এই সকল পার্থক্যের সাথে সাথে বালক-বালিকাদের মধ্যে কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যও রহিয়াছে। বালক যেখানে যুক্তি দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করে, বালিকা সেখানে বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই কেবল আবেগ-অনুভূতিবলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। পুরুষ কঠিন ও আকাশ-পাতালের বিষয় নিয়া চিন্তা করে। আর নারী কোমল ও ভাবপ্রবণ। সে এতকিছু চিন্তা-ভাবনার ধার ধারে না। নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য সম্পর্কে অধিকতর বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

তবে নারী-পুরুষের এই বৈষম্য কেবল তখনই অবিচার ও অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠে, যখন আইন-কানুন, রীতি-নীতি এবং দেশ-প্রথার মাধ্যমে কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা খাড়া করিয়া নারীদের আন্তর্নিহিত গুণরাজি উন্মেষে বিঘ্নের সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক বৈষম্য স্বীকার করিয়া লইয়াই নারী ও পুরুষ উভয়েই নিজ নিজ কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা অনুসারে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজের দায়িত্ব।

www.pathagar.com

নারী–পুরুষ সাম্যের প্রশ্ন এই দৃষ্টিকোণ হইতেই বিবেচনা করা উচিত। মানুষের মনগড়া রীতি–নীতি, দেশ–প্রথা ও আইন–কানূন, যে সকল বাধা–নিষেধ নারী–জাতিকে সামাজিক জীবনে তাহাদের যথার্থ ভূমিকা পালনে বাধা প্রদান করে এবং তাহাদের সহজাত গুণরাজি উন্মেষে বিঘ্ন ঘটায়, এই সকল বিদূরীত করা আবশ্যক, এই অর্থে যদি নারী–পুরুষ সাম্যের কথা বলা হয়, তবে বেশ সুন্দর কথা। কিন্তু যদি মনে করা হয়, মানসিক ও দৈহিক কর্মক্ষমতা, শারীরিক ও মানসিক ধাতগত প্রয়োজনীয় অবয়ব ও উপকরণে নারী–পুরুষ সর্বতোভাবে সমান এবং নারী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক নহে ; বরং উভয়ে একই কর্মক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী; তবে এমন অবাস্তব মতবাদ অধিকাংশ লোকেই মানিয়া লইতে পারে না। এমনকি আধুনিক চিন্তাবিদ ও যৌনবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণও এই মত সমর্থন করেন না।

মৌলিক মানবিক বিষয়ে নারী–পুরুষের সমান অধিকার ইসলাম শুধু স্বীকারই করে না ; বরং ইহার উপর বিশেষ গুরুত্বও আরোপ করে। ইহাসত্ত্বেও নারী–পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক বৈষম্য, তাহাদের অভিরুচি, দক্ষতা ও কর্মক্ষমতায় বিভিন্নতা এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের যোগ্যতা ও অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর সমপরিমাণ যোগ্যতা ইসলাম স্বীকার করে। মোটকথা ইসলাম নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক বিবেচনা করে ; একে যাহা করিতে অক্ষম, অপরে তাহা সম্পাদন করিবে।

নারী-পুরুষের বৈষম্য

সুমহান উদ্দেশ্যেই নারী–পুরুষে বৈষম্য দিয়া মহাপ্রভু আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা মানিয়া লওয়া সকলেরই উচিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا - فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا - لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ - ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ - وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ -

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।[১]

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -

পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং এই (শ্রেষ্ঠত্ব) এইজন্য যে, পুরুষ (স্ত্রীদের জন্য) ধন ব্যয় করে।[২]

هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا -

তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়।[৩]

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৪]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের স্ত্রীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাতে

---

১. আল-কুরআন, ৩০ : ৩০
২. ঐ, ৪ : ৩৪
৩. ঐ, ৭ : ১৮৯
৪. ঐ, ২ : ২২৮

www.pathagar.com

তোমরা তাহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও স্নেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।[১]

মানুষ যে আকৃতি ও প্রকৃতিতে সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণ অতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে সকল পুরুষ মহিলাসুলভ দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, তাহারা অভিশপ্ত এবং সেই সকল নারী অভিশপ্ত—যাহারা পুরুষের ন্যায় আচরণ করে (অর্থাৎ পুরুষ মহিলার সাজ এবং মহিলা পুরুষের সাজ গ্রহণ করা)।[২]

বিভিন্ন প্রকার অভিরুচি, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়াই আল্লাহ্-তা'আলা নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাতে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়। নারীর আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়াশীলতা ও কোমলতার প্রয়োজন পুরুষের আছে এবং পুরুষোচিত আবেষ্টন ও সুদৃঢ় আশ্রয়ের আবশ্যকতাও নারীর রহিয়াছে। শিশুর দরকার মাতার স্তন্য ও পিতার পক্ষ হইতে সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা। সৃষ্টিগত বৈষম্যে আল্লাহ্ তা'আলার সৃজন-কৌশলের ইহা হয়ত অন্যতম নিদর্শন।

আল্লাহ্ তা'আলার সৃজন-কৌশলে সন্তুষ্ট থাকা ও তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ হইতে অধিক আনন্দের বিষয় আর আর কি হইতে পারে? তাঁহার জ্ঞান অসীম, অনন্ত। ইহার তুলনায় মানুষের জ্ঞান অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। অতএব তিনি যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাই উত্তম।—ইহা মানিয়া লওয়াই মানুষের কর্তব্য। ইহা অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস নহে ; বরং আল্লাহ্-তা'আলার পরিপূর্ণ জ্ঞানে আত্মসমর্পণমাত্র।

তদুপরি মানব-ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানবজাতি যখন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন নারী-পুরুষের বৈষম্য অতি সুস্পষ্ট ছিল এবং ইহার উপর খুব জোর দেওয়া হইত। অন্য কথায়, এই বৈষম্য স্বীকার করিয়া লওয়াই সভ্যতা, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য সর্বাধিক সহায়ক।

---

১. আল-কুরআন, ৩০ ঃ ২১

২. বুখারী

www.pathagar.com

নারী-পুরুষের বৈষম্য ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব

উপরে নারী-পুরুষে প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক বৈষম্যের কথা বলা হইল। এই বৈষম্য গতানুগতিক কার্যভার গ্রহণে নারীদের জন্য কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, শিক্ষা-বিস্তার এবং প্রচারকার্যেও তাহারা অংশগ্রহণ করিতে পারে। নারী পুরুষের ন্যায়ই তাহার শ্রমের ফসল ও কর্মের পারিতোষিক লাভের অধিকারী। নারী-পুরুষের মধ্যে এ বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব করা অন্যায় ও নিষিদ্ধ। পুরুষের ন্যায় নারীকেও একই প্রকার ধর্ম-কর্ম সম্পাদনের আদেশ করা হইয়াছে। আদেশ পালনে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই পুরস্কার ও আদেশ লংঘনে একই শাস্তির বিধান রহিয়াছে।

মানুষ হিসাবে নারী ও পুরুষ সমান। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। তাহারা মানব-জাতির সমান অংশ। সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন ও রূপায়ণ এবং মানবতার সেবায় উভয়েই সমান অংশীদার। উভয়েরই বিবেক-বুদ্ধি, মন-মস্তিষ্ক, প্রবৃত্তি-অনুভূতি এবং মানবিক প্রয়োজন রহিয়াছে। সভ্যতার বিকাশ ও উন্নতি বিধানে নারী-পুরুষ উভয়ের মানসিক উৎকর্ষ, মস্তিষ্ক-চর্চা, বিবেক ও চিন্তা-শক্তির উন্মেষ সমভাবে আবশ্যক। তাহা হইলেই মানব-সভ্যতায় উভয়েই নিজ নিজ ভূমিকা সুষ্ঠুরূপে পালন করিতে সমর্থ হইবে। এই হিসাবে নারী-পুরুষের সাম্যের দাবি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত। এইদিক দিয়া নারীকে তাহার স্বাভাবিক শক্তি এবং যোগ্যতা অনুসারে যতদূর সম্ভব উন্নতি সাধনের সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই দিতে হইবে। তাহাদিগকে সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক অধিকার প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু মানব-সভ্যতার জন্য যাহা অত্যাবশ্যক, তাহা হইল সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

নারী-পুরুষের মধ্যে যথাযথভাবে দায়িত্ব বন্টন করিয়া দিতে হইবে এবং ন্যায়বিচারের সহিত তাহাদের অধিকার নিরূপণ করিতে হইবে। পরিবারে তাহাদের পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যেন আচার-আচরণ ও সমতার মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান না থাকে। ইহা অতীব কঠিন ও জটিল সমস্যা এবং ইহার সুষ্ঠু সমাধানে মানব অধিকাংশ সময়ই ব্যর্থ হইয়াছে।

কতক জাতি নারীকে পুরুষের উপর প্রাধান্য দিয়াছে। কিন্তু এইরূপ কোন জাতি মানব- সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

www.pathagar.com

অপরপক্ষে, দুনিয়ার অধিকাংশ জাতিই পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্ব দিয়াছে। কিন্তু এই কর্তৃত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যাচারে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং নারীকে দাসীতে পরিণত করিয়াছে। তাহাকে কোনরূপ সামাজিক ও আর্থিক অধিকার দেওয়া হয় নাই; বরং লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হইয়াছে। তাহাকে পুরুষের নিছক কাম-বাসনা চরিতার্থের ক্রীড়নক ও পরিবারের একটি নগণ্য সেবিকারূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।

অপরদিকে, পারিবারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একদল নারীকে কিছু পরিমাণ জড়বাদী শিক্ষা ও তথাকথিত সভ্যতার সাজসজ্জায় ভূষিত করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল, তাহারা যেন পুরুষদের যৌন চাহিদা অধিকতর হৃদয়গ্রাহীরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। তাহারা যেন নিজেদের সঙ্গীতকলা দ্বারা পুরুষের কর্ণস্বাদ, নৃত্য ও দেহভঙ্গি দ্বারা চক্ষুস্বাদ এবং চরম যৌন আবেদন দ্বারা শারীরিক স্বাদের উপকরণে পরিণত হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই হইল নারীত্বের চরম ও পরম অপমান ও লাঞ্ছনা।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী-পুরুষের সাম্য ও সমান অধিকারের আওয়ায উঠিয়াছে। ইহার অর্থ হইল, নারী-পুরুষের দায়িত্ব অনুরূপ এবং প্রায় একই প্রকার হইবে। একই কর্মক্ষেত্রে উভয়ে নিজ নিজ জীবিকা অর্জন করিবে, একে অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে এবং স্বাবলম্বী হইবে। কিন্তু জীবনের কোন বিভাগেই নারী আজ পর্যন্ত পুরুষের সমান হইতে পারে নাই; বরং যতটুকু সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সামাজিক জীবনে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হইয়াছে, মানবতা পশুত্বের অতল তলে নামিয়া পড়িয়াছে এবং মানব-সভ্যতা একেবারে ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। কারণ, সাম্যের প্রবক্তাগণ নারী-পুরুষ সম্পর্ক নির্ধারণে স্বাভাবিকতা, ন্যায়-নীতি, মিতাচার ও সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে নাই।

মানুষ তাহার বিকারগ্রস্ত বিবেক ও আত্মপ্রবঞ্চনা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই অতি বাড়াবাড়ি ও অত্যল্পতা—এই দুই বিপরীত চরম পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। নারী একটুকু নীচু নহে যতটুকু নীচে তাহাকে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; আর না সে ততটুকু উঁচু, যতটুকু উচ্চে পুরুষ তাহাকে তুলিতে চাহিয়াছে। বিবেক-বুদ্ধিসহকারে চিন্তা করিলেই নারী-পুরুষের শারীরিক অবয়ব, অঙ্গ-সৌষ্ঠব,

www.pathagar.com

শক্তি-সামর্থ্য, রুচি-অভিরুচি তাহাদের নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রের সঠিক সন্ধান প্রদান করে।

প্রকৃতি নারী-পুরুষ উভয়ের উপর একই ধরনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে এবং উভয়ের মানসিক অবস্থাও অভিন্ন, কাজেই নারী-পুরুষ উভয়ের কর্মক্ষেত্র এক হইবে, উভয়ে একই রকমের কাজ করিবে, উভয়ের উপর জীবনের সকল বিভাগের গুরুদায়িত্ব সমানভাবে অর্পিত থাকিবে এবং সামাজিক ব্যবস্থায় উভয়ের স্থান একই প্রকার হইবে—এ ধরনের কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ; বরং ইহার বিপরীত সত্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জীব-বিজ্ঞানে নারীর ধাত ও কর্ম-বন্টন

জীব-বিজ্ঞানমতে নারী তাহার আকৃতি, অবয়ব ও বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার শারীরিক অণু-পরমাণু পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যাপারে পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মাতৃগর্ভে সন্তানের নারী বা পুরুষ-আকৃতি গঠনের সময় হইতেই উভয়ের দৈহিক অবয়ব ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। নারীর দৈহিক অবয়ব এইরূপে গঠিত হয়, যাহাতে সে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের যোগ্য হইয়া উঠিতে পারে। জরায়ুর গঠন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত তাহার দেহের পূর্ণ বিকাশ এই যোগ্যতার পূর্ণতা সাধনের জন্যই হইয়া থাকে এবং এটাই তাহার ভবিষ্যত জীবনের পথনির্দেশ করে।

প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরই নারীর মাসিক ঋতু শুরু হয় এবং দেহতত্ত্ববিদগণের পর্যবেক্ষণে জানা যায়, মাসিক ঋতুকালে নারীদের নিম্নরূপ পরিবর্তন ঘটে ঃ

১. দেহের তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ফলে অধিক পরিমাণে দৈহিক তাপ নির্গমনের কারণে তাহার তাপমাত্রা কমিয়া যায়।

২. তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়ে, রক্তের চাপ কমে এবং শ্বাস-গ্রহণে পার্থক্য দেখা দেয়।

৩. হজম-শক্তি ব্যাহত হয় এবং প্রোটিন ও চর্বির ভাগ শরীরের ক্ষতিপূরণে অপর্যাপ্ত হইয়া উঠে।

৪. শ্বাস-গ্রহণশক্তি কমিয়া যায় এবং বাকশক্তির যন্ত্রগুলিতে পরিবর্তন সূচীত হয়।

www.pathagar.com

৫. স্নায়ুমণ্ডলি অবসন্ন ও অনুভূতি-শক্তি শিথিল হইয়া পড়ে।

৬. স্মরণশক্তি কমিয়া যায় এবং মনের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়।

মাসিক ঋতুকালে নারীর যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম-ক্ষমতায় এইরূপ পরিবর্তন সূচীত হইয়া থাকে। এই কারণে ঋতুকালে সুস্থ নারীও প্রায় রুগ্না হইয়া পড়ে। এই সময়ে যাহাদের কোন কষ্ট বা বেদনা হয় না, শতকরা এমন ত্রিশজন নারী পাওয়াও কঠিন। শরীর-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এমিল নুডিক বলেন ঃ

ঋতুবতী নারীদের মধ্যে সাধারণত যে পরিবর্তন দেখা দেয়, উহা এই, মাথা-ব্যথা, অবসাদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনা, হজমশক্তি কমিয়া যাওয়া, মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য, কোন কোন সময় বমির ভাব এবং বমন হওয়া। বেশকিছু নারীর বক্ষে মৃদু বেদনা বোধ হয় এবং সময় সময় ইহা অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সময় কোন কোন নারীর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া পড়ে। আবার কখনও কখনও হজমশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়।

ডাক্তার ক্রেগার যত নারীকে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অর্ধেক এমন ছিল, মাসিক ঋতুকালে যাহাদের হজমশক্তির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এবং শেষের দিকে কোষ্ঠকাঠিন্যও দেখা দিয়াছে। ডাক্তার গীব হার্ড বলেন ঃ

মাসিক ঋতুকালে কোন কষ্ট হয় নাই—এমন নারী খুব কমই পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ এমন পাওয়া গিয়াছে যাহাদের মাথা ব্যাথা, অবসাদ, নাভীর নিম্নভাগে বেদনা এবং কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে । তাহাদের মেজাজ এই সময়ে খিটখিটে হইয়া থাকে এবং কাঁদিতে ইচ্ছা করে ।

নারীর মানসিক শক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর এই সকল দৈহিক পরিবর্তন অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে এবং ইহা বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে, ঋতুকালে প্রতিমাসেই নারী এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে । আর ইহার স্থায়িত্বকাল তিন হইতে দশ দিন।

অধ্যাপক লাপিনস্কি (Lapinsky) তাঁহার The Development of Personality in Women গ্রন্থে বলেন ঃ

মাসিক ঋতুকালে নারীদের কর্মস্বাধীনতা নষ্ট হইয়া পড়ে এবং একটা প্রভাবশালী ক্ষমতা তাহাকে বাধ্যানুগত করিয়া ফেলে। স্বেচ্ছায় কোন কাজ করা বা না করার শক্তি প্রায় নষ্ট হইয়া পড়ে।

www.pathagar.com

এই সমস্ত পরিবর্তন স্বাস্থ্যবতী নারীর মধ্যেই সংঘটিত হয় এবং উহা রোগের আকার ধারণ করে। আরও বর্ণিত আছে, এই অবস্থায় নারী পাগলিনীর ন্যায় হইয়া পড়ে। এই সময়ে সামান্য উত্তেজনায় অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হওয়া, পশু ও নির্বোধের ন্যায় কোন কাজ করিয়া ফেলা, এমনকি আত্মহত্যা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। ডাক্তার ক্রাফ্‌ট এবিং বলেন ঃ

আমরা যে সকল নারীকে ভদ্র, বিনয়ী ও প্রফুল্লচিত্ত দেখিতে পাই, মাসিক ঋতুকালে অকস্মাৎ তাহাদের মধ্যেও পরিবর্তন আসিয়া পড়ে। এই সময়টা যেন একটা ঝড়ের ন্যায় তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন তাহারা হঠাৎ রুক্ষ, ঝগড়াটে ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। তাহাদের আচরণে গৃহের দাস-দাসী, এমনকি তাহাদের স্বামিগণও তাহাদের প্রতি তখন বিরূপ হইয়া পড়ে।

গভীর অনুসন্ধানের পর কোন কোন বিশেষজ্ঞ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নারীদের অধিকাংশ অপরাধমূলক কার্য ঋতুকালে সংঘটিত হইয়া থাকে। কারণ, এই সময়ে তাহারা নিজদিগকে সংযত করিয়া রাখিতে পারে না। অতি সৎ নারীও এই সময়ে চুরি করিয়া পরে অনুতপ্ত হয়। গভীর গবেষণার পর Dr. Voice chevsky বলেন ঃ

ঋতুকালে নারীর একাগ্রতা ও মানসিক শক্তি হ্রাস পায়।

অধ্যাপক Krschiskevsky মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ঋতুকালে নারীদের স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত, অনুভূতি-শক্তি শিথিল ও সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে, সুবিন্যস্ত চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা হ্রাস পায় এবং অনেক সময়ে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। এমনকি, পূর্ব হইতে মনের কোণে প্রতিফলিত স্থির সিদ্ধান্তেও বিচলতার সৃষ্টি হয়। এইজন্য দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কার্যে সে অভ্যস্ত, এই সময় উহাও ঠিক থাকে না।

এই সময় ট্রামের মহিলা কনডাকটর টিকেট দিতে ও রেজকী গণনা করিতে ভুল করিবে, ট্যাক্সিচালিকা ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে গাড়ী চালাইবে এবং প্রতিটি মোড়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে। মহিলা টাইপিস্ট ভুল টাইপ করিবে। টাইপ করিতে বিলম্ব করিবে, চেষ্টা সত্ত্বেও শব্দ ছাড়িয়া যাইবে এবং এক অক্ষরে আঙ্গুল দিতে যাইয়া অপর অক্ষরে আঙ্গুল পড়িবে। মহিলা উকিল যথাযথভাবে মামলা প্রমাণ করিতে পারিবে না; মামলা পেশ করিতে এবং যুক্তিপ্রদর্শনে ভুল করিবে। মহিলা বিচারকের বোধশক্তি হ্রাস

www.pathagar.com

পাইবে এবং এইজন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে ভুল করিবে। মহিলা দন্ত-চিকিৎসক দন্ত উঠাইবার যন্ত্রপাতি কাজের সময়ে সহজে নিকটে পাইবে না। গায়িকা তাহার সুর ও তালমান হারাইয়া ফেলিবে, কণ্ঠবিশারদ স্বর শুনিয়াই বলিতে পারিবে যে, গায়িকা ঋতুবতী।

মোটকথা, নারীর মন-মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুসমূহ ঋতুকালে দুর্বল ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। আভ্যন্তরীন এক প্রভাবশালী শক্তি তাহার বিবেচনা ও ইচ্ছাশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ফলে তাহার দ্বারা অনিচ্ছাকৃত কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন তাহার কর্ম-স্বাধীনতা থাকে না এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা সে হারাইয়া ফেলে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওয়েনবার্গ (Weinberg) মন্তব্য করেন ঃ

> আত্মহত্যাকারী নারীদের শতকরা পঞ্চাশজন ঋতুকালেই আত্মহত্যা করিয়া থাকে।

ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই ডাক্তার ক্রাফট এবিং বলেন ঃ

> কোন অপরাধী সাবালিকা নারীর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে মোকদ্দমা চলাকালে কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত, তাহার এই অপরাধ ঋতুকালে সংঘটিত হইয়াছে কি না।

মাসিক ঋতুকাল অপেক্ষা গর্ভাবস্থা নারীদের জন্য অধিকতর কঠিন সময়। ডাক্তার রিপ্রেভ বলেন ঃ

> নারীদের অতিরিক্ত দৈহিক উপাদানসমূহ ক্ষুধার্ত অবস্থায় যে পরিমাণে বাহির হয়, গর্ভাবস্থায় তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানসিক ও দৈহিক যে শক্তি নারীর থাকে, গর্ভাবস্থায় তদ্রূপ থাকে না। এই সময় তাহার যে অবস্থা হয়, ইহা অন্য সময়ে হইলে অথবা কোন পুরুষের এই অবস্থা হইলে তাহাকে রোগী বলিয়াই সাব্যস্ত করিতে হইবে। গর্ভাবস্থায় কয়েক মাস ধরিয়া নারীর স্নায়ুবিক অবস্থায় কোন শৃঙ্খলা থাকে না। তাহার মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং তাহার সকল মানসিক উপাদান একটা একটানা বিশৃঙ্খলায় নিপতিত থাকে। সে রোগ ও সুস্থতার মধ্যে প্রতিনিয়ত দুলিতে থাকে এবং অতি নগণ্য কারণে সে অসুস্থ হইয়া পড়ে।

www.pathagar.com

ডাক্তার ফিশার বলেন ঃ

সুস্থ নারীও গর্ভাবস্থায় কঠিন মানসিক চাঞ্চল্যে ভোগে। তাহার মধ্যে উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা দেখা দেয়। স্মৃতি-শক্তি ও অনুভূতি এবং চিন্তা-গবেষণা ও বোধ-শক্তি হ্রাস পায়।

মোল, হিউলাক, এলবার্ট, ইলিয়াস প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণের মতে, গর্ভাকালীন শেষ মাসটি এমন অবস্থায় কাটে যে, তখন দৈহিক ও মানসিক শ্রম করিবার কোন যোগ্যতাই নারীর থাকে না। সন্তান প্রসবের পর তাহার বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা, বিশেষত সেপটিক রোগে আক্রান্তের সম্ভাবনা থাকে। পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এক আলোড়ন-সঞ্চালনের সৃষ্টি হয়। এই কারণে সমগ্র দৈহিক ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে তাহার বেশ কয়েক সপ্তাহ লাগিয়া যায়। এইরূপে গর্ভসঞ্চারের পর হইতে পূর্ণ একবৎসরকাল সে রুগ্ন বা অর্ধরুগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করে। এমতাবস্থায় তাহার কর্মশক্তি স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক কমিয়া যায়।

অতঃপর স্তন্যদানের কাল। এই সময় নারীদেহের মূল্যবান বস্তুসমূহ সন্তানের স্তন্যদুগ্ধে পরিণত হয়। খাদ্যদ্রব্যের যে পরিমাণ তাহার জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক, ততটুকুই তাহার দেহে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে এবং বাকী সবই স্তন্য-দুগ্ধে পরিণত হয়। অতঃপর দীর্ঘকাল সন্তানের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা-দীক্ষায় তাহার দৃষ্টি একান্তভাবে নিবদ্ধ রাখিতে হয়।

শিশুদের জন্য বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য যোগাড় করিয়া আধুনিক সভ্যতা স্তন্যদান সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত অভিমত, শিশুর সত্যিকার বিকাশ সাধনের জন্য মাতৃস্তন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য আর কিছুই নাই। কারণ, শিশু প্রতিপালনের জন্য মাতৃস্তনে যে সামগ্রী রাখা হইয়াছে, ইহার উপযুক্ত বিকল্প আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব, ইহা হইতে শিশুকে বঞ্চিত করা অন্যায়, অবিচার ও প্রকৃতির সহিত প্রকাশ্য বিরোধিতা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

ইহাও সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, শিশুর প্রাকৃতিক লালন-পালনস্থল ও শিক্ষাগার হইল মাতৃক্রোড়। কিন্তু ইহার বিকল্প হিসাবে বর্তমানে শিশু সদন খোলা হইতেছে। এখন প্রশ্ন হইল, প্রাথমিক অবস্থায় শিশু প্রতিপালনের জন্য যে অকৃত্রিম স্নেহ-

www.pathagar.com

ভালবাসা, দরদ ও শুভাকাঙ্ক্ষার আবশ্যক, ইহা ভাড়াটিয়া প্রতিপালিকার অন্তরে আছে কি?

ফ্রান্সের নোবেল প্রাইজ বিজয়ী ড. এলেক্সিস ক্যারেল (Dr. Alexis Carrel) নারী-পুরুষের বৈষম্য প্রসঙ্গে তাঁহার 'Man the Unkown' গ্রন্থে বলেন ঃ

> নারী-পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য বিরাজমান রহিয়াছে, তাহা মৌলিক ও বুনিয়াদী ধরনের। এই বৈষম্য তাহাদের দেহে সৃষ্ট স্নায়ুমণ্ডলীতেই বিদ্যমান। নারীদের সম্পূর্ণ দৈহিক অবয়বই ভিন্ন ধরনের। তাহাদের জীবকোষ হইতে একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য নির্গত হয়-যাহা গর্ভধারণের উপযোগী করিয়া সৃজন করা হইয়াছে। এই সকল মৌলিক তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা নারী-মুক্তির প্রবক্তাদিগকে এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে যে, 'উভয়েরই কর্মক্ষেত্র একই হওয়া উচিত।' বাস্তবিক পক্ষে নিগূঢ়ভাবে নারী পুরুষ হইতে পৃথক। নারী-দেহের প্রতিটি কোষ নারীত্বের নিদর্শন বহন করে। তাহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সর্বোপরি তাহার সামগ্রিক শিরা-উপশিরার গঠনতন্ত্রে এই উক্তি অভ্রান্ত। পুরুষদের সহিত যথার্থ ও সঠিক সঙ্গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া চলা নারীদের কর্তব্য। সভ্যতার অগ্রগতিতে তাহাদের অবদান পুরুষদের অপেক্ষা অধিক। নারীদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তাহাদের বর্জন করা উচিত নহে।

নারী-পুরুষের সাম্যবাদিগণ তাহাদের সহজাত পার্থক্য স্বীকার করিতে রাযী নহে এবং এই পার্থক্য বিদূরীত ও বিলোপ করিতে তাহারা সচেষ্ট। তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না, এই পার্থক্যের কারণেই নারী ও পুরুষ পরস্পরের নিকট হইতে আরাম ও শান্তি লাভ করিয়া থাকে। নারী-পুরুষের পার্থক্য বিদূরীত হইলে যৌন মিলন এবং বিবাহিত জীবনের আকর্ষণ ও মাধুর্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আমেরিকার বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক মার্গারেট মীড (Margaret Mead)-এর উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। তিনি তাঁহার 'Male and Female' গ্রন্থে বলেন ঃ

> আমাদের বর্তমান ঝোঁক হইল শিক্ষা, ছন্দ, নমুনা ও প্রতিদানকালের সমস্ত পার্থক্য হ্রাস করা এবং নারী-পুরুষ সাম্যের ক্ষেত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অসুবিধা রহিয়াছে, উহা অপসারণ করিতে সচেষ্ট হওয়া। বালকদের শিক্ষাদান কষ্টসাধ্য হইয়া থাকিলে কষ্টের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। বালিকারা বালকদের

www.pathagar.com

অপেক্ষা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া ফেল, যেন বালকদের ক্ষতি না হয়। নারী পুরুষ অপেক্ষা দৈহিক শক্তিতে হীন। সুতরাং এমন মেশিন আবিষ্কার কর যাহাতে কম শক্তিসম্পন্না হইয়াও নারী পুরুষের ন্যায়ই কাজ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে বৈষম্য রহিয়াছে, উহা বিদূরীত করিতে চাহিলে একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করিবার সম্ভাবনাই রহিত হইয়া যাইবে। কারণ, ইহা করিতে হইলে নারীর উৎপাদনমূলক গ্রহণ ক্ষমতা ও পুরুষের উৎপাদনমূলক বীর্যময় কর্মশক্তির বিলোপ সাধন করিতে হইবে। ইহার অর্থই হইল, পরিশেষে মানব জীবনকে একেবারে নীরস ও নিরানন্দময় করিয়া তোলা। আর বৈষম্য দূরীকরণের এমন পদ্ধতি অবলম্বন করিলে নারী–পুরুষ উভয়ে মানবতার যে পূর্ণতা অর্জন করিতে পারিত, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে। দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত নারী ও পুরুষ উভয় পক্ষেরই থাকিতে পারে। এক পক্ষের দুর্যোগ অপর পক্ষের দুর্যোগ অপেক্ষা কঠিনতর হওয়াও অসম্ভব নহে। দুর্যোগের মুহূর্তে উভয় পক্ষেরই তত্ত্বাবধান কর। উভয় পক্ষকে আমাদের অবশ্যই সযত্নে ও সস্নেহে রক্ষা এবং প্রতিপালন করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য রক্ষা করিয়াই তাহাদের যথাযথ তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। কেননা, বৈষম্যের নিছক নিরসন পরিণামে বঞ্চনার রূপই ধারণ করে।

নারী–পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় চরম উৎসাহী ব্যক্তিগণ, যাহারা নারী–পুরুষে হাস্যস্পদ পরিবর্তন সাধনের প্রয়াসী, যাহারা তাহাদের বৈষম্যের শুভ পরিণাম বুঝিতে অক্ষম এবং তাহারা একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে মানবতার যে বিরাট কল্যাণ সাধন করে ; যাহারা উহা অস্বীকার করে, উপরিউদ্ধৃতির প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশের প্রবণতা দেখিয়া উক্ত ভদ্রমহিলা স্বীয় গ্রন্থে অন্যত্র বলেন ঃ

পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে নারীকে প্রবেশাধিকার প্রদান মোটেই লাভজনক নহে। ইহাতে নারী তাহার নারীত্ব হারায় এবং সে তাহার উপযুক্ত স্থানে যে অবদান রাখিতে পারিত, ইহার যোগ্যতা আর তাহার থাকে না।

www.pathagar.com

অতএব, নারী ও পুরুষ একই ধরনের কার্যের জন্য সমভাবে উপযোগী এবং একই কর্মক্ষেত্রে উভয়ের অবাধ ও নির্বিচার প্রবেশে সমাজ-দেহে নানাবিধ অবাঞ্ছিত কুফল দেখা দিবে না, এমন ধারণা পোষণ করা নিতান্ত অজ্ঞতারই পরিচায়ক। Weith Kundsen বলেন :

নারী ও পুরুষ সমান নহে। তাহারা কখনও সমান ছিল না এবং কখনই সমান হইবে না। বরং নারী ও পুরুষের পার্থক্য এত নিগূঢ় যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির দুইজন পুরুষ প্রকৃতিতে প্রায় একই প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু একই জাতির দুইজন নারী ও পুরুষ একই স্বভাবের হয় না। তিনি Dr. Winge-এর উক্তি উল্লেখ করেন, তিনি বলেন : নারী-পুরুষের বৈষম্য মৌলিক। তাহাদের মধ্যে বিরাজিত শারীরিক ও মানসিক বৈষম্য অতি ব্যাপক। এই বৈষম্য কেবল যৌন অঙ্গসমূহেই সীমাবদ্ধ নহে।[১]

ড. ল্যামব্রোস গিনা (Dr. Lambrose Gina) তাঁহার The Soul of Woman গ্রন্থে বলেন :

নারী ও পুরুষ কেবল তাহাদের উচ্চতা, অস্থিসমূহের গঠন এবং শারীরিক মাংসপেশীতেই ভিন্ন নহে; বরং তাহারা যে বায়ু ও খাদ্য গ্রহণ করে, ইহাদের ধরন ও পরিমাণেও তাহাদের পার্থক্য সূচীত হইয়া থাকে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। তাহাদের বাসনা-কামনাও পৃথক এবং পরিশেষে মানসিক ও নৈতিক প্রবণতায়ও তাহারা অভিন্ন নহে।

এই মহিলা গ্রন্থকার আরও বলেন :

Progress, evolution and life are possible only through differentiation,

—অগ্রগতি, ক্রমবিকাশ ও জীবন কেবল এই পার্থক্য স্বীকারের মাধ্যমেই সম্ভব।

নারীদের প্রতি পুরুষ ও নারীদের ধারণা কিরূপ, আলোচনার জন্য The Eastern Branch of the American Psychological Association-এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। Mary B. Beard তাঁহার Woman as Force in

---

১. Weith-Kundsen : Feminism - p 86.

www.pathagar.com

History গ্রন্থে এই অধিবেশনের আলোচনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন, তাহা এই ঃ

দুইদিন এই অধিবেশন চলে এবং প্রায় এক হাযার সদস্য এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সমসংখ্যক নারী ও পুরুষের মধ্যে বিতরিত প্রশ্নপত্রের ফলাফলই ছিল অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। নারীর প্রতি পুরুষ ও নারীর ধারণা কি, ইহা নির্ধারণ করাই ছিল এই জরিপের উদ্দেশ্য। সদস্যগণ নারী ও পুরুষ সর্বসম্মতিক্রমে একান্তভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা এই— নারী ও পুরুষ উভয়েই সামাজিক অধিকারে সমান। কিন্তু নারীদের আবেগের স্থিরতা ও মৌলিকত্ব নির্ধারণে তাহাদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই অধিবেশনের পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায়, প্রতি দশজন পুরুষের মধ্যে সাতজন ও সমপরিমাণ নারীর বিশ্বাস এই যে, বিচার-মীমাংসায় আবেগ দ্বারা নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে এবং শতকরা ৯১·৭ ভাগ পুরুষ ও শতকরা ৯২·১ ভাগ নারী অভিমত প্রদান করে, জীবনের নগণ্য বস্তুর প্রতি পুরুষ অপেক্ষা নারীর আগ্রহ অনেক বেশি। বিশদ অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের পর Kisch তাঁহার The Sexual Life of Women গ্রন্থে বলেন ঃ

সাবালকত্ব প্রাপ্তির সময় বালিকার যে মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয়, উহা তাহার দৈহিক পরিবর্তন অপেক্ষা মোটেই কম ব্যাপক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নহে। সংক্ষেপে কথা হইল, বালিকা নারীত্বের সকল মানসিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ লইয়াই যুবতী নারীতে পরিণত হইয়া থাকে। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়াও নারী এবং পুরুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন।[১]

উপরিউক্ত The Eastern Branch of the American Psychological Association-এর অপর এক অধিবেশন Palo Alto-তে অনুষ্ঠিত হয়। 'বালক ও বালিকার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য কি' ইহাই ছিল ইহার আলোচ্য বিষয়। ইহাতে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়, সংক্ষেপে তাহা এই ঃ

---

১. Wau Bloch : The Sexual Life of our time, P. 49 ; August Forel : The Sexual Question, p 504-505.

www.pathagar.com

যে সকল আসল আভরণ ও সাজসজ্জায় বালক–বালিকার দৈহিক অবয়ব গঠিত হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণ পৃথক। নারী অপেক্ষা পুরুষের উৎকৃষ্টতর মানসিক ভারসাম্য আছে। তাহাদের মানসিক ভারসাম্যে এই তারতম্য তাহাদের দৈহিক গঠনের তারতম্যের কারণেই ঘটিয়াছে। নারীদের উপর আরোপিত বাধা–নিষেধ অতি দ্রুতগতিতে অপসারণের পরও তাহারা তুলনামূলকভাবে কোন উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই।

আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যৌনবিজ্ঞানী Havelock Ellis তাঁহার Man and Woman গ্রন্থে নারী–পুরুষের মানসিক ও দৈহিক কর্ম–শক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন ঃ

নারীর দুর্বোধ্য মনে সহজে বশ্যতা (Docility) স্বীকারের প্রবণতা এবং ধারণ (Receptiveness) করিবার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তুচ্ছ ও নগণ্য বিষয়ে সাধারণ নারী পুরুষ অপেক্ষাও অতি সহজে মতামত গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যদি এমন কোন অভিমত যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করা হয়—যাহা তাহার আবেগকে আঘাত করে, তবে সে ইহা গ্রহণ করা হইতে বরং মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে।

তিনি আরও বলেন ঃ

নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক সহানুভূতি কামনা করে এবং পুরুষের ন্যায় বলিষ্ঠ স্বাধীন মনোভাব তাহার থাকে না।

নারী ও পুরুষের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও গুণরাজি যে একরূপ নহে ; বরং বিভিন্ন প্রকারের এবং তাহাদের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে, ইহাই ইলিস বলিয়াছেন। ইহাছাড়া কে বড় বা কে ছোট, এই প্রশ্নই উঠে না। তিনি বলেন ঃ

স্বীয় শিক্ষা বাস্তবায়নে পুরুষ অধিক ক্ষমতা রাখে। গভীর চিন্তা–ভাবনা ও সযত্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষা দ্বারা যে সত্য তাহারা উদ্‌ঘাটন করিয়াছে, ইহার সমর্থনে তাহাদের উৎসাহ অতি প্রবল। তাহাদের কর্মক্ষেত্রে তাহাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান আছে। আর ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাহাদের নির্ধারিত পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করিতে তাহারা অধিক তৎপর। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে তাহারা অধিক আগ্রহশীল এবং তাহাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অধিক তীক্ষ্ণ।

www.pathagar.com

অপরদিকে, নারিগণ উন্নততর বুদ্ধিসাপেক্ষ, অপরিহার্য বিশ্লেষণও অপসন্দ করে। কারণ, ইলিসের মতে, তাহারা সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা অনুভব করে যে, বিচার-বিশ্লেষণ তাহাদের আবেগময় মানসিক অবস্থা বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। কেননা, এই আবেগ দ্বারাই তাহারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে এবং এই আবেগের আবেদন তাহাদের নিকট অত্যন্ত প্রবল। এইজন্যই নারিগণ অনমনীয় বিধান ও রীতি-নীতি এবং নিগূঢ় প্রস্তাবকে সুনজরে দেখে না। তাহারা অধিক আবেগপ্রবণ এবং আবেগকেই তাহারা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। ইলিস বলেন ঃ

> এইগুলি নারীদের দোষ নহে; বরং এইগুলি নারী ও পুরুষের জন্মগত ও স্বাভাবিক বৈষম্য। তিনি আরও বলেন, নারীদের আবেগ তাহাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শারীরিক গঠন হইতেই জন্মায়।

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ভি.এম. রেজ বলেন ঃ

> There is, therefore, no escaping of the fact that there are certain interent psychological differences which sharply distinguish man and woman. Here is no question of their relative superiority and inferiority. They only Point to the fundamental differences of the sex in their function and mission. In their zeal to show equal educable capacity and intelligence, the English and American women are utterly misguided in demanding the same education for girls as for boys. It is now proved beyond doubt that woman has as much intelligence as man in pursuing the highest Possible education. And this exactly what has misguided the modern woman. She has misunderstood her own nature, needs and functions. She has allowed herself to be exploited by male-like ideas. She has come to conceive in womanliness something inferior and lacking so that she has held before her as model all that the male is doing. She has become ashamed of her womanliness and wishes it better if she had

www.pathagar.com

beeen born a male. These ideas have created a false standard before her, and consequently she has identified her personality with that of a man. She has ignored that she has an independent personality, quite different and entirely equal to man and which, if she developed, would develop into perfect womanliness.[১]

—সুতরাং এই সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, নারী-পুরুষের মধ্যে কতিপয় সুস্পষ্ট সহজাত মনস্তাত্ত্বিক বৈষম্য রহিয়াছে, যাহা তাহাদিগকে তীক্ষ্ণভাবে পরস্পর হইতে পৃথক করে। তুলনামূলকভাবে তাহাদের মধ্যে কে উৎকৃষ্ট, কে নিকৃষ্ট এই প্রশ্ন এখানে উঠে না; বরং নারী-পুরুষের কার্যকলাপ ও তাহাদের উদ্দেশ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাঁহারা কেবল তৎপ্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'নারী ও পুরুষ শিক্ষা ও ধী-শক্তিতে পরস্পর সমান' প্রমাণ করিতে অতি উৎসাহী আমেরিকা ও ইংলণ্ডের যে সকল মহিলা বালক-বালিকাদের জন্য একই প্রকার শিক্ষা দাবি করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভুল করিতেছেন। নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত যে, সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জনের ধী-শক্তি যেমন পুরুষের আছে, তদ্রূপ নারীরও আছে—এই ধারণাই আধুনিক মহিলাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। স্বীয় প্রকৃতি ও আবশ্যকতা এবং কোন্ বিশেষ ধরনের কাজের জন্য তাহাকে সৃজন করা হইয়াছে, সে উহা বুঝিতে ভুল করিয়াছে। পুরুষোচিত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে নিজেকে শোষিত হইতে দিয়াছে। সে ধারণা করিয়া লইয়াছে, নারীত্বে কিছু হীনতা ও কমতি আছে। সুতরাং পুরুষ যাহাকিছু করে, এই সমস্তকেই সে তাহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নারীত্বে সে অপমান বোধ করে এবং মনে করে, সে যদি নারী না হইয়া পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিত, তবেই ভাল হইত। এই সকল ধারণা তাহার সম্মুখে এক অলীক মিথ্যা জীবনাদর্শ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে সে তাহার ব্যক্তিত্বকে পুরুষের ব্যক্তিত্বের অনুরূপ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। সে ভুলিয়া গিয়াছে, পুরুষ হইতে একেবারে ভিন্ন অথচ

---

১. V.M. Rege : Wither woman? p 225

www.pathagar.com

পুরুষের সম্পূর্ণ সমান তাহার এক স্বাধীন সত্তা আছে এবং সে যদি ইহার ক্রমোন্নতি সাধন করে, তবে সে নারীত্বেরই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাইবে।

উপরিউক্ত আলোচনা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করে, নারী ও পুরুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং যোগ্যতা সমান নহে; বরং বিভিন্নরূপ যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা দিয়াই তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। জীববিজ্ঞান, শরীর- বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান নারী ও পুরুষের মধ্যে কর্ম-বন্টনের ইঙ্গিত দেয়।

নৈতিকতার দিক দিয়া নারীদের প্রতি পুরুষদের অপেক্ষা অধিকতর কড়াকড়ি আরোপ করা হয় বলিয়া নারী প্রগতির নায়কগণ প্রতিবাদ করিয়া থাকেন এবং বলেন, এ বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা নারীর শিথিলতাকে অধিকতর দূষণীয় গণ্য করা নিতান্ত অন্যায়। এই উক্তিতে সত্য নিহিত আছে বটে; কিন্তু একইরূপ অপরাধে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্যমূলক আচরণের অনুমতি ইসলাম দেয় নাই; বরং উভয় ক্ষেত্রেই একই প্রকার শাস্তির আদেশ দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্যভিচার উভয়ের জন্যই সমান অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং একই শাস্তির বিধান রহিয়াছে। অপরপক্ষে, সাম্যবাদীদের সাম্যের দাবি সত্ত্বেও এইক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যে নারীদের প্রতি অবিচার চলিয়াছে। ডা. ওয়েস্টার মার্কের উক্তি হইতেই ইহা সম্যকরূপে পরিস্ফূট হইয়া উঠিবে। তিনি তাঁহার The future of Marriage in Western Civilization গ্রন্থে বলেন ঃ

> But even if public opinion would, in the future, grant complete sexual freedom to the unmarried of either sex, The indulgence of it by girls would still be attendant with serious disadvantages already pointed out. There would be undoubtedly be exploitation in women by men; girls who remain virgins would still be preferred as wives, and the others would run the risk of being used for temporary purposes, Feminists advocating equal freedom for men and women seem to overlook the benefits that men would derive from it; They would find it easier to gratify thire desires in a more agreeable manner than through intercourse with

www.pathagar.com

prostitutes, and at the same time to acquice sexual experience considered useful for their future marriage. When speaking of the 'injustice' of different moral demands on men and women, those advocates also fail to notice that this difference is ultimatly due to a difference in the sexual instincts of the two sexes.

—কিন্তু অবিবাহিত নর–নারীর যাহাকেই জনমত ভবিষ্যতে যৌন মিলনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করুক না–কেন, বালিকাগণ যে এই সুযোগে অবাধে নিজেদের কামবাসনা চরিতার্থ করিবে, ইহাতে বহু মারাত্মক আনুষঙ্গিক অসুবিধা দেখা দিবে—যাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, পুরুষগণ নারীদের ক্ষতি সাধন করিয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করিবে। যে সমস্ত বালিকা পরপুরুষের সহিত যৌন সুখ আস্বাদন করে নাই, তখনও তাহাদিগকে বিবাহ করিবার অধিক আগ্রহই পুরুষদের থাকিবে। আর যাহারা পরপুরুষের সহিত সঙ্গত হইয়াছে, সেই সকল বালিকা বিভিন্ন পুরুষ কর্তৃক অস্থায়ীভাবে ব্যবহৃত হওয়ার আপদ বহন করিয়াই চলিবে। নারী–জাগরণের প্রবক্তাগণ, যাহারা নারী–পুরুষের সমান স্বাধীনতা দাবি করেন, মনে হয় ইহাতে পুরুষগণ যে সুবিধা পাইবে, তাঁহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। বারবণিতাদের সহিত উপগত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর মনোরঞ্জকভাবে তাহাদের কামনা–বাসনা চরিতার্থ করা এবং তৎসঙ্গে পরবর্তীকালে বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় যৌনকর্মের অভিজ্ঞতা অর্জন পুরুষদের জন্য সহজতর হইয়া উঠিবে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নারীদের উপর পুরুষদের অপেক্ষা অধিকতর কড়াকড়ি আরোপকে যাহারা 'অবিচার' বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহারা ইহাও লক্ষ্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যে, এই বৈষম্য পরিশেষে উভয়ের মধ্যে বিরাজিত তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তির পার্থক্যের কারণেই হইয়া থাকে।

বিশেষজ্ঞদের যে সকল উক্তি উপরে উদ্ধৃত হইল, উহাতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, পাশ্চাত্য জগত নারী–পুরুষের সাম্যের যে দাবি উথাপন করিয়াছে, ইহা একেবারে অযৌক্তিক ও সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ইসলাম নারী–পুরুষের সমান

www.pathagar.com

মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার কেবল সমর্থনই করে না; বরং সর্বশক্তি প্রয়োগে তাহা রক্ষাও করে। নারী-পুরুষ উভয়েরই কতিপয় সাধারণ কর্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে, যাহাতে উভয়েই সমান। এতদসত্ত্বেও ইসলাম বলে, নারী ও পুরুষ উভয়েরই কতক পৃথক পৃথক কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। এই সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করা মানবজাতির সংরক্ষণ ও মানব সভ্যতার জন্য নিতান্ত অপরিহার্য। এই সামাজিক দায়িত্ব পালন করিতে যাইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে যদি একে অপর অপেক্ষা কিছুটা বেশি অধিকার লাভ করে, তবে কেহ কাহারও প্রতিহিংসা পোষণ করা অনুচিত। পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ - لِلرِّجَالِ
نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا - وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ -

যাহাদ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, তোমরা ইহার লালসা করিও না। পুরুষ যাহা অর্জন করে, তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে, তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ। ১

এখন সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝিতে পারিবেন, নারী-পুরুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং যোগ্যতা সমান হইয়া থাকিলেও সৃষ্টিগতভাবে তাহাদের উপর সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয় নাই। মানব-জাতির সংরক্ষণের ব্যাপারে পুরুষের উপর বীজ বপন ব্যতীত অপর কোন কাজ চাপানো হয় নাই। ইহার পর সে স্বাধীনভাবে দুনিয়ার যে কোন কাজ করিতে পারে। অপরদিকে মানব-বংশ সংরক্ষণের সকল দায়িত্ব নারীর উপর অর্পিত হইয়াছে। মাতৃগর্ভ হইতেই তাহাকে এই দায়িত্ব পালনের যোগ্য করিয়া গঠন করা হইয়াছে। ইহার জন্য যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তাহার মাসিক ঋতুর বিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই সময়ে সে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যের দায়িত্ব বহন এবং কঠিন দৈহিক ও মানসিক কাজ সম্পন্ন করিতে পারে না।

গর্ভধারণ হইতে সন্তান প্রসবের পর পর্যন্ত তাহাকে পূর্ণ এক বৎসরকাল অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সন্তানকে স্তন্যদানের দুই বৎসর সে মানবতার ক্ষেত্রে

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩২

www.pathagar.com

অবিরাম পানি-সিঞ্চন করিতে থাকে এবং নিজের বুকের স্রোতধারায় সে ইহাকে সুজলা সুফলা করিয়া তোলে। দিনের বিশ্রাম ও রাত্রির নিদ্রা হারাম করিয়া সে শিশুর প্রাথমিক পরিচর্যা ও প্রতিপালনে কয়েকটি বৎসর অতিবাহিত করে। এইরূপে সে স্বীয় সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েস সবকিছুই ভবিষ্যত মানবতার খাতিরে বিসর্জন দিয়া থাকে।

নারী-মুক্তির প্রবক্তাগণ এখন ধীরে স্থিরে পূর্ববিকারশূন্য মনে চিন্তা করিয়া বলুন, সাম্য ও সুবিচার কাহাকে বলে। যে দায়িত্ব নারীর উপর অর্পণ করা হইয়াছে, সে একাই ইহা পালন করিবে তদুপরি পুরুষকে এ ব্যাপারে একেবার মুক্ত রাখিয়া সামাজিক কার্য-নির্বাহের যে দায়িত্ব তাহার উপর অর্পণ করা হইয়াছে, ইহার বোঝাও কি অবলা নারীর উপর চাপাইয়া দিতে হইবে? সুখ-সম্ভোগ, বিলাস-ব্যসন এবং আনন্দ-উল্লাসের সামগ্রীদানে নারী পুরুষের চিত্ত বিনোদন করিবে তদুপরিও কি জীবিকা অর্জন, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশের শান্তি স্থাপন এবং শাসন ও বিচারের কার্যভার তাহাদের উপর সমানভাবে অর্পণ করিতে হইবে? ইহা সাম্য নহে; বরং চরম অসাম্য, সুবিচার নহে ; বরং সুস্পষ্ট অবিচার।

প্রকৃতি যে বিরাট দায়িত্ব নারীর উপর অর্পণ করিয়াছে, তৎপর তাহাকে সমাজের অতি লঘু ও সহজ কাজ করিতে দেওয়া এবং পারিবারিক ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব, কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার-শাসন, দেশের শান্তি স্থাপন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক শ্রমসাপেক্ষ গৃহের বাহিরের কার্যভার পুরুষের উপর ন্যস্ত করাই সাম্য ও সুবিচারের দাবি। বহির্বাটির কর্মভার নারীর উপর অর্পণ করা কেবল অবিচারই নহে; বরং আমাদের উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে, এই সমস্ত পুরুষোচিত কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতাও নারীদের নাই। কারণ, প্রতি মাসেই ঋতুকালে তাহারা অযোগ্য বা স্বল্পযোগ্য এবং তাহাদের কর্মশক্তি নিম্নমানের হইয়া পড়ে। বরং যাহাদের কর্মশক্তি অটল এবং সর্বদা ধারাবাহিকভাবে একই যোগ্যতার সহিত নিজেদের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে পারে; আর যাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির উপর কতটা আস্থাশীল হওয়া চলে, কেবল এমন লোকের উপরই এই সকল কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করা সঙ্গত।

নারীকে পুরুষের কার্যের জন্য প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহাতে মানবতা ও নারী সমাজের কোন কল্যাণই সাধিত হয় না।

৫-

www.pathagar.com

কাহারও সহজাত প্রতিভা দমন করিয়া তাহার মধ্যে স্বভাববিরুদ্ধ কৃত্রিম যোগ্যতা সৃষ্টি করাকে উন্নতি বলে না; বরং তাহার স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফূরণ ও বিকাশের সুযোগ-সুবিধা প্রদানকেই উন্নতি বলে। দেহ-বিজ্ঞান অনুসারে নারীকে সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং এইজন্যই প্রেম-প্রীতি, সহানুভূতি, হৃদয়ের কোমলতা; স্নেহ-বাৎসল্য, তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও নমনীয় আবেগ-উচ্ছ্বাসের ন্যায় গুণরাজি তাহার মধ্যে প্রদান করা হইয়াছে। যে সকল কার্যে প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব, কঠোরতা, দৃঢ় সংকল্প ও অভিমতের প্রয়োজন, এমন সব কার্যে নারীদের সফলতা অর্জন দুষ্কর। এই প্রকার কার্যে নারীদিগকে টানিয়া আনা একাধারে নারীত্ব ও কার্য উভয়েরই ধ্বংস সাধন ছাড়া আর কিছুই নহে।

জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে নারী দুর্বল এবং পুরুষ সবল ও অধিকতর অগ্রবর্তী। আবার কোন কোন বিভাগে পুরুষের তুলনায় নারী অগ্রগামিনী। পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় নারীকে এমন সব ক্ষেত্রে দাঁড় করানো হইতেছে, যেখানে সে দুর্বল। ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। মানব জীবন ও সভ্যতার জন্য কঠোরতার যেমন আবশ্যকতা আছে, তদ্রূপ নারীসুলভ কোমলতা ও নমনীয়তারও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সুদক্ষ শাসনকর্তা, বিচক্ষণ সেনাপতি এবং উৎকৃষ্ট পরামর্শদাতার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমন প্রয়োজনই আছে সহানুভূতিশীল ভগিনী, আনন্দদায়িনী স্ত্রী, উৎকৃষ্ট মাতা ও পরিবার-পরিজনের। তাহাদের কাহাকেও বাদ দিলে মানব-জীবন ও মানবীয় সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হইবেই।

সন্তান-প্রসব ও শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক সত্য। কোন কৃত্রিম ব্যবস্থাই ইহাতে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না। সুতরাং এই সিদ্ধান্তকে হুবহু মানিয়া লইতে হইবে। নারীকে তাহার যথাস্থানে রাখিয়া তাহাকে ন্যায়সঙ্গত মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করিতে হইবে। গৃহের দায়িত্বই তাহার উপর অর্পিত থাকিবে। বহির্বাটির দায়িত্ব, পারিবারিক কর্তৃত্ব এবং জীবিকা অর্জনের ভার পুরুষের উপর ন্যস্ত থাকিবে। প্রাকৃতিক এই কর্ম-বন্টনকে যাহারা মানিয়া লইবে না, তাহারা কেবল সভ্যতাই বিনষ্ট করিবে না; বরং মানবতারও ধ্বংস সাধন করিবে।

নারী-পুরুষের অধিকার ও কর্তব্য যৌন অনুভূতি, জীব-বিজ্ঞানের বাস্তবতা ও আমাদের সামাজিক পরিবেশ হইতেই অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে; অবাধ কল্পনাপ্রসূত

www.pathagar.com

রোমাঞ্চকর এমন কোন অলীক আদর্শবাদ হইতে উহা গড়িয়া উঠে নাই—যাহা বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিপন্থী। সুতরাং নারী-পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক কর্ম-বন্টনকে মানিয়া লইয়া নিম্নলিখিত অপরিহার্য মূলনীতি ও শর্তের অধীনে সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে ঃ

১. পরিবারিক আয়-উপার্জন, ইহার সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং গৃহের বাহিরের তামুদ্দুনিক কার্যের ভার পুরুষের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২. সন্তান-প্রতিপালন, গৃহের কাজ-কর্ম ও পারিবারিক জীবনকে সুখময় করিয়া তুলিবার দায়িত্ব নারীর উপর অর্পিত থাকিবে।

৩. পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একজনকে কর্তৃত্ব দান করিতে হইবে। মাসিক ঋতুকাল ও গর্ভাবস্থায় বারবারই যাহার মন-মস্তিষ্ক ও দৈহিক শক্তির অবনতি ঘটে, তাহার উপর এই কর্তৃত্ব অর্পণ করা চলে না। সুতরাং কেবল পুরুষই এই কর্তৃত্বের ভার বহনের অধিকতর উপযোগী এবং তাহার উপরই ইহা অর্পণ করিতে হইবে।

৪. নারী-পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক কর্ম-বন্টনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য উভয়কেই উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।

৫. শিক্ষাক্ষেত্রে ও ব্যবস্থাপনায় এই কর্ম-বন্টন অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এমন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে কোন ব্যক্তি বা দল অজ্ঞতাবশত ইহাকে বানচাল করিতে না পারে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

নারী-প্রগতি ও পাশ্চাত্য জগত

আধুনিক যুগে সর্বাপেক্ষা বিপ্লবাত্মক যে আন্দোলন শুরু হয়, তাহা হইল 'নারী মুক্তি' আন্দোলন। ইহার প্রকৃতি অসাধারণভাবে গতিশীল। এই মহাপ্লাবন উত্থিত হইয়া মানব-সমাজে যে বিপর্যয় সাধন করিয়াছে, সমাজবিজ্ঞানীদের ইহা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা কর্তব্য। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই বিপ্লব শুরু হয় এবং বিদ্যুৎ-গতিতে ইহা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মের সকল বাধা-নিষেধ ইহা একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে। নারী-পুরুষের অবাধ মিলনের পথে যত অন্তরাল ছিল, উহাতে ইহা আগুণ ধরাইয়া দেয়।

বর্তমান শতাব্দীতে এই আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইয়াছে এবং ইহার ফলাফল অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিণাম এত বিপদসঙ্কুল, বিভ্রান্তিকর ও আতঙ্কজনক হইয়াছে যে, ইহার বর্ণনা দিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ইহার কুফল দর্শনে এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও আজ শঙ্কিত ও বিহবল হইয়া পড়িয়াছেন এবং প্রমাদ গণিতেছেন।

কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, যে আপদ হইতে রক্ষার জন্য আজ পাশ্চাত্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে, মুসলিম বিশ্ব উহাই এখন ক্রমশ বরণ করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি! নারী-মুক্তির নামে নারীদিগকে অফিস-আদালতে, মিল-কারখানাদির কাজে টানিয়া আনা হইতেছে এবং আনন্দময় গার্হস্থ্য জীবন বর্জনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হইতেছে। পর্দা-প্রথা বিসর্জন দিয়া নারী-পুরুষের অবাধ মিলনের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। সমাজ-দরদীদের অনতিবিলম্বে এই সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক।

www.pathagar.com

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর স্থান ও মর্যাদা কিরূপ ছিল—ইতিপূর্বে ইহা আমরা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এমতাবস্থায় নারী-মুক্তি আন্দোলন অতি স্বাভাবিক বলিয়াই আমরা মনে করি। খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ নারী-মুক্তির যে আন্দোলন শুরু করিলেন, তখন তাঁহাদের সম্মুখে সেই ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাস এবং সামাজিক রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল—যাহা মানবাত্মাকে স্বভাববিরুদ্ধ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া উন্নতির সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের নারী-মুক্তির পদক্ষেপ এমন পথে পরিচালিত হইল, যাহার শেষ পরিণতি বর্তমান পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

নারীজাতিকে অধঃপতন হইতে উন্নীত করিবার যে আন্দোলন পরিচালিত হইল, ইহার সুফল অচিরেই সমাজ-জীবনে দেখা দিল। যে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে তুচ্ছ ও অবহেলিত করিয়া রাখা হইত, ইহার সংশোধন করা হইল এবং যে সমস্ত রীতি-নীতির কারণে তাহাকে দাসীর জীবন যাপন করিতে হইত, উহারও সংশোধন হইল। নারীদের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটিল এবং শিক্ষার দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত হইল। তাহারা গৃহ সামলাইল, সামাজিক পবিত্রতা আনয়ন করিল এবং সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিল। এই সবই ছিল নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রাথমিক সুফল।

কিন্তু নারী মুক্তি আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম অচিরেই সীমা লংঘন করিয়া চলিল এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই পাশ্চাত্য জগত অসংযম ও অমিতাচারের প্রান্তসীমায় আসিয়া উপনীত হইল। নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য-প্রতিষ্ঠা, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল। আর ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিনাম অনতিবিলম্বেই দেখা দিল।

সাম্যের অর্থ করা হইল কেবল মানবিক অধিকার ও নৈতিক মর্যাদার ক্ষেত্রেই নহে ; বরং সামাজিক জীবনে পুরুষ যে কাজ করে, নারীও তাহাই করিবে এবং নৈতিক বন্ধন পুরুষের জন্য যেমন শিথিল, নারীর জন্যও তদ্রূপ শিথিলই থাকিতে হইবে। ফলে প্রকৃতিগত যে-সব কার্যের উপর সভ্যতা ও মানবজাতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, এমন দৈনন্দিন কার্যের প্রতি নারী উদাসীন ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব, সন্তান-সন্ততির লালন-পালন, গৃহ-পরিচালনা, পারিবারিক সেবা-শুশ্রূষা আর তাহার কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত রহিল না; বরং স্বাধীন ব্যবসায় ও

www.pathagar.com

শিল্পকারখানায় পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা, অফিস-আদালতে ও কল-কারখানায় চাকুরি লাভ, নির্বাচনী অভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং খেলা-ধূলা ক্লাব, রঙ্গমঞ্চ, নৃত্য-গীতি ইত্যাদি চিত্তবিনোদনকারী কার্যে অংশগ্রহণ তাহার কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। বিবাহই নারী-পুরুষের পারস্পরিক সাহায্যের উৎকৃষ্ট পন্থা এবং ইহা হইতেই সভ্যতা গড়িয়া উঠে।—এই বৈবাহিক সম্পর্ক একেবারে বিদূরীত না হইলেও নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, গর্ভনিপাত ও সন্তান-হত্যার মাধ্যমে মানব-বংশ বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইতে চলিল। নৈতিক সাম্যের অলীক মতবাদ নারী-পুরুষের চরিত্রহীনতার সাম্য আনিয়া দিল। নারী-পুরুষ সংক্রান্ত কোন কাজই এখন আর লজ্জাজনক রহিল না।

পুরাতন রীতি অনুসারে পুরুষ উপার্জন করিত এবং নারী গৃহ পরিচালনা করিত। কিন্তু নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলে এই নীতির পরিবর্তন হইল এবং ইহা তাহাকে পুরুষ হইতে একেবারে বেপরোয়া করিয়া দিল। যৌন সম্পর্ক ব্যতীত নারী-পুরুষের মধ্যে এখন এমন কোন সম্পর্ক রহিল না—যাহা উভয়কে একত্রে থাকিতে বাধ্য করে। সুতরাং প্রশ্ন উঠিল, একমাত্র কামবাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ চিরন্তন বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া এক গৃহে কেন একত্রে বসবাস করিবে? নারী এখন নিজেই জীবিকা অর্জনে সক্ষম এবং সে নিজেই তাহার সকল প্রয়োজন মিটাইতে পারে। আর সে এখন নিরাপত্তা এবং সাহায্যের জন্যও কাহারো মুখাপেক্ষী নহে। এমতাবস্থায় কেবল যৌন-সম্ভোগের জন্য একটি পুরুষের অধীনতা সে কেন স্বীকার করিবে? একটি পরিবার পরিচালনার দায়িত্বভারই বা কেন সে বহন করিবে? আর কেনই বা সে আইনগত ও নৈতিক বাধা-নিষেধ নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইবে?

তদুপরি নৈতিক সাম্যের ধারণা সহজ-সুন্দর রুচিসম্মতরূপে তাহার কাম-বাসনা পূরণের পথ নিষ্কন্টক করিয়া দিল। তাই সে কেন এখন সেকেলে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সারাজীবন গুরু দায়িত্ব বহন করিবে? সে তো এখন যেখানে সেখানে যখন ইচ্ছা তখন বেশ সুন্দরভাবে বিপুল আনন্দের সহিত তাহার কামবাসনা পূরণ করিতে পারে। ইহার ফলে কুমারী মাতা ও জারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। তৎপর কুমারী মাতা ও জারজ সন্তানের পক্ষে আন্দোলন এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে বলে, তাহাদিগকেই প্রচীনপন্থী কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অভিযুক্ত করা হইতে থাকে।

www.pathagar.com

সর্বশেষ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার অধিকার নারীদের মধ্যে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের স্পৃহা অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিল। যুবক-যুবতীদের মধ্যে স্বভাবতই যৌন আকর্ষণ প্রবল থাকে এবং অবাধ মেলামেশার কারণে ইহা নিতান্ত বৃদ্ধি পায়। পুরুষদিগকে আকর্ষণের জন্য নারীদের হৃদয়ে চাকচিক্যময় মনোরম সাজ-সজ্জা এবং বিভিন্ন প্রকার মনভোলানো প্রসাধনে সজ্জিত হওয়ার প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠে। কিন্তু ইহাতেও পুরুষদের সাধ মিটে না দেখিয়া হতভাগিনী নারীরা নগ্ন হইয়া পড়ে। অসীম যৌন পিপাসায় অতৃপ্ত কামাতুর যুবক-যুবতীর দল সকল সম্ভাব্য উপায়ে পরস্পরকে যৌন-তৃপ্তি সাধনের পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে থাকে। এই যৌন তৃষ্ণাকে আরও প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য পাশ্চাত্য জগত আর্টের নামে নগ্নচিত্র, বল-নৃত্য, যৌনোদ্দীপক সাহিত্য ও ছায়াচিত্রের ব্যাপক প্রচলন করিয়া রাখিয়াছে।

এইরূপে ওহীর জ্ঞান-বিবর্জিত মোহাচ্ছন্ন দুনিয়া পরম সম্মানিত বনী আদমকে হেয় ও লাঞ্ছিত করিল। অসংগত সীমা লংঘন ও চরম ন্যূনতার মধ্যে সে বিবর্তিত হইতেই রহিল এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনের যোগ্যতাই তাহার রহিল না। একবার নারীকে দাসীতে পরিণত করা হইল ; পুরুষ তাহার পতিদেব ও উপাস্য মা'বূদে পরিগণিত হইল, শৈশবে তাহাকে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বিধবা অবস্থায় পুত্রের অধীনে থাকিতে হইল, তাহাকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইল, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে একজন পুরুষের হস্তে সমর্পণ করা হইল এবং একান্ত অনভিপ্রেত হইলেও আজীবন তাহাকে তাহার অধীনে থাকিতে হইল, স্বামীর চিতায় তাহাকে সহমরণে বাধ্য করা হইল ; নারীর আত্মা ও ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করা হইল, তাহাকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করা হইল না ; তাহাকে পাপ ও নৈতিক অধঃপতনের প্রতিমূর্তি বলিয়া আখ্যায়িত করা হইল। অপরদিকে নারীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়নকে পরিণত করা হইল। তাহাকে নিবিড়ভাবে পুরুষের দেহ-সঙ্গিনী করা হইল।

সুতরাং নারী-মুক্তির যে প্রবল আন্দোলন পাশ্চাত্যে জন্মলাভ করে, ইহা হইতে প্রাচ্যও রেহাই পাইল না। এই আন্দোলন কতটুকু সীমা লংঘন করিয়া গেল, ইহাই অতি সংক্ষেপে এখন আলোচিত হইবে।

www.pathagar.com

নারী-মুক্তি আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ বলিতে লাগিল—আবহমানকাল হইতে প্রচলিত রীতি-নীতিই উন্নতির পথে কন্টক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই সকলের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। নৈতিকতার সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। সতীত্ব আবার কি? বিবাহ ছাড়া কেহ কাহারও প্রণয়ে আবদ্ধ হইলে ইহাতে দোষ কি? বিবাহের পরেই বা মানুষ এত নির্দয় হইবে কেন যে, অপরকে প্রেম নিবেদনের অধিকার হইতে নিজকে বঞ্চিত করিবে? এ ধরনের প্রশ্ন সমাজের সর্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জর্জ স্যাণ্ড (George Sand) এই দলের নেত্রী ছিল। যে সকল মৌলিক নীতিবোধের উপর মানব-সভ্যতা ও নারীর সম্ভ্রম-সতীত্ব নির্ভর করে, এই কুলটা রমণী এই সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। সে বিবাহিতা অবস্থায়ই পরপুরুষের সহিত অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং ইহার পরই তাহার প্রণয়ী পরিবর্তনের পালা আরম্ভ হয়।

ফ্রান্সের কবি আলফ্রেড মুসে (Alfred Musse) তাহার অন্যতম প্রেমিক। সে জর্জ স্যাণ্ডের বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত হইয়া ওসীয়ত করিয়া যায়, স্যাণ্ড যেন তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিতে না পারে। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল ধরিয়া তাহার সাহিত্যের মাধ্যমে ফরাসী যুবক-যুবতীদের চরিত্র প্রভাবান্বিত হইতে থাকে। তাহার রচিত উপন্যাস Lelia-তে লেলিয়ার পক্ষ হইতে সে স্টেনোকে লিখিতেছে ঃ

> জগতকে দেখিবার আমার যতখানি সুযোগ হইয়াছে, তাহাতে আমি অনুভব করি, প্রেম সম্পর্কে আমাদের যুবক-যুবতীদের ধারণা কত ভ্রান্ত! প্রেম কেবল একজনের জন্যই হইবে অথবা তাহার মনকে জয় করিতে হইবে এবং তাহাও চিরদিনের জন্য, এই ধারণা নিতান্তই ভুল। যাবতীয় অন্যায় কল্পনাকেও নিঃসন্দেহে মনে স্থান দিতে হইবে। আমি এ কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি, কিছু সংখ্যক লোকের দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অন্যরূপ প্রয়োজনবোধ করে এবং তাহা অর্জনের যোগ্যতাও তাহাদের আছে। ইহার জন্য আবশ্যক, নারী-পুরুষ একে অপরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে, পারস্পরিক উদারতা প্রদর্শন করিবে এবং যে সমস্ত কারণে প্রেমের ক্ষেত্রে হিংসা ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়, উহা অন্তর হইতে নির্মূল করিবে।

www.pathagar.com

সকল প্রেমই সত্য। তাহা উগ্র হউক বা শান্ত, সকাম হউক বা নিষ্কাম, স্থায়ী বা পরিবর্তনশীল, আত্মঘাতী বা সুখদায়িনী।

জর্জ স্যাণ্ড তাহার অপর এক উপন্যাস 'জাক' (JAUCUSS)-এ তাহার মতে এক আদর্শ স্বামীকে সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জাকের স্ত্রী নিজকে পরপুরুষের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে; অথচ উদারচেতা স্বামী ইহাতে কোন ঘৃণা বা আপত্তি করিতেছে না। ইহার কারণস্বরূপ স্বামী বলিতেছে-"যে পুষ্প আমা ব্যতীত অন্যকে তাহার সুরভি দান করিতে চায়, তাহাকে পদদলিত করিবার আমার কি অধিকার আছে?"

জর্জ স্যাণ্ড অন্যত্র জাকের ভাষায় মন্তব্য করে ঃ

—আমি আমার মতের পরিবর্তন করি নাই। সমাজের সঙ্গে কোন আপসও আমি করি নাই। যত প্রকার সামাজিক রীতি আছে, আমার মতে বিবাহ তন্মধ্যে এক চরম পাশবিক রীতি। আমার বিশ্বাস, যদি মানুষ ন্যায় ও জ্ঞান-বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে ইচ্ছা করে, তবে অবশ্যই এই রীতি তাহারা রহিত করিয়া দিবে। অতঃপর ইহার পরিবর্তে তাহারা একটি পবিত্র মানবীয় পন্থা বাছিয়া লইবে। তখন মানব-সন্তানগণ এই সকল নারী-পুরুষ হইতে অধিকতর অগ্রগামী হইবে—একে অপরের স্বাধীনতায় কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না। বর্তমানে পুরুষ এমন স্বার্থপর এবং নারী এত ভীরু যে, তাহারা বর্তমানের প্রচলিত রীতি-নীতির পরিবর্তে কোন উন্নততর এবং সম্ভ্রান্ত রীতি-নীতির দাবি করে না। হাঁ, যাহাদের মধ্যে বিবেক ও পুণ্যের অভাব আছে, তাহাদিগকে তো কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধই থাকিতে হইবে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জর্জ স্যাণ্ডের মতবাদ প্রচারিত হইতে থাকে। কিন্তু এই আন্দোলন তাহার যমানায় শেষ পরিণতিতে পৌঁছিতে পারে নাই। ইহার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পর ফ্রান্সের নাট্যকার, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের দ্বিতীয় দলের আবির্ভাব ঘটে। এই দলের বিশিষ্ট নেতা ছিল আলেকজাণ্ডার দুমা (Alexandar Dumas) ও আলফ্রেড নাকেট (Alfred Naquet)। তাহারা এই মতবাদ পোষণ করিত যে, "স্বাধীনতা ও জীবনের সুখ-সম্ভোগে মানুষের জন্মগত অধিকার আছে। ইহার উপর নৈতিক রীতি-নীতি এবং সামাজিক বাধা-নিষেধ চাপাইয়া দেওয়া ব্যক্তির প্রতি সামাজিক নির্যাতন ও উৎপীড়ন

www.pathagar.com

ছাড়া আর কিছুই নহে।”—এই মতবাদ প্রচারে এই নব্য দল তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

এই যুগে যান্ত্রিক আবিষ্কার ও ব্যাপক উৎপাদন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অসামঞ্জস্যতা আনয়ন করিল, ইহা প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য উপার্জন করিতে বাধ্য করিল। জীবিকা অর্জনের জন্য কুমারী বালিকা, বিবাহিতা মহিলা, বিধবা সকলকেই গৃহের বাহির হইতে হইল। এইরূপে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফল উপলব্ধি করিয়া প্রগতির উদ্যোক্তাগণ মনে করিত, ইহা অধঃপতন নহে; বরং যাহা হইতেছে, বেশ ভাল হইতেছে। বাস্তবিকপক্ষে যে ব্যক্তি একই জনের পূজারী হইয়া বসিয়া থাকে, সে প্রকৃতই নির্বোধ। প্রতিটি আনন্দ-মুহূর্তে এক-একজন নূতন অভ্যাগতের নির্বাচন করা তাহার উচিত।

ইহাই শেষ নয়। আরও অগ্রসর হইয়া বলা হইল, নৈতিক বন্ধন প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের শক্তি ও মানবীয় প্রতিভার উন্মেষ সাধনে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। এই সকল বাধা-নিষেধ ছিন্ন করিয়া মানুষকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দৈহিক সুখ-সম্ভোগের সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ এবং বৈষয়িক ও আত্মিক উন্নতি সম্ভব হইবে না। তৎকালীন ফ্রান্সের বিখ্যাত সাহিত্যিক Pierre Louis-এর নেতৃত্বে সাহিত্যিকদের একটি দল এই মতবাদ প্রচারে ব্যাপৃত থাকে। তাহারা নগ্নতা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বহুল প্রচার করে।

ফ্রান্সের নগ্নতা ও অশ্লীলতার উচ্চ প্রশংসা করিয়া Pierre Louis তাহার Afrodite গ্রন্থে বলে ঃ

> যখন উলঙ্গ মানবতা কল্পনাতীত সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, একজন পবিত্র গণিকার মূর্তিতে নানাবিধ ঠাটঠমক ও কমনীয় ভঙ্গিতে বিশ হাযার দর্শকের সম্মুখে আপন দেহ-সত্তার উপস্থাপিত করিত, তখন পরিপূর্ণ কামভাবসহ তাহার প্রতি প্রণয়-নিবেদন ও সেই পূত-পবিত্র স্বর্গীয় প্রণয় কোনরূপ পাপ, লজ্জাজনক বা অপবিত্র কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত না, এই স্বর্গীয় প্রণয়ের মাধ্যমেই আমরা সকলে সৃষ্ট হইয়াছি আর ধর্মাবলম্বীরা যে বলে, আল্লাহ্ স্বীয় মূর্তিতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তো সেই মূর্তি।

www.pathagar.com

সে স্পষ্ট ভাষায় আরও বলে ঃ

মাতা হওয়া কোন অবস্থাতেই নারীর জন্য লজ্জাকর, অন্যায় এবং অসম্মানজনক নহে, বলিষ্ঠ নৈতিক শিক্ষার দ্বারা আমাদিগকে এই গর্হিত মতবাদের মূলোৎপাটন অবশ্যই করিতে হইবে।

ইহা হইল উনবিংশ শতাব্দীর কথা। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে নারী-মুক্তি আন্দোলন কোন্ পর্যায়ে যাইয়া উপনীত হইল, একবার লক্ষ্য করুন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে Pirre Wolf ও Custon Leroux-এর Lalys নামক একটি নাটক প্রকাশিত হয়। এই নাটকে দুইটি যুবতী বালিকা তাহাদের পিতার সহিত যুবক ভ্রাতার উপস্থিতিতে তর্ক-বিতর্ক করিতেছে যে, তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে প্রেম-নিবেদনের অধিকার তাহাদের আছে। তাহারা বলিতেছে, প্রেম ছাড়া একটি যুবতীর জীবন কত মর্মন্তুদ হইতে পারে! এক পিতা জনৈক যুবকের সহিত প্রেম করার অপরাধে তাহার কন্যাকে ভর্ৎসনা করে। জবাবে কন্যা বলে, আমি তোমাকে কিরূপে বুঝাইব? একটি বালিকা প্রেম না করিয়াই আইবুড়ো হউক, কোন বালিকাকে ইহা বলিবার অধিকার কাহারও নাই । সে বালিকা তাহার ভগ্নিই হউক বা কন্যাই হউক। তুমি ইহা কিছুতেই বুঝিতে পার না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নারী মুক্তি আন্দোলন চরম সীমায় উপনীত হয়। জন্ম-নিরোধ আন্দোলনের ফলে ফ্রান্সে জন্মহার হ্রাস পায়। সুতরাং জীবন-মৃত্যু মহাসমরের সম্মুখীন হইয়া ফরাসী জাতি যুদ্ধোপযোগী যুবকের সংখ্যা নিতান্ত কম বলিয়া প্রমাদ গণে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, অল্প সংখ্যক এই যুবকের দলকে বিসর্জন দিয়া জাতিকে নিরাপদ করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু শত্রুর পরবর্তী আক্রমণ প্রতিহত করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠিবে। এই চেতনা জাতিকে জন্মহার বৃদ্ধির অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। তদনুযায়ী সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও বিদ্বানমণ্ডলী সমভাবে প্রচার করিতে শুরু করে, সন্তান জন্মাও। বিবাহের প্রচলিত বন্ধনের ভয় করিও না। যে সকল কুমারী বালিকা ও বিধবা জন্মভূমির কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিজেদের গর্ভে সন্তান ধারণের জন্য প্রস্তুত হইবে, তাহারা সমাজে নিন্দনীয় না হইয়া বরং সম্মানের অধিকারী হইবে।

ইহাতে নারী-মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তাগণ পরম সুযোগ লাভ করে। তৎকালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক Lay-Lyon Republican-এর সম্পাদক 'বলপূর্বক ব্যাভিচার অপরাধজনক কেন?' নামক প্রবন্ধে বলে ঃ

www.pathagar.com

নিরন্ন দরিদ্র ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া চুরি ও লুটতরাজে লিপ্ত হইলে বলা হইয়া থাকে, তাহার অন্ন–বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দাও। চুরি ও লুটতরাজ আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া পড়িবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, দেহের একটি প্রাকৃতিক চাহিদা মিটাইবার জন্য যে সাহায্য–সহানুভূতি করা হয়, অনুরূপ দ্বিতীয় প্রাকৃতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা অর্থাৎ যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তদ্রূপ করা হয় না! অথচ যৌন কামনা ক্ষুধা–তৃষ্ণা অপেক্ষা কম প্রাকৃতিক নহে। ক্ষুধার তীব্র তাড়নায় মানুষ চুরিকার্যে লিপ্ত হয়, তেমনই বলপূর্বক ব্যভিচার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণ–হত্যাও যৌনক্ষুধার তদ্রূপ তীব্র তাড়নার কারণেই সংঘটিত হইয়া থাকে। আগামী সপ্তাহে অন্ন জুটিবে—এই আশ্বাসে যেমন কেহ ক্ষুধা নিবৃত্ত রাখিতে পারে না, তদ্রূপ কোন স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী যুবকও বলপূর্বক তাহার কাম–বাসনা সংযত করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের শহরগুলিতে সবকিছুরই প্রাচুর্য আছে। কিন্তু একজন নিঃসম্বল ক্ষুধার্ত ব্যক্তির অন্নের অভাব যেমন মর্মন্তুদ, তেমনই তাহার যৌন সম্ভোগের অভাবও অতি মর্মন্তুদ। ক্ষুধার্তকে যেমন বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়, তেমনই যৌনক্ষুধায় যাহারা অতিষ্ঠ, তাহাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করা আমাদের কর্তব্য।

এই প্রবন্ধ অতি গুরুত্বের সহিত বহুল প্রচার করা হয়। এই সময়ে প্যারিসের Faculty of Medicienes জনৈক ডাক্তারকে তাহার এক প্রবন্ধের জন্য ডক্টরেট উপাধি প্রদান করে। এই প্রবন্ধের এক স্থানে বলা হয় ঃ

আমাদের বিশ্বাস, এমন এক দিনও আসিবে, যেদিন আমরা কৃত্রিম গর্ব ও লজ্জা ব্যতিরেকে বলিতে পরিব, বিশ বৎসর বয়সে আমার সিফিলিস হইয়াছিল। এই ব্যাধিগুলি তো জীবনের সুখ–সম্ভোগের মূল্যবিশেষ। যে ব্যক্তি তাহার জীবন এমনভাবে অতিবাহিত করে যে, তাহার দ্বারা কোন ব্যধির উপক্রম হয় না, তাহার জীবন অসম্পূর্ণ। সে কাপরুষতা, নম্রভাব বা ধর্মীয় বিভ্রান্তির কারণে তাঁহার দৈহিক চাহিদা পূরণে নিবৃত্ত থাকে। অথচ ইহা তাহার স্বাভাবিক চাহিদাসমূহের মধ্যে একটি নগণ্য চাহিদামাত্র।

এতটুকুতেও শেষ হয় নাই। নারী–মুক্তি আন্দোলন প্রগতির নামে দুর্গতির কোন্ সোপানে উপনীত হইয়াছে, আবারও লক্ষ্য করুন। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক

www.pathagar.com

পার্টির নেতা বেবেল (Babel) বলেন, নারী ও পুরুষ তো পশুই। পশু-দম্পতির মধ্যে কি কখনও বিবাহের—স্থায়ী বিবাহের প্রশ্ন উত্থিত হয়?"

আস্তে আস্তে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হইয়া চলিয়াছে। প্রথমে বিবাহ ও ব্যভিচারকে সমপর্যায়ে আনয়ন এবং ব্যভিচারকে নৈতিকতার ক্ষেত্রে নির্দোষ মনে করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া এখন বিবাহকেও দূষণীয় এবং ব্যভিচারকে মর্যাদা দান করা হইতেছে! Dr. Drysdale বলেন ঃ

প্রেমও আমাদের বাসনাসমূহের অন্যতম পরিবর্তনশীল বস্তু। ইহাকে একক পন্থায় নির্ধারিত করার অর্থ হইল প্রাকৃতিক নিয়মের সংশোধন। যুবক-যুবতী একটা বৈশিষ্ট্যের সহিত ইহা পরিবর্তনের বাসনা পোষণ করে। প্রকৃতির বিরাট সুবিচারপূর্ণ ব্যবস্থানুসারে এই বিষয় তাহাদের অভিজ্ঞতা যেন বিভিন্ন ধরনের হয়, ইহাই আমাদের কামনা। নারী-পুরুষের মিলনের স্বাধীন সম্পর্ক উৎকৃষ্ট চরিত্রের অভিব্যক্তি। কারণ, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম-কানূনের সহিত অধিকতর সাদৃশ্য রাখে। অধিকন্তু ইহা ভাবপ্রবণতা, অনুভূতি ও নিঃস্বার্থ প্রেম হইতে সরাসরি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে অনুপ্রেরণা ও কামনা হইতে এই সম্পর্ক জন্মায়, ইহার বিরাট নৈতিক মূল্য রহিয়াছে। এমন সৌভাগ্য সেই ব্যবসাসুলভ আদান-প্রদানে কিরূপে সম্ভব, যাহা বিবাহকে বাস্তবে একটা পেশায় পরিণত করিয়াছে?

Dr. Drysdale আরও বলেন ঃ

এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক যাহাতে বিবাহ ছাড়া প্রেম করাকে সম্মানজনক মনে করা হয়। তালাকের পথ শিথিল হওয়ায় বিবাহের পথও রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। কারণ, মিলিতভাবে জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ একটি চুক্তি এবং উভয় পক্ষই যখন ইচ্ছা, তখনই এই চুক্তির সমাপ্তি ঘটাইতে পারে। যৌন-মিলনের ইহাই একমাত্র উৎকৃষ্ট পন্থা।

পল রবিন (Poul Rabin) বলেন ঃ

গত পঁচিশ বৎসরে আমরা এতটুকু সফলতা অর্জন করিয়াছি যে, অবৈধ সন্তানকে আমরা প্রায় বৈধ সন্তানের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছি। এখন হইতে যাহাতে

www.pathagar.com

কেবল অবৈধ সন্তানই জন্মগ্রহণ করিতে পারে, শুধু ইহা করাই এখন বাকী আছে।

লক্ষ্য করুন, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কি চরম বিপ্লব সাধিত হইয়াছে! সৃষ্টির সেরা সম্মানিত আদম সন্তান দুর্গতির কত অতল তলে নামিয়া গিয়াছে! যাহা দূষণীয়, তাহাই এখন নির্দোষ হইয়াছে এবং যাহা ছিল নির্দোষ, তাহাই এখন দূষণীয় হইয়া পড়িয়াছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

নারী প্রগতির পরিণতি

নৈতিক অনুভূতির বিলুপ্তি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে Henry Bataille, Pierre Louis, Paul Adam প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যুবক-যুবতীদের স্বেচ্ছাচারিতায় সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ইহার ফলে নৈতিকতাবোধের লেশমাত্র—যাহা মানব মনে অবশিষ্ট ছিল এবং যাহা তাহার হৃদয়ের গভীর কোণে কখনও কখনও কিছুটা দ্বিধা-সংকোচের অনুভূতি জাগাইয়া তুলিত, তাহাও একেবারে তিরোহিত হয়।

পল এ্যাডাম তাহার La-Morale-De-L'a Amour গ্রন্থে বলে ঃ

> দেহ-সম্ভোগের বাসনাকে প্রাচীন মতবাদ অনুযায়ী দূষণীয় মনে করা হয়। অথচ প্রকৃতিগতভাবে ইহা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রহিয়াছে এবং ইহাতে কোন পাপ নাই। ল্যাটিন জাতির মারাত্মক দুর্বলতা হইল, তাহাদের প্রেমিক-প্রেমিকারা স্পষ্ট করিয়া বলিতে সংকোচবোধ করে যে, তাহাদের মিলনের উদ্দেশ্য নিছক দৈহিক বাসনা চরিতার্থ করিয়া সুখ-সম্ভোগ ও চরম আনন্দ লাভ করা।

তরুণ-তরুণীরা যাহা কিছুই করুক না-কেন, উহা যেন মন ও বিবেকের পরিপূর্ণ পরিতুষ্টির সহিত তাহারা করিতে পারে এবং সমাজও যেন তাহাদের যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় রুষ্ট না হইয়া উহাকে নৈতিকতার দিক দিয়া সঙ্গত ও সমীচীন মনে করে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই তৎকালের সাহিত্যিকগণ ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্য, লাম্পট্য ও বলগাহীন স্বাধীনতাকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

www.pathagar.com

এই যুগে শিল্প-বিপ্লবের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে সম্পদ অর্জনের সীমাহীন নিরংকুশ অধিকার লাভ করে এবং সমষ্টির ক্ষতি সাধন করিয়াও ব্যক্তির ধনোপার্জন স্পৃহাকে বৈধ ও পবিত্র বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে ব্যষ্টির স্বার্থের বিপক্ষে সমষ্টির অধিকার রক্ষার কোন উপায়ই রহিল না। এই সুযোগে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রঙ্গমঞ্চ, নৃত্যশালা ও চলচ্চিত্রের যাবতীয় কার্যকলাপ সুন্দরী নারীকে কেন্দ্র করিয়াই চলিতে থাকে। নারীকে কামোদ্দীপক মূর্তিতে ও উলঙ্গ আকারে লোকদের নিকট উপস্থাপন একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়।

আবার কতিপয় লোক নারীকে ভাড়ায় খাটাইতে আরম্ভ করে ও পতিতাবৃত্তি একটা সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। অপরদিকে, যুবতীর দল নব আবিষ্কৃত যৌন উত্তেজক নূতন নূতন বেশভূষা ও প্রসাধনে সুসজ্জিত হইয়া মনভোলানো ঠমকে সমাজে বিচরণ করিতে শুরু করে। অপরিণামদর্শী যুবক দল সতৃষ্ণ নয়ন ও মন লইয়া তাহাদের পিছনে ছুটিতে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন বিভাগই যৌন উন্মাদনার উপায়-উপকরণ হইতে মুক্ত থাকে নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রচারপত্র ও বিজ্ঞাপনাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যায়, নারীর নগ্ন-অর্ধনগ্ন ছবি উহার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, দোকানের শো-রুম প্রভৃতিতে নারী মূর্তি এমনভাবেই রাখা হইয়াছে যেন পুরুষের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

স্বাধীনতার এই ধারণা আবার এই যুগে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার জন্ম দেয়; মানবীয় দুর্বলতামুক্ত কোন উর্ধ্বতন শক্তি ও কর্তৃত্ব এই শাসন-ব্যবস্থা মানে না। ইহার মতে কোন প্রস্তাব যতই মন্দ ও অসঙ্গত হউক না-কেন, শতকরা উনপঞ্চাশজন পণ্ডিত বিরোধিতা করিলেও একান্নটি গাধার সমর্থনে ইহা আইনে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় সমাজবিরোধী নৈতিকতা ধ্বংসকারী আইন প্রণয়নে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদিগকে বাধা দিবার কেহই থাকে না।

জার্মান বিশ্বজনীন যৌন সংস্থার সভাপতি দার্শনিক ড. ম্যাগ্নাস হার্শফিল্ড (Dr. Magnus Herschfield) দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল সমকামের ন্যায় কুকর্মের সমর্থনে প্রবল প্রচার কার্য চালায়। অবশেষে জার্মান পার্লামেন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে আইন পাশ করে, "উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে এই কার্য করিলে ইহা অবৈধ হইবে না।"

www.pathagar.com

এইরূপে জনমতের চাপে নিষিদ্ধ গর্হিত কার্যও বৈধ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং অশ্লীলতা অবাধ গতিতে চলিতে থাকে। মোটকথা, আধুনিক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধনতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির একত্র সমাবেশে সম্পূর্ণরূপে নৈতিক অনুভূতির বিলোপ সাধিত হয়। লজ্জা, ঘৃণা, অবজ্ঞা ও শ্লীলতা-জ্ঞান মানব-মন হইতে তিরোহিত হয়। বিবাহ ও ব্যভিচারের পার্থক্য হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়। পরিশেষে ব্যভিচার এমন নির্দোষ কার্যে পরিণত হয় যে, ঘৃণাভরে ইহা গোপনে রাখার প্রয়োজনবোধও রহিল না। বিবাহ ছাড়া কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিলে নারীর মান-সম্ভ্রমে আঘাত হানিতে পারে—এই ধারণাও একেবারে বিদূরীত হইল। পল ব্যুরো (Poul Bureau) বলেন ঃ

> কেবল বড় বড় নগরেই নহে ; বরং ফ্রান্সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর এবং পল্লীতে নব্য যুবকের দল এই নীতি মানিয়া লইয়াছে যে, তাহারা নিজেরাই যখন জিতেন্দ্রিয় নহে, এমতাবস্থায় ঘটকের নিকট সতী ও কুমারী নারীর দাবি করিবার তাহাদের কোন অধিকার নাই। বারগুণ্ডী, বন ও অন্যান্য অঞ্চলে ইহা এক সাধারণ ব্যাপার যে, বিবাহের পূর্বে বালিকা বহু বন্ধু-বান্ধবের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বিবাহের সময় তাহার বিগত জীবনের ঘটনাসমূহ ঘটকের নিকট গোপন রাখার আবশ্যকতাও সে বোধ করে না। তাহার আত্মীয়-স্বজনও তাহার অসৎ সঙ্গলাভের জন্য কিছুই মনে করে না। খেলা-ধূলা ও জীবিকা অর্জনের আলোচনার ন্যায় পরপুরুষের সহিত অবৈধ মিলনের বিষয়ও তাহারা অকাতরে আলোচনা করে। বিবাহকালে বর যে কনের কেবল বিগত জীবন সম্পর্কেই অবগত হয়, তাহাই নহে; বরং যে সকল বন্ধু-বান্ধবের সহিত তখন পর্যন্ত তাহার যৌন সম্ভোগ হইয়াছে, উহাও তাহার গোচরীভূত হয়। এমতাবস্থায় পাত্র বিশেষ সচেষ্ট থাকে, যাহাতে কেহই এমন সন্দেহ করিতে না পারে যে, পাত্রীর এইরূপ কার্যকলাপের প্রতি তাহার কোনরূপ আপত্তি আছে।[১]

অতঃপর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি বলেন ঃ

> ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের শিক্ষিতা মেয়েদিগকে অফিস ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বহুল পরিমাণে চাকুরী করিতে দেখা যায়। তাহারা ভদ্র সমাজে

---

১. Paul Bureau : Towards Moral Bankruptcy, p 94.

www.pathagar.com

অবাধভাবে মেলামেশাও করে এবং এই সকল কার্য তাহাদের নিকট মোটেই নীতিবিরুদ্ধে বলিয়া মনে হয় না। তৎপর এই সকল মেয়ের কেহ কোন যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত একত্রে বসবাস করিতে থাকিলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ একেবারেই অনাবশ্যক মনে করা হয়। অবশ্য উভয়ের মনের সাধ মিটিয়া গেলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্যত্র কোথাও প্রেম নিবেদন করিবার পূর্ণ অধিকার তাহাদের থাকে। তাহাদের এইরূপ অবৈধ সম্পর্ক সমাজের নিকট অজ্ঞাত থাকে না। তাহারা উভয়ে একত্রে ভদ্রমহলে যাতায়াত করে। তাহাদের এইরূপ পারস্পরিক সম্পর্কও তাহারা গোপন করে না এবং কেহই তাহাদের এই জীবন যাপন প্রণালীকে মন্দ বলে না। কারখানায় যাহারা কাজ করে, তাহাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম এই আচরণ দৃষ্ট হয়। প্রথমত ইহাকে অত্যন্ত দূষণীয় মনে করা হইত। কিন্তু তৎপর সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে ইহা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামাজিক জীবনে বিবাহের যে মর্যাদা ছিল, এই প্রকার জীবন-যাপন এখন সেই মর্যাদা লাভ করিয়াছে।[১]

এইরূপে উপপত্নীও সমাজে যথারীতি স্বীকৃতিলাভ করে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যাপক বলেন ঃ

ক্রমশ রক্ষিতা নারীও বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় আইনগত মর্যাদা লাভ করিতেছে। পার্লামেন্টে তাহাদের বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এখন সরকার তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ শুরু করিয়াছে। একজন সৈনিকের বিবাহিতা স্ত্রীর জন্য যে ভাতা বরাদ্দ করা হয়, তাহার রক্ষিতার জন্যও তদ্রূপ করা হইয়া থাকে। সেই সৈনিকের মৃত্যুর পরও তাহার রক্ষিতা তাহার স্ত্রীর ন্যায়ই বৃত্তি ভোগ করে।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনৈক শিক্ষয়িত্রী অবিবাহিতা অবস্থায় গর্ভধারণ করিলে শিক্ষাবিভাগের কিছুসংখ্যক পুরাতনপন্থী লোক হৈ চৈ শুরু করে। ইহাতে সম্ভ্রান্ত লোকদের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষামন্ত্রীর নিকট গমন করে এবং উক্ত মহিলার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলে ঃ

১. কাহারও ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করিবার অপরের কি অধিকার আছে?

---

১. Paul Burean : Ibid, p. 94-96

www.pathagar.com

২. তাহার অপরাধই বা এমন কি হইয়াছে?

৩. বিবাহ ব্যতিরেকে সন্তানের মাতা হওয়া কি অধিকতর গণতান্ত্রিক নহে?

অতঃপর উক্ত শিক্ষয়িত্রীর ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়া হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইহা অবধারিত সত্য যে, সৈনিকগণ অবশ্যই ব্যভিচার করিবে এবং এইজন্য সরকারই ইহার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে ফরাসীর ১২৭ ডিভিশনের উইং কমাণ্ডার সৈনিকদের নামে এই বিবৃতি প্রচার করে ঃ

> জানা গেল, সামরিক পতিতালয়ে সশস্ত্র সৈনিকদের ভিড় হওয়ার কারণে সাধারণ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হইয়াছে। তাহাদের অভিযোগ এই, সশস্ত্র সৈন্যগণ ঐ স্থানে একেবারে তাহাদের ইজারা কায়েম করিয়া লইয়াছে এবং অন্য কাহাকেও কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। পতিতার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য হাই কমাণ্ড চেষ্টা করিতেছে। তবে এতদ্বারা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণকে জানান যাইতেছে, যতদিন ইহার ব্যবস্থা না হইতেছে, ততদিন তাহারা যেন বেশিক্ষণ ভিতরে না থাকে। নিজ নিজে কামরিপু চরিতার্থ করিতে যেন তাহারা একটু তাড়াতাড়ি করে।

জগতের একটি সুসভ্য দেশের সামরিক বিভাগ হইতে সরকারীভাবে উপরিউক্ত নির্দেশ জারী হইল। ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, ব্যভিচার যে দূষণীয়, এই কল্পনাও তাহাদের অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছে। আর সমাজ, আইন এবং জনগণের মন হইতেও এই ধারণা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্সে একটি এজেন্সি ছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কোন নারীর অবস্থা, পরিবেশ ও নৈতিক চালচলন যেরূপই হউক না-কেন, সকল অবস্থাতেই তাহাকে এক নূতন পরীক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। কোন নারীর সহিত কোন পুরুষ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহিলে তাহাকে কেবল সেই নারীর ঠিকানা বলিয়া দিতে হইত এবং প্রাথমিক ফী হিসাবে উক্ত এজেন্সিকে পঁচিশ ফ্রাঙ্ক দিতে হইত। ইহার পর উক্ত নারীকে যৌন সম্ভোগের জন্য সম্মত করা এজেন্সির কর্তব্য হইয়া পড়িত।[১]

---

১ Paul Bureau : Ibid, P. 16

www.pathagar.com

পল ব্যুরো আরও বলেন ঃ

ফ্রান্সের কতিপয় জিলায় বড় বড় শহরের অঞ্চলগুলিতে নিকটতম আত্মীয়দের সহিত, এমনকি পিতা-কন্যা এবং ভ্রাতা-ভগ্নির মধ্যেও যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ঘটনা বিরল ছিল না।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহের অধিকাংশই ফ্রান্স সম্পর্কিত হইলেও গোটা পাশ্চাত্য জগতেই যে নৈতিক অনুভূতির একই প্রকার বিলুপ্তি ঘটে, ইহা বলাই বাহুল্য। সমগ্র পাশ্চাত্যের যুবক-যুবতীরা অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কতটুকু উদগ্রীব, ইহার অতীব উজ্জ্বল চিত্র অংকন করিয়া ড. মুহাম্মদ আবদুর রউফ বলেন ঃ

The so-called romantic love has become the major factor in making the choice of sponses these days in the west. The couple is first acquairted, then they date; the relationship blooms and grows steadily in warmth; then experimentation is made with no restriction, involving necking, foreplay and even love-making. After a period of varying length, the couple may decide to get married, often after the accident of conception.[১]

আজকাল পাশ্চাত্য জগতে পতি-পত্নী নির্বাচনে প্রেমের খেলাই প্রধান উপকরণ হইয়া পড়িয়াছে। যুবক-যুবতীরা প্রথমে পরস্পর পরিচিত হয়। তৎপর তাহারা মিলনের জন্য সময় ও স্থান নিরূপণ করে। সম্পর্ক পূর্ণতা লাভ করে এবং ক্রমশ উষ্ণতর হইতে থাকে। অতঃপর অবাধ যাচাই-নিরীক্ষণ শুরু হয়। ইহাতে থাকে প্রণয়ভরে গলাগলি, সম্ভোগের পূর্বের কামোদ্দীপক কার্যাবলী ও প্রণয়পাশে আবদ্ধ হওয়া। এইরূপে দীর্ঘকাল একত্রে বসবাস করার পর অপ্রত্যাশিতভাবে গর্ভসঞ্চার হইয়া পড়িলে হয়ত এই যুবক-যুবতী বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেও পারে।

---

১. Dr. Abdur Rouf : The Islamic view of Women and Family p. 53-54 ; Robert Speller and sons publishers. Inc. New York-10010 (Second Edition) 1979.

www.pathagar.com

এই রীতি এখন পাশ্চাত্য জগতে সর্বজন সমর্থিত সাধারণ নিয়ম হিসাবে স্বীকৃত। যুবক-যুবতী তাহাদের প্রেমিক-প্রেমিকা নির্বাচনের পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে অপরাপর যুবক-যুবতীর সঙ্গও লাভ করিতে পারে। অপ্রত্যাশিতভাবে যুবতীরা যাহাতে গর্ভবতী না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে গর্ভনিরোধের দ্রব্যাদি দেওয়া হয় এবং এই সকল দ্রব্য ব্যবহারের বিষয়ে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত শিক্ষাও প্রদান করা হইয়া থাকে। মাতাগণও কন্যাদিগকে এই সকল দ্রব্য ব্যবহারের কায়দা-কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকে। নবাগতদের অবগতির জন্য গর্ভনিরোধ দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রচার পত্র বাহির করে এবং বিশেষ শিক্ষা-কোর্সের প্রবর্তন করে। ইহার অর্থ হইল, সকলেই নিঃসংকোচে মানিয়া লইয়াছে যে, যুবক-যুবতীরা অবৈধ যৌন সম্ভোগ করিবেই। কোন কোন চার্চ প্রধানও বর্তমানে সর্বজনসমর্থিত রীতি-নীতি অনুসারে নৈতিকতার পূরাতন মূল্যবোধে পরিবর্তন সাধনের কথা বলিয়া থাকেন।[৪০]

ড. এলেক্সিস ক্যারেল (Dr. Alexis Carrel) তাঁহার Man the Unknown গ্রন্থে বলেন ঃ

> Moral sense is almost completely ignored by modern society. We have, in fact, suppressed its manifestations. All are imbreved with irresponsibility. Those who disearn good and evil, those who are industrious and provident remain poor and are looked upon as backward. The woman who has several children, who devotes herself to their education instead of her own career, is considared weak-minded ..... Robbers enjoy Prosperity in Peace. Gangsters are protected by politicians and respected by judges. ...... Homosexuality flourishes, sexual morals have been cast aside.... (and thus) despite the marvels of scientific civilization, human personality tends to dissolve.

---

৪০. Thomas J. Cottle : The Sexual Revolution and the young, The New York Times Magazine, November, 26, 1972.

www.pathagar.com

বর্তমান সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। বস্তুত ইহার বহিঃপ্রকাশ আমরা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। সকলেই দায়িত্ব জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে। যাহারা ভাল-মন্দে পার্থক্য করে, যাহারা অধ্যবসায়ী ও বিচক্ষণ, তাহারা দরিদ্র থাকে এবং তাহাদিগকে অনুন্নত বলিয়া গণ্য করা হয়। যে মহিলার কয়েকটি সন্তান আছে, সে যদি স্বীয় জীবনের সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করে, তবে তাহাকে দুর্বলচিত্ত বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। .... দস্যুরা পরম শান্তিতে সম্পদ ভোগ করিয়া চলিয়াছে। রাজনীতিবিদগণ দুর্বৃত্তদিগকে পোষণ করে এবং বিচারকগণ তাহাদিগকে সম্মান করে। . . . সমকাম জাঁকালোভাবে চলিয়াছে। যৌন সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্জিত হইয়াছে। .... এবং এইরূপে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চাকচিক্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও মানবতার অবসান ঘটিয়াছে।

জর্জ র্যালী স্কট (Gerge Ryley Scott) তাঁহার A History of Prostitution গ্রন্থে তাঁহার স্বদেশ ইংলণ্ডের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ

যে-সকল নারী দেহভাড়া দেওয়াকেই তাহাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে বাদ দিলেও আর এক শ্রেণীর নারী আছে এবং তাহাদের সংখ্যাও দৈনন্দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহারা জীবনের আবশ্যক দ্রব্যসম্ভার লাভের জন্য অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করে এবং যাহাতে অতিরিক্ত দুই পয়সা অর্জন করিতে পারে, এজন্য আনুষঙ্গিকভাবে ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। ব্যবসায়ী পতিতা এবং তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। পার্থক্য কেবল এই, তাহাদিগকে পতিতা নামে অভিহিত করা হয় না। আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে পেশাহীন পতিতা (Amateur Prostitutes) বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারি।

এই সকল কামাতুর পেশাহীন পতিতার সংখ্যা আজকাল যে-পরিমাণে দেখা যায়, ইতোপূর্বে কখনও এরূপ দেখা যায় নাই। সমাজের উচ্চ-নীচ সকল স্তরেই এই শ্রেণীর রমণী দেখা যায়। এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত (?) রমণীকে আকার-ইঙ্গিতেও পতিতা বলা হইলে তাহারা অগ্নিশর্মা হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশে, তাহাদের চাল-চলনে বাস্তব ঘটনার কোনরূপ পরিবর্তন হয়

www.pathagar.com

না। বস্তুত পিকাডেলীর কুখ্যাত ও নির্লজ্জ পতিতা এবং তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। ....

অসৎ চাল-চলন এবং এই বিষয়ে নির্ভীকতা, এমনকি বাজারী চাল-চলন পর্যন্ত এখানকার যুবতীদের এক ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।.....

বিবাহের পূর্বে নিঃসংকোচে অপরের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে এমন বালিকা ও রমণীর সংখ্যা দৈনন্দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। যে সকল সত্যিকার লজ্জা-নম্র কুমারী সতী বালিকাকে গীর্জার উৎসর্গ বেদীর সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিতে দেয়া যাইত, তাহারা আজকাল একেবারে বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

এই যৌন উচ্ছৃখলতার কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলেন ঃ

সাজ-সজ্জার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যুবতীদের মধ্যে দুর্দমনীয় লালসার সঞ্চার করে। আর ইহার বশীভূত হইয়াই নূতন নূতন ফ্যাশনের মূল্যবান বেশভূষা ও সৌন্দর্য বর্ধনের বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর দিকে তাহারা মোহাবিষ্ট হইয়া পড়ে। সেই নীতিবিরুদ্ধ পতিতাবৃত্তিরই ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। মূল্যবান মনোরম বেশভূষায় সজ্জিত শত-সহস্র তরুণী ও যুবতীকে নিত্যই পথে-ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই তাহাদিগকে দেখিয়া বলিবেন, সদুপায়ে অর্জিত অর্থ তাহাদের এমন মূল্যবান বেশভূষার ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না। সুতরাং এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, একমাত্র পুরুষই তাহাদের বেশভূষা খরিদ করিয়া দেয়। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এমন উক্তি করা যেমন নির্ভুল ছিল, এখনও তেমনই নির্ভুল আছে। তবে পার্থক্য এতটুকু, তখন যে-সকল পুরুষ তাহাদের বেশভূষা ক্রয় করিয়া দিত, তাহারা ছিল তাহাদের স্বামী, পিতা বা ভ্রাতা। আর এখন তাহাদের পরিবর্তে ভিন্ন পুরুষ উহা ক্রয় করিয়া দেয়।

এইরূপ অবস্থার জন্য নারী স্বাধীনতাও বহুলাংশে দায়ী। বিগত কয়েক বৎসর হইতে কন্যাদের প্রতি মাতাপিতার তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ এত হ্রাস পাইয়াছে, যাহার ফলে মেয়েরা আজকাল যতটুকু স্বাধীন ও বেপরোয়া হইয়া পড়িয়াছে, ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে বালকেরাও এতটা বেপরোয়া হইতে পারে নাই।

সমাজে যৌন স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাপক প্রসারের অপর একটি প্রধান কারণ এই, মেয়েরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, অফিস ও অপরাপর ক্ষেত্রে চাকুরী

www.pathagar.com

গ্রহণ করিতেছে। এই সকল স্থানে পুরুষের সহিত তাহাদের দিবারাত্র মেলামেশার সুযোগ হইতেছ। ইহা নারী-পুরুষের নৈতিক মানকে অতি নিম্নস্তরে নামাইয়া দিয়াছে। পুরুষ অগ্রবর্তী হইয়া কিছু করিতে চাহিলে ইহা রোধ করিবার ক্ষমতা নারীর থাকে না। ফলে উভয়ের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে এবং ইহা নৈতিকতার সকল বন্ধন ছিন্ন করে। আজকাল যুবতী নারীর মনে বিবাহ ও পবিত্র জীবন-যাপনের ধারণা স্থানই পায় না। কেবল লম্পট শ্রেণীর লোকেই এক সময়ে যে মদানন্দ সময়ের সন্ধান করিত, এখন প্রতিটি তরুণীই উহা কামনা করিয়া থাকে। কুমারীত্ব ও সতীত্বকে এখন প্রাচীনকালের কথা মনে করা হয় এবং বর্তমান যুগের যুবতীরা ইহাকে বিপদ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। যৌবনকালে যৌন সম্ভোগের রঙ্গীন সূরা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে হইবে—তাহাদের মতে ইহাই জীবনের আনন্দ। এইজন্যেই তাহারা নৃত্যশালা, নৈশক্লাব, হোটেল, পতিতালয় প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অবস্থায়ই একেবারে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তাহারা আনন্দ অভিযানে বাহির হইতে প্রস্তুত হয়। মোটকথা, তাহারা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নিজদিগকে এমন পরিবেশে নিক্ষেপ করে এবং করিয়া আসিতেছে, যাহা স্বভাবতই পুরুষের মনে কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাকে। তৎপর ইহার অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক যে পরিণাম ঘটে, ইহার জন্য তাহারা মোটেই শংকিত হয় না; বরং ইহাকে অভিনন্দন জানায়।

এ বেদনাদায়ক বর্ণনা আর দীর্ঘায়িত না করিয়া এখানেই সমাপ্ত করিলাম।

অশ্লীলতার আধিক্য

নারী-প্রগতির করুণ কাহিনী এখানেই শেষ নয়। আরও একটু অগ্রসর হইয়া লক্ষ্য করুন। পেশাহীন পতিতাবৃত্তি দৈনন্দিন বৃদ্ধিই পাইয়া চলিয়াছে। এইজন্য পেশাধারী পতিতাবৃত্তি চরম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। কারণ, আজকাল যুবকগণ পেশাধারী পতিতাদের অপেক্ষা ভদ্র (?) বালিকাদের সহিত যৌন সম্ভোগে অধিক আনন্দ পায় বলিয়া মনে করে এবং এইজন্য পেশাধারী পতিতাদের গ্রাহক সংখ্যা দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে।

ভিয়েনায় পেশাধারী পতিতাবৃত্তির পড়ন্ত অবস্থার প্রধান কারণ বর্ণনা করিয়া এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয় ঃ

www.pathagar.com

That owing to the change in the sex morals now in Vogue, the young man no longer has the need which once existed for the use of Prostitutes.[১]

—বর্তমানে যৌন নীতির পরিবর্তনের ফলে পতিতাদিগকে ব্যবহার করার যে আবশ্যকতা যুবকদের এক সময়ে ছিল, তাহা এখন আর নাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্সের এটর্নি জেনারেল মশিয়েঁ বুলো (M. Bulot) এক রিপোর্টে বলেন ঃ

যে সকল নারী তাহাদের দেহ ভাড়া খাটাইয়া জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। কিন্তু এখানকার দেহ-ব্যবসায়ী নারীদের সহিত ভারত-উপমহাদেশের বারনারীদের তুলনা করিলে চলিবে না। ফ্রান্স একটি সুসভ্য ও উন্নত দেশ। এখানকার যাবতীয় কার্য ভদ্রতা ও সুব্যবস্থার সহিত ব্যাপক আকারে করা হইয়া থাকে। এখানে এই দেহ-ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের সাহায্য লওয়া হয়। সংবাদ পত্র, চিত্র, কার্ড, টেলিফোন, ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ পত্র ইত্যাদি সর্বপ্রকার শিষ্টাচারসুলভ পন্থায় গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়া থাকে। মানুষের বিবেক কখনও এই সমস্ত কার্যের জন্য তিরস্কার করে না ; বরং যে সকল নারী এ ব্যবসায়ে অধিকতর ভাগ্য অর্জনের সুযোগ পায়, তাহারাই অধিকাংশ সময়ে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে যথেষ্ট কর্তৃত্ব করিতে পারে। গ্রীক সভ্যতার যুগে এই প্রকার নারীর যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহাদেরও তদ্রূপ হইয়াছে।

একবার চিন্তা করুন, মানবতার দুর্গতি কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

ফরাসী সিনেটের অন্যতম সদস্য মশিয়েঁ ফার্ডিনান্ড ড্রিফু (M. Ferdinand Dreyfus) বলেন ঃ

পতিতাবৃত্তি এখন আর ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে। ইহার এজেন্সি দ্বারা যে আর্থিক লাভ হয়, তাহাতে ইহা একটি ব্যবসায় এবং সুসংগঠিত শিল্পে পরিণত হইয়াছে। ইহার কাঁচামাল সরবরাহ করিবার এজেন্ট স্বতন্ত্র, ভ্রাম্যমান এজেন্ট স্বতন্ত্র। এই সমস্তের জন্য যথারীতি বাজার আছে। তরুণী ও অল্প বয়স্কা বালিকাদিগকে এই

---

১. Reuter-Dawn, Jan-7, 1952.

www.pathagar.com

ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যরূপে আমদানী-রপ্তানী করা হইয়া থাকে। এখানে দশ বৎসরের কম বয়সের বালিকার চাহিদা অত্যন্ত বেশী।

পল ব্যুরো বলেন ঃ

ইহা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। সুসংগঠিত উপায়ে বেতনভোগী উচ্চপদস্থ অফিসার ও কর্মচারী দ্বারা ইহা পরিচালিত হইতেছে। প্রচারক, লেখক, বক্তা, চিকিৎসক, ধাত্রী, ব্যবসায়ী এবং পর্যটক এখানে চাকুরী করে। ইহাতে বিজ্ঞাপনের সাহায্য লওয়া হয় এবং প্রদর্শনীর নূতন নূতন পন্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত রাস্তা-ঘাট, চায়ের দোকান, হোটেল, নৃত্যশালা ইত্যাদিতে প্রকাশ্যভাবে যৌন সম্ভোগ চলে।

প্রথম মহাসমরে যে সমস্ত দেশপ্রেমিকা নারী ফরাসী দেশের নিরাপত্তারক্ষাকারী বীরগণের মহান সেবা করিয়া পিতৃহীন জারজ সন্তান লাভ করিয়াছিল, তাহারা War God Mothers (যুদ্ধমাতাদেবী)-এর সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত হয়।

পল ব্যুরো আরও বলেন ঃ

অধিকাংশ সময়ে রঙ্গমঞ্চে এমন নারীকে আনয়ন করা হয়, যাহার দেহে বস্ত্রের কোন লেশমাত্রও থাকে না।

এ্যাডল্ফ বায়সন (Adolphe Bisson) বলেন ঃ

এখন মঞ্চোপরি কেবল যৌনক্রিয়া সম্পাদনই বাকী রহিয়াছে গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তখনই আর্টের পূর্ণতা লাভ হইবে।

আমেরিকায় যে সমস্ত নারী পতিতাবৃত্তিকে তাহাদের স্থায়ী জীবিকা অর্জনের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা চার হইতে পাঁচ লক্ষের মধ্যে। কিন্তু আমেরিকার পতিতাদিগকে এদেশের পতিতাদের অনুরূপ মনে করা চলিবে না। কারণ তাহারা বংশানুক্রমে পতিতা নহে। এমন নারী আমেরিকার পতিতা, যে গতকাল পর্যন্ত কোন স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিল। অসৎ সংসর্গে পড়িয়া চরিত্রভ্রষ্ট হইয়াছে এবং পতিতালয়ে আশ্রয় লইয়াছে। এখানে সে কিছুকাল কাটাইবে। তৎপর পতিতাবৃত্তি ছাড়িয়া কোন অফিস বা কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করিবে। জরীপে জানা গিয়াছে, আমেরিকার পতিতাদের শতকরা পঞ্চাশজন গৃহ-চাকরাণীদের মধ্যে হইতে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করে। বাকী পঞ্চাশজন হাসপাতাল, অফিস ও দোকানের চাকুরী

www.pathagar.com

ছাড়িয়া পতিতালয়ে যায়। সাধারণত পনর-বিশ বৎসর বয়সে এই ব্যবসায় শুরু করা হইয়া থাকে এবং পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় পতিতালয় ত্যাগ করিয়া আবার তাহারা স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করে।[১]

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, অনুধাবন করুন। নারী মুক্তির নামে কি জঘন্য অপকর্ম চলিয়াছে! পবিত্র কুরআন-হাদীসে নারীজাতিকে অতীব উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। আর জগতের সর্বাপেক্ষা উন্নত ও সভ্য বলিয়া গর্বিত দেশসমূহে নারী-প্রগতির নামে তাহাদের কি অশেষ দুর্গতি হইয়াছে! অথচ তাহারাই এই তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকে যে, ইসলাম নারী জাতিকে কোন মর্যাদা দান করে নাই।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে পতিতাবৃত্তি এখন আর ব্যক্তিগত ব্যাপার রহে নাই; বরং ইহা একটি সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। আমেরিকার নিউইয়র্ক, রিউ-ডি জেনিরিও, বুয়েন্স আয়ার্স এই ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সংস্থা আছে। উহার সভাপতি ও সম্পাদক যথারীতি নির্বাচিত হইয়া থাকে। যুবতীদিগকে ফুসলাইয়া আনার জন্য হাজার হাজার দালাল নিযুক্ত আছে।

পতিতালয় ছাড়াও সেখানে বহু Assignation House এবং Call-House রহিয়াছে। কোন ভদ্র (?) পুরুষ ও নারী পরস্পর মিলিত হইতে চাহিলে উহার সুব্যবস্থা করাই এইগুলির উদ্দেশ্য। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, একটি শহরেই এইরূপ ৭৮টি গৃহ আছে এবং অপর দুইটি শহরে যথাক্রমে ৪৩টি ও ৩৩টি অনুরূপ গৃহ রহিয়াছে।[২]

এই সমস্ত গৃহে কেবল অবিবাহিত নর-নারীই গমন করে না; বরং বহু বিবাহিত নর-নারীও গমন করিয়া থাকে। নিউইয়র্কের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ চারিত্রিক ও দৈহিক দিয়া দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালন করে না। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থায়ও বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।[৩]

আমেরিকায় নৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত Committee Fourteen-এর রিপোর্টে প্রকাশ, সেখানকার সকল নৃত্যশালা, নৈশক্লাব,

---

১. Prostitution in the United States, P. 64-69.
২. Prostitution in the U.S.A. P 38.
৩. Dr. Lowry-Herself, P. 16.

www.pathagar.com

সৌন্দর্যশালা (Beauty Saloons), মলিশ কক্ষ (Massage Rooms), হস্ত কমনীয়করণের দোকান (Manleare Shops) এবং কেশবিন্যাসের দোকান (Hair Dressing Saloons) প্রায় পতিতালয়ে পরিণত হইয়াছে। বরং এই-গুলিকে পতিতালয় হইতে নিকৃষ্টতর বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, এই সকলের মধ্যে যে-সমস্ত অপকর্ম করা হইয়া থাকে, উহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

নারী প্রগতির বদৌলতে পাশ্চাত্য জগতে শান্তিপূর্ণ ও বিবাহিত জীবন একেবারে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। জারজ সন্তানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। ফ্রান্সে প্রতি বছর সাতাত্তর হাযার জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে Diocesan Conference-এ উপস্থাপিত রিপোর্টে ইংলণ্ড সম্পর্কে বলা হয় ঃ

> At least in every eight children form in England and Wales is conceived outside wedlock. One hundred thousand women in England and Wales are becoming pregnant outside of marriage every year. Of all the girls who marry under twenty years of age no less than 40 Percent are already pregnant on their wedding day.
>
> —ইংলণ্ড ও ওয়েলসে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে, বিবাহ বন্ধনের পূর্বে তাহাদের প্রতি আটজনের মধ্যে একজনের গর্ভাবাস হইয়া থাকে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে প্রতি বৎসর এক লক্ষ নারী বিবাহের পূর্বে গর্ভবতী হয়। বিশ বৎসরের কম বয়সে যে-সকল বালিকার বিবাহ হয়, তন্মধ্যে বিবাহ দিবসে যাহারা গর্ভবতী থাকে, তাহাদের সংখ্যা শতকরা চল্লিশের নিম্নে নহে।

গর্ভনিরোধের যে-সকল যন্ত্রপাতি ও বটিকা আজকাল পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এ-বিষয়ে যে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা হয়, ইহা সত্ত্বেও গর্ভসঞ্চার হওয়া একমাত্র Accident—দৈবদুর্বিপাক ছাড়া আর কি হইতে পারে? এমতাবস্থায় যাহারা বিবাহ দিবসে গর্ভবতী হয় নাই, তাহাদিগকে কি আমরা সেই দিবস পর্যন্ত সতীসাধ্বী কুমারী বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি?

কিন্‌সে (Kinsey) রিপোর্টে প্রকাশ, আমেরিকার পুরুষ অধিবাসীদের শতকরা পচানব্বইজন প্রচলিত নৈতিক মান অনুসারে নৈতিক দোষে দুষ্ট! চার-পাঁচ বৎসরের শিশুদিগকেও যৌন অপরাধে লিপ্ত পাওয়া যায়। বিবাহের পূর্বে যৌন মিলন দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ডাক্তারগণ বলেন ঃ

www.pathagar.com

Among the males going to collage about 67 Percent have such experience before marriage. Among those who go to a high school, about 84 Percent have such intercourses and among the boys who do not go beyond the grade school, the accumalitive evidence is 98 Percent.[১]

কলেজগামী পুরুষদের শতকরা ৬৭ জন বিবাহের পূর্বে যৌন সম্ভোগ করিয়া থাকে। হাইস্কুলগামীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৪ জন এইরূপ সম্ভোগ লাভ করে এবং যে সকল বালক গ্রেড স্কুল ছাড়াইয়া যায় না, তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৯৮ জন।

বৈবাহিক জীবনের বিশ্বস্ততা ভঙ্গ করা আমেরিকাবাসীদের জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইয়া পড়িয়াছে। শতকরা প্রায় পঞ্চাশজন পুরুষ এইদোষে দুষ্ট। সমকাম দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তিনজন পুরুষের একজন এই অপরাধে অপরাধী। এমনকি, পশুর সহিত যৌনকর্মও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রতি বারজন পুরুষের মধ্যে একজন এই নোংরা কর্মে লিপ্ত হয় রহিয়াছে।[২]

ডাক্তারগণের অভিমত এই ঃ

আমেরিকার শতকরা পঁচানব্বইজন পুরুষ কারারুদ্ধ হওয়া দরকার! কারণ, কোন না-কোন পথে তাহারা দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করিয়া থাকে।[৩]

আমেরিকার নারী জনসংখ্যা সম্পর্কে কিন্‌সে রিপোর্ট বলে ঃ

আমেরিকার নারীদের শতকরা পঞ্চাশজন বিবাহের পূর্বে সতীত্ব নষ্ট করে, শতকরা পঁচিশজনেরও বেশী বিবাহিত অবস্থায় ভিন্ন পুরুষের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বিশ্বাসভঙ্গের জন্য তাহাদের স্বামীদের নিকট দুঃখও প্রকাশ করে না। শতকরা বিশজন সমকাম করে, শতকরা ৬২ জন হস্তমৈথুন করে এবং শতকরা ৯৫ জন আদরে বশীভূত হইয়া পড়ে। যৌন অপরাধ ও অন্যায় প্রবণতা কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষিতা নারীদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়।

---

১. Sexual Behaviour in Human Male. P. 552.
২. Ibid,. P. 670.
৩. Nazhat Afza and kurshid Ahmad : The Position of Woman in Islam, Islamic Book Publications. Safat, Kuwait. P. 30.

www.pathagar.com

শতকরা ৪৩ জন নারী যৌন সংক্রান্ত অপকর্মের শিক্ষা ছাপানো পুস্তিকা, প্রচার-পত্র এবং তাহাদের জন্য গৃহীত বিশেষ শিক্ষা কোর্স হইতে পাইয়া থাকে। অথচ এই সমস্ত অপকর্ম হইতে বিরত রাখার জন্যই এই সকল পুস্তক-পুস্তিকা, প্রচার-পত্র এবং বিশেষ শিক্ষা কোর্সের প্রবর্তন করা হয়।

যাহারা ধর্ম অনুসরণ করিয়া চলে, কেবল তাহারাই তুলনামূলকভাবে সুন্দর জীবন যাপন করিয়া থাকে। ধর্মপরায়ণতাই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের সুসংহত শক্তিশালী উপায়।

রেডবুক ম্যাগাজিনের জরীপে প্রকাশ, আমেরিকার বিবাহিতা নারীদের শতকরা নব্বইজনই বিবাহের পূর্বে যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান ও আলোচনা হইতে পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয়, ধর্মবিবর্জিত ধনতান্ত্রিক উন্নতি ও বস্তুতান্ত্রিক প্রাচুর্যে নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন ঘটে, মানুষের আচার-আচরণ কলুষিত হয়, পাপ ও অপবিত্রতা বৃদ্ধি পায় এবং ইতর ও অমার্জিত রুচিসম্পন্ন গর্হিত কার্যাবলী প্রাধান্য লাভ করে; আর মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়।

ড. কিন্‌সের রিপোর্টের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে ইংরেজ মনোবিজ্ঞানী নোয়েল ব্রেইন (Noel Brain) বলেন ঃ

> In fact the thing that really stands out of Dr. Kinseys reports both outle American male and the American female is that all of them are living in a corrupt and frustrating society.
>
> —বস্তুত আমেরিকার পুরুষ ও মহিলা উভয়ের সম্পর্কে ড. কিন্‌সের রিপোর্ট হইতে নিঃসন্দেহরূপে যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা এই—তাহারা সকলেই পাপ-পঙ্কিলতাপূর্ণ নৈরাশ্যজনক এক সমাজে বসবাস করিতেছে।

যাহারা আমেরিকার রীতি-নীতি ও চাল-চলন ইংলণ্ডে আমদানী করিতে আগ্রহান্বিত, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন ঃ

> Never the less, the picture he (Dr. Kinsey) presents is enough to show once more how far the American Way of Life is from being a civilisation we want either to import or to emulate.

www.pathagar.com

Dr. Kinsey's girls and boys are deeply to be pitied for what they have done to them selvs. But we do'nt want them over here till the American people find a cure.[১]

—আমেরিকাবাসীদের জীবন যাপন পদ্ধতি সভ্যতা হইতে কত দূরে, ড. কিন্‌সের রিপোর্টে ইহা পুনরায় উদ্ভাসিত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের রীতি-নীতি, চাল-চলন আমদানী করিতে বা তাহাদের সমান হইতে আমরা ইচ্ছা করিতেছি! ড. কিন্‌সের বালক-বালিকারা নিজেদের প্রতি যে-বিরাট অমঙ্গল সাধন করিয়াছে, তজ্জন্য তাহারা অতীব করুণার পাত্র। তাই আমাদের দেশে তাহাদের আমদানীর আমরা প্রত্যাশা করি না। যে-পর্যন্ত না আমেরিকাবাসী স্বয়ং উহার প্রতিষেধক উদ্ভাবন করে।

কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রও পাশ্চাত্যের রীতিনীতি এবং চাল-চলন নিজেদের দেশে আমদানী করিতে সচেষ্ট রহিয়াছে। ড. কিন্‌সের রিপোর্ট এবং ইংরেজ মনোবিজ্ঞানী মি. নোয়েল ব্রেইনের মন্তব্য হইতে তাহাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

ড. কিন্‌সের রিপোর্ট মানবজাতিকে চোখে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিতেছে, নৈতিক মূল্যবোধের নিতান্ত প্রয়োজন গোটা দুনিয়ায় রহিয়াছে এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা এখনকার মত এত তীব্রভাবে আর কখনও অনুভূত হয় নাই।

যৌন ব্যাধি

সিফিলিস-প্রমেহ ঃ সৃষ্টিগতভাবেই নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি উভয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। নারীর দৈহিক গঠন, অঙ্গসৌষ্ঠব, লাবণ্য, কণ্ঠস্বর, চলন-ভঙ্গি যুবকদিগকে আকর্ষণ না করিয়া পারে না। তদুপরি সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল সাহিত্য ও প্রচার-পত্রের প্রসার, নারীদের উলঙ্গ ছবি, চলচ্চিত্র, নৃত্য-গীতি ইত্যাদি যুবক-যুবতীদের যৌন-উন্মাদনা সীমা অতিক্রম করিয়া দেয়। মানবীয় ইন্দ্রিয়সমূহে প্রবল উত্তেজনা ও পরম তৃষ্ণার সঞ্চার করে। ইহাতে যুবক-যুবতীরা সহজেই অতিরিক্ত যৌন সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং নানাবিধ রতিজ দুষ্ট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ফলে নৈতিক ও দৈহিক শক্তির দিক দিয়া বহু যুবক-যুবতী অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

---

১. Nazhat Afza and Khurshid Ahmad : Ibid, P. 31.

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আমেরিকার শতকরা নব্বইজন অধিবাসী রতিজ দুষ্ট ব্যাধিতে আক্রান্ত। সেখানকার সরকারী হাসপাতালগুলিতে প্রতি বৎসর গড়ে দুই লক্ষ সিফিলিস এবং এক লক্ষ ষাট হাযার প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা করা হয়। পঁয়ষট্টিটি চিকিৎসালয় কেবল এই রোগসমূহের চিকিৎসার জন্যই নির্ধারিত আছে। কিন্তু সরকারী চিকিৎসালয় অপেক্ষা বেসরকারী চিকিৎসকের নিকট রোগীর ভীড় আরও অনেক বেশী হইয়া থাকে। এই সকল চিকিৎসালয়ে শতকরা ৬১ জন সিফিলিস ও ৮৯ জন প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা হইয়া থাকে।[১]

আমেরিকায় প্রতি বৎসর ত্রিশ-চল্লিশ হাযার শিশু জন্মগত সিফিলিস রোগে মৃত্যুবরণ করে। কঠিন জ্বর ছাড়া অন্যবিধ রোগে যত মৃত্যু ঘটে, তন্মধ্যে সিফিলিস রোগজনিত মৃত্যুর হারই অত্যধিক।

প্রমেহ রোগে যুবকদের শতকরা ৬০ জনই আক্রান্ত হয় বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ইহাতে বিবাহিত-অবিবাহিত উভয় প্রকার লোকই রহিয়াছে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যে-সমস্ত বিবাহিতা নারীর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়, তাহাদের শতকরা ৭৫ জনের মধ্যেই সিফিলিসের জীবাণু পাওয়া যায়।[২] ফ্রান্সের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ল্যারেড (Dr. Laredde) বলেন ঃ

> ফ্রান্সে প্রতি বৎসর কেবল সিফিলিস ও তজ্জনিত রোগে ত্রিশ হাযার লোক মারা যায়। জ্বরের পর ইহাই মৃত্যুর সর্ববৃহৎ কারণ। একটিমাত্র রতিজ রোগেরই এই অবস্থা! এতদ্ব্যতীত এই ধরনের আরও অনেক ব্যাধি আছে।

এইড্স ঃ অবাধ যৌন মিলনের ফলে 'এইড্স' নামক একটি রতিজ রোগ সাম্প্রতিককালে দেখা দিয়াছে। ইহা এত মারাত্মক যে, এই রোগে আক্রান্ত হইলে কোন আরোগ্য নাই।

> Eight years have passed and the U. S. A. has found no cure for Aids.

—আট বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এইড্স-এর কোন ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

---

১. Encyclopaedia Britanica, Part 23, P. 45.
২. Dr. Lowry : Herself, p. 204.

www.pathagar.com

আমেরিকাতে সমকামে অভ্যস্ত লোকদের মধ্যে ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় বলিয়া সমকাম হইতেই ইহা জন্মে—এইরূপ ধারণা করা হইত। কিন্তু এই ধারণা এখন পরিবর্তিত হইয়াছে। সমকাম ছাড়াও নারী-পুরুষের অবাধ যৌন মিলনই ইহার উৎপত্তি বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই রোগের জীবাণু একবার দেহে সংক্রমিত হইলে দেহ একেবারে বিকল হইয়া পড়ে এবং অন্যান্য রোগে অতি সহজেই আক্রান্ত হয়। ইহার জীবাণু অন্যের দেহেও সংক্রমিত হইয়া পড়ে।

There is no cure. Aids is a dead end Street—Aids Kills.—
এইড্সের কোন প্রতিষেধক নাই। ইহা নিশ্চিত মৃত্যুর পথ ; এইড্স মারিয়া ফেলে।

Indian Council for Medical Research-এর ডিরেক্টর জেনারেল অবতার সিংহ পেইন্টাল বলেন ঃ

We used to think our women were chaste. But people would be horrified at the level of Promiscuity here.

—আমাদের নারীদিগকে আমরা সতী বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু অবৈধ যৌন কর্ম এখানে এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, লোকে ইহাতে ভীত না হইয়া পারে না।

গবেষকগণ এইড্স রোগকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, ইহা তাঁহাদের সম্মুখেই সৃষ্টি হইয়াছে। অপরাপর ব্যাধি দুই হাযার বৎসর পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনেক প্রাণহানি ঘটাইয়াছে। এইসব ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিশেষ কিছু করিবার নাই। কিন্তু এইড্সের বেলায় Indian Council for Medical Research-এর অন্যতম প্রধান ডাক্তার প্রেম রামচন্দ্রন বলেন ঃ

'Here we are in an absolutely advantageous position, we know we can prevent it by sexual behaviour change'. The idea being that before this becomes an unmanegeable epidemic, it's for caution.

—এইড্সের বেলায় আমরা নিতান্ত সুবিধাজনক অবস্থায় রহিয়াছি। আমরা জানি, যৌন মিলনের রীতি পরবর্তন দ্বারাই আমরা ইহার প্রতিরোধ করিতে পারি। ইহার অর্থ হইল, ইহা ব্যাপক মহামারীর আকারে বিস্তার লাভ করিয়া আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার পূর্বেই আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

www.pathagar.com

ডাক্তার অবতার সিংহ পেইন্‌টাল বিবাহ-বন্ধনের বাহিরে যৌন সম্ভোগ নিষিদ্ধ করিয়া আইন প্রণয়নের দাবি করিয়াছেন, যেন আইনের অধীনে অপরাধীদের শাস্তি, জেল বা জরিমানা হইতে পারে। তিনি বলেন ঃ

Ban sex with foreigners and NRIS.[১]

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল ডাক্তার হিরোশি নাকাজিমা বলেন ঃ

The spread of Aids among the general population could mean the exterminaton of some community or even the disappearance of mankind ?

—জনসাধারণের মধ্যে এইড্‌স বিস্তার লাভ করিলে জাতিবিশেষ একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। এমনকি সমগ্র মানবজাতিরও বিলুপ্তি ঘটিতে পারে।[২]

বিশ্বের ১৪০টিরও বেশী দেশ হইতে ১৯৮৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত এক লক্ষ এগার হাযারেরও বেশী এইড্‌স রোগীর তালিকা পাওয়া গিয়াছে।

আফ্রিকায় ১৪ হাযার ৮শ' ১৮ জন, আমেরিকায় ৮০ হাযার ৯শ' ৯৪ জন, ইউরোপে ১৪ হাযার ৬শ' ৮৪ জন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ২১ জন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে ১ হাযার ১শ' ১৫ জন এইড্‌স রোগী রহিয়াছে। কেবল যুক্তরাষ্ট্রে এইড্‌স রোগীর সংখ্যা হইল ৭১ হাযার ১ শ' ৭১ জন।[৩]

তবে এইড্‌স রোগীর প্রকৃত সংখ্যা তালিকায় উল্লিখিত সংখ্যার দ্বিগুণ বা তিনগুণেরও বেশী হইতে পারে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।

যুবক-যুবতীর উপর যৌন প্রভাব

ধর্মহীন পাশ্চাত্য দুনিয়াটাই যৌন প্রবণতা উত্তেজিত করিবার এক পরিপূর্ণ বারূদ-কারখানায় পরিণত হইয়াছে এবং এই উত্তেজনা নিঃসংকোচে চরিতার্থ করিবার যাবতীয় উপায়-উপাদানও ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত অশ্লীল সাহিত্য ও প্রচার--পত্রের মাধ্যমে নির্লজ্জতার যে ব্যাপক প্রচার কার্য চলিয়াছে, চলচ্চিত্রসমূহ কেবল সকাম

---

১. India to day, July 31, 1988. p 67-68 International ed.

২. The New straits Times, Kuala Lumpur, Malaysia, June 23, 1988.

৩. দৈনিক জনতা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৮৮।

www.pathagar.com

প্রেম-প্রবণতাকে উত্তেজিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই ; বরং ইহার বাস্তব শিক্ষাও দান করিতেছে এবং নারীদের উলঙ্গ ছবি সর্বত্র প্রদর্শিত হইতেছে ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে ; এমতাবস্থায় যে সমস্ত যুবক-যুবতীর মধ্যে কণামাত্র উষ্ণ শোণিতও বিদ্যমান আছে, তাহাদের আবেগ-অনুভূতি আলোড়িত না হইয়া পারে না। আগুনের সংস্পর্শে মোম গলিবে না, এমন ধারণা করাই বাহুল্য। সুতরাং কামরিপু জাগ্রত করিবার যাবতীয় উপায়-উপাদানে পরিপূর্ণ উত্তেজনাব্যঞ্জক পরিবেশ যে সমাজে বিরাজিত, সেখানে অবাধ গতিতে যৌনলীলা চলিতে থাকিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কি থাকিতে পারে? আর এইরূপ পরিবেশে অপরিণত বয়সেই যৌন ক্ষুধার তীব্রতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আমেরিকার তরুণ সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া জর্জ বেন লিণ্ডসে বলেন ঃ

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আমেরিকার বালক-বালিকাগণ সাবালক হইতে শুরু করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই যৌন প্রবণতার উন্মেষ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তিনশত বারজন বালিকার অবস্থা পরীক্ষা করেন। ইহাতে তিনি অবগত হন, এগার হইতে তের বৎসর বয়সেই তাহাদের দুইশত পঞ্চাশজন সাবালিকা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে এত তীব্র যৌন তৃষ্ণা ও দৈহিক চাহিদার লক্ষণ দেখা দিয়াছে যে, আঠার বৎসর বয়স্কা বালিকার মধ্যেও এমন হওয়া সম্ভব নহে।[১]

ডাক্তার ইডিথ হুকার বলেন ঃ

বিশিষ্ট ভদ্র ও ধনীদের মধ্যে অতি সাধারণ ব্যাপার যে, সাত-আট বৎসর বয়সের বালিকা সমবয়সের বালকের সহিত প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অধিকাংশ সময় তাহারা যৌনকর্মও করিয়া থাকে।....... সাত বৎসরের একটি বালিকা তাহার বড় ভাই ও কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে যৌনকর্ম করে এবং অপর দুইটি বালিকা ও তিনটি বালককে একে অন্যের সহিত যৌনকর্মে লিপ্ত পাওয়া যায়। তাহারা অপরাপর সমবয়সী বালক-বালিকাদিগকেও যৌনকার্যে উস্কানী দেয়। এই দলের সকলের বড় বালিকাটির বয়স ছিল দশ বৎসর। তথাপি সে বিভিন্ন প্রেমিককে প্রেম-নিবেদনের গৌবর লাভ করে।[২]

---

১. George Lindsey : Revolt of Modern youth, p. 82-86.

২. Dr. Edith Hooker : Laws of Sex, P. 328.

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের যুবক-যুবতীদের পরিবেশই তাহাদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই যৌন স্পৃহা জাগ্রত করিয়া দেয়। ইহার পরিণাম অতি ভয়াবহ ও মারাত্মক না হইয়াই পারে না। অল্প বয়স্কা বালিকাগণ বন্ধুদের সহিত গৃহ হইতে পলায়ন করে এবং প্রেম-খেলায় অকৃতকার্য হইলে আত্মহত্যা করে।

আমেরিকার বিদ্যালয়সমূহে অশ্লীল সাহিত্যের চাহিদাই সর্বাপেক্ষা অধিক। যুবক-যুবতীরা এই সব অধ্যয়ন করিয়া আসল কার্যে অবতীর্ণ হয়। বালকদের বিদ্যালয়সমূহে সমকাম (Homo sexuality) ও হস্তমৈথুন (Masturbation) অবাধ গতিতে চলে। আর বালক-বালিকাদের সহশিক্ষার বিদ্যালয়গুলিতে কামোদ্দীপনা উত্তেজিত করিবার উপায়-উপকরণের সাথে সাথে উহা চরিতার্থ করিবার সামগ্রীও সঙ্গেই পাওয়া যায়। সুতরাং তাহারা ভরাযৌবন পরিপূর্ণভাবেই উপভোগ করে। জর্জ লিন্‌ডসে বলেন ঃ

> হাইস্কুলের শতকরা ৪৫ জন ছাত্রী স্কুল ত্যাগ করিবার পূর্বে চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। শিক্ষার পরবর্তী সোপানসমূহে ইহার অনুপাত আরও অনেক বেশী।
>
> তিনি আরও বলেন ঃ
>
> হাইস্কুলের বালকগণ বালিকাগণের তুলনায় যৌন তৃষ্ণার দিক দিয়া বহু পশ্চাতে। বালিকাগণই সাধারণত অগ্রবর্তী হইয়া থাকে। আর বালকগণ তাহাদের ইঙ্গিতে নাচে।[১]

নারীত্বের বিলোপ সাধন

পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষায় ও চাল-চলনে পুরুষের সমপর্যায়ে উপনীত হওয়ার একান্ত বাসনায় নারী তাহার আসল নারীত্বেরই বিনাশ সাধন করিয়াছে। ডরথি টমসন বলেন ঃ

> Woman put on precisely the same level as man has been dewomanised,
>
> —পুরুষের সমপর্যায়ে অবস্থান করিয়া নারী তাহার নারীত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে।

---

১. George Lindsey : The Revolt of Modern youth.

www.pathagar.com

পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, তালাক ও বিচ্ছেদ

নারী-পুরুষের সুদৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক দ্বারাই পারিবারিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহারই মাধ্যমেই মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবনে রূপান্তরিত হয়। এই সম্পর্কের কারণেই সে জীবনে স্থৈর্য ও স্থায়িত্ব এবং সম্প্রীতি ও শান্তি লাভ করে। নারী-পুরুষের এই সুমধুর সম্পর্কের নাম 'বিবাহ'। এই সম্পর্কের অধীনেই ভবিষ্যত বংশধরগণ প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সুখময় পরিবেশে সুশিক্ষিত, চরিত্রবান ও সুনাগরিকরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু যে-সভ্যতায় বিবাহ দূষণীয় এবং পতিতাবৃত্তি উৎকৃষ্ট রীতিতে পরিণত হইয়াছে, যে-সমাজে নারী-পুরুষের হৃদয় হইতে বিবাহ ও ইহার সুমহান উদ্দেশ্যের ধারণাই বিলীন হইয়াছে, যে-সমাজে কামভাব চরিতার্থ করা ছাড়া যৌন মিলনের অপর কোন লক্ষ্যই থাকে না, যেখানে কামাতুর যুবক-যুবতীরা ভ্রমরের ন্যায় এক ফুল হইতে অন্য ফুলে কেবল মধু আহরণ করিয়া বেড়ায়, এমন স্থানে পারিবারিক শৃঙ্খলা স্থাপনের কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। এমন সমাজের নারী-পুরুষ দাম্পত্য জীবনের মহান কর্তব্য ও দায়িত্ব বহনের যোগ্যতাই হারাইয়া ফেলে। ইহাতে ভবিষ্যত বংশধরগণ নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইতে থাকে এবং অবশেষে স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পাইয়া সভ্যতার বন্ধনও ছিন্ন হইয়া পড়ে।

আধুনিক সভ্যতায় পাশ্চাত্য জগতে খুব কম সংখ্যক লোকই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং যে-সকল বিবাহ সংঘটিত হয়, উহার অধিকাংশই ভঙ্গ হইয়া যায়।

ফ্রান্সে প্রতি বৎসর প্রতি হাযারে সাত-আটজন নারী-পুরুষের বিবাহ হইয়া থাকে এবং বিবাহ করিয়া পবিত্র ও সৎভাবে জীবন-যাপনের উদ্দেশ্য তাহাদের অধিকাংশেরই থাকে না। যে-নারী অবৈধ সন্তান প্রসব করিয়াছে, বিবাহ করিয়া স্বামীদ্বারা এই সন্তানকে বৈধ ঘোষণা করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যেও অনেক নারী বিবাহ করিয়া থাকে এবং এই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া পড়ে। পল বুরো বলেন :

> ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটা রীতি সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। বিবাহের পূর্বেই বিবাহে ইচ্ছুক নারী তাহার ভাবী স্বামী হইতে প্রতিশ্রুতি লইত যে, সে তাহার অবৈধ সন্তানকে নিজের বৈধ সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া লইবে। কেবল শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল না ; বরং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা

www.pathagar.com

প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে পল বুরো এক নারীর কথা উল্লেখ করেন, যে বিবাহের পাঁচ ঘন্টা পরই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটায়।

তিনি আরও বলেন ঃ

ফ্রান্সের নব্য যুবকদের বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল স্বীয় গৃহেও একজন রক্ষিতার সেবা গ্রহণ করা। তাহারাও দশ-বার বৎসর স্বাধীনভাবে যৌনকার্য করিয়া বেড়ায়। তৎপর নিজ গৃহেও তদ্রূপ আনন্দ উপভোগের জন্য বিবাহ করিয়া থাকে। আর সে দেশে বিবাহিত লোকের ব্যভিচারও দূষণীয় নহে এবং সমাজও ইহাকে মন্দ কাজ বলিয়া মনে করে না।

মোটকথা, পাশ্চাত্য জগতে বিবাহ খুব কমই হইয়া থাকে এবং বৈবাহিক বন্ধনও অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সে কয়েকবার মন্ত্রীত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন এক সম্মানিত ব্যক্তি—যিনি বিবাহের পাঁচ ঘন্টা পরই বিবাহ বিচ্ছেদ করেন। সীনের আদালতে একবার একই দিনে ২৯৪টি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। ১৮৪৪ সালে বিবাহের নতুন আইন পাস হওয়ার সময় চার হাযার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা সাত হাযারে এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে একুশ হাযারে পৌছে।[১]

উল্লিখিত অবস্থায়, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকিবে, এরূপ আশা করাই বৃথা। যে-সমস্ত নারী কামভাব চরিতার্থ করা ছাড়া জীবনে পুরুষের আবশ্যকতা অনুভব করে না এবং বিবাহ ছাড়াই অবাধে যৌন সম্ভোগ করিতে পারে, তাহাদের জন্য বিবাহই অনাবশ্যক। একমাত্র কাহারও প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া পড়িলেই তাহারা বিবাহে বাধ্য হয়। সাময়িক উত্তেজনার কারণেই এরূপ প্রেমাসক্তি জন্মে এবং উত্তেজনা শিথিল হইয়া পড়িলেই ইহা আর থাকে না। অবশেষে বিচ্ছেদ ও তালাক সংঘটিত হয়। জর্জ লিওসে বলেন ঃ

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডেনভারের প্রতিটি বিবাহই বিচ্ছেদে পরিণত হয় এবং প্রতি দুইটি বিবাহে একটি করিয়া তালাকের মামলা হয়। আমেরিকার প্রায় প্রতিটি শহরেই এরূপ ঘটনা ঘটে। কেবল ডেনভারেই ইহা সীমাবদ্ধ নহে। রোজ রোজই তালাক ও বিচ্ছেদ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থা যদি চলিতে থাকে, আর চলিতে থাকার সম্ভাবনাই বেশী, তবে দেশের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলেই বিবাহের জন্য

১. Paul Bureau : Ibid.

www.pathagar.com

যতগুলি লাইসেন্স দেওয়া হইবে, তালাকের জন্যও ততগুলি মামলাই দায়ের হইবে।

তিনি আমেরিকার যুবতীদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলেন ঃ

তাহাদের ধারণা এইরূপ, আমি কেন বিবাহ করিব? আমার বান্ধবীদের মধ্যে গত দুই বৎসরে যাহাদের বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের প্রতি দশজনের মধ্যে পাঁচজনের বিবাহ তালাকে পর্যবসিত হইয়াছে। প্রেমের ব্যাপারে বর্তমানে প্রতিটি মেয়ের স্বাধীন কার্যক্রম গ্রহণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলিয়াই আমি মনে করি। গর্ভনিরোধের যথেষ্ট জ্ঞান আমাদের আছে। সুতরাং কোন অবৈধ সন্তান জন্মলাভ করিয়া আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিবে, এই আশংকাও আমাদের আর নাই। আধুনিক রীতিনীতি অনুসারে সেকেলে আচার-পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনই বিবেকের কাজ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।[১]

তালাকের আধিক্যে আতঙ্কিত হইয়া লিংক বলেন ঃ

The divorce-rate, certainly an aspect of social harmony, is at an all high, more than one in every five marriages, and promises in twenty years to be one in every marriage.[২]

—তালাকের হার কোনকালেই এত বৃদ্ধি পায় নাই। প্রতি পাঁচটি বিবাহে একটি তালাক হইতেছে এবং ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়, আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে যতটা বিবাহ হয়, ততটা তালাক হইবে।

এই পরিস্থিতিতে আশংকা প্রকাশ করিয়া ডেট্রয়েটের 'ফ্রী প্রেস' পত্রিকায় বলা হয় ঃ

—বিবাহের স্বল্পতা, তালাকের আধিক্য এবং বিবাহ ব্যতিরেকে স্থায়ী বা সাময়িক যৌন সম্পর্কের ব্যাপকতা ইহাই প্রমাণ করে—আমরা পশুত্বের দিকে অতি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছি। সন্তান উৎপাদনের স্বাভাবিক কামনা বিলুপ্ত হইতেছে ; নবজাত সন্তানের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে, সভ্যতা এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য পারিবারিক ও গার্হস্থ্য শৃঙ্খলা যে অপরিহার্য, এই

---

১. George Ben Lindsey : Revolt of Modern youth, P. 211-214.

২. Dr. Henri C. Link : The Discovery of Morals, P. 17.

www.pathagar.com

অনুভূতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে সভ্যতা এবং শাসন-ক্ষমতার ভিতর দিয়া এক নির্মম অবহেলা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে।

তালাক ও বিচ্ছেদের ব্যাপকতা দূরীকরণের উপায় হিসাবে পরীক্ষা-মূলক বিবাহের (Companionate Marriage) উদ্ভাবন করা হয়। ইহার অর্থ হইল, নারী-পুরুষ সেকেলে ধরনের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া কিছুকাল একত্রে বসবাস করিতে থাকিবে। এইরূপ বসবাসকালে তাহাদের মনের মিল হইয়া গেলে তাহারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। অন্যথায় তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণ করিতে থাকিবে। পরীক্ষামূলক সময়ে তাহাদিগকে সন্তান উৎপাদনে বিরত থাকিতে হইবে। কেননা, সন্তান জন্মিলে তাহাদের বিবাহ বাধ্যতামূলক হইয়া পড়িবে। রাশিয়াতে ইহা 'স্বাধীন প্রেম' (Free love) নামে অভিহিত।

কিন্তু এই সমাধানও আসল ব্যাধি হইতে নিকৃষ্টতর প্রমাণিত হইয়াছে।

জাতীয় দুর্গতি

কোন জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সর্বপ্রধান সম্বল হইল জনশক্তি। কোন জাতিই ইহাছাড়া দুনিয়াতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—আজ হউক, কাল হউক, জগতের ইতিহাস হইতে ইহা মুছিয়াই যাইবে। সন্তান ধারণ ও প্রতিপালন নারীজাতির স্বাভাবিক নৈতিক দায়িত্ব এবং ইহা ব্যতীত মানব-বংশও রক্ষা পায় না। কিন্তু আধুনিক নারী-সমাজ এই মহান দায়িত্ব পালনে নারায। ইহাতে জাতিবিশেষ এবং পরিশেষে সমগ্র মানবতার দুর্গতি নামিয়া আসিতে বাধ্য।

পাশ্চাত্যের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা মাতৃপ্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে। আধুনিককালে মাতা নিজ সন্তানের প্রতি কেবল বিরাগভাজনই হইয়া উঠে নাই ; বরং তাহার পরম শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। গর্ভনিরোধ ও গর্ভপাতের প্রবল প্রচেষ্টার পরও যে সকল হতভাগ্য (?) সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের প্রতি তাহাদের মাতাপিতার ব্যবহার বর্ণনা করিয়া পল ব্যুরো বলেন ঃ

> যে সকল সন্তানের প্রতি তাহাদের মাতাপিতা নির্মম ও অমানুষিক আচরণ করে, তাহাদের করুণ কাহিনী রোজই সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-পত্রে কেবল অসাধারণ ঘটনাবলীরই উল্লেখ থাকে। কিন্তু এই হতভাগ্য ও অনভিপ্রেত

www.pathagar.com

অতিথিদের প্রতি তাহাদের মাতাপিতা কিরূপ নির্মম ব্যবহার করে, তাহা লোকে ভালরূপেই অবগত আছে। এই হতভাগ্যের দল তাহাদের মাতাপিতার জীবনের সুখ-সম্ভোগ একেবারে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। এইজন্যই তাহারা তাহাদের প্রতি বিষন্ন ও উদাসীন। সাহসের কমৃতির দরুনই গর্ভধারিনী অনেক সময় গর্ভপাত করিতে পারে না। আর এই সুযোগে নিরপরাধ শিশু জগতে আসিয়া পদার্পণ করে। কিন্তু ভূমিষ্ট হওয়ার পরই তাহাকে পরিপূর্ণ শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

একদা চার মাসের একটি শিশুর মৃত্যু হইলে তাহার মাতা মৃতদেহের পার্শ্বে নৃত্য-গীতের আসর জমাইয়া বলিতে থাকে, এখন আমরা দ্বিতীয় সন্তান হইতে দিব না। এই সন্তানের মৃত্যুতে আমার স্বামী ও আমি পরম শান্তি লাভ করিয়াছি। চিন্তা কর ত, সন্তান কি জিনিস। সে সর্বদা ঘ্যান ঘ্যান করিয়া ক্রন্দন করে এবং নোংরামী সৃষ্টি করে। ইহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কি কোন উপায় আছে ?[১]

ইহা অপেক্ষাও হৃদয় বিদারক বিষয় এই, পাশ্চাত্য জগতে নবজাত শিশু-হত্যা মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তার লাভ করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য, ফ্রান্সের এক নারী তাহার শিশু-সন্তানকে পানিতে ডুবাইয়া হত্যা করে। অপর এক নারী তাহার সন্তানকে গলা টিপিয়া হত্যা করে। ইহাতে তাহার জীবন বায়ু একেবারে নিঃশেষ হয় নাই মনে করিয়া অবশেষে সে তাহাকে দেওয়ালে নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারী-মুক্তির নামে যে আন্দোলন শুরু হয়, ইহাই তাহার বেদনাদায়ক পরিণতি। স্বীয় বংশধরের নিধনে যে জাতি এমন চরমে উপনীত হইতে পারে, ধ্বংসের কবল হইতে সে কিরূপে রক্ষা পাইবে? কারণ নূতন বংশধরের আবির্ভাব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক। কোন বহিঃশত্রু না থাকিলেও এমন জাতি নিজে নিজেই ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইয়া যাইতে বাধ্য।

জড়বাদী মতবাদ, প্রবৃত্তির দাসত্ব, দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালনে বিতৃষ্ণা ও অস্বীকৃতি, পারিবারিক জীবন যাপনে অনীহা এবং বৈবাহিক স্থিতিহীনতা নারীর

---

১. Paul Bureau : Ibid, P. 74-75.

www.pathagar.com

সহজাত ও স্বাভাবিক মাতৃসুলভ প্রেম-প্রীতি ও আবেগ-অনুরাগ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। অথচ এই পবিত্র অনুরাগই নারীকে মহীয়সী করিয়া তোলে এবং কেবল সভ্যতাই নহে ; বরং গোটা মানবতার অস্তিত্বও ইহার উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে। আর এই অনুরাগ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়াই গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত ও শিশু হত্যার প্রসার লাভ করিয়াছে।

শেষ কথা

নারী-মুক্তি আন্দোলনের লজ্জাকর ও ভয়াবহ পরিণাম অতি সংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হইল। ইহার উদ্যোক্তাগণ হয়ত নিজেরাই অবগত ছিল না, এই আন্দোলন তাহাদিগকে কোথায় নিয়া যাইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি কৌশলের অতীব চমৎকার নিদর্শন নারী। তাহার গোটা দেহ, চলন-ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, কমনীয়তা সকলই নিতান্ত মনোরম, মন ভুলানো ও আকর্ষণীয়। প্রেম-প্রীতির প্রতিমূর্তি করিয়াই তাহাকে সৃজন করা হইয়াছে। নারী একান্ত আদরের ধন, পুরুষের সহধর্মিণী, বেহেশতে সুখ-সম্ভোগের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ওহীর জ্ঞানবিবর্জিত বিভ্রান্ত মানুষ তাহার সঠিক মর্যাদা দিতে পারিল না। একবার অতি উর্ধ্বে তুলিয়া দেবীরূপে তাহাকে পূজা করিয়াছে। আবার তাহার মধ্যে আত্মা আছে কিনা, সে মানুষ কিনা ইত্যাকার সন্দেহ পোষণ করিয়া তাহাকে হীন প্রাণীরও নিম্নতম স্তরে নামাইয়া দিয়াছে। তৎপর তাহাকে কামাতুর পুরুষের যৌন সম্ভোগের সামগ্রীরূপে, অতি তুচ্ছ নির্লজ্জ বারবণিতারূপে দাঁড় করাইয়াছে। মানুষ কখনই তাহার সঠিক মর্যাদাপূর্ণ মধ্যপন্থায় তাহাকে রাখিতে পারিল না। একমাত্র ইসলামই এই মধ্যপন্থা প্রদর্শন করে।

নারী-স্বাধীনতার অগ্রপথিকদের ধারণা, সমাজের দুইটি ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিবিড়ভাবে মিলিত হইয়া যদি জীবনের কয়েকটি মুহূর্ত আনন্দ-ঘন সম্ভোগে অতিবাহিত করে, তবে ইহাতে অপরের কি ক্ষতি? এমন ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কি অধিকারই বা তাহার আছে ? একজন অপরজনের উপর বলপ্রয়োগ করিলে, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করিলে অথবা সমাজে বিবাদ-বিসংবাদ ও বিশৃঙ্খলা ঘটাইলে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার অবশ্যই সমাজের রহিয়াছে। কিন্তু যেখানে উহার কোনটাই হয় না; বরং দুইটি লোকের নিছক আনন্দ-উপভোগের বিষয়, এমন একান্ত

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করিয়া সমাজ কেন মানুষের নিতান্ত কাম্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করিবে ?

এই মনোভাবই অতীব সম্মানার্হ আদম-সন্তান, আমাদের প্রিয় পাশ্চাত্যের ভাইবোনকে পশুত্বে পরিণত করিয়াছে, অতি ঘৃণিত কুকুর-শূকরের পর্যায়ে নামাইয়া দিয়াছে। কোন মানুষই নিছক একক সত্তা নহে। একান্ত ব্যক্তিগত বলিতে তাহার কিছুই নাই। সে একান্তই সামাজিক জীব এবং ওতপ্রোতভাবে সমাজের সহিত জড়িত। তাহার প্রতিটি গতিবিধি, কথাবার্তা, চাল-চলন, হাসি-কান্না, কার্যকলাপের প্রভাব সমাজের উপর না পড়িয়া পারে না। নিরেট ব্যক্তিগত জীবন-যাপন মানব সমাজে নহে ; বরং জন-প্রাণী শূন্য মরুভূমি ও বন-জঙ্গলেই সম্ভব।

অতএব, একজন নারী ও একজন পুরুষ সকলের অগোচরে গোপণ প্রকোষ্ঠেও যে যৌনকার্য সম্পাদন করে, সমাজ জীবনে ইহার কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না—এমন ধারণা নিতান্ত ভুল। আর ইহার প্রতিক্রিয়া যে কেবল সমাজ-বিশেষের উপরই পড়িবে তাহাও নহে; বরং সমগ্র মানবতার উপর পড়িবে। কেবল বর্তমানের উপরই নহে; ভবিষ্যতের উপরও ইহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিবে। কারণ, সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক রীতি-নীতির বন্ধনে সমগ্র মানবতা একই বন্ধনে আবদ্ধ। হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, সভা-সমিতিতে, মসজিদে-উপাসনালয়ে মানুষ যেমন সামাজিক জীবনের সহিত জড়িত থাকে, জনবিহীন গৃহে, প্রাচীর-অন্তরালে এবং অতি নির্জন স্থানেও তদ্রূপ সে সামাজিক জীবনের সহিত জড়িত না থাকিয়া পারে না। সুতরাং যে ব্যাক্তি ব্যভিচার করিয়া তাহার সন্তান-উৎপাদন শক্তি সাময়িক আনন্দ উপভোগে অপচয় করে, সে জাতির অধিকার বিনষ্ট করে, সামাজিক জীবনে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার বিস্তার করে এবং সমাজের অগণিত নৈতিক ও বৈষয়িক অনিষ্ট সাধন করে।

ভূমিষ্ট হওয়ার পর হইতেই মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিচর্যা এবং সমাজের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে সে মানুষ হইয়াছে। উপযুক্ত হইয়া সেও কিছু দান করিবে—এই আশায়ই সমাজ তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। অথচ ক্ষণিকের মোহে বশীভূত হইয়া সে সেই আশা নিষ্ফল করিয়া দেয়। অপরদিকে, যে নারীর সহিত সে ব্যভিচার করিল, সেও সমাজের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। সে অবশ্যই কাহারও কন্যা, ভগিনী, ফুফু, খালা বা মাতা হইবে। সে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে কুলটা

www.pathagar.com

বানাইল এবং তাহার ভবিষ্যত জীবনকে ধিকৃত করিয়া দিল। এই অনিষ্ট করিবার অধিকার সে কোথায় পাইল ?

অতএব, অবৈধভাবে যৌন সম্ভোগকারীর ন্যায় চোর-ডাকাত, প্রতারক-প্রবঞ্চক এবং বিশ্বাসঘাতক আর কেহই হইতে পারে না। ভদ্রলোক বলিয়া সে সমাজে পরিচিত হইতে পারে না। সে মানুষ নহে, মানবরূপী অতি নিকৃষ্ট জন্তু। আর যাহারা প্রচার-প্রসার কার্য চালাইয়া লোকজনকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে আহবান করে, তাহারা কোন্ শ্রেণীর জন্তু ? তাহারা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে সমাজ এই সমস্ত কার্যের প্রশ্রয় ও সম্মতি দেয়, তাহারা কেমন জীব? তাহারাও নিকৃষ্টতম জীবের অন্তর্ভুক্ত। কারণ মানবের মন ও দেহে প্রদত্ত শক্তি তাহার একার জন্য নহে ; বরং সমগ্র মানবতার জন্য ইহা তাহার নিকট আমানত স্বরূপ রাখা হইয়াছে। কিন্তু সন্তান উৎপাদন, মানব-বংশ বৃদ্ধি ও সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা ব্যতিরেকেই ব্যভিচারী নিজের কামশক্তি বিনষ্ট করিল এবং সমাজে অনাচার ছড়াইল। আর প্রচারক-গোষ্ঠী এবং প্রশ্রয় ও সম্মতি প্রদানকারী সমাজ ব্যভিচার কার্যে ব্যভিচারীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিল।

নারী-পুরুষের যৌন বাসনার পরিতৃপ্তি এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন, এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই বিবাহ-প্রথার উদ্ভাবন হইয়াছে। কাজেই বিবাহ কেবল যৌনস্পৃহা দমনের পন্থাই নহে; বরং একটি সামাজিক কর্তব্য। কারণ, মানুষের মধ্যে যৌনবোধ ও আকর্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্য হইল মানুষ-জাতিকে লইয়া একটি সভ্যতা কায়েম করা। এইজন্যই তাহার যৌন বাসনা কেবল দৈহিক মিলন এবং বংশবৃদ্ধির দাবি করে না ; বরং এক চিরন্তন সঙ্গলাভ এবং আত্মার সম্পর্ক ও আন্তরিক সংযোগ স্থাপনের দাবি করে। মানুষের ন্যায় অন্যান্য জীব-জন্তুর মধ্যেও যৌনবোধ এবং আকর্ষণ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু মানুষের মধ্যে ইহা অধিক। আবার জীব-জন্তুর যৌন আকর্ষণ সময় ও কালের সহিত সীমাবদ্ধ কিন্তু মানুষের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ নহে। জীব-জন্তু অপেক্ষা অধিক যৌনকার্য করিবার জন্য মানুষকে এই যৌন আধিক্য প্রদান করা হয় নাই ; বরং নারী ও পুরুষকে একত্রে সংযুক্ত রাখা এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত ও স্থায়ী করাই ইহার উদ্দেশ্য।

যৌন বাসনা চরিতার্থ করিতে যাইয়া সীমা লঙ্ঘন এবং ইহাকে একেবারে ধ্বংস ও দমিত করা, উভয়ই ক্ষতিজনক এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সুতরাং যৌন কামনাকে

www.pathagar.com

সীমাতিক্রম ও চরম স্বল্পতা হইতে রক্ষা করিয়া এক সুসমঞ্জস মধ্যপন্থায় আনয়ন করিতে হইবে যাহাতে সমাজে যৌন উন্মাদনার অনাচার সৃষ্টি না হয় এবং অপরদিকে মানব-বংশ ও সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে।

সুখের বিষয়, অধুনা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণই স্বদেশের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছেন এবং জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারে, ইসলামের দিকেই তাঁহারা ক্রমশ অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এই আগমন শুভ হউক।

প্রতিক্রিয়া

নারী সর্বনাশের মূল কারণ। এই খ্রীস্টীয় মতবাদ নারীজাতিকে অমর্যাদার অতল তলে ডুবাইয়া দিল। অথচ খ্রীস্ট জগত নির্লজ্জভাবে গলার জোরে প্রচার করিয়া বেড়ায়, তাহারাই নারীজাতিকে মুক্তি প্রদান করিয়াছে। তবে পাশ্চাত্যে নারীদের বর্তমান দুর্গতির জন্য খ্রীস্টধর্ম দায়ী নহে। কারণ, খ্রীস্টধর্ম খ্রীস্টান জগত হইতে বহু পূর্বেই বিদায় লইয়াছে। এখন যাহা কিছু বাকী আছে, তাহা কেবল নিজেদের ধনতান্ত্রিক স্বার্থে উন্নতিশীল দেশসমূহে রপ্তানীর জন্যই রহিয়া গিয়াছে।[১]

পাশ্চাত্য নারী ধর্মের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্রোহ ঘোষণার পর পুরুষকে তাহা হইতে হীনতর প্রতিপন্ন না করা পর্যন্ত নিস্তার লাভ করে নাই। ইহার পূর্বে পুরুষ তাহার যাহাকিছু উত্তম ছিল, তাহাই নারীকে প্রদান করিত। এখন উহা হইতে সে বিরত রহিল। ইহাতে পুরুষ ভাল ব্যবসায়ী হইল সত্য ; কিন্তু মানুষ হিসাবে তাহার অধঃপতন ঘটিল। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ নিদারুণ বেদনার সহিত এই সত্য স্বীকার করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্যের সুখময় পারিবারিক জীবন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসা, প্রেম-প্রীতির হৃদয়বিদারক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অবহেলিতা স্ত্রী, পরিত্যক্ত সন্তান-সন্ততি, উপপত্নী, প্রণয়িনী ও পথ-সহচারিণী এবং অপরিসীম যৌন উন্মাদনা ও অবাধ যৌন সম্ভোগ আজকালকার জীবনের মর্মান্তিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে। বর্তমান দুনিয়ায় পাশ্চাত্য নারী সর্বাপেক্ষা অসুখী প্রাণী। তাহারা সমাজে

---

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য গ্রন্থকার প্রণীত বিশ্বনবীর কর্মসূচী দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

অগণিত আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই সকল সমস্যার সমাধান, এমনকি উপশম করার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে।

নারী-পুরুষের সাম্যের অপ্রাকৃতিক দাবিদার পাশ্চাত্য নারী ভুলিয়া গিয়াছে মাতৃত্বই তাহার একক অধিকার এবং পরম গৌরবের বিষয়। যে নারী স্বীয় দেহের উন্নত ও অনুন্নত অঙ্গ এবং সৌন্দর্য ও কমনীয়তা প্রদর্শন করিয়া পরপুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার কার্যে ব্যাপৃত থাকে, যে নারী তাহার গার্হস্থ্য জীবন ও কর্তব্যে উদাসীন, যে নারী স্বীয় সন্তান লালন-পালনে রাযী নহে এবং নিজের পরিবারিক জীবনের অনিবার্য ও অপরিহার্য দুঃখ-কষ্ট ও অস্বচ্ছলতা সহ্য করিতে অনিচ্ছুক, সে বাস্তবিকই অবজ্ঞার পাত্রী। মানব সমাজে তাহার কোন মর্যাদা থাকিতে পারে না। যৌবনের উন্মাদনায় তাহার মর্যাদার অধিকার সে নিজেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। কারণ, কেবল দৈহিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিমা নারীকে মর্যাদা প্রদান করে না। বরং নারী ভাল কন্যা, উত্তম স্ত্রী ও উৎকৃষ্ট জননীরূপে পরিণত হইলেই সে সম্মানের অধিকারী হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যে আজকাল নারীর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, ইহা নিতান্ত অবাস্তব। কেননা ইন্দ্রিয়-সুখ ও যৌন সম্ভোগের অবাধ অধিকার প্রদানের দরুনই তাহাকে এই সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। জননী ও জাতির অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে তাহার যে ভূমিকা রহিয়াছে, তজ্জন্য তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় না। গৃহকর্ত্রী ও জননীরূপে সমাজে তাহার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে, ইহাকে নিতান্ত অনাকর্ষণীয়, অসন্তোষজনক ও মর্যাদাহীন প্রতিপন্ন করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া তাহাকে গৃহের বাহির করা হইয়াছে।

সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক দৃশ্য হইল, অবৈধ যৌন সম্ভোগে পাশ্চাত্য সমাজের অবাধ অধিকার। নারী দেহকে উপভোগ ও পণ্যদ্রব্য হিসাবে উপস্থাপিত করিবার কোন সম্ভাব্য প্রচেষ্টাই বাদ দেওয়া হয় নাই। ফলে অবিবাহিতা জননী, গর্ভবতী কনে (বিবাহের পাত্রী), জারজ সন্তান, গর্ভনিরোধ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌন অপরাধ এবং যৌন ব্যাধির সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতোপূর্বে ইহা সম্যকরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

মানব সন্তানের এই চরম দুর্গতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে প্রবল আঘাত হানিয়াছে। এমনকি পাশ্চাত্যেও ইহার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। কতিপয় পাশ্চাত্য সমাজ দরদী চিন্তাবিদ এহেন নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও

www.pathagar.com

প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহারা নিজেদের আদর্শ ও জীবন যাপন পদ্ধতিতে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন এবং এতকাল যাবত মুসলমানগণ যাহা বলিয়া আসিতেছেন, তদনুরূপ কথা বলিতে শুরু করিয়াছেন।

বারট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) তাঁহার The Principles of social Reconstruction গ্রন্থে বলেন ঃ

> Within the classes that are dwindling, it is the best element that is dwindling most rapidly. It seems unquestionable that if our economic system and our moral standard remain unchanged, there will be in the next two or three generations a rapid change for the worse in the character of the population in all civilised countries, The problem in one which applies to the whole western civilization.

> —সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যাহা উত্তম, তাহাই অতি দ্রুত লয়প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা প্রশ্নাতীত বলিয়াই মনে হয়, যদি আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং নৈতিক মূল্যবোধ অপরিবর্তিত থাকে, তবে পরবর্তী দুই বা তিন পুরুষের মধ্যে সমস্ত সভ্যদেশের জনগণের চরিত্র দ্রুতগতিতে অধিকতর নিকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। এই কথা সকল পাশ্চাত্য সভ্যদেশের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

সভ্যতা ও প্রাচুর্যের অহংকারে গর্বিত পাশ্চাত্যের সভ্যদেশের সভ্য(?) মানুষের প্রতি তাহাদেরই অন্যতম বরেণ্য অগ্রণী নেতা, বিশিষ্ট চিন্তাবিদের এই হুঁশিয়ারী। ইহাতে চেতনার উদয় হইলে তাহাদের নিজেদের ও বৃহত্তর মানবতার অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। মানবের কল্পনাপ্রসূত বহু মত ও পথ এবং অনেক নীতি ও অনীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিঃশেষ হইল। কোন কিছুই মানব-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারিল না ; শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সুষম সমাজ কায়েমে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিল। এখন গতি কোন্‌দিকে? ইসলামের আশ্রয় ছাড়া বিভ্রান্ত দুনিয়ার আর কোন আশ্রয় নাই। তাই পথভ্রষ্ট আমাদের ভ্রাতৃ প্রতিম পাশ্চাত্যকে ইসলামের প্রতি আকুল আহবান জানাই।

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও যৌন সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্টতম উপায় ইসলামের বিবাহ প্রথা। পাশ্চাত্যের যৌন উন্মাদনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিরসনের জন্য পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিজ্ঞানী মিসেস হাডসন শ' (Mrs. Hudson shaw) পাশ্চাত্যকে উপদেশ দিয়া বলেন ঃ

> In all this argument I have tried to reach those realities of human nature on which human morality must be based. I believe that the fundamental things which we must take into account are, first, the complex nature of human beings who have body, soul and spirit to reckon with and who cannot neglect any one of these without insicurity, and secondly, the solidarity of the human race which makes it futile to act as though the 'morals' of any one of us could be his personal affair alone. It is because of this solidarity that marriage has always been regarded as a matter of Public interest to be recognised by law, celebrated by some public ceremony and protected by legal contract.[১]

—এই দীর্ঘ আলোচনায় আমি মানব প্রকৃতির সেই সকল সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিয়াছি যাহার উপর মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। আমি বিশ্বাস করি, যে মৌল বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আবশ্যক, তাহা হইল প্রথমত মানুষের জটিল প্রকৃতি। তাহার দেহ, আত্মা ও তেজ–বীর্য রহিয়াছে এবং ইহাদের কোনটির দাবিই সে সরলতার সহিত অস্বীকার করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত সমগ্র মানবতার ঐক্য ও সংহতি। এই কারণেই কাহারও পক্ষে নৈতিকতাবোধকে তাহার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া ধারণা করা এবং এই ধারণার বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছারিতা অবলম্বন করা একেবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে। মানব–জাতির এই সংহতির কারণেই বিবাহ সর্বকালেই সামাজিক ব্যাপারে পরিগণিত। আইনদ্বারা ইহা স্বীকৃত হইতেই হইবে, সামাজিকভাবে বিবাহ–উৎসব উদ্‌যাপন করিতে হইবে এবং আইনানুগ চুক্তিদ্বারা ইহার সংরক্ষণ করিতেই হইবে।

---

১. Hudson Shaw : Sex and Commonsense, p. 49.

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের লাগামহীন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীকরণে এই মহিয়সী মহিলার উপদেশ কত চমৎকার ও প্রাকৃতিক বিধানসম্মত! এই উপদেশ মানিয়া চলিলে বিবাহপূর্ব যৌন মিলন, পরীক্ষামূলক বিবাহ, গর্ভনিরোধ, ভ্রূণ-হত্যা এবং যাবতীয় যৌন অনাচার বিদূরীত হয় ও পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। আমাদের বিশ্বাস, পাশ্চাত্যের শুভবুদ্ধি অচিরেই ফিরিয়া আসিবে। আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়তম ও সুন্দরতম সৃষ্টি আর কতকাল অনাচারে বিনষ্ট হইতে থাকিবে!

যৌন অনাচারের কারণে প্রিয় স্বদেশের সভ্যতা একেবারে ধ্বংসের মুখে নিপতিত। সুতরাং এই ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষার সন্ধান প্রদানে গভীর পরিতাপের সহিত তিনি আরও বলেন ঃ

Now when our civilization is indeed on the verge of collapse, we see that in fact the last decades have been marked by a choice of licences for both sexes rather than discipline. The result has been an enormous waste of creative power, Prostitution and promiscuity, combined with the prevention of conception and not combined with any kind of creative results whatever, homosexuality in both sexes, and various forms of abnormality, represent to us the unwholesome swamp into which the water of energy have flowed. Is this a symptom or a cause of our collapse ? Both, I think.[১]

—বর্তমানে আমাদের সভ্যতা ধ্বংসের মুখে দোদুল্যমান। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, গত কয়েক দশক ধরিয়া আমাদের নর-নারীর মধ্যে চরম যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা চলিয়া আসিতেছে এবং ইহাতে কোন বাধা-বিঘ্নই নাই। ফলে প্রচুর সৃজনী শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে। পতিতাবৃত্তি, অবৈধ যৌনকর্ম ও তৎসহ গর্ভনিরোধ, নারীতে নারীতে এবং পুরুষে পুরুষে সমকাম—যাহাতে সন্তান উৎপাদনের কোন আশাই থাকে না এবং আরও বহুবিধ অস্বাভাবিক রতিকর্মে

---

১. Hudson Shaw : Ibid.

www.pathagar.com

শক্তির নির্যাস অযথা অপচয় হইতেছে। এই সমস্তই আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কি আমাদের ধ্বংসের লক্ষণ বা কারণ নহে ? আমার মনে হয়, উভয়ই।

ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক নির্বিশেষে সকাল চিন্তাশীল ব্যক্তি পাশ্চাত্য নারীর দুঃখজনক জীবন সম্পর্কে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ বসবাসের অনুপযোগী ও ভয়ংকর হইয়া পড়িয়াছে। এন্টনী এম. লুডিভিসি বলেন ঃ

The mere fact, that in all periods of dicline, woman has always come to the fore-shows (the historical fact) that feminism is undeniably a phenomenon of male disintigration.[১]

—যে যুগেই নারী অগ্রগামী হইয়াছে, সে যুগেই পরাজয় ঘটিয়াছে। নারী জাগরণ যে পুরুষের অধঃপতন ও পরাজয়ের কারণ, ইহা অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য।

প্রফেসর আর্ণল্ড জে. তায়েনবী বলেন ঃ

In history, the ages of disintegration were usually the ages in which women had left the home. In fifteenth century Greece, the high point of classical history, women stayed in the home. But after Alexandar's time when city-states were breaking up, there was a feminist movement like our own.[২]

—যখন নারিগণ গৃহ পরিত্যাগ করিত, সে সব যুগই সাধারণত ইতিহাসে পরাজয়ের যুগ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রীসের উন্নতিকালে নারিগণ গৃহে রান্না করিত। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের পর নগর-রাষ্ট্রসমূহ ধ্বংস হওয়ার সময় আমাদের দেশের নারী জাগরণের ন্যায় সেখানেও নারী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল।

---

১. Anthony M. Ludivici : Woman : A vindication.

২. Prof. J. Toynbee : World Review, March 1949.

www.pathagar.com

প্রফেসর জে. ডি. আনউন বলেন ঃ

নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার সাথে সাথে সর্বকালেই জাতীয় অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে।[১] তিনি ইহার বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারীদের প্রভাব বিস্তার এবং ধ্বংসকর নারী আন্দোলনের ফলে সর্বযুগেই সভ্যতার পতন ঘটিয়াছে। ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া Feminine Influence in Politics প্রবন্ধের লেখক গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ

The hey-day of their (i.e. the women's) power happened to coincide with greatest degree of degeneracy among the male population.[২]

—নারী-জাতি উচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই পুরুষদের চরম অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে।

প্রবন্ধকারের মতে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক নহে; বরং তাহাদের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি বলেন ঃ

All that our thesis and the historical data collected above entitle us to argrce is that at the healthiest periods in the history of all peoples the male population appears to distinguish sharply between its public functions and duties and its relationship to women that no such phenomenon as direct or indirect feminine influence in politics is possible. Feminine domination is as a rule accompanying symptom of the general decline.[৩]

—আমাদের এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং সংগৃহীত সকল তত্ত্বের ভিত্তিতে আমাদের ঘোষণা করিবার অধিকার আছে যে, ইতিহাসে প্রতিটি জাতির চরম উন্নতির যুগে জাতীয় দায়িত্ব সম্পাদনের কর্মক্ষেত্রে ও কর্তব্য পালনে এবং নারীদের সম্পর্কে পুরুষগণ এত অধিক স্বতন্ত্র ও পৃথক থাকিত যাহাতে

---

১. Prof. J.D. Unwin : Sex and Culture.
২. Universal History of the World, Vol-Vii, p. 3985.
৩. Universal History of World, Vol-vii, p. 4004.

www.pathagar.com

রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীদের প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই না থাকে। নারী আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গেই পতন ঘটিবে, ইহাই জগতের সাধারণ রীতিতে পরিণত হইয়াছে।

নারী প্রগতির ধূয়া তুলিয়া পাশ্চাত্য উৎসন্ন যাইতেছে। ইহাতে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে নারীদের গৃহে প্রত্যাবর্তন কামনা করিয়া প্রফেসর ফুলটন জে. শীন বলেন ঃ

The disturbance of family-life in America is more desperate than at any other period in our history. The family is the barometer of the nation. What the average home is that is America. If the average home is living on credit spending money ravishly, running into debt, then America will be a nation which will pile national debt until the day of the Great Collapse. If the averge husband and wife are not faithful to their marriage vows, then America will not insist on fidelity to the Atlantic Charter and the Four Freedoms. If there is a deliberate frustiation of the furists of love, then the nation will develop econmic policies of flowing undue collon, throwing coffee into the sea and frustrating nature for the sake of economic prices. If the husband and wife live only for self and not for each other, if they fail to see that their individual happiness is conditioned on mutuality, then we shall have a country where capital and labour fight like husband and wife, both making social life barren and economic peace impossible. If the husband or wife permits outside solicitations to woo one away from the other, then we shall become a nation where alien philosophies will infiltrate as communism sweeps away that basic loyalty which was known as patriotism. If husband and wife live as if there is no God, then America shall have bureaucrats pleading for atheism as a national policy repudiating the Declaration of Indipendence and denying that all our rights

www.pathagar.com

and liberties come to us from God. It is the home which decides the nation. What happens in the family will happen later in the congress, the White House and the Supreme Court. Every Country gets the kind of Government it deserves. As we live in the house so shall the nation live.[১]
—আজকাল আমেরিকায় পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি যেরূপ প্রচণ্ড আকারে দেখা দিয়াছে, ইতিপূর্বে আমেরিকার ইতিহাসে কোনকালেই এইরূপ পরিলক্ষিত হয় নাই। পরিবার জাতির আবহমান যন্ত্র স্বরূপ। সর্বসাধারণ পরিবার যেমন জীবন যাপন করে, গোটা আমেরিকাও তদ্রূপই থাকিবে। সাধারণ পরিবার যদি ঋণ করিয়া অমিত ব্যয়ের জীবন যাপন করে, তবে আমেরিকাও এমন এক জাতিতে পরিণত হইবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত ইহা কেবল ঋণের পর ঋণের স্তূপ পুঞ্জীভূত করিতে থাকিবে। স্বামী-স্ত্রী যদি তাহাদের বিবাহ-বন্ধনের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকে, তবে সমগ্র আমেরিকাও আটলান্টিক চার্টার এবং চারি স্বাধীনতার প্রতিও বিশ্বস্ত থাকিবে না। প্রবল প্রেমানুরাগও যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তবে অতিরিক্ত তুলা, কফি সমুদ্রে নিক্ষেপকরণ এবং হতাশাব্যঞ্জক মানব প্রকৃতির ও অর্থনৈতিক মূল্যের প্রয়াসে জাতিকে অর্থনৈতিক কর্ম-পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের উদ্দেশ্যে নহে; বরং প্রত্যেকেই কেবল নিজের জন্যই জীবন যাপন করে, তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ যে তাহাদের একে অন্যের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে, ইহা যদি তাহারা বুঝিতে না পারে তবে আমাদের দেশ এমন এক স্থানে পরিণত হইবে যেখানে পূঁজি ও শ্রম স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় সংগ্রামে রত হইবে। আর ইহাদ্বারা তাহারা উভয়ে সামাজিক জীবন নিষ্ফল করিয়া তুলিবে এবং অর্থনৈতিক শান্তি অসম্ভব হইয়া উঠিবে। স্বামী বা স্ত্রী যদি তাহাদের ছাড়া অন্যত্র প্রেম নিবেদন করে, তবে আমাদের জাতি এমন এক জাতিতে পরিণত হইবে যাহাতে বিদেশী দর্শন অনুপ্রবেশ করিয়া কমিউনিজমের ন্যায় দেশপ্রেম একেবারে মুছিয়া ফেলিবে। কোন আল্লাহ নাই—এই মনোভাব লইয়া যদি স্বামী-স্ত্রী জীবন যাপন করে, তবে আমেরিকা ক্ষমতাসীন আমলাদের অধীন হইয়া পড়িবে—যাহারা

১. Prof. Fulton J. Sheen : Communism and conscience of the West.

www.pathagar.com

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করিবে এবং আমাদের সকল অধিকার ও স্বাধীনতা যে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রাপ্ত, উহা অস্বীকার করিয়া নাস্তিকতাকে আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শরূপে উপস্থাপন করিবে। গৃহই জাতিকে নিশ্চিত করে। পরিবারে যাহা সংঘটিত হয়, উহাই পরে জাতীয় কংগ্রেস, হোয়াইট হাউজ ও পরিশেষে সুপ্রীম কোর্টে সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশ ইহার উপযোগী সরকারই লাভ করে। গৃহে আমরা যেরূপ জীবন যাপন করি, বৃহত্তর জাতীয় জীবনেও আমরা তদ্রূপ জীবনই যাপন করিব।

কত সারগর্ভ উপদেশ! যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করিয়া নারীদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং স্বামী-স্ত্রীরূপে বিবাহ-বন্ধনের বিশস্ততা রক্ষা করিয়া পবিত্র জীবন যাপনের জন্য কত জোরালো আহবান! বিশ্বপ্রভূ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন এবং সকল অধিকার ও স্বাধীনতা একমাত্র তাঁহারই অবারিত দানরূপে স্বীকার করিয়া লওয়ার কি চমৎকার পরামর্শ!

নারীর অপহৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই হয়ত নারী-আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ ইহার সূচনা করে। কিন্তু ইহার অনাচার যে এতটা সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইবে, ইহা সম্ভবত তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইহার যে পরিণাম দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অনুতপ্ত না হইয়া পারে না।

নারী-আন্দোলনের এককালের চরম সমর্থক এবং 'Men's Political Union for Women's Enfranchisement'-এর নেতা প্রফেসর সি.ই.এম. জোয়াড এখন তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া অনুতাপের সহিত ঘোষণা করেন, নারীর বাস্তব স্থান সমাজের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নহে; বরং গৃহে। তিনি একটি চমৎকার উপমা দিয়া বলেন ঃ

> If you want to build a bridge or a town-hall you don't pick up a chance-collection of persons out of the street and ask them to undertake the job ; you call an expert engineer and an expert architect. But if you want to build what is after all more inportant than a bridge or a town-hall, namely, a modern citizen, you leave the job to chance-couple of persons who are able to produce one. Now any pair of persons, provided they be of opposite sexes, are capable of

producing a citizen—the job is indeed all too fatally easy. But the ability to produce does not connote any ability to educate, to build up a character, to guide an intellect, to develop a personality. Very much the contrary! And it is just because we leave the task of making citizens to chance-couples that our bridges are so much better than our citizens and we ourselves are on the whole the grubby, unworthy, ill-shaped, ill-named and meagre-minded lot that you see around you.[১]

—একটি সেতু বা একটি টাউন-হল আপনি নির্মাণ করিবার ইচ্ছা করিলে অকস্মাৎ রাস্তা-ঘাটে সাক্ষাত ঘটে এমন জনতা হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপর এই কার্য সম্পাদনের দায়িত্বভার অর্পণ করেন না। আপনি বরং একজন নিপুণ ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন সুদক্ষ স্থাপত্যশিল্পীর উপর এই কার্যের ভার ন্যস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহা সর্বদিক দিয়া একটি সেতু বা টাউন হল হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ একজন আধুনিক নাগরিক উৎপাদনের ইচ্ছা করিলে রাস্তা-ঘাটে ঘটনাচক্রে প্রাপ্ত উৎপাদনের উপযোগী যে কোন দুই ব্যক্তির উপর আপনি এই কার্যভার অর্পণ করেন। বিপরীত লিঙ্গের যে কোন দুই ব্যক্তি একজন নাগরিক জন্মদানে সক্ষম বটে ; এই কাজ বাস্তবিকই নিতান্ত সহজ। কিন্তু উৎপাদন-শক্তিই শিক্ষাদানের ক্ষমতা, চরিত্র গঠনের যোগ্যতা, মেধাবীরূপে গঠন করিয়া তুলিবার সামর্থ্য, ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনের দক্ষতা বুঝায় না; বরং ইহার বিপরীতই সূচিত হয়। আর আমরা যেখানে সেখানে অকস্মাৎ প্রাপ্ত যুগলের উপর নাগরিক উৎপাদনের ভার অর্পণ করি বলিয়াই আমাদের সেতু আমাদের নাগরিক হইতে এত উৎকৃষ্ট এবং আমরা নিজেরা সর্বদিক দিয়া নিকৃষ্ট, অকর্মণ্য, বিকৃত, কুখ্যাত ও নীচমনা হতভাগার দল—যাহা আপনি আপনার চারিদিকে অহর্নিশ অবলোকন করিয়া থাকেন।

লক্ষ্য করুন ; কি কঠোর ভাষায় পণ্ডিত প্রবর বর্তমান যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং এই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার মাধ্যমে উৎপাদিত জনশক্তি কি

১. Prof. C.E.M. Joad : Autobiography. P. 26.

www.pathagar.com

জন্য ক্রমশ নিকৃষ্ট, হীন, অকর্মণ্য, অযোগ্য হইয়া পড়ে, ইহার কারণও অতি সুন্দর উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। সভ্যতা রক্ষা ও বৃহত্তর মানবতার খাতিরে প্রগতিবাদী নারীকে বাহিরের আকর্ষণ বিসর্জন দিয়া তাহার স্বস্থান আপন গৃহে প্রত্যাবর্তনের উদাত্ত আহবান জানাইয়াছেন। অবাধ উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবনের বাসনা পরিহার করিয়া বিবাহ-বন্ধনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁহার বক্তব্যকে অধিকতর জোরদার করিয়া বলেন ঃ

I believe the world would be a happier place if women were content to look after their homes and children, even if some slight lowering of the standard of living were involved thereby.[১]

—আমি বিশ্বাস করি, দুনিয়া অধিকতর সুখময় হইয়া উঠিবে যদি নারিগণ তাহাদের গৃহপরিচালনা ও সন্তান-সন্ততি লালন-পালনে পরিতুষ্ট থাকে, যদিও ইহার ফলে জীবনের মান একটু নীচু হইয়া পড়ে।

নারী-মুক্তি আন্দোলনের প্রতি পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের প্রতিক্রিয়া কি, উহা উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ হইতেই সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়। আর ইহাও পরিষ্কাররূপে বুঝা চলে, এই আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁহারা কতখানি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন এবং নারীদের গৃহে প্রত্যাবর্তন, নারী-শালীনতার সংরক্ষণ ও পারিবারিক জীবনের পুনঃপ্রবর্তনকেই এই মারাত্মক সমস্যা হইতে নিস্তারের একমাত্র উপায় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

পারিবারিক জীবনের প্রভাব কত অধিক ও প্রবল। এই সম্পর্কে আমরা প্রফেসর জে. শীনের উদ্ধৃতি উপরে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সুস্থ পারিবারিক জীবন গঠনে ধর্ম ও নৈতিকতা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি বলেন ঃ

America is a democracy ; hence the only way—the right way—we can arrest the rot is not by Presidential decree, not by a uniform divorce-law, not by handling the Problem of juvenile of delinquency in each new age without even

১. Variety, Dec. I, 1952

www.pathagar.com

stopping it at its source—Home,—but only by a conscience enlightened by religion and morality.[১]

আমেরিকা একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সুতরাং যে পন্থায় আমরা সমাজের এই পচন ও বিকৃতি বিদূরীত করিতে পারি, উহা প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশ নহে, সর্বত্র একই প্রকার বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রবর্তনও নহে এবং সময়ের বিবর্তনে প্রত্যেক যুগে যে সকল নব নব সমস্যার উদ্ভব ঘটে, স্বতন্ত্রভাবে উহাদের সমাধানে প্রবৃত্ত হওয়াও নহে; বরং উহাদের মূল উৎস গৃহ হইতে উহা বিদূরীত না হইলে উহার অপসারণ কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। কেবল জনগণ সচেতন হইয়া উঠিলেই গৃহ হইতে এই পচন ও বিকৃতি দূরীভূত হইবে। এই চেতনা একমাত্র ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাবেই জাগ্রত হইয়া থাকে।

অনুধাবন করুন। কি নির্ভীক উক্তি! সভ্যতা ও ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত, দুনিয়ার উন্নততম দেশ বলিয়া খ্যাত আমেরিকার সমাজ পচিয়া গিয়াছে, বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আইনের বলে ইহার সংশোধন সম্ভব নহে। একমাত্র গৃহ সামলাইলেই ইহার সংশোধন হইতে পারে। আর ধর্ম ও নৈতিকতা ছাড়া গৃহ সামলানো সম্ভব নহে। ইসলামী শিক্ষার সহিত কত নিগূঢ় ঐক্য!

ড. সাইরিল গার্বেটও পাশ্চাত্যের যৌন অনাচার অবসানকল্পে ধর্মের আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভব করেন। তিনি বলেন ঃ

Only definite moral conviction based upon religious faith will give the necessary self-control.[২]

একমাত্র ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত সুনির্দিষ্ট দৃঢ় প্রত্যয়ই মানুষকে অনাচার হইতে আত্মসংযমের শক্তি প্রদান করে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীর দুর্গতি, উহা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাহাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন ও ধর্মপথ অবলম্বন এবং পাশ্চাত্যের মন-মানসে নারী-স্বাধীনতার প্রতি প্রবল প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে উপরে যাহা বলা হইল, উহাই যথেষ্ট মনে করি। আফসোস! মানুষের দুর্বুদ্ধি তাহাকে কখনই সঠিক অবস্থানে টিকিতে দিল না।

---

১. Prof. Fulton J. Sheen : Communism and Conscience of the West.
২. Dr. Cyrill Garbett : In an age of Revolution, p-76

www.pathagar.com

মধ্যপন্থা তাহার নিকট অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

خير الامور اوسطها -

মধ্যপথই উত্তম পথ।

অতএব, পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা ইনশা আল্লাহ্, এই মধ্যপথের সন্ধান দিতেই সচেষ্ট থাকিব।

প্রাচ্যে যৌন উচ্ছৃঙখলতা দমনের উদ্যোগ

পাশ্চাত্যের যৌন উচ্ছৃঙখলতার প্রভাব প্রাচ্যেও প্রতিফলিত হয়। ইহার ফলে আমাদের উপমহাদেশেও শহরে-বন্দরে পতিতাবৃত্তি শুরু হয়। এই মহাপাপ নিরসনে সমাজ-দরদীদের আগাইয়া আসা নিতান্ত দরকার। সুখের বিষয়, আমাদের দেশে পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদ এবং পতিতাদের পুনর্বাসন ও সমাজে তাহাদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রচেষ্টা অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য হইলেও আদর্শ স্থাপনের ক্ষেত্রে ইহার মূল্য কম নহে। আশা করি, সমাজ-সংস্কারকগণ এই মহান কার্যে ব্রতী হইবেন।

'বোম্বে সাবধান সংস্থা'র উদ্যোগ

পতিতাবৃত্তি নিরসন ও পতিতাদের পুনর্বাসনের জন্য 'বোম্বে সাবধান সংস্থা'র উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহার প্রচেষ্টায় ১৮/৮/৮৮ তারিখ পর্যন্ত চারিশত পতিতা পতিতালয় হইতে মুক্তিলাভ করে এবং বিরাশিজনের বিবাহ সম্পাদিত হয়। 'সাবধান' সংস্থার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং এই সংস্থার নিকট অনেক যুবক পতিতাবৃত্তি পরিত্যাগে ইচ্ছুক নারীদিগকে বিবাহের আবেদন জানাইয়াছে।

যাহারা পতিতাবৃত্তি ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহারা এখন সমাজে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত এবং সৎভাবে জীবন যাপন করিতেছে। পুনরায় পতিতাবৃত্তি অবলম্বনের বাসনা আর তাহাদের কাহারও নাই। হীরা নামে এক যুবতী পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। সে ইহা পরিত্যাগ করিয়া এখন সুখী সুন্দর বিবাহিত জীবন যাপন করিতেছে।

www.pathagar.com

সে বলে : আমি পতিতাবৃত্তির ন্যায় অশ্লীল কাজ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি বলিয়া বিশেষ আনন্দিত। আমি এমন একজন পুরুষকে বিবাহ করিয়াছি, যাহাকে আমি ভালবাসি।

'সাবধান সংস্থা'র বিনোদ গুপ্ত বলেন :

আমরা প্রথমে পতিতাদের সহিত যোগাযোগ করি, তাহাদিগকে পতিতাবৃত্তির জঘণ্যতা বুঝাইয়া থাকি এবং তাহাদিগকে ইহা পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান করি। তাহারা সম্মত হইলে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতায় তাহাদিগকে পতিতালয় হইতে উদ্ধার করিয়া আনি। তৎপর তাহাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া থাকি। বিশিষ্ট নাগরিক, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, পুলিশ অফিসার এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে আমরা তাহাদের বিবাহ-উৎসব উদ্‌যাপন করি।

বিনোদ গুপ্ত আরও বলেন :

কয়েকটা বিবাহ খুব সুখের না হইলেও বিবাহিতা মহিলাগণ আবার তাহাদের পূর্বের ঘৃণ্য পতিতাবৃত্তিতে ফিরিয়া যাইতে রাযী নহে।[১]

'সাবধান সংস্থা'র উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তাগণের প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন রহিল। দেশ ও মানবতা দরদী সুধীমণ্ডলীকে 'সাবধান'-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণে পতিতাদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনে ব্রতী হওয়া উচিত।

ঢাকা বিভাগের তিনটি পতিতালয় উচ্ছেদ[২]

ভৈরব পতিতালয় : ১৮৫০ ঈসায়ী সালের কাছাকাছি সময়ে তৎকালীন জমিদার ভৈরব চন্দ্র রায় স্বীয় জমিদারীর পাইক, পেয়াদা ও কর্মচারীদের মনোরঞ্জন ও যৌন ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভৈরব বাজারে স্বকীয় প্রচেষ্টায় পতিতালয়টি প্রতিষ্ঠা করে। দূরবর্তী বণিক ও ব্যবসায়ী, যাহারা নৌপথে ও রেলপথে ভৈরবে আসিত, তাহাদের যৌন তৃপ্তির কেন্দ্রস্থল ছিল এই পতিতালয়টি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত জমিদারই ইহার পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল এবং পরবর্তীকালে সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ইহা পরিচালিত হইত। এখানে বসবাসরত পতিতাদের সংখ্যা ছিল প্রায়

---

১. The New Straits : Times Two, 18.8.88, Kua Lalampur, p. 4

২. রায়পুরা থানার শির্‌ক ও বিদআত উচ্ছেদ কমিটি-র ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ডা. মওলানা অছিউদ্দীন আহমদ প্রদত্ত লিখিত বিবরণ।

www.pathagar.com

পাঁচশতাধিক। তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু। ১৯৮০ সালে তৎকালীন পৌরসভার চেয়ারম্যান মজনু মিয়ার সক্রিয় প্রচেষ্টায় এখানকার পতিতাগণ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

রায়পুরা পতিতালয় ঃ শতাধিক বছর আগে আনুমানিক ১৮৮০ সালের দিকে স্থানীয় জমিদার মহিম চন্দ্রের প্রচেষ্টায় গ্রামীণ ছোট্ট বাজার রায়পুরায় পতিতালয়টি স্থাপিত হয়। নিম্নবিত্ত শ্রমিক, বণিক ও জমিদারের অধীনস্থ পেশাজীবিগণ এখানে আসা যাওয়া করিত। আশেপাশের হিন্দু জনবহুল এলাকার বিধবা, দরিদ্র ও অশিক্ষিত মেয়েরা পেটের দায়ে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হইয়া এই ঘৃণ্য পথে নামিত। প্রায় দুই-তিনশত পতিতা এখানে বসবাস করিত।

১৯৮০ সালের প্রাক্কালে এখানে 'শিরক-বিদ্‌আত উচ্ছেদ কমিটি' নামে একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া উঠে। এলাকার আলিম সমাজ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে স্থানীয় প্রবীণ আলিম মাওলানা আবদুল খালেক, মাওলানা আলী আকবর ও ডা. মাওলানা অছিউদ্দীন আহ্‌মদ প্রমুখের নেতৃত্বে যাবতীয় অনৈসলামিক কার্যকলাপ উচ্ছেদের সাথে সাথে পতিতালয়টিও উচ্ছেদের জন্য তুমুল সংগ্রাম চালানো হয়। এতদুপলক্ষে আয়োজিত এক বিরাট জনসভা ও গণমিছিলের প্রতাপে রাত্রি নিশীথে পতিতাগণ স্থান ছাড়িয়া পলাইয়া যায়।

নরসিংদী পতিতালয় ঃ স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় নরসিংদী বাজারের মধ্যভাগে চার-পাঁচশত পতিতাসহযোগে বহু যুগ চালু থাকার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বোমা বর্ষণে এলাকাটি পুড়িয়া যাওয়ায় পতিতাগণ স্থান ছাড়িয়া আশে পাশে হাট-বাজারে ও রাস্তায় ছড়াইয়া পড়ে।

উল্লিখিত পতিতালয়গুলি উচ্ছেদের পর তাহাদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা উচ্ছেদকারী দল বা সরকার কেহই করিতে না পারায় পতিতাগণ ছিন্নমূল অবস্থায় বাজারে, ষ্টেশনে, ফুটপাতের অস্থায়ী ঝুপড়িতে তাহাদের ব্যবসা চালাইতে থাকে। ফলে এই দুষ্টক্ষত গ্রাম ও শহরতলীর নৈতিকতা নষ্ট করিয়া ইহার বিষবাষ্প ক্রমেই সমাজকে গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। সরকার ও সমাজের বিবেকবান লোকগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইসলামী বিধি অনুসারে এই অবস্থা নিরসনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে ইহার ভয়াবহতা দেশ ও জাতিকে পঙ্গু করিয়া দিবে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

নারী-শালীনতা

অবতারণা

মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেবল ইহাই তাহার জন্য যথেষ্ট নহে। ওহীর জ্ঞান ছাড়া সে দুনিয়ার বিপদসঙ্কুল পথে চলিতে পারে না। কারণ, তাহার অনুরাগ ও ঝোঁক প্রবণতা তাহাকে অনেক সময় বিপথে পরিচালিত করে। ইহাই অবশেষে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও চরম ন্যূনতার আকারে সমাজে দেখা দেয়। ইহারই ফলে একদল লোক নৈতিকতায় বাড়াবাড়ি করিয়া নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ককে মন্দ মনে করিয়াছে এবং সন্যাসবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। আর তাহারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় করিতেছে। অপর দল নৈতিকতার ন্যূনতার এত নিম্নে পৌঁছিয়াছে যে, মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়া তাহারা ইতর প্রাণীরও নিম্নে পতিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজে নারী-মুক্তি আন্দোলনের দুর্গতিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইসলাম অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও চরম ন্যূনতার মধ্যবর্তী উৎকৃষ্ট মধ্যপন্থা প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞতা, ধৃষ্টতা ও দুরভিসন্ধির ফলে উপরিউক্ত কোন দলই এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে পারিল না।

সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইলে যৌন প্রবণতাকে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন করিয়া রাখা আবশ্যক। অনিষ্টকর কার্যের জন্য কেবল শাস্তির বিধানই যথেষ্ট নহে; বরং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাপক গণশিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে অনাচারের বিরোধী করিয়া তুলিতে হইবে। ছায়াছবি, অশ্লীল সাহিত্য, নগ্নছবি, নৃত্যগীতি এবং নারী-পুরুষের মিশ্র সমাজে সাজ-সজ্জায় ভূষিতা নারীদের সহজ সংস্পর্শ লাভ স্বাভাবিক মানুষকেও অস্বাভাবিক যৌন উন্মাদ করিয়া তুলে। এইসবের সংশোধন ও নিরসন করিতে হইবে।

www.pathagar.com

যে সকল বিষয় সমাজে বিবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, উহাও দূরীভূত করিতে হইবে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পথ রুদ্ধ করিতে হইবে এবং ব্যভিচার যে অতি জঘন্য পাপ, সমাজে এই চেতনা জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

মানব-প্রকৃতি, বিশেষত নারী প্রকৃতিতে যে লজ্জাশীলতা আছে, ইহার সংরক্ষণ অতীব জরুরী। পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে ইসলাম- নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করাই ইহার প্রকৃষ্ট উপায়। আসলে ইসলামে আনুগত্যের ভিত্তি হইল ঈমান। সুতরাং ঈমান মজবুত করাই মুসলমানের প্রাথমিক কর্তব্য। তৎপর আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কি আদেশ ও কি নিষেধ করিয়াছেন, কি পসন্দ ও কি অপসন্দ করেন, উহা জানিয়া লওয়াই তাহার জন্য যথেষ্ট। ইসলাম এমনভাবে ভিতর হইতে মানুষকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে প্রয়াসী, যাহাতে মন্দের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণই না থাকে। ঈমানের দুর্বলতা ও শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে কেহ মন্দকার্যে প্রবৃত্ত হইলে ইসলাম আইনের বলে তাহাকে নিবৃত্ত করে এবং ইহা যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা। সুতরাং তাহার বৈশিষ্ট্য তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে। ইসলাম মানুষের মান-সম্মান ও তাহার বৈবাহিক জ্ঞাতিত্ব রক্ষা করে এবং এইজন্যই তাহার যৌন উত্তেজনাকে সীমিত রাখিবার নির্দেশ দেয়। ইসলাম যৌন বাসনাকে সংযত করে, নষ্ট করে না। আবার ইতর প্রাণীর ন্যায় মনের আনন্দে বিচরণ করিয়া যেখানে সেখানে যৌন বাসনা চরিতার্থ করিবার অনুমতিও প্রদান করে না; বরং সুনির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ দ্বারা ইসলাম যৌন বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলে সমাজে কোন প্রকার যৌন সমস্যার উদ্ভব সম্ভব নহে। কারণ, যৌন বাসনা অসংযতভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে এমন যাবতীয় বিষয়ই ইসলামে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সুস্থ ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবার ও সমাজ গঠনে নারী-শালীনতার আবশ্যকতা ও গুরুত্ব অপরিসীম। আর ইহাই নারীর মর্যাদার ভিত্তি। ইহার মাধ্যমেই পরিবারের স্থায়িত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা পায়। ইহা যথাযথভাবে রক্ষিত না হইলে একদিকে পরিবারের পবিত্রতা ও শান্তি-শৃঙখলা বিনষ্ট হয় এবং অপরদিকে পরিবার ও সমাজকে সুস্থ আদর্শে গঠন সম্ভব হইয়া উঠে না। সুতরাং নারী-শালীনতাই আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান।

www.pathagar.com

নারী শালীনতা সংরক্ষণে ইসলামী ব্যবস্থা

দৃষ্টি-সংযম, গুপ্তাঙ্গের হিফাজত ও নারী-সৌন্দর্য প্রদর্শনে বিরতি ঃ নারী-শালীনতা সংরক্ষণকল্পে দৃষ্টি সংযম, গুপ্তাঙ্গের হিফাজত এবং নারী-সৌন্দর্য প্রদর্শনে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ - ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ - وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤءِهِنَّ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِ - وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

হে রাসূল! ঈমানদারগণকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন-অঙ্গের হিফাজত করে। ইহাই তাহাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। তাহারা যাহাকিছুই করে, আল্লাহ্ তা'আলা তৎসম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছেন। আর ঈমানদার নারীদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজেদের যৌন-অঙ্গের হিফাজত করে ও যাহা স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে, উহা ব্যতীত তাহারা যেন

তাহাদের যীনাত অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তাহাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, আপন ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র, আপন ভগিনী পুত্র, তাহাদের আপন স্ত্রীলোকগণ, স্বীয় অধিকারভুক্ত অনুগত দাস-দাসী, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অপর কাহারও নিকট যেন তাহারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (আর নারীদিগকে আরও আদেশ করুন) তাহারা যেন পথ চলিবার সময় এমন পদধ্বনি না করে যাহাতে তাহাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য পদধ্বনিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।[১]

এই আয়াতে নারী ও পুরুষ উভয়কেই তাহাদের দৃষ্টি অবনমিত করিয়া রাখিতে ও তাহাদের গুপ্ত-অঙ্গের হিফাজত করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু নারীদের জন্য ইহাই যথেষ্ট নহে বলিয়া তাহাদিগকে আরও অতিরিক্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উহা এই—তাহারা যেন নিজেদের যীনাত (সৌন্দর্য) প্রদর্শন না করে, তবে যাহা স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে, উহা স্বতন্ত্র কথা। তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন চাদর দ্বারা আবৃত রাখে এবং পথ চলাকালে তাহারা যেন খুব সাবধানতা অবলম্বন করে যেন পদধ্বনিতে তাহাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য প্রকাশ না হয়। তবে পরিবার পরিচালনা ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য কতিপয় পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত এবং সাহায্য গ্রহণ নারীদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। তদুপরি স্ত্রী-পুরুষের যৌথ উদ্যোগ ব্যতীত পারিবারিক জীবন সার্থক ও সফল হইতে পারে না। এইজন্যই কতিপয় নারী-পুরুষের দেখা-সাক্ষাত ইসলাম অবৈধ করে নাই। তাহারা হইল ঃ স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজের সন্তান-সন্ততি, সহোদর ভাই, সহোদর ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি ও সহোদর বোনের সন্তান-সন্ততি। তাহাদিগকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুহরিম' বলা হয়। তাহাদের সহিত জীবনে কখনও বিবাহ বৈধ নহে।

ইহাছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সহিতও দেখা-সাক্ষাত শর্তাধীনে বৈধ করা হইয়াছে ঃ

---

১. আল-কুরআন, ২৪ ঃ ৩০-৩১

www.pathagar.com

১. বৃদ্ধ পুরুষ, যাহার মধ্যে যৌন চাহিদা একেবারে নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছে।

২. অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যাহার মধ্যে এখনও যৌনবোধ মোটেই জাগ্রত হয় নাই।

৩. একান্ত অনুগত নিজের দাস-দাসী। তবে মন্দের দিকে যাহাতে নিয়া না যায়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অবশ্যই রাখিতে হইবে।

আলোচ্য আয়াতে নারীদিগকে তাহাদের যীনাত প্রকাশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তবে যাহা স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে, ইহার কথা স্বতন্ত্র। ইহার অর্থ হইল, যে যীনাত আপনা-আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে, ইহাতে কোন দোষ নাই। এখন দেখা দরকার নারীর 'যীনাত' বলিতে কি বুঝায়।

আল্লামা ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁহার তাফসীরে বলেন ঃ যে সকল জিনিস নারীকে সৌন্দর্য দান করে, উহাকেই 'যীনাত' বলে। আল্লামা কুরতবী তাঁহার তাফসীরে বলেন ঃ যীনাত দুই প্রকার। একটি হইল সৃষ্টিগত যীনাত (সৌন্দর্য) এবং অপরটি হইল কৃত্রিম যীনাত। মুখমণ্ডল নারীর সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক যীনাত। কারণ, তাহার প্রকৃত সৌন্দর্যই তাহার মুখমণ্ডলে। আর নারীর কৃত্রিম সৌন্দর্য হইল তাহার অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ, খেজাব, মেহেন্দী, সুরমা ও অন্যান্য প্রসাধনী দ্রব্য।

'নারীর যে যীনাত (সৌন্দর্য) স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে' ইহার অর্থ নির্ধারণে আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়। অপর একদল বলেন, ইহার অর্থ সুরমা, আংটি, অলংকার, খিজাব, মেহেন্দী ও অন্যান্য প্রসাধনী দ্রব্য। আবার অপর একদল বলেন, ইহার অর্থ সেই সকল আচ্ছাদন ও বস্ত্র যেমন, চাদর, বোরকা ইত্যাদি যাহাদ্বারা মহিলাগণ তাহাদের দেহ ঢাকিয়া রাখে।

উপরিউক্ত নির্দেশাবলী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপরই দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং তিনি স্বয়ং এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম কিভাবে এই নির্দেশ সমাজে বাস্তবায়িত করিয়াছিলেন, তাহা দেখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামই উহার মর্ম সর্বাধিক বুঝিয়াছেন এবং সাহাবাগণ (রা) তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা করিয়াছেন।

www.pathagar.com

খুব সতর্কতার সহিত স্মরণ রাখা দরকার, পবিত্র কুরআনের নির্দেশই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে সমগ্র মানবজাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ নির্দেশ। ইহার পর কোন ওহী অবতীর্ণ হয় নাই এবং হইবেও না। সুতরাং আধুনিকতা ও যুগের দোহাই তুলিয়া পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলীতে কোনরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী মনগড়া অর্থ করার অধিকার কাহারও নাই; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং সাহাবা (রা) যেরূপ বুঝিয়া লইয়াছেন, ঠিক তদ্রূপই আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে।

অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং সাহাবা (রা) উহার উপর যেরূপ আমল করিয়াছেন, তদনুসারেই আমরা আলোচ্য আয়াতের মর্ম বুঝিবার চেষ্টা করিব।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ

নারী ও পুরুষকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি অবনমিত করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কাহারও মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বরং নিম্নমুখী হওয়াই ইহার অর্থ। কারণ, গায়র মুহরিম (যাহাদের মধ্যে বিবাহ হারাম নহে) নারী-পুরুষের পরস্পর দর্শনে উভয়ের জন্য অনাচারের সৃষ্টি হইতে পারে। অনাচার হওয়া স্বাভাবিক এবং দর্শন হইতে ইহার সূত্রপাত হয়। দৃষ্টি সংযত করার নির্দেশ দিয়া প্রথমেই ইহার পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। কুদৃষ্টিতে দর্শনকে চক্ষুর ব্যভিচার বলিয়া হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বাঁচিবার জন্যই চক্ষু অবনমিত করার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু চলাফেরা করার সময় কাহারও উপর দৃষ্টি না পড়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রথম দৃষ্টিকে শরীঅতে উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

يا على لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليس لك الاخرة -

হে আলী! প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার তাকাইবে না । প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা করা হইবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকাইলে ইহা ক্ষমা করা হইবে না।[১]

---

১. আবূ দাউদ

www.pathagar.com

হযরত জারীর (রা) বলেন ঃ

عن جرير قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرالفجاة فقال اصرف بصرك -

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হঠাৎ কাহারও উপর দৃষ্টি পড়িয়া গেলে কি করিব? তিনি বলেন, দৃষ্টি ফিরাইয়া লও।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ

من نظر الى محاسن امرأة اجنبية عن شهوة صب فى عينيه الانك يوم القيمة -

যে ব্যক্তি কোন আজ্নবী (যাহার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এমন অপরিচিতা) নারীর দিকে যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামত দিবস তাহার চক্ষে উত্তপ্ত গলিত লৌহ ঢালিয়া দেওয়া হইবে।[২]

আবশ্যকতার সময়ে আইনের শিথিলতাই ন্যায়-বিচার দাবি করে। তাই চিকিৎসার জন্য বা মোকদ্দমার বাদী-বিবাদী অথবা সাক্ষীরূপে দেখা আবশ্যক হইলে এই দেখাতে কোন দোষ নাই। কোন নারী আগুণে পড়িয়াছে, পানিতে ডুবিতেছে অথবা কাহারও সতীত্ব নষ্ট হইতেছে, এমতাবস্থায় কেবল দেখাই নহে ; বরং স্পর্শ করিতে হইলেও তাহাকে উদ্ধার করার নির্দেশ শরীঅতে রহিয়াছে।

অপরদিকে পাত্রকে পাত্রী দেখিয়া লওয়ার জন্য হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।[৩]

অন্ধ সাহাবী হযরত ইব্নে উম্মে মাক্তূম (রা) হযরত উম্মে সাল্মা (রা) ও হযরত মায়মূনা (রা)-এর উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসিয়া হাযির হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিলেন ঃ উহা

১. আবূ দাউদ

২. ফাত্হুল কাদীর

৩. মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ

www.pathagar.com

হইতে নিজদিগকে আবৃত কর। হযরত উম্মে সালমা বলেন ঃ তিনি কি অন্ধ নহেন? তিনি আমাদিগকে না দেখিতে পাইবেন, না চিনিতে পারিবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরাও কি অন্ধ যে তাহাকে তোমরা দেখিতে পাইতেছ না ?

অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি নিষিদ্ধ। ইহাতে অনাচার সৃষ্টি হয়। আসল অনাচার না হইলেও আত্মার ক্ষতি হইয়া থাকে। ইহার পর মনের অতি গোপন কোণে কামনা জমিয়া থাকিলে যদি বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হয়, তবে ক্ষতি নিতান্ত কম নহে। সুতরাং দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই আবশ্যক।

আলোচ্য আয়াতে পরবর্তী নির্দেশসমূহ নারীদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি দ্বারা নির্ধারিত সীমার বাহিরে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে 'সতর' সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

সতর

দেহের যে অংশ আবৃত করা ফরয (অবশ্য কর্তব্য), ইসলামের পরিভাষায় ইহাকে সতর বলে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব-নারীরা একে অপরের সম্মুখে নিঃসংকোচে উলঙ্গ হইয়া পড়িত। নারী-পুরুষ উলঙ্গ হইয়াই কা'বা শরীফের তওয়াফ করিত। স্নান ও মলত্যাগের সময় তাহারা উলঙ্গ থাকিত। নারীরা এমনভাবে পোশাক পরিধান করিত যাহাতে তাহাদের বক্ষ, বাহু ও কোমরের কিয়দংশ অনাবৃত থাকে। আজকালকার সভ্য (?) নারীদের অবস্থা মোটেই উহা হইতে ভিন্নতর নহে। ইসলাম এই নগ্নতা নিষিদ্ধ করিয়াছে এবং নারী-পুরুষের সতর নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا -

হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করা ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়াছি।[১]

১. আল-কুরআন, ৭ ঃ ২৬

www.pathagar.com

এই আয়াতের মর্ম অনুসারে নারী–পুরুষ উভয়ের দেহ আবৃত করা অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

কোন পুরুষ কোন পুরুষকে এবং কোন নারী কোন নারীকে যেন উলঙ্গ অবস্থায় না দেখে।[১]

—সাবধান, কখনও উলঙ্গ হইবে না। কেননা, তোমাদের সঙ্গে যাহারা আছে (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) তাহারা মলত্যাগ ও সহবাসের সময় ব্যতীত কখনই তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে না।[২]

—তোমাদের কেহ যখন স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন করে, সে যেন তখনও তাহার সতর আবৃত রাখে এবং গাধার ন্যায় একেবারে উলঙ্গ হইয়া না পড়ে।[৩]

যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সতরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সে অভিশপ্ত।[৪]

এই নির্দেশাবলীর সঙ্গে সঙ্গে নারী–পুরুষের সতরও পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

পুরুষের সতর ঃ নাভী হইতে হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ পুরুষের সতর। কেবল স্ত্রী ব্যতীত অপর কেহই এই অংশ দেখিতে পারিবে না।

পুরুষের জন্য নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখিবার অংশ।[৫]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাঁটুর উপরে ও নাভীর নীচে যাহা আছে, উহা ঢাকিবার অংশ।[৬]

নারীর সতর ঃ মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জী পর্যন্ত ব্যতীত সমস্ত শরীরই নারীর সতর। স্বামী ব্যতীত পিতা, ভ্রাতা ইত্যাদি সকল পুরুষের নিকটই এই সতর খোলা রাখা নিষিদ্ধ।

বালিকা সাবালিকা হইলে তাহার দেহের কেবল মুখমণ্ডল ও কব্জী পর্যন্ত হস্তদ্বয় ব্যতীত কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হওয়া সঙ্গত নহে।[৭]

---

১. মুসলিম
২. তিরমিযী
৩. ইবনে মাজা
৪. জাসসাস ঃ আহকামুল–কুরআন
৫. মাবসূত
৬. দার কুতনী
৭. আবূ দাউদ

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) একদা এমন মিহি বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন, যে কাপড়ের ভিতর দিয়া তাঁহার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাইতেছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলেন ঃ

হে আসমা! সাবালিকা হওয়ার পর ইহা এবং ইহা ব্যতীত দেহের কোন অংশ অপরকে দেখানো কোন নারীর জন্য বৈধ নহে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জীর দিকে ইশারা করেন।[১]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

বেশভূষাসহ আমি একবার আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবন তুফায়লের সম্মুখে আসিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইহা না-পসন্দ করেন। তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে তো আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি তখন বলেন, কোন বালিকা সাবালিকা হইলে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ব্যতীত দেহের কোন অংশ প্রকাশ করা তাহার জন্য বৈধ নহে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার কব্জীর উপর এমনভাবে হাত রাখিলেন যাহাতে কব্জীর মধ্যস্থল ও তাঁহার হাত রাখিবার স্থান হইতে মাত্র একমুষ্টি স্থান অবশিষ্ট রহিল।[২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لعن الله الكاسيات العاريات -

আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ সেই সকল নারীর উপর, যাহারা কাপড় পরিধান করিয়াও উলঙ্গ থাকে।

যাহারা এমন মিহি বস্ত্র পরিধান করে যে, ইহার ভিতর দিয়া দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়, তাহাদিগকে উদ্দেশ্যে করিয়াই এই কথা বলা হইয়াছে।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ নারীদিগকে এমন আঁট-সাট কাপড় পরিধান করিতে দিও না যাহাতে শরীরের গঠন পরিস্ফূট হইয়া পড়ে।

কোনরূপ যৌন আকর্ষণ এখন আর নাই, এমন বৃদ্ধা নারীর জন্য সতরের আদেশে কিছুটা শিথিল করা হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

---

১. ফাতহুল কাদীর
২. ইবনে জারীর

www.pathagar.com

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ م بِزِيْنَةٍ - وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ -

যে সকল বৃদ্ধা নারী পুনরায় কোন বিবাহের আশা পোষণ করে না, তাহারা দোপাট্টা খুলিয়া রাখিলে ইহাতে কোন দোষ নাই। তবে সৌন্দর্য প্রদর্শন যেন তাহাদের উদ্দেশ্য না হয় এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করাই তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক।[১]

এইরূপ বৃদ্ধা নারী, যাহার মধ্যে কণামাত্রও যৌন আকর্ষণ থাকে না, সে দোপাট্টা বা চাদর ব্যতীত গৃহে অবস্থান করিতে পারে।

কোন নারীর নাভী হইতে হাঁটুর মধ্যবর্তী অঙ্গসমূহ অপর নারীর পক্ষে দেখা ঠিক তদ্রূপই হারাম—যেমন কোন পুরুষের এই অঙ্গগুলি অন্য পুরুষের জন্য দেখা হারাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ

মুসলমান মহিলাগণ কাফির ও ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দা অমুসলমান নারীদের সম্মুখে তাহাদের দেহের এতটুকুই প্রকাশ করিতে পারে, যতটুকু অপরিচিত পুরুষের সামনে করিতে পারে।[২]

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয়, কেবল সেই সকল পুরুষের সম্মুখে নারীর মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কব্জী পর্যন্ত প্রকাশের অনুমতি আছে, যাহাদের সহিত তাহার বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ এবং যাহাদের মধ্যে যৌন বাসনা একেবারে নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছে ও কোন অনাচার ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তাহাকে 'আপন স্ত্রীলোকগণ'-এর সম্মুখে মুখমণ্ডল ও কব্জী পর্যন্ত হস্তদ্বয় প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল, কুলটা ও লজ্জাহীনা রমণী, কাফির, যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমান বাসিন্দা) নারীদের সম্মুখে উহা প্রকাশ করা যাইবে না।

তৎপর নারীকে এমনভাবে চলিতে নিষেধ করা হইয়াছে—যাহাতে তাহার গোপন সৌন্দর্য ও বেশভূষা পদধ্বনিতে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে যৌন-লোলুপ দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়।

---

১. আল-কুরআন, ২৪ ঃ ৬০
২. তাফসীরে কবীর

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পত্নিগণকে সম্বোধন করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يٰنِسَاۤءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا - وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى -

হে নবী পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলিও না যাহাতে অন্তরে যাহার ব্যধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সদালাপ করিবে। আর তোমরা গৃহে অবস্থান করিবে এবং জাহিলিয়্যাতের যুগের ন্যায় রূপ-যৌবনের প্রদর্শনী করিয়া বেড়াইও না।[১]

এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পাক-পবিত্র সহধর্মিণিগণ (রা)-কে পরপুরুষের সহিত কোমল কণ্ঠে মিষ্টি মধুর কথা বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেননা, ইহাতে যে পুরুষের অন্তরে অপবিত্রতা ও ব্যধি আছে, সে তাঁহাদের প্রতি প্রলুব্ধ হইতে পারে। আর তাঁহাদিগকে গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বর্বর যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

লক্ষ্য করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণিগণ (রা) আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কত উচ্চ মরতবা হাসিল করিয়াছিলেন, ইহা ধারণা করাও মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য। তদুপরি তাঁহারা হইলেন সমস্ত উম্মতের জননী—উম্মাহাতুল মু'মিনীন। এমতাবস্থায় তাঁহাদের পদস্খলন ও তাঁহাদের প্রতি কাহারও প্রলুব্ধ হওয়া কল্পনাতীত। তথাপি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়াই নির্দেশগুলি জারী করা হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয়, জগতের নারীদের পক্ষে এইগুলি পালন করিয়া চলা কত জরুরী। আর নির্দেশসমূহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সহধর্মিণিগণ (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও দুনিয়ার সকল নারীর প্রতিই প্রযোজ্য হইবে।

---

১. আল-কুরআন, ৩৩ ঃ ৩২-৩৩

www.pathagar.com

আয়াতে নারীদিগকে গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের সময়ও তাহারা বাহিরে যাইবে না, নির্দেশের মর্ম ইহা নহে। বাহিরে যাওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়িলে তাহারা বাহিরে যাইবে বটে; কিন্তু যত্র-তত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবে না এবং পুরুষের সমাবেশে মিলিয়া-মিশিয়া যাইবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

قد اذن الله لكن ان تخرجن لحوائجكن -

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে তোমাদের প্রয়োজনে বাহিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়াছেন।[১]

তবে তিনি ইহাও বলেন ঃ

وبيوتهن خير لهن -

তাহাদের জন্য তাহাদের গৃহে অবস্থানই মঙ্গলজনক।

নামাযের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ইবাদতের জন্যও নারীদিগকে জামাআতে শামিল হওয়ার নিমিত্ত উৎসাহিত করা হয় নাই।

হযরত উম্মে হুমায়দ সাঈদিয়া (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার সহিত নামায পড়িতে আমার মন চায়। তিনি বলেন ঃ আমি জানি। কিন্তু তোমার নিজের কামরায় নামায পড়া অপেক্ষা এক নিভৃতস্থানে নামায পড়া তোমার জন্য উৎকৃষ্ট। তোমার গৃহে নামায পড়া অপেক্ষা তোমার কামরায় নামায পড়া উৎকৃষ্ট। তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা তোমার বাড়ীতে নামায পড়া উৎকৃষ্ট এবং জামে' মসজিদে নামায হইতে তোমরা মহল্লার মসজিদে নামায পড়া উৎকৃষ্ট।[২]

নারীর স্বীয় কামরায় নামায অপেক্ষা নিভৃত কক্ষে নামায উৎকৃষ্ট এবং কুঠরী অপেক্ষা চোরা কামরায় নামায উৎকৃষ্ট।[৩]

---

১. বুখারী, মুসলিম

২. সুনানে আহমদ, তিরমিযী

৩. আবূ দাউদ

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ

خير مساجد النساء قعر بيوتهن -

গৃহের কোণই হইল নারীদের জন্য উত্তম মসজিদ।[১]

ইহার অর্থ হইল গৃহের কোণে নামায পড়িলেই নারীদের জন্য মসজিদে জামাআতে নামায পড়ার সওয়াব মিলিবে।

আলোচ্য আয়াত হইত বুঝা যায়, নারী গৃহেই অবস্থান করিবে এবং ইহাই তাহার কর্মক্ষেত্র। কিন্তু অনিবার্য কারণে সে গৃহের বাহির হইতে পারিবে। তবে বিনা প্রয়োজনে রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য বাহির হইতে পারিবে না। দরকারবশত বাহির হইতে হইলে নারীর অবশ্য পালনীয় বিষয় এই ঃ

১. দূরের রাস্তা হইলে কোন মুহরিম পুরুষকে সঙ্গে নিতে হইবে (যাহার সহিত জীবনে কখনও বিবাহ বৈধ নহে, তাহাকে মুহরিম বলে আর যাহার সহিত বিবাহ বৈধ, তাহাকে গায়র মুহরিম বলে)।

২. সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করা এবং অলংকারাদির ঝন-ঝনানি শোনানো যাইবে না।

৩. এমন মিহি পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা যাইবে না যাহার মধ্য দিয়া দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায় এবং গোটা দেহ চাদর দিয়া ঢাকিয়া লইতে হইবে।

৪. পরিধেয় বস্ত্র এমন আঁট-সাট হইবে না যাহাতে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিলক্ষিত হয়।

৫. কাহারও সহিত কথা বলিতে হইলে কোমল কণ্ঠে লালিত্য ও নমনীয়তার সহিত কথা বলিবে না।

৬. অমুসলমান ও পুরুষদের পোশাক পরিধান করিতে পারিবে না।

৭. আল্লাহ্-ভীতি ও লজ্জা-শরম সর্বদা অন্তরে থাকিতে হইবে।

৮. প্রয়োজন শেষ হইলে অনতিবিলম্বে নিজগৃহে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

---

১. মুসনাদে আহ্মদ

www.pathagar.com

নারীর মুখমণ্ডল

নারীর গোটা দেহই পরম সুন্দর ও লাবণ্যময়। তবে মুখমণ্ডলই তাহার সৌন্দর্যের প্রতীক। মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাহাকে সুন্দরী বা অসুন্দরী বলা হইয়া থাকে। বিবাহের পাত্রী দেখিতে হইলেও লোকে মুখমণ্ডলই দেখে, অপর কোন অঙ্গ দেখে না। নারীর মুখমণ্ডলই পুরুষের সুপ্ত অনুভূতি ও অদম্য চেতনাতে শিহরণ জাগায়। নারীর মুখমণ্ডলের এত গুরুত্ব রহিয়াছে বলিয়াই ইহার হিফাজতের জন্য নির্দেশ দিয়া আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ

হে নবী! আপনার সহধর্মিণী ও কন্যা এবং ঈমানদার নারীদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের দেহ ও মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে। ইহাতেই তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং তাহারা উত্যক্ত হইবে না।[১]

এই আয়াতে নারীদিগকে দেহ ও মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা আবৃত করিতে আদেশ করা হইয়াছে। কারণ, এইভাবে তাহারা গৃহের বাহির হইলে তাহাদিগকে লোকে সম্ভ্রান্ত, লজ্জাশীলা ও সতী-সাধ্বী বলিয়া মনে করিবে এবং এইজন্য উচ্ছৃঙ্খল পুরুষগণ তাহাদের শ্লীলতাহানির অপচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে না। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যকারগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই মর্মই ব্যক্ত করিয়াছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান মহিলাগণকে নির্দেশ দিয়াছেন, প্রয়োজনবশত গৃহের বাহির হইতে হইলে তাহারা যেন মাথার উপর হইতে চাদরের আঁচল ঝুলাইয়া মুখমণ্ডল ঢাকিয়া দেয়।[২]

ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস বলেন ঃ

মুখমণ্ডল আবৃত রাখার নির্দেশ সংবলিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যুবতী নারীকে পরপুরুষ হইতে তাহার মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিবার আদেশ করা

---

১. আল-কুরআন, ৩৩ ঃ ৫৯

২. তাফসীরে ইবনে জারীর

www.pathagar.com

হইয়াছে এবং গৃহ হইতে বাহিরে যাওয়ার সময় নেকাব (আবরণ) পরিধান ও সম্ভ্রমশীলতা প্রদর্শন করা তাহার উচিত—যাহাতে অসৎ বাসনা পোষণকারী তাহার প্রতি প্রলুব্ধ হইতে না পারে।[১]

ইমাম মুহাম্মদ ইবন শিরীন হযরত উবায়দা ইবন সুফিয়ান আল-হারিস আল-হাযরামীকে মুখমণ্ডল আবৃত করার নির্দেশ কিরূপে বাস্তবায়িত করা যায় তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি চাদর দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল ঢাকিয়া দেখাইয়া দিলেন। তিনি কপাল, নাক ও একটি চোখ ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং কেবল একটি চোখ খোলা রাখিলেন।[২]

আল্লামা ইবনে জারীর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখায় বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিতেছেন, হে নবী! আপনার সহধর্মিণিগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার নারীদিগকে বলিয়া দিন, যখন তাহারা কোন প্রয়োজনে নিজেদের গৃহ হইতে বাহিরে যায়, তখন যেন তাহারা ক্রীতদাসীদের পোশাক পরিধান না করে—যাহাতে মাথা ও মুখমণ্ডল অনাবৃত থাকে। বরং তাহারা যেন নিজেদের উপরে চাদরের ঘোমটা টানিয়া দেয় যাহাতে পাপী লোকেরা তাহাদের শ্লীলতার অন্তরায় না হয় এবং জানিতে পারে যে, তাহারা সম্ভ্রান্ত মহিলা।[৩]

ইমাম রাযী বলেন ঃ

মহিলাগণ চাদর দ্বারা দেহ ও মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিলে প্রথমত বুঝা যাইবে, তাহারা সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং এইজন্য দুষ্ট লোক তাহাদের পিছনে ছুটিবে না। দ্বিতীয়ত বুঝা যাইবে, তাহারা চরিত্রহীনা নহে। কাজেই যে নারী মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখে, সে 'আওরত' (গুপ্তস্থান) অনাবৃত করিবে, এ দুরাশা কেহই পোষণ করিতে পারে না। সুতরাং এই পোশাকই প্রমাণ করিবে, সে একজন পর্দানশীন মহিলা এবং তাহার দ্বারা কোন অসৎ কাজের আশংকা করা একেবারে বৃথা।[৪]

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হইল, নারীদের মুখমণ্ডল গায়র মুহরিম পুরুষদের সম্মুখে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। কিন্তু 'যাহা স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে'–

---

১. আহকামুল-কুরআন
২. তাফসীরে ইবনে জারীর
৩. পূর্বোক্ত
৪. তাফসীরে কবীর

www.pathagar.com

বাক্যাংশের মর্মে কোন কোন উলামায়ে কিরাম তাহাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ বলিয়া মনে করেন। অথচ তাঁহারাই আবার কংকণ পরিহিত হস্ত এবং অলংকার, সুরমা ও প্রসাধনী পরিহিত মুখমণ্ডল খোলা রাখা হারাম বলিয়া ঘোষণা করেন। বস্তুত মুখমণ্ডলই নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক। অলংকার, আংটি এবং প্রসাধনী এই সৌন্দর্যকে সামান্য বৃদ্ধি করে মাত্র।

এখন কথা হইল, নারী-পুরুষকে যৌন বিপর্যয় হইতে রক্ষাকল্পে সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, উহা সফল করিয়া তোলার জন্য নারীদের মুখমণ্ডল আবৃত রাখাই কি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য বলিয়া মনে হয় না ?

নারীদের অলংকার ও প্রসাধনী পরিহিত মুখমণ্ডল খোলা রাখা নিষিদ্ধ হইলে তাহাদের বাস্তব সৌন্দর্য মুখমণ্ডল আবৃত রাখা উচিত নহে কি ?

নারীদের চুল খোলা রাখা নিষিদ্ধ এবং তাহাদের চুলের প্রতি গায়র মুহরিম পুরুষদের দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ বলিয়া সমস্ত সাহাবা (রা), তাবিঈ (র) ও ইমামগণ (র) ঐকমত্য পোষণ করেন। এমতাবস্থায় চুল অপেক্ষা তাহাদের মুখমণ্ডলকেই অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ বলিয়া আশংকা করা যুক্তিসঙ্গত নহে কি ? মুখমণ্ডল খোলা রাখিলে অধিকতর বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে করাই স্বাভাবিক নহে কি ?

নৈতিক চরম অধঃপতনের বর্তমান যুগেও যাহারা মুখমণ্ডলসহ সর্বদেহ আবৃত করিয়া রাখে, কোন অনাচার সেই সকল নারীকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাই আমরা মনে করি, নারীদের মুখমণ্ডল আবৃত রাখাই আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের অপরিহার্য অঙ্গ।

মোটের উপর কথা হইল, ইসলাম যৌন অনাচারের পথ রুদ্ধ করিতে চাহে; কিন্তু এমন কোন বাধা-নিষেধ কাহারও উপর আরোপ করে না যাহাতে আপন বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে সে অক্ষম হইয়া পড়ে। এইজন্যই সতর খোলা রাখা ও সৌন্দর্য প্রকাশের ব্যাপারে যেরূপ কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় সম্পর্কে তদ্রূপ আদেশ প্রদান করা হয় নাই। কারণ, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় সর্বদা ঢাকিয়া রাখিলে নারীদের প্রয়োজন পূরণে অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু সতর ও সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত রাখিলে কোনই অসুবিধা হয় না।

www.pathagar.com

অতএব, নারীদের জন্য ইসলামী ব্যবস্থা হইল, গৃহের বাহির হইবার সময় তাহারা মুখমণ্ডলের উপর অবগুণ্ঠন ও আবরণ দিয়া রাখিবে। কিন্তু বাস্তবিকই মুখ খোলার প্রয়োজন হইলে ইহা অবৈধ নহে। তবে ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে হইবে প্রয়োজন পূরণ, সৌন্দর্য প্রদর্শন নহে। অপরদিকে পুরুষের পক্ষ হইতে যে অনাচারের আশংকা ছিল, তাহাকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের আদেশ দিয়া এই পথও রুদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ, কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা প্রয়োজনবশত তাহার মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করিলে পুরুষ তাহার দৃষ্টি অবনমিত করিবে।

সৌন্দর্য প্রকাশের কারণে প্রত্যেক নারীই অসৎ পথে পা বাড়াইবে এবং প্রত্যেক পুরুষই পাপাচারী হইয়া উঠিবে, এমন কথা আমরা অবশ্যই বলি না। তবে সুন্দর বেশভূষা পরিহিতা নারীদের প্রকাশ্যে চলাফেরা এবং নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে জনসমাবেশে অংশগ্রহণের ফলেই সমাজের যে যৌন অনাচারের সৃষ্টি হয় এবং অগণিত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, মানসিক ও দৈহিক অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

নারী-পুরুষের পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশায় বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া মুসলমানের পারিবারিক জীবনকে নিরানন্দময় করিয়া তোলা ইসলামের কাম্য নহে। আর ইসলাম ইহাও চাহে না যে, অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি, অবাধ মেলামেশা ও অনাচারের ফলে তাহাদের নৈতিক জীবন বরবাদ হইয়া পড়ুক; বরং উভয় কূল রক্ষার জন্যই নারী-পুরুষের সম্পর্কের সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া জরুরী নির্দেশাবলী প্রদান করিয়াছে। মুসলমান জাতি যত দৃঢ়ভাবে এইগুলি মানিয়া চলিবে, ততই মঙ্গল।

এই সম্পর্কে আরও কতিপয় নির্দেশ দিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসিগণ এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে—ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে—যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিথিল কর এবং ঈশার নামাযের পর। এই তিনটি তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে তোমাদের জন্য ও তাহাদের জন্য কোন দোষ নাই। তোমাদের তো পরস্পরের নিকট যাতায়াত করিতেই হয়। এইভাবে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নিকট তাঁহার নির্দেশ বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারাও যেন তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। বৃদ্ধা নারী, যাহারা বিবাহের আশা রাখে না, তাহাদের জন্য অপরাধ নাই যদি তাহারা নিজেদের চাদর খুলিয়া রাখে, তবে শর্ত এই, তাহারা যেন রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শন না করে। ইহাসত্ত্বেও তাহারা যদি নিজেদের লজ্জাশীলতা রক্ষা করে, তবে ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন ও শুনেন।[১]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না লইয়া ও তাহাদিগকে সালাম না দিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যাহাতে তোমরা সতর্ক হও। যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয়, ততক্ষণ ইহাতে প্রবেশ করিও না। যদি তোমাদিগকে বলা হয়, ফিরিয়া যাও, তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যাহা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। যেই গৃহে কেহ বাস করে না, তাহাতে তোমাদের জন্য উপকার থাকিলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন দোষ নাই এবং আল্লাহ্ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।[২]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশগুলি এই ঃ

১. নিজেদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসিগণ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণকেও শয্যা ও বিশ্রাম গ্রহণের সময় মালিকের অনুমতিক্রমে তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে। বয়স্ক সন্তান-সন্ততিও অনুমতি ব্যতিরেকে এই সময়ে মাতাপিতার কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এমনকি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানগণকেও অনুমতি লইয়াই সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে হইবে।

---

১. আল-কুরআন, ২৪ ঃ ৫৮-৬০
২. ঐ, ২৪ ঃ ২৭-২৯

www.pathagar.com

২. সৌন্দর্য প্রকাশের ইচ্ছা না থাকিলে যৌন স্পৃহাবিহীন বৃদ্ধা নারী অবগুণ্ঠন ছাড়াও থাকিতে পারিবে। কিন্তু অবগুণ্ঠন পরিধান করাই তাহার জন্য উত্তম।

৩. গৃহের নারীদের নিকট হইতে কিছু চাহিতে হইলে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিতে হইবে।

৪. বিনা অনুমতিতে কাহারও গৃহে প্রবেশ করা যাইবে না। গৃহস্বামী অনুপস্থিত থাকিলে অথবা অনুমতি না দিয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলে অবশ্যই ফিরিয়া যাইতে হইবে। উঁকি মারিয়া গৃহের ভিতরে দৃষ্টিপাত করাও নিষিদ্ধ।[১]

৫. কোন বসবাসের স্থান নহে এমন গৃহে পুরুষগণ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে পারে—যদি সেখানে তাহাদের কোন সামগ্রী থাকে।

নারীর মর্যাদা সংরক্ষণ ও তাহার নিজ স্বার্থেই উল্লিখিত সকল বিধি-বিধান রচিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিধি-নিষেধ প্রতিপালনের উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছে, ইহা তাহার মানবাধিকার, স্বাধীনতা এবং তাহার দেহের উপর স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মোটেই বেমানান নহে। কারণ, তাহার শালীনতা ও শোভন আচরণেই তাহার অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র রক্ষাকবচ। নারী সম্মোহনী শক্তিসম্পন্না মিষ্ট-মধুর এবং সে অতি সহজেই বিপথে আকর্ষণ করিতে পারে। তাহার চাহনী, কণ্ঠস্বর, বক্ষস্থল, কপোল, গণ্ডস্থল, কেশরাশি, চলনভঙ্গি প্রতিটি বস্তুরই প্রলুব্ধ ও বিপথগামী করিবার সম্মোহনী শক্তি রহিয়াছে। কোন মিষ্ট-মধুর লোভনীয় বস্তু অনাবৃত রাখার অর্থই হইল নাপাক মৌমাছির ঝাঁককে ইহার প্রতি আহ্বান করা। এমতাবস্থায় মৌমাছির দলও অতি সহজেই ইহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। আজকাল নারী ধর্ষণের সংখ্যা যে দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, ইহা কি নারী সৌন্দর্য অবাধ প্রদর্শনের কুফল নহে ?

---

১. পারিবারিক জীবনে নারীদের প্রতি পরপুরুষের দৃষ্টি হইতে নিরাপত্তা বিধানই ইহার উদ্দেশ্যে। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জানালা দিয়া উঁকি মারিল। ইহা দেখিয়া তিনি বলেন : আমি যদি জানিতাম, তুমি উঁকি মারিবে, তবে তোমার চোখে কিছু প্রবিষ্ট করিতাম। অনুমতি গ্রহণের আদেশ তো দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই দেওয়া হইয়াছিল। —বুখারী

www.pathagar.com

অতএব দুনিয়া-আখিরাতের শান্তি ও সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ যাহাদের জীবনের পরম কাম্য, পারিবারিক ও সামাজিক বিপুল বাধা-প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাহাদের কর্তব্য হইল আল্লাহ্ তা'আলার বিধান একান্তভাবে মানিয়া চলা। ইহাতেই তাহাদের কল্যাণ ও সাফল্য নির্ভর করে।

নির্জন সাক্ষাত

যৌন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে ইসলাম নারীর সহিত অপর পুরুষের নির্জন সাক্ষাৎকার একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ সে যত নিকট আত্মীয়ই হউক না-কেন, কোন নারীর সহিত নির্জনে সাক্ষাত করিতে পারিবে না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

স্বামীর অনুপস্থিতিতে তোমরা কোন মহিলার নিকট যাইও না। কারণ, তোমাদের যে কোন একজনের মধ্যে শয়তান রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হইবে।[১]

স্বামীর অনুপস্থিতিতে আজ হইতে কেহ যেন কোন নারীর নিকটে গমন না করে, যদি তাহার সহিত একজন বা দুইজন লোক না থাকে।[২]

হযরত উক্‌বা ইবন আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাবধান, নির্জনে মহিলাগণের নিকট যাইও না। একজন আন্‌সার জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দেবর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ সে'ত মৃত্যুতুল্য।[৩]

স্পর্শ

স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের পক্ষে নারীদিগকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের নিকট হইতে কেবল মৌখিক বায়আত গ্রহণ করিতেন; তাহাদের হস্ত স্পর্শ করিতেন না। তাঁহার সহধর্মিণিগণ (রা) ব্যতীত কোন মহিলাকে তিনি স্পর্শ করেন নাই।[৪]

---

১. তিরমিযী
২. মুসলিম
৩. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী
৪. বুখারী

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যাহার সহিত তাহার কোন বৈধ সম্পর্ক নাই, এমন কোন নারীর হস্ত যদি কেহ স্পর্শ করে তবে কিয়ামত দিবসে তাহার হাতের উপর জ্বলন্ত অগ্নি রাখা হইবে।[১]

হায়া

হায়া (লজ্জাশীলতা) একটি উত্তম স্বভাব। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ইহা একটি চারিত্রিক ভূষণ। মানুষের চাল-চলন ও কাজকর্ম, জীবনের সর্বস্তরে ইহার গুরুত্ব অত্যাধিক। নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবনধারার গতি অব্যাহত ও পবিত্র রাখার জন্য ইহার আবশ্যকতা অপরিসীম। হায়া থাকিলে নৈতিক চরিত্রে বিপর্যয় আসিতে পারে না এবং পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ও অনর্থের সৃষ্টি হয় না। হায়া মানুষকে অন্যায়, গর্হিত ও সমাজবিরোধী কাজ হইতে বিরত রাখে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

الحياء لا يأتى الا بخير -

হায়া কেবল কল্যাণই আনয়ন করে অর্থাৎ ইহাতে অকল্যাণের কোন আশংকাই নাই।[২]

فان الحياء من الايمان -

নিশ্চয়ই হায়া ঈমানের বিষয়।[৩]

اذا لم تستحى فاصنع ما شئت -

তোমার লজ্জা না থাকিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।

—লজ্জা অবশ্যই ঈমানের বিষয় এবং ঈমানই বেহেশতে নিয়া যাইবে। অপরদিকে লজ্জাহীনতা হইল অন্যায়, অবিচার। আর অন্যায়-অবিচারের দরুনই মানুষ দোযখে নিপতিত হইবে।[৪]

---

১. ফাতহুল-বারী
২. বুখারী, মুসলিম
৩. পূর্বোক্ত
৪. তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ

www.pathagar.com

নারী–পুরুষ উভয়ের জন্য হায়া অত্যাবশ্যক হইলেও নারীর পক্ষে ইহার আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশি। পাশ্চাত্যের অনুকরণ–অনুসরণে আজকাল আমাদের দেশের মেয়েরা যেরূপ উলঙ্গপনা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, ইহাতে নারী–সমাজের হায়া দৈনন্দিন লোপ পাইতেছে এবং ইহার ফলে নারী–নির্যাতন ও অশ্লীলতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। তাই নারীদের উচিত নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে গৃহের বাহির না হওয়া এবং যাইতে হইলেও মুহরিম কোন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া। বাহিরে যাওয়ার সময়ও সম্পূর্ণ দেহ এমনভাবে আবৃত করা আবশ্যক যাহাতে শরীরে কোন আকার–আকৃতি চোখে ধরা না পড়ে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, অনেক কাপড় পরিধানকারিণী কিয়ামত দিবস উলঙ্গ সাব্যস্ত হইবে। পাতলা ও মিহি কাপড় পরিধানকারিণীদের সম্পর্কেই ইহা বলা হইয়াছে।

গায়র মুহরিম পুরুষদের সম্মুখে নারীদের সম্পূর্ণ দেহ অবশ্যই ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

সতর যে ব্যক্তি দেখিবে ও যে দেখাইবে, উভয়ের উপরই আল্লাহ্র লা'নত পড়িবে।

আরও কতিপয় জরুরী নির্দেশ

দৈহিক মিলন ব্যতীত প্রকৃত ব্যভিচার হইতে পারে না। কিন্তু নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইহাছাড়াও ব্যাভিচার হইয়া থাকে। দুনিয়ার আইন–আদালত ইহা ধরিতে পারে না। নিজের স্ত্রী ব্যতীত অপর নারীর সৌন্দর্য দর্শনে দৃপ্তিলাভ, তাহার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও কমনীয় বাকভঙ্গিতে আনন্দ উপভোগ, হস্তে তাহাকে স্পর্শ করা, পদ–সঞ্চালনে তাহার দিকে গমন, তাহার সহিত সম্ভোগের কথোপকথন এবং মনের গোপন কোণে কু–বাসনার উদ্রেক, এই সমস্তই নৈতিকতার দিক দিয়া ব্যভিচার। এই প্রকার কার্য হইতে সযত্নে বাঁচিয়া থাকার জন্য শরীঅতে কড়া নির্দেশ রহিয়াছে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزِناهما

البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي و زنا اللسان النطق و النفس تتمنى و تشتهى و الفرج يصدق ذالك و يكذبه .

চক্ষুদ্বয় ব্যভিচার করে, দৃষ্টি ইহাদের ব্যভিচার। হস্তদ্বয় ব্যভিচার করে, স্পর্শ ইহাদের ব্যভিচার। পদযুগল ব্যভিচার করে, এই পথে চলা ইহাদের ব্যভিচার। কথোপকথন রসনার ব্যভিচার, কামনা-বাসনা মনের ব্যভিচার। অতঃপর যৌন-অঙ্গ ইহাদের সত্যতা বা অসত্যতা প্রমাণ করে।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত না হইলে ইহার পরিণতি অত্যন্ত খারাপ হইতে পারে। দৃষ্টিপাতে ভিন্ন নারীর প্রতি আসক্তি জন্মে এবং নানাবিধ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। মানুষের দৃষ্টিতে অনেক কামনা-বাসনা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় হইতেই বিপর্যয়ের সূচনা হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ .

দৃষ্টির লুকোচুরি এবং ইহার কারণে অন্তরের অন্তরালে যে সকল বাসনা-কামনা গোপনে জাগিয়া উঠে, উহা আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভালভাবেই জানেন।[১]

এ বিষয়ে ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ

তৎপর তোমাদের কর্তব্য দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা, গায়র মুহরিমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ও আমাদিগকে ইহার তওফীক দান করুন। কেননা, ইহাই হইল সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ।[২]

মহিলাদের রসালাপে অনেক আপদের সৃষ্টি হয়। এইজন্যই দাম্পত্য জীবনের গোপন কথা অপরের নিকট বর্ণনা করিতে হাদীসে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, ইহাতেও অশ্লীলতার প্রচার হয় এবং মনে প্রেমাসক্তির সঞ্চার হইয়া উঠে।

---

১. আল-কুরআন, ৪০ ঃ ১৯

২. ইমাম গাযালী ঃ মিনহাজুল আবেদীন, পৃ. ২৮

www.pathagar.com

ব্যভিচার প্রতিরোধ

নৈতিক চরিত্রের বিশুদ্ধতা মানবের একটি মহান গুণ। সতী-সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর পরম আরাধ্য ধন। অতএব, চরিত্রের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ অতীব জরুরী কর্তব্য। কারণ, অসৎ চরিত্র ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দুনিয়াতে কিরূপ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সকল ধরনের অসদাচরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ .

হে রাসূল! আপনি ঘোষণা করুন, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করিয়াছেন ; আর পাপাচার এবং অসঙ্গত বিরোধিতাকেও।[১]

মানুষের মনে যেন মন্দকার্যের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং সে মন্দের দিকে পা-ই না বাড়ায়, এই নৈতিক শিক্ষার উপর ইসলাম অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, কেবল নৈতিক শিক্ষা ও উপদেশ বিতরণেই মানুষ অনেক সময় মন্দকার্য হইতে বিরত থাকে না। আইনের বলে তাহাকে মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিতে হয়। তদুপরি নীতি-লঙ্ঘনের শাস্তি বিধান না থাকিলে সমগ্র ব্যবস্থাই অসম্পূর্ণ থাকে। তাই ইসলাম ইহার সুষ্ঠু বিধান প্রদান করিয়াছে। ইহাতে কোন রকম অসম্পূর্ণতাই রহে নাই। নারী-পুরুষের চারিত্রিক শালীনতা রক্ষার ব্যাপারে এতক্ষণ আমরা ইসলামের নৈতিক শিক্ষার দিক আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এখন ইহার আইনগত দিক আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব, ইনশাআল্লাহ্।

ব্যভিচারের শাস্তি

অবিবাহিতের শাস্তি ঃ সমাজবিরোধী মারাত্মক অপরাধ না করা পর্যন্ত ইসলাম কাহাকেও আইনে আবদ্ধ করিতে চাহে না। এইজন্যই ইসলামী আইনে অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলী নিতান্ত কঠিন। অকাট্যভাবে অপরাধ প্রমাণিত না হইলে ইসলাম

---

১. আল-কুরআন, ৭ ঃ ৩৩

www.pathagar.com

কাহাকেও শাস্তি দিতে রাযী নহে। বরং ইসলামের নীতি হইল, শাস্তি প্রদানে ভুল করা অপেক্ষা মুক্তি প্রদানে ভুল করা শ্রেয়। ইসলামের এই নীতিই গোটা দুনিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام يخطى فى العفو خير من ان يخطى فى العقوبة .

শাস্তি হইতে মুসলমানগণকে যথাসম্ভব রক্ষা কর। মুক্তি দেওয়ার কোন উপায় থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়া দাও। কারণ, বিচারকের পক্ষে শাস্তি দিতে ভুল করা অপেক্ষা মুক্তি দিতে ভুল করা শ্রেয়।[১]

ব্যভিচার ব্যতীত সাধারণত সকল অপরাধেই ইসলাম দুইজন বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীকে যথেষ্ট বলিয়া মনে করে। কিন্তু ব্যভিচার প্রমাণের জন্য অন্তত এমন চারিজন সাক্ষীর শর্ত আরোপ করিয়াছে, যাহারা ব্যভিচারের বাস্তব কর্ম করিতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছে।[২]

তবে একবার অপরাধ প্রমাণিত হইলে দুনিয়ার অপরাপর জাতিতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে লঘু শাস্তি দিয়া অপরাধীকে বারবার অপরাধ করিবার সুযোগ দেওয়া এবং তাহাকে শাস্তি ভোগে অভ্যস্ত করিয়া তোলা ইসলাম মোটেই সঙ্গত মনে করে না। এইজন্যই ইসলাম ব্যভিচারের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত করিয়াছে।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, ব্যভিচারী মানুষ নহে; সে পশুরও নীচে নামিয়া গিয়াছে। এইজন্যই ইহাকে দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ - وَّلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

১. তিরমিযী
২. আল কুরআন, ৪ ঃ ১৫; ২৪ ঃ ৪

www.pathagar.com

الْاٰخِرِ - وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়কে একশত করিয়া বেত্রাঘাত কর এবং আল্লাহ্‌র আইনের ব্যাপারে তাহাদের প্রতি কখনও অনুকম্পাশীল হইবে না যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনিয়া থাক। আর তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানকালে মুসলমানগণের একটি দল যেন উহা দেখিবার জন্য উপস্থিত থাকে।[১]

নারী ও পুরুষ উভয়েই অবিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করিলে প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করিবার নির্দেশ এই আয়াতে প্রদান করা হইয়াছে। ব্যভিচার স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, বলপ্রয়োগে বা উভয়ের সম্মতিক্রমে, যে প্রকারেই হউক না-কেন, দয়ার বশীভূত হইয়া বা অন্য কোন কারণে এই শাস্তি কমানো যাইবে না। পাশ্চাত্য আইনে নিছক ব্যভিচার অপরাধ বলিয়াই গণ্য নহে। বলপ্রয়োগে বা বিবাহিতা নারীর সহিত ব্যভিচার করিয়া স্বামীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলেই ইহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। আর অপরাধ প্রমাণিত হইলেও অপরাধীকে লঘু শাস্তি দিয়া সমাজে অনাচার বিস্তার করিয়া বেড়াইবার সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যেভাবেই হউক না-কেন, নিছক ব্যভিচারকেই ইসলাম অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করে। কারণ, ইহা একটি জঘন্যতম সামাজিক অপরাধ। গোটা সমাজই এই অপকর্ম দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যভিচারী নিজেও নিকৃষ্টতম পশুতে পরিণত হয়।

ইসলামের শাস্তি বিধান প্রতিরোধমূলক। এইজন্যই লোকজনের উপস্থিতিতে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন তাহারা ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইয়া পড়ে এবং এমন জঘন্য কাজে কখনও লিপ্ত না হয়।

অবিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি কেবল একশত বেত্রাঘাতই ইসলামে যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হয় নাই; বরং তাহাদিগকে এক বৎসরের জন্য সমাজ হইতে নির্বাসিত করিবার আদেশও ইসলাম প্রদান করিয়াছে।

---

১. আল-কুরআন, ২৪ : ২

www.pathagar.com

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فيمن زنى و لم يحصن بنفى عام و باقامة الحد عليه -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এক বৎসরের জন্য নির্বাসন ও আইনগত দণ্ড অর্থাৎ একশত বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়াছেন।[১]

হযরত যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন ঃ

عن زيدبن خالد الجهنى قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يأمرفيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام - قال ابن شهاب واخبرنى عروة بن الزبير ان عمرابن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة -

ব্যভিচারের অপরাধে অবিবাহিত ব্যক্তিকে একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসনের আদেশ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমি শুনিয়াছি। ইবনে শিহাব বলেন, উরওয়া ইবন যুবায়র আমাকে বলিয়াছেন, উমর ইবনুল-খাত্তাবও এমন ব্যক্তিকে নির্বাসন দিয়াছেন এবং এই বিধান এখনও বলবৎ আছে।[২]

অবিবাহিত ব্যক্তির এই দণ্ডের উদ্দেশ্য হইল, বেত্রাঘাত দ্বারা দৈহিক শাস্তি ও জনসমক্ষে অপরাধীকে লজ্জা প্রদান এবং নির্বাসন দ্বারা প্রিয় বস্তু হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখা, যাহাতে সে মানসিক শাস্তিও ভোগ করে। দৃষ্টান্ত ও প্রতিরোধমূলক শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে।[৩]

---

১. বুখারী
২. ঐ
৩. শাহ ওলীউল্লাহ্ (র.) হুজ্জাতুল্লাহিল ; থানভী, দেওবন্দ, ইণ্ডিয়া ১৯৮৬

www.pathagar.com

ইসলামে বিবাহ ব্যাপার মোটেই কঠিন নহে। একজন পুরুষ ও একজন নারী যদি পরস্পরের প্রতি একান্তভাবেই আসক্ত হইয়া পড়ে এবং কাম-বাসনা সংযত করা অসম্ভব হইয়া উঠে, তবে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহাদের বিবাহ সম্পাদিত হইতে পারে। দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে একজনের প্রস্তাব ও অপরজনের স্বীকৃতি হইলেই বিবাহ সংঘটিত হয়। এমতাবস্থায় যৌন বাসনা চরিতার্থ করিবার যখন সহজ ও বৈধ উপায় রাখা হইয়াছে, তখন অন্যায় পথে পা বাড়াইবার কি প্রয়োজন? এইজন্যই এই কঠোর শাস্তির বিধান।

আমরা দাবি করিয়া বলিতে পারি, ইসলামের এই বিধান প্রতিপালিত হইলে আজকাল সমাজে যে ব্যভিচার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, ইহা চিরতরে বন্ধ হইয়া পড়িবে। আর ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত ও নির্বাসনের যে ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে, ইহা যৌন উন্মাদ ব্যক্তির জন্য মনস্তাত্ত্বিক অপারেশন তুল্য। ইহাতে তাহার মনের বিকার আপনা-আপনিই অপসারিত হইয়া পড়িবে।

বিবাহিতের শাস্তি ঃ বিবাহ বন্ধন সফল ও কল্যাণজনক না হইলে এবং সঙ্গত কারণ থাকিলে স্বামী এই বন্ধন ছিন্নও করিতে পারে। যদিও শরীঅত ইহাকে অতীব ঘৃণ্য কাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। সঙ্গত কারণ থাকিলে স্ত্রীও আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাইয়া লইতে পারে এবং তখন অপর স্বামী গ্রহণে তাহার পক্ষে কোন বাধাই থাকে না। পুরুষ সঙ্গত কারণে সকলের সহিত সমব্যবহারের শর্তে চারিটি পর্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। সুতরাং কামভাব বৈধভাবে চরিতার্থ করিবার এত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড, নির্বাসন, জরিমানায় ইহার উপযুক্ত শাস্তি মোটেই হয় না; বরং এই অবৈধ কার্যে সমাজের যে বিরাট অনিষ্ট সাধিত হয়, ইহা হইতে সমাজকে অবশ্যই রক্ষা করা কর্তব্য। তাই বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচার করিলে তাহাদের জন্য প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড ইসলাম নির্ধারিত করিয়াছে। কারণ, এমন অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়া সমগ্র জাতি ও ভবিষ্যত বংশধরগণের ক্ষতি সাধন করা অপেক্ষা তাহাকে দুনিয়া হইতে অপসারণ করিয়া দেওয়াই উত্তম।

عن جابر رضى الله عنه ان رجلا من اسلم جاء النبى صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عند النبى صلى لله

www.pathagar.com

عليه وسلم حتى شهد على نفسه اربع مرات - قال له النبى صلى الله عليه وسلم ابك جنون ؟ قال لا - قال احصنت ؟ قال نعم - فامربه فرجم بالمصلى -

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে, আসলাম বংশের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং ব্যভিচার করিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহার নিকট স্বীকার করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার দিক হইতে স্বীয় মুখমণ্ডল ফিরাইয়া লইলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি নিজের বিরুদ্ধে চারিবার একই সাক্ষ্য দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি পাগল? সেই ব্যক্তি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বিবাহিত? তিনি বলিলেন, হাঁ। তৎপর তিনি তাঁহাকে প্রস্তারাঘাতে মারিয়া ফেলার আদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে ঈদগাহ ময়দানে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হইল।[১]

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودى و يهودية قد احدثا جميعا - فقال لهم ماتجدون فى كتابكم - قالوا ان احبارنا احدثوا تحميم الوجه والتجبية - قال عبد الله بن سلام ادعهم يارسول الله بالتوراة فأتى بها فوضع احدهم يده على اية الرجم و جعل يقرأ ماقبلها وما بعدها - فقال له ابن سلام ارفع يدك فاذا اية الرجم تحت يده فامربهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما -

হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে, ব্যভিচারের অপরাধে একজন ইয়াহূদী পুরুষ ও একজন ইয়াহূদী নারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি

১. সহীহ আল-বুখারী, বাব আল-রজম বিল-মুসল্লা

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লামের নিকট আনয়ন করা হইল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ধর্মগ্রন্থে ইহার কি শাস্তি নির্ধারিত আছে? তাহারা উত্তরে বলিল, আমাদের পুরোহিতগণ ইহার শাস্তি প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাদের মুখমণ্ডলে কালি মাখিয়া দেওয়া এবং তাজবিয়া অর্থাৎ যাহারা ব্যভিচার করিয়াছে, তাহাদের উভয়কে গাধার পৃষ্ঠে বিপরীতমুখী আরোহণ করাইয়া জনসমক্ষে অপমানজনকভাবে যন্ত্রণা দেওয়া। আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম বলিলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! তাহাদিগকে তওরাত আনিতে বলুন। অতঃপর তওরাত আনয়ন করা হইল এবং জনৈক ইয়াহূদী রজমের আয়াত অর্থাৎ যে আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারের শাস্তিরূপ মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আদেশ করিয়াছেন—উহার উপর হাত রাখিয়া কিতাবে ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশ পাঠ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ইবন সালাম ইয়াহূদীকে বলিলেন, তোমার হাত উঠাও। তখন দেখা গেল, রজমের আয়াত তাহার হাতের নীচে রহিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আদেশ দিলেন। অনন্তর তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইল।[১]

এ ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়, পবিত্র কুরআনের পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত ছিল।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لانجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله - الا وان الرجم حق على من زنى وقد احصن اذا قامت البينة ، او كان الحمل او الاعتراف - قال سفيان كذا حفظت - الا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده -

www.pathagar.com

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমার আশংকা হয়, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর লোকে হয়ত বলিবে, 'আমরা আল্লাহ্‌র গ্রন্থে ব্যভিচারের জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের (রজমের) আদেশ সংবলিত আয়াত পাই না'-এবং তজ্জন্য যাহা আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করিয়াছেন এমন একটি ফরয (অবশ্য কর্তব্য কার্য) পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। ভালরূপে জানিয়া রাখ, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করিলে প্রস্তরাঘাতে তাহাকে যে মারিয়া ফেলিতে হইবে, ইহা দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত সত্য— যদি এই অপরাধ সাক্ষ্য, গর্ভধারণ বা অপরাধীর স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুফিয়ান বলেন, আমি এইভাবে ইহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইলাম—উমর (রা) সকলকে সতর্ক করিয়া জানাইয়া দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই রজম কার্যকর করিয়াছেন এবং তাঁহার তিরোধানের পর আমরাও ইহা অব্যাহত রাখিয়াছি।[১]

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন এবং বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ধর্ম দিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে কিতাব প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রদত্ত কিতাবে রজমের নির্দেশ ছিল। আমরা উহা আবৃত্তি করিয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি এবং উহার মর্ম উপলব্ধি করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রজম কার্যকর করিয়াছেন এবং তাঁহার তিরোধানের পর আমরাও ইহা বলবৎ রাখিয়াছি। আমার আশংকা হয়, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর লোকে ইহা ভুলিয়া গিয়া হয়ত বলিতে পারে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে রজমের আদেশ পাই না এবং এইরূপে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত এই কর্তব্য পরিহার করিয়া তাহারা বিপথগামী হইয়া যাইতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করিলে ইহা যদি সাক্ষ্য, গর্ভধারণ বা স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে রজম (প্রস্তরাঘাতে তাহাকে মারিয়া ফেলা) আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে বিধৃত একটি অবশ্য কর্তব্য কর্ম।[২]

---

১. সহীহ্ আল-বুখারী, বাব ই'তিরাফ বিয্-যিনা
২. মুসলিম

ব্যভিচার প্রমাণিত হইলে নারীর জন্য বক্ষঃস্থল পর্যন্ত গভীর গর্ত খননপূর্বক ইহাতে প্রবেশ করাইয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু পুরুষের জন্য কোন গর্ত করিতে হইবে না; বরং ভূমির উপর রাখিয়াই প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে করিতে জীবনের অবসান ঘটাইতে হইবে।

যদি চারিজন স্বাধীন মুসলমান পুরুষ কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে ব্যভিচার কার্য করিয়াছে বলিয়া চাক্ষুষ প্রমাণ দেয়, তবে বিচারক তাহার উপর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করিবেন।

গামিদ বংশের জনৈকা নারী যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল, তখন তিনি তাহার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গভীর এক গর্ত খনন করাইলেন এবং তৎপর (তাহাকে এই গর্তে নামাইয়া) লোকজনকে তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। অনন্তর তাহারা প্রস্তর নিক্ষেপে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল।[১]

ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি

যৌন অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে ব্যভিচারের জন্য কঠিন শাস্তি বিধিবদ্ধ হইয়াছে যেন সমাজের কেহই এই জঘন্য পাপ করিতে সাহসী না হয়। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, চারিজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ সাক্ষ্যে একেবারে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইলেই এই শাস্তি প্রদান করা যাইবে, অন্যথায় নহে। কেহ কাহারও বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলে সাক্ষীর নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ততা যাচাই করিয়া লইবার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়াছে। অবিশ্বস্ত লোকের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডাদেশ প্রদান করা যাইবে না।[২]

মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যাহাতে কেহই সমাজে বিপর্যয়ের সৃষ্টি না করে, তজ্জন্য ইসলাম ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারীদের প্রত্যেককে আশিটি করিয়া বেত্রাঘাত করিবার নির্দেশ দিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

---

১. ইমাম আবূ য়ূসুফ ঃ কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৪৬১-৪৬২, উর্দু সংস্করণ, মাক্তাবায়ে চেরাগে রাহ্, করাচী-১৯৬৬

২. ইমাম আবূ য়ূসুফ, ঐ, পৃ. ৪৫৯

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا - وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا - فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

যাহারা সতী–সাধ্বী নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর তাহার স্বপক্ষে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে না পারে, তাহাদিগকে আশি বেত্রাঘাত কর এবং ভবিষ্যতে কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না। আর এমন লোকেরাই দুষ্কর্মশীল, পাপী। যদি তৎপর তাহারা তওবা করে ও নিজেদের কার্য সংশোধন করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ -

যাহারা সতী–সাধ্বী নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে। যেদিন তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের রসনা, তাহাদের হাত ও তাহাদের পা তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রাপ্য প্রতিফল পূরাপুরি দিবেন এবং তাহারা অবগত হইবে, আল্লাহ্ই স্পষ্ট সত্য প্রকাশক।[২]

---

১. আল–কুরআন, ২৪ : ৪–৫

২. ঐ, ২৪ : ২৩–২৫

www.pathagar.com

হাদীস শরীফে উক্ত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম খুব তাকীদের সহিত সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ বর্জনের নির্দেশ প্রদান করেন। ইহার মধ্যে একটি হইল ঃ

قذف المحصنات المؤمنات الغافلات -

এমন সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীদের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা, যাহাদের অন্তরে কখনই এই ভাবের উদ্রেকও হয় নাই।[১]

ব্যভিচারের জঘন্যতা

ব্যভিচার নিতান্ত জঘন্য অপরাধ। এইজন্য দুনিয়াতেও ইহার শাস্তি খুব কঠিন এবং আখিরাতেও ইহার আযাব অতি ভয়ংকর। পবিত্র কুরআন-হাদীসে ইহার নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য জোর তাকীদ দেওয়া হইয়াছে।

মু'মিনদিগকে লক্ষ্য করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ - وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। কেহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে সে তো অশ্লীলতা (অর্থাৎ ব্যভিচার, নগ্নতা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি) এবং মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।[২]

খাঁটি বান্দাদের পরিচয় দিতে যাইয়া মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ - وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا -

---

১. বুখারী

২. আল-কুরআন, ২৪ ঃ ২১

www.pathagar.com

এবং তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কোন উপাস্যকে অংশী করে না। আল্লাহ্ যাহাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যাহারা এই সমস্ত করে, তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে।[১]

লক্ষণীয় যে, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অংশী সাব্যস্ত করা এবং নাহক খুন করার সঙ্গেই ব্যভিচারের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে ব্যভিচারের জঘন্যতা কত অধিক, অতি সহজেই বুঝা যায়। বহু হাদীসে এই তিনটি কবীরা গুনাহ (বড় পাপ) বর্জনের জোর তাকীদ দেওয়া হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কবীরা গুনাহ্ কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ

ان تجعل لله ند او هو خلقك -

আল্লাহ্ তা'আলার সহিত শরীক সাব্যস্ত করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করা হইল ইহার পর কি? তিনি বলেন ঃ

ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك -

তোমার সন্তান আহারে তোমার সহিত শরীক হইবে, এই ভয়ে তাহাকে হত্যা করা। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল তৎপর কি? তিনি বলেন ঃ

ان تزانى حليلة جارك -

তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা।[২]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

আল্লাহ্ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা (অর্থাৎ ব্যভিচার, নগ্নতা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি), অসৎ

---

১ আল-কুরআন, ২৫ ঃ ৬৮

২ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ

www.pathagar.com

কার্য ও সীমা লঙ্ঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।[১]

ব্যভিচার তো দূরের কথা, এমনকি ব্যভিচারের নিকটবর্তী হইতেও নিষেধ করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ، وَسَآءَ سَبِيْلاً -

ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না। কারণ, ইহা একাধারে যেমন অশ্লীলতা, তেমনি অসদাচরণ, ভ্রান্তির পথ।[২]

'ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না' এই নিষেধাজ্ঞা ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের উপরই সমভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তিবিশেষ কেবল বাস্তব ব্যভিচার কার্য হইতে বিরত থাকাকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিবে না; বরং যাহা হইতে ব্যভিচারের সূচনা হয় এবং যাহা এই পাপ পথে পরিচালিত করে— এই সমস্ত হইতেই নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। আর সমাজের দায়িত্ব হইল ব্যভিচারের সকল সুযোগ-সুবিধা এবং যাহা ব্যাভিচারের উত্তেজনা সৃষ্টি করে, এমন যাবতীয় উপকরণ সমাজ হইতে বিদূরীত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রবর্তন, সামাজিক পরিবেশের সংশোধন, সামাজিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং ইসলামী আইন-কানূনের বাস্তবায়ন নিতান্ত দরকার।

যে সকল বস্তু আজকাল ব্যভিচারের দিকে প্রলুব্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে, উহার কতিপয় এই ঃ

১. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

২. সহশিক্ষা; ইহাতে বালক-বালিকাদের অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ মিলে এবং গর্ভনিরোধক ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি সহজলভ্য বলিয়া যৌন সম্ভোগে তাহারা কোনরূপ অসুবিধা আছে বলিয়া মনে করে না।

৩. নারীদের মিহিন আঁট-সাট পোশাক-পরিচ্ছদ; যাহার মধ্য দিয়া তাহাদের দেহের সৌন্দর্য এবং উন্নত ও অনুন্নত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

---

১ আল-কুরআন, ১৬ ঃ ৯০

২ ঐ , ১৭ ঃ ৩২

www.pathagar.com

৪. অশ্লীল নাচ-গান, সিনেমা, উলঙ্গ ছবি ইত্যাদি।

৫. অশ্লীল সাহিত্য, নাটক-নভেল ইত্যাদি।

৬. মাদক দ্রব্য।

৭. নৈশ ক্লাব।

হাদীস শরীফে ব্যভিচারের বহু নিন্দাবাদ বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن -

যে ব্যক্তি ব্যভিচার করে, ব্যভিচার করাকালীন সে মু'মিন থাকে না।[১]

শেষ কথা

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দমন ও শালীনতা সংরক্ষণের ইসলামী বিধান অতি সংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হইল। পূর্ববিকারহীন উন্মুক্ত মন ও সুস্থ প্রকৃতি অতি সহজেই বুঝিতে পারিবে, ইহা দার্শনিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গোটা মানবতার খাতিরে অবশ্য পালনীয়। ইসলাম যৌন বাসনাকে বিনষ্ট করিতে চাহে না; বরং ইহাকে সুসংযত মধ্যপন্থায় আনিয়া মানব-বংশ এবং সভ্যতা রক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রদান করে। আজকাল মেয়েদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদি বুঝিয়া জীবন-সংগ্রামে তাহাদিগকে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদিগকে প্রতিবেশী জাতিসমূহের পিছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে। এই অজুহাতে কেহ কেহ হয়ত নারী শালীনতার ইসলামী বিধান কিছুটা লাঘব করা আবশ্যক মনে করিতে পারেন। মেয়েদের উপযোগী শিক্ষা অবশ্যই তাহাদিগকে দিতে হইবে, ইহা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু ইসলামী বিধান রক্ষা করিয়াই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা অনায়াসেই করা চলে। তাহাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়। নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার পথও রুদ্ধ হয়। সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইনের কঠোরতা কিছুটা লাঘব করা যাইতে পারে। তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইতেই ইহার আবশ্যকতা যাঁচাই করিতে হইবে। আইনের কঠোরতা কেবল তখনই

---

১ বুখারী , কিতাব আল-হুদূদ বাব ইসম যিনা

www.pathagar.com

লাঘব করা যাইতে পারে—যখন আইনের আসল উদ্দেশ্য ইহাতে বিনষ্ট না হইয়া পড়ে। দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা রক্ষা, অপরিমিত যৌন বাসনা দমন এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রতিরোধকল্পেই ইসলাম নৈতিক শিক্ষা এবং প্রতিরোধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে।

অধুনা অমুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জাহিলিয়াত গোটা দুনিয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অনৈসলামী জীবন পদ্ধতি, ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা জগতের আবহাওয়া একেবারে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। অশ্লীল ও নগ্ন ছবি, নৃত্য-গীতি, প্রেমিক-প্রেমিকার অবাধ মিলন এবং প্রেম-নিবেদনের দৃশ্য এখন সমাজে প্রায় সকলের নিকটই সহনীয় ও উপভোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। নারী হরণ ও নারী ধর্ষণের ন্যায় অপরাধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। আর পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার বদৌলতে বিবাহ একটি সেকেলে প্রথা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নির্দোষ ও প্রশংসনীয় এবং ব্যভিচার এক প্রকার চিত্ত বিনোদন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালন অসহনীয় বন্ধন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং স্ত্রী হওয়াটাই বিপদ ও স্বামীর আনুগত্য বর্বর যুগের দাসত্ব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সন্তান জন্মদানে সাধারণত অনীহার সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রেমিক-প্রেমিকা সাজিয়া থাকাই জীবনের পরম সার্থকতা বলিয়া মনে করা হইতেছে।

অবস্থা যখন এমন সঙ্গীণ হইয়া পড়িয়াছে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দমন ও নারী শালীনতা সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা ইসলাম প্রদান করিয়াছে, পরিস্থিতি ইহাতে কিছুটা শিথিলতার অনুমতি দেয় বলিয়া আমরা মনে করি না ; বরং অধিকতর কড়াকড়িই দাবি করে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, যৌন বাসনা একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইসলাম ইহাকে সংযত করিয়া কল্যাণমূলক কাজে লাগাইতে চাহে, বিনষ্ট করিতে চাহে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইসলাম বিবাহ প্রথা চালু করিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ইন্‌শা আল্লাহ এই বিষয়ে আলোচনা করিব।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবাহ

সূচনা

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও বিধি-নিষেধ দ্বারা যৌন উন্মাদনা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সকল পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু যৌন চাহিদা চরিতার্থ করিবার জন্য একটি পথ অবশ্যই খোলা রাখা আবশ্যক। ইহাই ইসলামের বিবাহ প্রথা।[১]

বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী মূলতঃ ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইয়া থাকে। মানব বংশের স্থায়িত্ব ও সভ্যতা ইহার উপরই নির্ভরশীল। বিবাহ প্রথা চালু করিয়া বলা হইয়াছে, যৌন চাহিদা পূরণ কর ; কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মতান্ত্রিক সম্পর্কের দ্বারা নহে। লুকোচুরি করিয়াও নহে, প্রকাশ্য অশ্লীলতার পথেও নহে ; বরং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা, যেন তোমার সমাজে ইহা সকলের নিকট পরিজ্ঞাত ও প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অমুক পুরুষ ও অমুক নারী পরস্পরে এক হইয়া গিয়াছে।

অধুনা পাশ্চাত্যে বল্গাহীন যৌন আচরণ দ্বারা পূতঃপবিত্র বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং প্রকাশ্যে ইহার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হইতেছে। ইহাকে আদিমকালের বর্বর প্রথা এবং নারীর কারাগার ও দাসত্ব বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিয়া বেড়ানোকেই শ্রেয় মনে করা হইতেছে।

এক নারী বহু পুরুষকে প্রেম নিবেদন করে। তাহাদের নিকট যাহা পাওয়ার ছিল সব নিঃশেষ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। তৎপর খুব আনন্দবিভোর চিত্তে

---

১. মুসলিম, কিতাব আল-নিকাহ , ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২১

www.pathagar.com

তাহাদিগকে পরিত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করে,যাহাতে অপরাপর মহিলাও তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারে। অন্য এক নারী তাহার মনের বাসনা ব্যক্ত করিয়া বলে ঃ

> A lover who comes to your bed of his own accord is more likely to sleep with his arms around you all night than a lover who has now here else to sleep.[১]
>
> —যে প্রেমিক স্বেচ্ছায় তোমার বিছানায় আগমন করে, সে যে তোমাকে বুকে লইয়া সারারাত্র যাপন করিবে, ইহার সম্ভাবনাই সেই প্রেমিক হইতে অধিক যাহার রাত্রি যাপনের অন্য কোন স্থান নাই।

এই সমস্ত বিকারগ্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত পথভ্রষ্টদিগকে আমাদের ইসলামী বিবাহ প্রথার দিকে আহবান জানাই। পরীক্ষা করিয়া দেখ, কোন্‌টি শান্তির পথ, আর কোন্‌টি অশান্তির।

বিবাহের বিধান

মানুষকে যৌন বাসনা প্রদান করা হইয়াছে। যৌবনে ইহা অতি প্রবল হইয়া উঠে। নিছক ভোগ-বিলাস ও সুখ-সম্ভোগের জন্য তাহাকে এই অদম্য বাসনা প্রদান করা হয় নাই ; বরং ইহার উদ্দেশ্য হইল, সে নিজের মনে করিয়াই যৌন মিলনকার্য সম্পাদন করুক অথচ ইহার মাধ্যমে এক বিরাট সভ্যতা গড়িয়া উঠুক।

জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ সকল প্রাণীকেই যৌন আকর্ষণ প্রদান করা হইয়াছে এবং দাম্পত্য বিধান অনুসারেই বিশ্বের সৃষ্টিরাজি তৈয়ার হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ -

প্রত্যেক বস্তুকে আমি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি।[২]

তবে মানুষ ছাড়া অন্য জন্তুর গর্ভসঞ্চারের পরই প্রাণীযুগলের পরস্পরের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। ইহাদের সন্তানাদির প্রতিও ইহাদের আকর্ষণ অল্পদিন পরই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু মানুষের ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর এই স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত

---

১. Germaine Greer : The Female Eunuch, P-242-MCCRAW HILL-1971.

২. আল-কুরআন, ৫১ ঃ ৪৯

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের যৌন আকর্ষণ ও দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

নারী, সন্তান, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাণ্ডার এবং পসন্দসই অশ্ব ও চতুষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আকর্ষণ-আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হইয়াছে।[১]

আল্লাহ্-প্রদত্ত এই আসক্তি-ভালবাসার কারণেই মানুষের মধ্যে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এই সম্পর্কের সূত্র হইতেই পরিবার। পরিবার হইতে গোত্র ও অবশেষে জাতি গঠিত হয়। তিনি পবিত্র কুরআনে আরও বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ صِهْرًا -

আর তিনিই আল্লাহ্, যিনি পানি হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর তাহাদের মধ্যে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।[২]

ইহাতে প্রমাণিত হয়, ঔরসজাত, বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কই মানব-সভ্যতার ভিত্তি। সন্তানের প্রতি মানুষের ভালবাসা চিরকালই থাকে এবং বংশানুক্রমেই ইহা চলিতে থাকে। এই ভালবাসা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সে নিজের জন্য যাহা কামনা করে, তদপেক্ষা অধিক তাহার সন্তানের জন্য কামনা করিয়া থাকে। সে সন্তানের জন্যই সমস্ত জীবনের শ্রমের ফল রাখিয়া যায় এবং সন্তান যাহাতে স্বচ্ছল হইতে স্বচ্ছলতর ও উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর হইতে পারে, এই ব্যবস্থাই করিয়া থাকে। এইরূপে নারী-পুরুষের মিলন, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-বাৎসল্য ও মঙ্গল কামনা পরিবার গঠনের ভিত্তি হইয়া উঠে। তৎপর বহু পরিবার বৈবাহিক ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে একটি তামুদ্দুনিক সংগঠন অস্তিত্ব লাভ করে।

ইহাতে প্রমাণিত হয়, নর-নারীর সম্পর্কের সমস্যাই মানব-সভ্যতার মূল সমস্যা এবং এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপরই মানব সভ্যতার মঙ্গল-অমঙ্গল, আচার-অনাচার ও উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। নর-নারীর মধ্যে যৌন ও মানবিক

---

১. আল-কুরআন,৩ ঃ ১৪
২. ঐ, ২৫ ঃ ৫৪

www.pathagar.com

উভয় প্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান। যৌন সম্পর্ক বংশবৃদ্ধি ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য। মানবিক সম্পর্ক উভয়কে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে পরস্পরকে সাহায্য করিতে উদ্বুদ্ধ করে। এই উভয় সম্পর্কের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে সমাজে অকল্যাণ ও অনাচার দেখা দিবে। সুতরাং এমন ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক যাহাতে মানুষের যৌন বৃত্তি মানবিক বৃত্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া মানবতা ও সভ্যতা বিনষ্ট করিয়া না ফেলে।

মানুষ যত অনুন্নতই হউক না-কেন, সে তাহার সন্তানকে নিজ হইতে উৎকৃষ্টতর করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। ইহা মানব-প্রকৃতির দাবি এবং এই দাবির কেন্দ্র হইল নারী। কারণ, পুরুষ ক্ষণিকের জন্য নারীর সঙ্গভোগ করিয়া নিস্তার লাভ করে। কিন্তু নারী ইহার পরিণতি বৎসরের পর বৎসর ভোগ করে। ক্ষণিক মিলনের এই বিরাট দায়িত্ব নারী একা বহন করিতে পারে না। যে পুরুষ গর্ভসঞ্চার করিল, সেই নারী ও সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব তাহাকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় নারী গর্ভসঞ্চার কার্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে কেন?

সুতরাং মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা, মানব-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সেই দায়িত্বভার বহনে পুরুষকেও অবশ্যই নারীর অংশীদার হইতে হইবে। কাজেই এমন দৃঢ় বন্ধনের আবশ্যক, যাহা তাহাকে নিজের উপার্জন সেই নারী ও তাহার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য ব্যয় করিতে বাধ্য করে। নারীর প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ, সন্তানের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্য ও ধর্মের অলৌকিক শক্তি নর-নারীকে গোটা মানব-জাতি এবং সভ্যতার খাতিরে ত্যাগ ও উৎসর্গে অনুপ্রাণিত করে। ধর্মের এই শক্তিই মানব-মানবীকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে।

অতএব, বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের চিরন্তন মিলন ঘটুক এবং ইহার ফলে পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হউক ও মানব-সভ্যতা গড়িয়া উঠুক, ইহাই শাশ্বত বিধান। তাই বিবাহ কেবল যৌন বাসনা চরিতার্থ করিবার একটা বৈধ উপায়ই নহে; বরং ইহা একটি সামাজিক কর্তব্য। যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত যাহারা বিবাহ অস্বীকার করে, তাহারা সমাজের পরাঙ্গপুষ্ট জীব, বিশ্বাসঘাতক ও ডাকাত। কারণ, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই প্রতিটি মানুষ সেই সমস্ত ধন-সম্পদ ভোগ করিয়া থাকে—যাহা সমাজের পূর্ববর্তিগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। শিশু উপযুক্ত হইয়া কিছু দান

www.pathagar.com

করিবে, এই আশায়ই সমাজ তাহাকে সবল করিয়া তোলে। কিন্তু বড় হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার দাবি করিয়া সে যদি বলে, আমি কেবল যৌন বাসনাই পূরণ করিব, ইহার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বভার বহন করিব না; তবে সে সমাজের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করিল। এই দায়িত্ব পালনের জন্যই ইসলামের বিবাহ প্রথা।

সুতরাং ইসলামে বিবাহ বলিতে কেবল যৌন বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষের বৈধ মিলনকেই বুঝায় না; বরং ইহাকে এমন এক পবিত্র চুক্তি বলিয়া গণ্য করে যাহার সহিত বিপুল ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। কারণ, মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসে নারী পুরুষের ক্রীড়নক নহে, সে আত্মাহীন পদার্থও নহে। তাহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং তাহার নৈতিক জীবন রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া পুরুষ তাহাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই স্ত্রী স্বামীর কেবল সম্ভোগের সামগ্রী নহে; বরং তাহার গোটা পরিবার তথা সমগ্র বিশ্বমানবতাকে সার্থক ও অর্থবহ করিয়া তোলার জন্য সে তাহার একান্ত সহকর্মী ও সহযোগী। পবিত্র কুরআনে বিবাহকে 'মীসাকান গালীজান' (দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, স্থায়ী বন্ধন)-রূপে অভিহিত করা হইয়াছে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিবাহের উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে একখানা এই ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

—এবং তাঁহার (আল্লাহ তা'আলার) নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের সঙ্গিনীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা তাহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও স্নেহ-প্রীতি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।[১]

---

১. আল-কুরআন, ৩০ ঃ ২১

www.pathagar.com

এই আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয়, বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষের সহিত নারীকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে নারী ও পুরুষ, এই দুই শ্রেণীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষরূপে তাহারা এক জাতীয় হইলেও তাহাদের দৈহিক অবয়ব, মানসিক ও সৃষ্টিগত গুণরাজি, আবেগ-অনুভূতি, বাসনা-কামনা ও চাহিদায় বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাসত্ত্বেও পরম কৌশলী আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মধ্যে এমন এক বিস্ময়কর উপযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন যাহাতে নারী-পুরুষ উভয়ে একে অন্যের সহিত একেবারে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারে, একে অপরের দৈহিক ও মানসিক চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হয় এবং একে অন্যের পরিপূরক হইয়া উঠে। এইরূপে তিনি তাহাদের মধ্যে এমন প্রেম-প্রীতির বন্ধন সৃজন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তাহাদের জীবনে সুখ-শান্তি নামিয়া আসিতে বাধ্য। আর তিনি নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনকেই তাঁহার সৃষ্টি কারখানা পরিচালনার উপায়রূপে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যৌবনের যৌন উন্মাদনা বার্ধক্যে প্রশমিত হইয়া পড়িলেও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে, হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। পরম করুণাময় আল্লাহ্ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্ক এইভাবেই কায়েম করিয়া দিয়াছেন। মর্যাদায় তাহারা পরস্পর সমান, উভয়েই এক আদম সন্তান এবং একইরূপ আত্মার অধিকারী। অতএব, বিবাহ হইল দুইটি প্রাণের একান্ত মিলন যাহার মধ্যে কোন প্রকার বিভেদই থাকিতে পারে না এবং পরিশেষে উভয়ে মিলিয়া একই প্রাণে পরিণত হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا - فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ - فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّا مِنَ الشّٰكِرِيْنَ -

তিনিই তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করেন এবং তাহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন যেন সে তাহার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তাহার সহিত মিলিত হয়, তখন সে (স্ত্রী) এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে

www.pathagar.com

কাল অতিবাহিত করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয়, তখন তাহারা উভয়ে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে—যদি তুমি আমাদিগকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান কর তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিব।[১]

শান্তিলাভের জন্যই সঙ্গিনীর সৃজন, এখানেও ইহা অতি স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। এই 'শান্তি' কেবল যৌন বাসনা পূরণ করাকেই বুঝায় না ; বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তিলাভের উপকরণ হিসাবেই এখানে সঙ্গিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে। বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মিলন সাধিত হয়। এই মিলন হইল দৈহিক, মানসিক এবং আবেগ-অনুভূতির মিলন, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে তথা সমগ্র জগতে অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বিবাহ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। ব্যষ্টি ও সমষ্টির উপর ইহা বর্জনের কুফল অতীব মারাত্মক ও ভয়াবহ। সর্বোপরি মানব-গোষ্ঠীর সংরক্ষণ ও সভ্যতা ইহার উপরই নির্ভর করে। সুখের বিষয়, পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ব্যক্তিগণও অধুনা ইহা বর্জনের কুফল স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভ্যান্স প্যাকার্ড-এর মতে বিবাহ বর্জনের কুফল এই ঃ

১. বিবাহ বন্ধনের বাহিরে অবৈধ যৌনকর্মের বৃদ্ধি ;

২. পরিবার সংরক্ষণের দায়িত্ব পুলিশ ও সামরিক সংস্থার উপর সমর্পণ;

৩. পারিবারিক জীবন ধ্বংস হওয়ার ফলে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, খেলা-ধূলা, প্রদর্শনী প্রভৃতিতে পারিবারিক জীবনের শান্তি অন্বেষণ এবং

৪. বৃদ্ধ মাতাপিতার নিরাপদ আশ্রয়রূপে পরিবারের বিলুপ্তি।[২]

স্বাদহীন ও নিরুৎসাহের জীবন যাপন প্রণালী ইসলাম প্রদান করে না। অন্য ধর্মে জীবনের সকল আনন্দ উপভোগ বর্জনই পুণ্যলাভের উপায়। এমন জীবন ইসলামের কাম্য নহে ; বরং আনন্দ-উপভোগের ভিতরে থাকিয়াও ইহাতে নিমগ্ন না হওয়াই ইসলামের নির্দেশ। মানব-মনের আবেগ-অনুভূতি, উত্তেজনা, বাসনা-কামনা-মাত্রই পাপ, বেহুদা ও নিরর্থক নহে; বরং এই সমস্তকে সৃজনশীল প্রবৃত্তি বলিয়াই ইসলাম মনে করিয়া থাকে এবং ইহাদের যথার্থ প্রয়োগের নির্দেশ দেয়। সন্যাসব্রত আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। ইহা মানুষকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে বিরত রাখে এবং

১. আল-কুরআন, ৭ ঃ ১৮৯

২. Vance Packard : The Sexual Wilderniss, P-228.

www.pathagar.com

তাহাকে আত্মকেন্দ্রিক করিয়া তোলে। সন্যাসী কেবল নিজের মুক্তি লইয়াই ব্যস্ত। অন্যদিকে মনোনিবেশ করিবার তাঁহার মোটেই সময় নাই। পরিবার, সমাজ ও বৃহত্তর মানবতার প্রতি কর্তব্য পালনকে তিনি তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ বলিয়াই মনে করেন।

অপরদিকে ইসলাম জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দেয় এবং ইহার অনুসারীকে সংসারের সকল দায়িত্ব মাথায় তুলিয়া নিতে উদ্বুদ্ধ করে। ইহা তাঁহাকে জীবন হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত করে না; বরং তাঁহাকে ইহাতে ভালরূপে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। তাঁহার মতে জীবন কর্ম সম্পাদনের অবকাশমাত্র। অথচ নৈতিক বন্ধনে তিনি একান্তভাবে আবদ্ধ; নিজের খেয়াল-খুশি অনুসারে যথেচ্ছ আচরণের তাঁহার কোনই অধিকার নাই। সুতরাং বিবাহ ব্যতিরেকে যৌন বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যও পাশ্চাত্যের ন্যায় সকল পথ তাঁহার নিকট উন্মুক্ত নহে।

বস্তুত বিবাহ আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি প্রাকৃতিক বিধান। বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্রই এই বিধান কার্যকর রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ -

পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ ও তাহারা যাহাদিগকে জানে না, তাহাদের প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।[১]

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا - يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ -

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে জোড়া বানাইয়া দিয়াছেন। আর পশুদের মধ্যেও জোড়া বানাইয়া দিয়াছেন। এইভাবে তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া দেন।[২]

এই সকল আয়াত প্রমাণ করে, বিবাহ নারী-পুরুষের মধ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি পবিত্র প্রাকৃতিক বিধান ছাড়া আর কিছুই নহে।

---

১. আল-কুরআন, ৩৬ ঃ ৩৬
২. ঐ, ৪২ ঃ ১১

www.pathagar.com

বিবাহের নির্দেশ

কতিপয় নির্ধারিত মহিলা ও সকল বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করা আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তৎপর অবশিষ্টদের মধ্য হইতে স্বীয় পসন্দানুসারে যে কোন নারীকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ
مُسٰفِحِيْنَ ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً
ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ط اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا - وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ
الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ
الْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ج
فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ -

উল্লিখিত মহিলাগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা উপভোগ করিবে, তাহাদিগকে নির্ধারিত মাহর প্রদান করিবে। মাহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হইলে ইহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর তোমাদের মধ্যে স্বাধীন মু'মিনা (মুসলমান) নারী বিবাহের সামর্থ্য কাহারও না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলমান যুবতী বিবাহ করিবে। আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান। সুতরাং তাহাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে বিবাহ করিবে এবং যথারীতি তাহাদের মাহর আদায় করিবে। এমনভাবে তাহারা যেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, প্রকাশ্য বা গোপনে প্রণয়িনী সাজিবার জন্য নহে।[১]

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ২৪-২৫

www.pathagar.com

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-

তোমাদের মধ্যে যাহাদের স্বামী–স্ত্রী নাই, তাহাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস–দাসীদের মধ্যে যাহারা সৎ, তাহাদেরও। তাহারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া দিবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[১]

আর মুসলমান সচ্চরিত্রা নারী (মুহসিনা) এবং তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল—যদি তোমরা বিবাহের জন্য তাহাদের মাহর প্রদান কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নহে।[২]

পবিত্র কুরআনে সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য 'মুহসিন' এবং সচ্চরিত্রা নারী বুঝাইতে 'মুহসিনা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দ দুইটির মূল 'হিসন'। 'হিসন' শব্দের অর্থ দুর্গ। সুতরাং 'মুহসিনা' শব্দের মর্মার্থ হইল, দুর্গ যেমন শত্রু সেনা–বাহিনীর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষায় নিয়োজিত সেনাদলকে রক্ষা করে, বিবাহ তদ্রূপ নর–নারীর নৈতিক চরিত্র রক্ষা করিয়া থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর–যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বিপুল সংখ্যক নর–নারী (দুনিয়াতে) বিস্তার করেন।[৩]

বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার যে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য, ইহা অতি সুন্দরভাবে এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইসলাম বিবাহে উৎসাহ প্রদান করে। সন্যাস ধর্ম ইসলামে নাই। ইহাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পবিত্র কুরআনে ব্যক্ত করিয়া আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

---

১. আল–কুরআন, ২৪ ঃ ৩২
২. ঐ, ৫ ঃ ৫
৩. ঐ, ৪ ঃ ১

www.pathagar.com

আমি নূহ ও ইব্‌রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নুবূয়াত ও গ্রন্থ। কিন্তু তাহাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশ ছিল সত্যত্যাগী। অতঃপর আমি তাহাদের অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে ও মরিয়ম তনয় ঈসাকে এবং তাহাকে দিয়াছিলাম ইঞ্জীল এবং তাহাদের অনুসারীদের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া। কিন্তু সন্যাসবাদ—ইহা ত তাহারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে ইহার বিধান দেই নাই।[১]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لا رهبانية فى الاسلام -

ইসলামে সন্যাসবাদ নাই।

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের সকলেই বিবাহ করিয়াছেন। ইহাই হইল তাঁহাদের স্থায়ী সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

আপনার পূর্বেও আমি অনেক নবী-রাসূল পাঠাইয়াছি এবং তাহাদের জন্যও স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করিয়াছি।[২]

আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয় স্ত্রী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদিগ হইতে তোমাদিগকে পুত্র-পৌত্রাদি দান করিয়াছেন।[৩]

পরিবার গঠন এবং সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনও যে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য, পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ হইতেও ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

ক. তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্য-ক্ষেত্র।[৪]

খ. হে আমাদের রব (প্রতিপালক)! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানাইয়া দাও এবং আমাদিগকে মুত্তাকিগণের নেতা বানাও।[৫]

---

১. আল-কুরআন, ৫৭ ঃ ২৬-২৭
২. ঐ, ১৩ ঃ ৩৮
৩. ঐ, ১৬ ঃ ৭২
৪. ঐ, ২ ঃ ২২৩
৫. ঐ, ২৫ ঃ ৭৪

www.pathagar.com

গ. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুণ হইতে বাঁচাও; যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর, যাহার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মম-হৃদয় কঠোর-স্বভাব ফেরেশ্তাগণের উপর— যাহারা আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা আদেশ করেন তাহা অমান্য করে না এবং যাহা করিতে আদিষ্ট হয়, তাহাই করে।[১]

মানব-জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম এবং পরিবারই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথম সোপান। বিবাহের মাধ্যমেই পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতি যে-আকর্ষণ জন্মগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি এবং ভালবাসা ও হৃদ্যতা তিনি দান করিয়াছেন, উহা বাস্তবায়নের সঠিক ও স্থায়ী পন্থাই বিবাহ। বিবাহদ্বারাই নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণরূপে বৈধ হইয়া পড়ে; একজন অপরজনের উপর সুনির্দিষ্ট অধিকার লাভ করে এবং পরস্পরের প্রতি অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়। হাদীস শরীফে বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان له رجاء -

হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে মধ্যে যাহাদের বিবাহ করিবার সামর্থ্য আছে, তাহাদের বিবাহ করা উচিত। কারণ, চক্ষুদ্বয়কে কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা ও লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বিবাহ উৎকৃষ্ট পন্থা। তোমাদের মধ্যে যাহাদের বিবাহ করিবার সামর্থ্য নাই, সে যেন রোযা রাখে। কারণ, রোযা যৌন বাসনা দমন করে।[২]

এই হাদীসে যাহাদের স্ত্রী সম্ভোগের সামর্থ্য আছে এবং ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যাহারা সক্ষম, তাহাদিগকে বিবাহ করিবার নির্দেশ দেওয়া

---

১. আল-কুরআন, ৬৬ ঃ ৬

২. শাহ ওলীউল্লাহ ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১

www.pathagar.com

হইয়াছে। কারণ, বিবাহ না করিলে যৌন উন্মাদনা তাহাকে ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। যৌন উন্মাদনা দমনের উৎকৃষ্ট উপায়ই হইল বিবাহ। আর যাহারা বিবাহের আর্থিক সঙ্গতি রাখে না, তাহাদিগকে রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, অনবরত উপবাস থাকার দরুন তাহাদের যৌন ক্ষমতা নিস্তেজ হইয়া পড়িবে এবং যৌন বাসনা তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিবে না।

عن سعيد ابن جبير قال قال لى ابن عباس هل تزوجت قلت لا – قال فتزوج فان خير هذه الامةُ اكثرها نساء –

হযরত সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ ইব্‌নে আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–আপনি কি বিবাহিত ? উত্তরে আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, বিবাহ করুন। কারণ, এই উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক সংখ্যক স্ত্রী আছে।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান ইবন মাযউন (রা)-কে অবিবাহিত থাকিতে নিষেধ করিয়া বলেন ঃ

ورد صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل – فقال امَا وَالله انى لاخشاكم لله واتقاكم لـه لٰكنى اصوم و افطر واصلى وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى –

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান ইবন মাজউন (রা)-কে অবিবাহিত থাকিতে নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করা ও তাঁহার অসন্তোষ হইতে বাঁচিয়া থাকার ব্যাপারে আমি তোমাদের সর্বাগ্রে। কিন্তু তথাপি আমি রোযা রাখি ও ইফতার করি (অর্থাৎ কোন দিন নফল রোযা রাখি, আবার কোন দিন রাখি না), নামায পড়ি ও রাত্রিতে নিদ্রা যাই এবং বিবাহ

১. বুখারী, কিতাবুন –নিকাহ

www.pathagar.com

করি। অনন্তর যে ব্যক্তি আমার সুন্নত হইতে বিরত থাকে, সে আমার দলভুক্ত নহে।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

হজ্জ না করা ও বিবাহ হইতে বিরত থাকার অনুমতি ইসলাম দেয় না।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

النكاح من سنتى فمن لم يعمل سنتى فليس منى -

বিবাহ্ আমার সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের উপর আমল করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে নহে।

হাদীস শরীফে আছে, কোন পুরুষ যখন বিবাহ্ করে, তখন সে তাহার ধর্মের অর্ধেক পূরণ করে। সে যেন বাকী অর্ধাংশের জন্য আল্লাহ্কে ভয় করে।[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اذا رأى احدكم امرأة فاعجبته فليأت اهله فان معها مثل الذى معها -

তোমাদের মধ্যে কেহ্ কোন নারীকে দেখিয়া যদি তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়, তবে সে যেন তাহার স্ত্রীর নিকট গমন করে। কারণ, সেই নারীর নিকট যাহা আছে, তাহার স্ত্রীর নিকটেও তাহাই আছে।[৪]

হাদীস শরীফে উক্ত আছে, স্ত্রী সহবাসে একটি সদকার সওয়াব হইয়া থাকে। সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করেন হে আল্লাহ্র রসূল! কামনা-বাসনা পূরণ করিলেও কি সওয়াব হইবে? তিনি উত্তরে বলেন, বল, অবৈধ উপায়ে কাম-বাসনা চরিতার্থ করিলে কি তাহার গুনাহ্ হইত না? তদ্রূপ বৈধ উপায়ে কাম-বাসনা চরিতার্থ করিলে তাহার সওয়াব হইবে।[৫]

---

১. শাহ্ ওলীউল্লাহ ঃ ঐ, পৃ ৩০২
২. আবূ দাউদ
৩. বায়হাকী
৪. তিরমিযী
৫. মুসলিম

www.pathagar.com

লক্ষ্য করুন; বিবাহ বন্ধন ব্যতিরেকে যে যৌন সম্পর্ক একেবারে হারাম ও যাহার জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বিবাহ গণ্ডীর ভিতরে ইহা কেবল হালালই হয় নাই ; বরং একটি সওয়াবের কার্যে পরিণত হইয়াছে। ইহা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, বর্জনকে না-পসন্দ করা হইয়াছে। স্বামীর সঙ্গত কামনা হইতে বাঁচিবার জন্য নফল রোযা রাখিতে স্ত্রীকে নিষেধ করা হইয়াছে।

হাদীস শরীফে উক্ত আছে ঃ

لا تصوم المرأة و بعلها شاهد الا باذنه -

স্ত্রী যেন তাহার স্বামীর উপস্থিতিতে তাহার অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা না রাখে।[১]

স্বামী হইতে পৃথক হইয়া রাত্রি যাপন করিতে স্ত্রীকে নিষেধ করা হইয়াছে।

اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع -

যে নারী তাহার স্বামী হইতে পৃথক হইয়া রাত্রি যাপন করে, সে স্বামীর নিকট ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাহার উপর অভিশাপ দিতে থাকে।[২]

বস্তুত কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বিবাহের উপযোগ ও উপকারিতা অস্বীকার করিতে পারে না এবং মানব জীবনে ইহার গুরুত্ব এত অধিক যে, ইহা ব্যতীত সে সঠিক মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। যে পুরুষের স্ত্রী নাই এবং যে নারী স্বামীহীনা, প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগকে মিসকীন (নিঃসম্বল, অসহায়, দরিদ্র) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যাহার স্ত্রী নাই, সে মিসকীন, সে মিসকীন, সে মিসকীন। জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে যদি বিরাট সম্পদশালী হইয়া থাকে? উত্তরে তিনি বলেন, বিরাট সম্পদশালী হইলেও সে মিসকীন। তৎপর তিনি বলেন, যে নারীর স্বামী নাই, সে মিসকীন, সে মিসকীন, সে মিসকীন। জিজ্ঞাসা করা হইল, হে

১. বুখারী
২. বুখারী

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র রাসূল! সে যদি সম্পদশালিনী হইয়া থাকে? তিনি বলেন : সম্পদশালিনী হইয়া থাকিলেও স্বামী ছাড়া সে মিসকীন।[১]

বিবাহের উপকারিতা

উপরিউক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণী হইতে বিবাহের যে উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বুঝা যায়, তাহা প্রধানত এই :

১. নারী-পুরুষের জন্মগত যৌন বাসনা পূরণের পন্থাকে বিধিবদ্ধ করা এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলা হইতে তাহাদিগকে নিষ্কলুষ রাখা।

২. নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজিত স্বাভাবিক আকর্ষণ, প্রেম-প্রীতি, মমতা-ভালবাসা ও হৃদ্যতার চাহিদা বিশুদ্ধ পন্থায় পরিপূর্ণ করা এবং স্বভাবের এই চাহিদাকে বিকশিত ও পূর্ণতা দান করা।

৩. মানব বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার।

৪. পরিবার গঠন তথা মানব সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা।

ড. ওয়েস্টার মার্ক বলেন :

There are three essential elements in every normal marriage—the gratification of the sexual impulse, the relation between husband and wife apart from it and procreation of children.[২]

প্রতিটি নিয়মিত বিবাহে তিনটি অত্যাবশ্যক মূল বস্তু নিহিত রহিয়াছে,-যৌন বাসনার নিবৃত্তি, তদুপরি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক এবং সন্তান উৎপাদন।

বিবাহের শ্রেণী বিভাগ

বিবাহের আবশ্যকতা ও ইহার প্রতি উৎসাহ প্রদানের কথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে কাহারও এমন ধারণা পোষণ করা সঙ্গত নহে যে, প্রতিটি মানুষের বিবাহ করা কর্তব্য। বরং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি থাকাও অতীব জরুরী শর্ত। দৈহিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা অবশ্যই থাকিতে হইবে। বিবাহের যাবতীয় খরচ পাত্রপক্ষকেই বহন করিতে হইবে, পাত্রীপক্ষকে নহে। আজকাল যৌতুকের যে রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, হিন্দু

---

১. শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র) : গুনিয়াতুত্তালেবীন

২. Dr. Westermarck : The future of Marriage in Western Civilization.

www.pathagar.com

সমাজ হইতেই ইহা ধার-করা ; ইসলামে ইহার কোন ভিত্তি নাই। যাহারা বিবাহের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম, তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত সংযম অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।[১]

হযরত আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং লালন-পালন করেন। তথাপি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহের খরচ সংগ্রহ করিতে তিনি তাঁহাকে আদেশ দেন। হযরত আলী (রা) তাঁহার বর্ম বিক্রয় করিয়া গৃহের আসবাব-পত্র এবং কনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার খরিদ করেন।[২]

ফিক্‌হশাস্ত্রের ইমামগণ (র) লোকের যৌন বাসনার তারতম্য ও তাহাদের আর্থিক সঙ্গতি বিচার করিয়া বিবাহকে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও হারাম—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তির ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে, তাহার জন্য বিবাহ ফরয। কিন্তু তাহার যদি আর্থিক সঙ্গতি না থাকে, তবে রোযা রাখিয়া যৌন বাসনা দমন করিয়া রাখিতে পারিলে তাহাই করিবে এবং বিবাহ হইতে বিরত থাকিবে। অন্যথায় সদুপায়ে বিবাহের জরুরী অর্থ তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি কাহারও পক্ষে ব্যভিচার হইতে নিজেকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে এবং সে নিজের জন্য বিবাহ আবশ্যক বলিয়া মনে করে, তবে বিবাহ তাহার জন্য ওয়াজিব। তবে শর্ত এই, সৎভাবে অর্জিত অর্থে বিবাহের যাবতীয় খরচ বহনের ক্ষমতা অবশ্যই তাহার থাকিতে হইবে। সহসা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা যাহার নাই, তাহার জন্য বিবাহ সুন্নত। বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য যদি কাহারও অসদুপায় অবলম্বন ব্যতীত আর কোন উপায় না থাকে, তবে তাহার জন্য সর্বাবস্থায় বিবাহ হারাম।[৩]

মুতআ বিবাহ

মুতআ অর্থাৎ শর্তাধীনে সাময়িক বিবাহ—যাহা ইসলামে নিষিদ্ধ।

---

১. আল-কুরআন, ২৪ ঃ ৩৩

২. দ্রষ্টব্য আল-সাফা ফী সীরাতিল-আম্বিয়া, ২য় খণ্ড-পৃ. ৭৪-৭৫, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, ইণ্ডিয়া

৩. আবদুর রহমান আল-জাযীরী ঃ আল্-ফিক্‌হ আলা মাযাহিব আল-আরবাআ, ৪র্থ খ, পৃ. ৪-৭ কায়রো

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট বর্ণনা করেন ঃ

ان النبی صلی الله علیه و سلم نهی عن المتعة و عن لحوم الحمر الاهلیة زمن خیبر -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুতআ ও গাধার গোশ্‌ত ভক্ষণ খায়বরের যুদ্ধের সময় নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

আবূ আবদুল্লাহ আল-বুখারী বলেন ঃ

و قد بینه علی عن النبی صلی الله علیه و سلم انه منسوخ -

হযরত আলী (রা) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।[১]

ইসলামের পূর্বে Amminianus Marcellinus, XIV, 4-এর মতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আরবদের মধ্যে সাময়িক বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটি পুরুষটির নিকট একটা বর্শা ও তাঁবু লইয়া আসিত এবং মেয়াদ শেষে ইচ্ছা করিলে তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিত বলিয়া উহাকে সঠিকভাবে মুতআ বলা যায় কিনা সন্দেহ।[২]

কেহ কেহ মনে করেন যে, মদীনায় অবতীর্ণ কুরআনের সূরা ৪ ঃ ২৪ আয়াতে মুত্'আ বিবাহের উল্লেখ আছে। কিন্তু সুন্নী ভাষ্যকারগণ হিজরী প্রথম শতাব্দীতেই ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইহাদ্বারা সাধারণ স্থায়ী বিবাহ বুঝায়। আয়াতাংশটির একটি ভুল অনুবাদ দিয়া এই প্রসঙ্গে শী'আরা আরও বলেন যে, 'ইস্‌তামতা'তুম' শব্দের পর উবায়্য ইবন কা'ব (রা) ও ইবূন 'আব্বাস (রা) 'ইলা আজালিম-মুসাম্মা (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) কথাটি যোগ করিয়া থাকেন।[৩] এই পাঠ সুন্নী সমাজে প্রবেশ

১. বুখারী, কিতাবুন-নিকাহ, বাব ৩২, নিকাহ আল-মুতআ

২. আগানী, ১৬শ খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠার বাক্যাংশে (মাস্তিউনী বিহা আল-লায়লাতা) ও আরব কিংবদন্তীসমূহ হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, জাহিলিয়্যা যুগে মুতআ প্রচলিত ছিল। মুতআর অনুরূপ এক প্রকারের সাময়িক বিবাহ ইরিত্রিয়াতেও প্রচলিত ছিল। (CONTI ROSSINI, PRINCIPI DI DIRITTO CONSEUE TUDINARIO, ROME, 1916, P. 189, 249)। তাহা হইতে মনে হয় যে, আরবে মুত্'আ একটা প্রাচীন প্রথা ছিল।

৩. তাবারী তাফসীর, ৫ ঃ ৯

www.pathagar.com

করে নাই। তাঁহাদের মতে 'ইলা আজালিম-মুসাম্মা' অংশটি প্রক্ষিপ্ত। শীআ গ্রন্থাবলীতে ইহা প্রায়ই যোগ করা হয়। উহার সঠিক অনুবাদ এই ঃ "উহাদের (নিষিদ্ধ স্ত্রীলোকদের) ছাড়া আর সকলকে অর্থ ব্যয়ে বিবাহ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল। তবে শুধু অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা সম্ভোগ কর, তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত মাহ্‌র দাও।"

উবায়্য ইবন কা'ব ও ইবন আব্বাসের কথিত 'ইলা আজালিম-মুসাম্মা' (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) কথাটি যে কুরআন মজীদের অংশ নহে, তাহা ইবন আব্বাস (রা)-এর মুত'আর বৈধতা সম্পর্কে পরবর্তীকালে মত পরিবর্তন দ্বারা বুঝা যায়।[১] কারণ, তিনি সূরা ২৩ ঃ ৬ ও ৭০ ঃ ৩০-এর বরাত দিয়া বলেন যে, উহাতেই বিবাহিতা স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রীলোক অবৈধ হইয়াছে। সুতরাং মুতআ হারাম।[২]

আল-মাযুরীর বরাত দিয়া ইমাম নাওয়াবী বলেন, ইসলামের পূর্ব হইতে আরব সমাজের মদ্যপানের ন্যায় সাময়িক বিবাহের প্রথাও প্রচলিত ছিল। ইসলাম প্রচারের প্রথমদিকে মদ্যপান যেমন নিষিদ্ধ ছিল না, তেমনি সাময়িক বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল না। দুই-একটি হাদীসে তাহারই উল্লেখ দেখা যায়। সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই কুপ্রথা রহিত করেন এবং সকলে যাহাতে এই নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি উহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঘোষণা করেন। প্রথমে খায়বারে উহা নিষেধ করা হয়। তারপর ব্যাপক অবগতির জন্য মক্কা বিজয়ের পরে এবং বিদায় হজ্জে উহা পুনরায় ঘোষণা করা হয়।

কোন কোন স্থলে এই নিষেধাজ্ঞার ব্যতিক্রম দেখিয়া হযরত উমর (রা) কঠোরভাবে শাসাইয়া বলেন ঃ এইরূপ ঘটনা দেখা গেলে মুতআকারী স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে ব্যভিচার-অপরাধে অপরাধী হিসাবে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে।

---

১. তিরমিযী, বাব নিকাহ আল-মুত'আ

২. পূর্বোক্ত, বাব নিকাহ মুতআ

www.pathagar.com

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, মুতআ বিবাহ রহিত হইয়াছে[১] এবং ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মুতআ বিবাহ হারাম।[২]

আইনবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), (মৃ ৬৮ হি) প্রথম প্রথম মুতআর একজন সমর্থক ছিলেন।[৩] কিন্তু পরে তিনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া মুতআ বিবাহ হারাম বলিয়া স্বীকার করেন।[৪] হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধে মক্কায় মুতআর অনুমতি দিয়া কেহ কেহ ফতওয়া দিত বলিয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা) তাহাদিগকে শাসাইয়া দিয়াছিলেন।[৫]

সকল সুন্নী ও কয়েকটি যায়দিয়্যা সম্প্রদায়[৬] মুতআকে হারাম বলিয়া গণ্য করেন। বর্তমানে ইহার স্বীকৃতি কেবল এক সম্প্রদায়ের শীআদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইরানেও বর্তমানে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যুফারের (মৃ ১৫৮ হি) মতে দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ সম্পাদিত হইলে ইহা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু সময় নির্ধারণের শর্ত অবৈধ ও বাতিল গণ্য হইয়া উহা স্থায়ী বিবাহে পরিণত হইবে।[৬]

হযরত উমর (রা)–এর খিলাফতের যমানায় মুতআ যে হারাম করা হইয়াছে, তাহা না জানার কারণে কোন ব্যক্তি এই কাজ করিলে কোনোদিন তিনি এই খবর পাওয়ায় খুব অসন্তুষ্ট হন এবং অনতিবিলম্বে মিম্বরে দণ্ডায়মান হইয়া চিরকালের জন্য যে মুতআ হারাম করা হইয়াছে, এ ঘোষণা দেন–যাহাতে এ সম্পর্কে কাহারো কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। তাঁহার ঘোষণায় তিনি আরো বলেন, আমার এ

---

১. মুসলিম, বাব নিকাহ

২. সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও আবূ দাউদ বর্ণিত হাদীসসমূহ, বাব নিকাহ, নিকাহ আল-মুতআ; ইমাম নাওয়াবী, শারহে মুসলিম

৩. বুখারী, নিকাহ, বাব ৩১ ; মুসলিম, নিকাহ, ১৮; তায়ালিসী, নং ১৭১২; রাযী, মাফাতীহুল-গায়ব, কায়রো, ১৩২৪, ৩ ১১৫

৪. তিরমিযী, নিকাহ, বাব ২৮

৫. মুসলিম, নিকাহ, ২ ঃ ২১

৬. আল–না'ত্তি কবি আল– হাকক; তাহরীর, বার্লিন পাণ্ডুলিপি; Claser 74, Fol. 536.

৬. সারাখসী ঃ মবসূত, ৫ ঃ ১৫৩ ; বুখারী হিয়াল, বাব ৪; দেখুন সম্পাদনা বোর্ড, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ.২৬৮–২৬৯, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে, ১৯৮২

www.pathagar.com

ঘোষণার পর যদি কেহ মুতআ বিবাহ করে, তবে তাহাকে ব্যভিচারের অপরাধে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে।

এই ঘোষণার পর মুতআ সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যায় এবং ইহার উপরই সকল সাহাবায়ে কিরাম (রা)–এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (ইজমা) গৃহীত হয়। সুতরাং ইহাতে প্রমাণিত হয়, হযরত উমর (রা) সকলকে মুতআ যে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেন এবং সকলেই তাহা বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করেন ও মানিয়া নিয়াছেন। ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, তিনি ধর্মের একটি বিধান রহিত করিয়াছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) ইহা বিনাবাক্যে স্বীকৃতি দান করেন।[১]

নিষিদ্ধ নারী

বিবাহের মাধ্যমে যৌন বাসনা পূরণের পথ উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে বটে; কিন্তু সঙ্গত কারণেই কতিপয় নারীর সহিত বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَا تَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ اِنَّهٗ كَانَ
فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا - وَسَآءَ سَبِيْلًا - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ
بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ
وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ
نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ - فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وَ حَلَآئِلُ
اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ، وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - وَّ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ
النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ، كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا

১. হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গনী ঃ নাসরুল বারী, শারহে সাহীহুল–বুখারী, জিলদ সানী, পৃ. ২৮৪; মজলিসে খায়র, সুরাট, গুজরাট ১৪১০ হি.।

www.pathagar.com

وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ط
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ط وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا -

নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতাগণ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না। অবশ্য যাহা অতীতে (জাহিলী যুগে) সংঘটিত হইয়াছে তা ধর্তব্য নহে। নিশ্চয়ই ইহা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ। তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, তোমাদের মাতা, কন্যা, আপন ভগিনী, ফুফু (পিতার আপন বোন), খালা, (মাতার আপন বোন), আপন ভাইয়ের কন্যা, আপন বোনের কন্যা, দুধ মাতা, দুধ ভগিনী, শ্বাশুড়ী এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহার সঙ্গে সহবাস হইয়াছে তাহার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমার অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাহাদের (কন্যাদের মাতার) সঙ্গে সহবাস না হইয়া থাকে, তবে তাহাতে তোমাদের জন্য (বৈধভাবে সঙ্গত হওয়ায়) কোন দোষ নহে। আর তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগিনীকে একসঙ্গে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু যাহা পূর্বে (জাহিলী যুগে) হইয়াছে, উহা ধর্তব্য নহে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। ইহা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান।[১]

বস্তুত ইসলাম মতে যাহাদিগকে বিবাহ করা যায় না, তাহারা হইল ঃ

১. মাতা, সৎমাতা, দাদী ও নানী।
২. কন্যা, পুত্রের কন্যা, কন্যার কন্যা এবং তাহাদের সকল সন্তান ইহার অন্তর্ভুক্ত।
৩. ভগিনী, মাতার ও পিতার দিক হইতে; সৎ ভগিনীও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ২২-২৪

www.pathagar.com

৪. ফুফু অর্থাৎ পিতার বোন, আপন বোন হউক কিংবা সৎ বোন হউক।
৫. খালা অর্থাৎ মাতার বোন আপন বোন হউক; কিংবা সৎ বোন।
৬. আপন ভাইয়ের কন্যা
৮. দুধ মা অর্থাৎ যে নারী শৈশবে স্তন্য পান করাইয়াছে।
৯. দুধ ভগিনী।
১০. স্ত্রীর মাতা।
১১. যে স্ত্রীর সহিত সহবাস হইয়াছে, তাহার পূর্বস্বামীর ঔরসজাত তাহার গর্ভজাত কন্যা।
১২. নিজ ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী; কিন্তু পালক পুত্রের বিধবা ও তালাপ্রাপ্তা স্ত্রী হারাম নহে।
১৩. দুই বোন একত্রে বিবাহ করা হারাম।
১৪. যাহাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হইলে তাহাদের পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ—এমন দুইজন নারীকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম—যেমন, খালা ও তাহার বোনের কন্যা অথবা ফুফু ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী।[১]
১৫. অপরের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা নারী।
১৬. কাফির ও মুশরিক নারী।[২]
১৭. মুশরিকের সহিত মুসলমান নারীর বিবাহও নিষিদ্ধ।[৩]
১৮. কাফির নারীকে মুসলমানের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা বৈধ নহে।[৪]
১৯. ব্যভিচারে অভ্যস্ত নারীকে কোন মুসলমান বিবাহ করিতে পারে না এবং কোন ব্যভিচারী পুরুষকেও কোন মুসলমান নারী বিবাহ করিতে পারে না।[৫]
২০. একত্রে চারিজনের অধিক বিবাহ করাও বৈধ নহে।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ইসলাম দীনদারী, চরিত্র ও নৈতিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু আজকাল পার্থিব বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনাই মুসলমানদের

১. বুখারী
২. আল-কুরআন, ২ : ২২১
৩. ঐ, ২ : ২২১
৪. ঐ, ৬০ : ১০
৫. ঐ, ২৪ : ৩

www.pathagar.com

মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বরং না পাওয়ার যাতনাই এইরূপ দম্পতিকে সর্বদা দংশন করিতে থাকে এবং সীমাহীন অতৃপ্তিই তাহাদের জীবন নিষ্ফল করিয়া তোলে। অবশ্য পসন্দসই বিবাহের অধিকার নারী ও পুরুষকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পসন্দ না-পসন্দের একটা নৈতিক মানদণ্ডও অবশ্যই থাকিতে হইবে। কেবল রূপ-লাবণ্য ও পার্থিব ধন-দৌলতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ করিলে জীবন সফল ও আনন্দময় হইয়া উঠে না। অথচ শান্তিময় জীবন যাপন ও মানসিক আনন্দলাভের উদ্দেশ্যেই সহধর্মিণী সৃষ্টি করা হইয়াছে।[১]

নির্বাচনে ভুল করিলে কেবল দম্পতির জীবনই ব্যর্থ হয় না; বরং ইহার কুফল সন্তান-সন্ততি এবং গোটা পরিবারের উপরও প্রতিফলিত হইয়া থাকে। পাত্র-পাত্রী নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী মুরব্বিগণের পরামর্শ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ উচিত নহে। বিশেষত মেয়েরাই সাময়িক মোহ-আকর্ষণ এবং প্রলোভন-আবেগে বেশি পরিচালিত হইয়া থাকে। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন তাহাদের জন্য অতীব জরুরী। নিজ লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য-সম্পাদনের নির্দেশ পবিত্র কুরআনে দেওয়া হইয়াছে।[২]

হাদীস শরীফে পুণ্যবতী নারীকে দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

الدنيا كلها متاع و خير متاع الدنيا المرأة الصالحة –

দুনিয়ার সবকিছুই উপকারী এবং তন্মধ্যে সর্বোত্তম হইল পুণ্যবতী স্ত্রী।[৩]

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে অনেকেই কেবল বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকেন। অথচ বংশ ও গোত্র কেবল পরিচিতির জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যিনি অধিক পরহেযগার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

---

১. আল-কুরআন, ৩০ ঃ ২১; ৭ ঃ ১৮৯
২. ঐ, ৩ ঃ ১৫৯ ; ৪২ ঃ ৩৮
৩. মুসলিম

www.pathagar.com

হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক পরহেযগার।[১]

খাঁটি ঈমানদার নারী কুৎসিত দাসী হইলেও পরমাসুন্দরী অমুসলমান নারী হইতে উৎকৃষ্ট। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

অমুসলমান নারী তোমাদিগকে চমৎকৃত করিলেও নিশ্চয়ই মুসলমান ক্রীতদাসী তাহা অপেক্ষা উত্তম।[২]

ঈমানদার পুরুষ দাস হইলেও বিত্তশালী এবং অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী অমুসলমান পুরুষ হইতে উত্তম ।

আর একজন ঈমানদার ক্রীতদাসও একজন অমুসলমান হইতে উৎকৃষ্ট যদিও তাহার রূপ-সৌন্দর্য ও ধন-দৌলত তোমাদিগকে আকৃষ্ট করে।[৩]

পবিত্র কুরআনে ইহার কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, অমুসলমান পাত্র-পাত্রী, নর-নারী অগ্নির দিকে আহবান করে, মুক্তির দিকে পরিচালনা করে না।

কারণ, তাহারা (অমুসলমানগণ) তোমাদিগকে অগ্নির দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে নিজ অনুগ্রহ ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন।[৪]

দীনদারীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল বংশ মর্যাদা, রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদের লোভে কোন মেয়েকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن و لا لمالهن فلعله يطغيهن و انكحوهن للدين و لا مة سوداء خير قاء ذات دين افضل -

১. আল-কুরআন, ৪৯ ঃ ১৩
২. ঐ, ২ ঃ ২২১
৩. ঐ, ২ ঃ ২২১
৪. ঐ,২ ঃ ২২১

www.pathagar.com

কেবল সৌন্দর্য দেখিয়াই নারীকে বিবাহ করিও না। কেননা, সৌন্দর্য তাহাদিগকে বিপথগামীও করিয়া দিতে পারে। আর তাহাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের জন্যও তাহাদিগকে বিবাহ করিও না। কারণ, ধন-সম্পদ তাহাদিগকে অবাধ্য এবং বিদ্রোহীও করিয়া দিতে পারে। বরং দীনদারী দেখিয়া নারীদিগকে বিবাহ কর। জানিয়া রাখ, দীনদার হইলে একটি কাল দাসীও ধর্মহীনদের তুলনায় উৎকৃষ্ট।[১]

যাহার দীন ও চরিত্র পসন্দ হয়, এমন পাত্রের নিকট বিবাহ দেওয়ার নির্দেশ দিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اذا خطب اليكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه - ان لا تفعلوه تكن فتنة فى الارض و فساد عريض -

যখন এমন পাত্রের জন্য তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব আসে যাহার দীন ও চরিত্র তোমরা পসন্দ কর, তবে তাহার নিকট বিবাহ দাও। তোমরা যদি ইহা না কর, তবে দুনিয়াতে বড় ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি হইবে।[২]

এই হাদীসে কুফূ (সমবংশ) দেখিয়া বিবাহের প্রথা রহিত করা হয় নাই। বংশ প্রীতি তো মানুষের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে এবং বংশে দোষ ধরাকে লোকে হত্যা অপেক্ষাও দুঃসহ মনে করে। এমতাবস্থায় কুফূ রহিত হইবে কিরূপে? তদুপরি সকল লোকই তো সমমর্যদাসম্পন্ন হয় না এবং আইন-কানূনও এমন সব বিষয় রহিত করিতে পারে না। এইজন্যই হযরত উমর (রা) বলেন ঃ

لا منعن النساء الا من اكفائهن -

আমি অবশ্যই নারীদিগকে তাহাদের কুফূ ব্যতীত অপর সবকিছু হইতে প্রতিরোধ করিব।

সুতরাং উল্লিখিত হাদীসের অর্থ হইল এই, ধন-সম্পদের স্বল্পতা, অবস্থার অনুন্নতি, সৌন্দর্যহীনতা, (নীচ বংশজাত) দাসীর সন্তান—এই প্রকার বেহুদা বিষয়ের পিছনে যেন কোন মানুষই না পড়ে—যখন প্রস্তাবিত পাত্রের দীন অর্থাৎ চাল-চলন, কার্যকলাপ ও স্বভাব-চরিত্র পসন্দনীয় হইয়া থাকে। কারণ, সৎস্বভাবের সঙ্গ করা

---

১. ইবনে মাজা, বায়হাকী

২. তিরমিযী

www.pathagar.com

এবং ইহার মাধ্যমে দীনের সংশোধনই তদবীরে মনযিল অর্থাৎ গৃহ ও সমাজ পরিচালনার বড় উদ্দেশ্য।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন মেয়ের কুলক্ষণ প্রমাণিত হইয়া থাকিলে তাহাকে বিবাহ না করিয়া বরং নিজে নিরাপদে থাকাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এমন মেয়ে পরমাসুন্দরী ও অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইলেও তাহাকে বিবাহ না করাই ভাল।

বিবাহের জন্য বালেগা ও বুদ্ধিমতী কুমারী মেয়ে পসন্দ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ তাহার দুষ্টামি ভাব কম থাকার দরুন সে অল্পেই পরিতুষ্ট হইবে, যৌবনে ভরপূর বলিয়া অধিক সংখ্যক সন্তান জন্ম দিবে, তাড়াতাড়ি শাসন মানিয়া লইবে ও সর্বদা তাহার অনুগত থাকিবে এবং লজ্জাস্থান ও দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে অধিকতর পাক-পবিত্র হইবে। অপরদিকে বিধবা নারী প্রতারণায় খুব পটু ও কুস্বভাবী হইয়া থাকে এবং তাহার সন্তানও কম হয়। সে খোদিত তক্তার ন্যায় এবং উপদেশ তাহার উপর কমই প্রভাব বিস্তার করে।[১]

যে সকল নারী পুণ্যবতী, স্বীয় সন্তান-সন্ততির প্রতি স্নেহশীলা এবং স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে খুব সতর্ক, তাহাদিগকে হাদীসে উত্তম নারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش احناه على ولد فى صغره و ارعاه على زوج فى ذات يده -

যে সকল মহিলা উষ্ট্রে আরোহণ করে, তাঁহাদের মধ্যে কুরায়শ বংশীয় মহিলাগণই উত্তম। তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততির প্রতি উহাদের শৈশবকালে সর্বাপেক্ষা করুণাময়ী এবং তাহাদের স্বামীদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে অধিকতর সতর্ক।[২]

যে নারীর কোন সৌন্দর্য নাই, অথচ সন্তান জন্ম দেয়, সে পরমাসুন্দরী বন্ধ্যা নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।[৩]

---

১. শাহ ওলীউল্লাহ্ ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ,২য় খণ্ড পৃ.৩০৫-৩০৬

২. বুখারী, কিতাবুন-নিকাহ, বাব ২২

৩. ইমাম গাযালী ঃ ইয়াহ্ইয়াউল উলূম, ২য় খণ্ড পৃ. ২৪

www.pathagar.com

এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, উজ্জ্বল বিস্তারিত নেত্র, প্রলম্বিত কেশরাজি, কোমল চকচকে চামড়াবিশিষ্ট, তদুপরি যাহার স্বভাব-চরিত্র উৎকৃষ্ট এবং যে স্বীয় স্বামীকে ভালবাসে ও তাহার প্রতি অনুরক্ত থাকে, এমন উৎসুক নারী অবশ্যই বেহেশতের হূরস্বরূপ।[১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

تنكح المرأة لاربع ، لمالها و لحسبها و لجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك -

চারিটি জিনিস দেখিয়া নারীকে বিবাহ করা হইয়া থাকে। তাহার ধন-সম্পদ, তাহার বংশ-মর্যাদা, তাহার রূপ-সৌন্দর্য এবং তাহার দীনদারী (ধর্মপরায়ণতা)। তবে তোমরা দীনদার নারী বিবাহ করিয়া সৌভাগ্যশালী হও। তোমাদের হস্ত মাটিতে মিলিত হউক।[২]

পাত্রী নির্বাচনে লোকে সাধারণত চারিটি বিষয়ে বিবেচনা করিয়া থাকে। নারীর ধন-সম্পদ দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করে। কারণ, ধনের প্রতি তাহার আসক্তি আছে। সে আশা করে, ধন দিয়া স্ত্রী তাহার সহিত সহানুভূতি করিবে এবং তাহার সন্তান-সন্ততি ধনী হইয়া উঠিবে। কেননা, স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ সে পাইবে। আবার বংশ মর্যাদা দেখিয়া কেহ বিবাহ করিয়া থাকে। পাত্রীর মাতাপিতার বংশ গৌরবের কারণে তাহাকে বিবাহ করে। কেননা, সম্মানী ও শ্রেষ্ঠ বংশে বিবাহ করাও সম্মানের বিষয়। অপরপক্ষে পাত্রীর সৌন্দর্য দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করে। কারণ, মানব প্রকৃতি সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অনেক লোকের উপর তাহার প্রবৃত্তি প্রবল থাকে। আবার কেহ পাত্রীর দীনদারী দেখিয়া অর্থাৎ সে পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকে, সন্দেহের বস্তু হইতে দূরে অবস্থান করে এবং ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যলাভে সচেষ্ট হয় বলিয়া তাহাকে বিবাহ করে।

রসম-রেওয়াজ ও দেশ-প্রথার আবরণ যাহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, এমন ব্যক্তিই ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান অন্বেষণ করে। আর সৌন্দর্য ও এবংবিধ

১. ইমাম গাযালী, ঐ, পৃ. ৩৬,
২. বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

বস্তু সেই যুবকই কামনা করে, প্রবৃত্তির তাড়না যাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। অপরপক্ষে মানবের স্বভাবজাত প্রকৃতিতে যে ব্যক্তি বিভূষিত হইয়া উঠিয়াছে, দীনই তাহার কাম্য। তাহার স্ত্রী তাহার দীনের কাজে তাহার সহায়ক হউক এবং সৎকর্মশীল লোকের সঙ্গলাভ পসন্দ করুক, ইহাই তাহার কামনা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

تزوجوا الولود الودود فانى مكاثر بكم الامم -

বেশিসংখ্যক সন্তান দান করে এবং অধিক ভালবাসে, তোমরা এমন নারীকে বিবাহ কর। কারণ, ইহাতে আমার উম্মত অন্যান্য উম্মতের তুলনায় অধিক হইবে।

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ভালবাসার কারণেই পরিবারের কল্যাণ পূর্ণতালাভ করে এবং বংশ-বৃদ্ধির মাধ্যমেই দেশ ও জাতির মঙ্গল সাধিত হয়। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসায় প্রমাণ করে, তাহার স্বভাব ঠিক আছে এবং তাহার নৈতিক চরিত্র সুদৃঢ়। ইহা তাহাকে পরপুরুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দিবে না এবং চিরুণী ও অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারে সুসজ্জিত হওয়ার জন্য তাহাকে অনুপ্রাণিত করিবে। আর এই কারণেই তাহার লজ্জাস্থান ও দৃষ্টি পবিত্র থাকিবে।[৮২]

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কুফূ দেখিয়া বিবাহ ইসলাম রহিত করে নাই। সুতরাং উচ্চ বংশ, ঈমান, পরহেযগারী এবং শিক্ষা-সভ্যতায়ও উন্নত হইলে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গোত্রের অনুসন্ধান দূষণীয় নহে। তবে মনে রাখিতে হইবে, ধর্মহীন বংশ-মর্যাদা দাম্পত্য জীবনের শান্তি আনয়ন করে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, বিবাহের পূর্বে সন্তান বেশি হইবে, না কম হইবে ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে? উত্তর এই, যাহাদের মাতৃকুলে অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মিয়াছে এমন বংশের নারীদেরই অধিক সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সচরাচর যাহা সংঘটিত হয়, উহা হইতেই ধারণা করা যায়। অবশ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সন্তান দান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ।

---

৮২. শাহ ওলীউল্লাহ, ঐ, পৃ. ৩০৩-৩০৫

www.pathagar.com

কোন চরিত্রবান মুসলমান কোন চরিত্রহীনা কুলটা রমণীকে বিবাহ করিতে পারে না, তদ্রূপ কোন সতী-সাধ্বী নারীও কোন চরিত্রহীন লম্পট ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে চাহে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ، وَ الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ -

দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য। সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।[১]

স্ত্রী হইল জীবন-সঙ্গিনী। তাই স্ত্রী সচ্চরিত্রা, ঈমানদার না হইলে ঈমানদার সচ্চরিত্র স্বামীর সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিবে না এবং তাহাদের জীবনও সুখময় হইয়া উঠিবে না। অতএব, একজন ঈমানদার পাত্র এমন একজন ঈমানদার পাত্রীই তালাশ করিবে, যে নিজে কেবল ঈমানদারই নহে; বরং স্বামীকেও ঈমানদারীর পথে সাহায্য করিতে পারে।

একদা সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করেন ঃ সর্বোত্তম সম্পদ কি, জানিতে পারিলে আমরা অবশ্যই ইহা অর্জনে সচেষ্ট হইতাম। উত্তরে তিনি বলেন ঃ

افضله لسان ذاكر و قلب شاكر و زوجة مؤمنة تعينه على ايمانه -

সর্বোত্তম সম্পদ হইল, আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে লিপ্ত রসনা, শোকর গুযার (কৃতজ্ঞ) হৃদয় এবং এমন ঈমানদার স্ত্রী—যে তাহার স্বামীর ঈমানী যিন্দেগীতে সাহায্য করে।[২]

বয়স হইলেই বিবাহ দেওয়া আবশ্যক

বিবাহের বয়স হইলে ইহা স্থগিত রাখা সঙ্গত নহে; বরং যথাসম্ভব শীঘ্র বিবাহ-কার্য সম্পাদন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

---

১. আল-কুরআন, ২৪ ঃ ২৬
২. তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ

www.pathagar.com

হে আলী! তিনটি বস্তু কখনই মুলতবী রাখিবে না : নামায, যখন ইহার সময় হয়, জানাযা এবং কোন অবিবাহিতা নারীর বিবাহ, যখন সে উহার উপযোগী জুড়ি পাইয়া থাকে।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

হজ্জ না করা ও বিবাহ মুলতবী রাখার অনুমতি ইসলাম দেয় না।[২]

প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব নিষিদ্ধ

কোন পাত্রীর জন্য এক ব্যক্তি প্রস্তাব দিয়াছে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ঐ পাত্রীর জন্য অন্য প্রস্তাব দিতে হাদীসে নিষেধ করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك -

যদি কোন ব্যক্তি কোন মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তবে সে বিবাহ না করা বা ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ঐ মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দিবে না।

এই নির্দেশের কারণ এই, যদি কোন ব্যক্তি কোন মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয় এবং সেও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তবে তাহার গৃহের কল্যাণ ও সংসারের একটা উপায় হইয়া যায়। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি যাহার পিছনে রহিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে নিরাশ করা এবং সে যাহাকে পাওয়ার আশা করিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করার অর্থ তাহার অমঙ্গল সাধন করা, তাহার উপর অত্যাচার চালানো এবং তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তোলা ছাড়া আর কিছুই নহে।

নিজ বিবাহের উদ্দেশ্যে অপরের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো নিষিদ্ধ

কোন পুরুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে হাদীসে নিষেধ করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

---

১. তিরমিযী
২. আবূ দাউদ

www.pathagar.com

لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها و لتنكح فان لها ما قدرلها -

কোন নারী অপর বোনের বর্তন খালি করিয়া বিবাহ বসিবার জন্য তাহার তালাক চাহিবে না। কারণ, সে তো তাহাই পাইবে—যাহা তাহার জন্য অদৃষ্টে নির্ধারিত আছে।

অপর বোনের তালাক চাওয়ার অর্থ হইল তাহার উপর অত্যাচার চালানো এবং তাহার জীবিকা বিনষ্ট করা। আর একে অন্যের জীবিকা বিনষ্ট করাই হইল দেশের ধ্বংসের বড় কারণসমূহের অন্যতম। অথচ প্রতিটি ব্যক্তিই তাহার যোগ্যতা হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য যাহা সহজ করিয়া দিয়াছেন, তদনুযায়ী স্বীয় জীবিকা অন্বেষণ করিবে এবং অপরের জীবিকা নষ্ট করিবে না, ইহাই আল্লাহ্ তা'আলা পসন্দ করেন।[১]

পাত্রী দেখা

বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর চিরজীবনের বন্ধন। সুতরাং বিবাহের পূর্বেই উভয়ে উভয়কে দেখিয়া লওয়ার যৌক্তিকতা বুঝাইয়া বলার দরকার পড়ে না। তাহারা পরস্পরকে দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া লইবে একে অপরের চিরজীবনের সঙ্গী, সহকর্মী, সমমর্মী ও সহযোগী হওয়ার যোগ্যতা তাহাদের মধ্যে আছে কিনা। ইসলাম পাত্রী দেখাকে কেবল বিধিসঙ্গতই করে নাই; বরং এইজন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছে। তবে মনে রাখিতে হইবে, কেবল বিবাহ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই পাত্রী দেখার অনুমতি ইসলাম দিয়াছে। একের পর এক দেখিয়া দেখিয়া চোখের তৃপ্তিলাভের জন্য এই অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

পাত্রী দেখিয়া লইলে বিবাহের পর হতাশা ও অনুশোচনা থাকে না এবং পসন্দসই পাত্রী নির্বাচন করা চলে ও তাহার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আর ইহাতে বিবাহের পূর্বেই পাত্র-পাত্রীর অন্তরে স্নেহ-সম্প্রীতির উদ্রেক হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে—যাহা দাম্পত্য জীবনের জন্য অপরিহার্য। পসন্দসই কনে বিবাহের নির্দেশ পবিত্র কুরআনেও দেওয়া হইয়াছে।[২]

---

১. শাহ ওলীউল্লাহ : ঐ, পৃ. ৩০৫-৩০৬ পৃ
২. আল-কুরআন, ৪ : ৩

www.pathagar.com

কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তাহাকে দেখিয়া লওয়ার নির্দেশ দিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل -

তোমাদের কেহ যখন কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে, তখন সম্ভব হইলে তাহার এমনকিছু দেখিয়া লইবে—যাহা তোমাকে তাহার সহিত বিবাহে উদ্বুদ্ধ করে।

তিনি আরও বলেন ঃ

فانه احرى ان يؤدم بينكما -

কারণ, ইহা (পাত্রী দেখিয়া লওয়া) তোমাদের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি সৃষ্টির সহায়ক হইবে।

এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন ঃ

প্রস্তাবিত কনেকে দেখিয়া লওয়াই পসন্দনীয়। কারণ, না দেখিয়া হঠাৎ বিবাহ করিলে যদি মিলমিশ না হয় এবং বিবাহ রহিতও করিতে না পার, তবে যে অনুশোচনা হইবে, দেখিয়া-শুনিয়া বিবাহ করিলে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবে। কনে দেখিয়া না-পসন্দ হওয়ার কারণে যদি বিবাহ না কর, তবে অন্য পাত্রী তালাশ করিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। আর পসন্দ হইলে তাহার সহিত বিবাহ অত্যন্ত সম্প্রীতি ও আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইবে। ভাল-মন্দ বিচার করিয়া কর্ম সম্পাদন করাই জ্ঞানী লোকের কাজ।[১]

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, ইসলামের ভারসাম্য লক্ষ্য করুন। অবৈধ যৌন সম্ভোগের শাস্তি বেত্রাঘাত ও নির্বাসন, এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ইসলাম নির্ধারিত করিয়াছে। আবার বিবাহের মাধ্যমে নারী সম্ভোগ কেবল বৈধই করা হয় নই, বরং ইহাকে একান্ত জরুরী পুণ্যের কাজ এবং স্ত্রী সম্ভোগে সদকার সওয়াব হয় বলিয়া ঘোষণা করা

---

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬

www.pathagar.com

হইয়াছে। অথচ নারী–সম্ভোগের কাজটা উভয়স্থলেই আসলে এক ও অভিন্ন। গায়র মুহরিম নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বিবাহের পাত্রী দেখিয়া লওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। এমন ভারসাম্য ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামেরই অবদান।

অনেকেই কাল ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিধি–বিধানের কড়াকড়ি শিথিল করিতে চাহেন। লক্ষ্য করুন, এই শিথিলতার অবকাশ ইসলামে আছে। তবে ইসলামের দৃষ্টিকোণ হইতেই ইহার আবশ্যকতা যাচাই করিতে হইবে। ইসলাম বিরোধী সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ভিতের উপর দাঁড়াইয়া বিচার করিলে চলিবে না।

আর একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কেবল পাত্রকেই পাত্রী দেখিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। তাহার পিতা ও অপরাপর আত্মীয়–স্বজন, ভাই–বেরাদর এবং বন্ধু–বান্ধব প্রভৃতি গায়র মুহরিম পুরুষকে দেখার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

পাত্রীর সম্মতি

নারীকে ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষের মর্যাদা প্রদান করিয়াছে। তাহার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ করিয়াছে। সে সম্পত্তি অর্জন ও ইহা হস্তান্তরের অধিকার পাইয়াছে। আইন–আদালতে যে কোন চুক্তিপত্র সম্পাদনে তাহার কোন বাধা–প্রতিবন্ধকতা রহিল না। এমতাবস্থায় স্বীয় দেহ সমর্পণ অর্থাৎ বিবাহ–বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার যে তাহার অধিকার থাকিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। সুস্থ মস্তিষ্কের বালেগা নারীকে তাহার পসন্দসই পাত্রের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা ইসলাম প্রদান করিয়াছে। সুতরাং পুরুষের যেমন কনে বাছাই করিবার অধিকার আছে, নারীরও তদ্রূপ বর বাছাই করিবার অধিকার রহিয়াছে। তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে অভিভাবক তাহার বিবাহ দিতে পারে না; বরং নিজ পসন্দের পাত্রের সহিত বিবাহের অধিকার তাহার আছে। ইহাতে হস্তক্ষেপের অধিকার কাহারও নাই।[১]

---

১. আল–কুরআন, ২ ঃ ২৩২, ২৪০

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها ؟ قال ان تسكت -

বিধবার বিবাহ তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যতীত হইতে পারে না এবং কুমারীর বিবাহ তাহার অনুমতি ছাড়া হইতে পারে না। সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল ! তাহার অনুমতি কিরূপে জানা যাইবে? তিনি বলেন–তাহার চুপ থাকাই তাহার অনুমতি।[১]

পিতা তাহার বালেগা কন্যাকে তাহার অসম্মতিতে বিবাহ দিলে এই বিবাহ বৈধ নহে। আন্সার বংশীয় খিদামের বিধবা কন্যা খান্সা বর্ণনা করেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে এমন এক বিবাহ দিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি সম্মত নহেন। তৎপর তিনি ইহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জানাইলে তিনি এই বিবাহ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন।[২]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

ان رجلا زوج بنته بكرا ولم يستأذنها فاتت النبى صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما -

এক ব্যক্তি তাহার কুমারী কন্যাকে তাহার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেন। তৎপর মেয়েটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া অভিযোগ করে। তিনি তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া দেন।[৩]

অভিভাবকের অভিমতের গুরুত্ব

পতিবরণে নারীর অধিকার ইসলামে একটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য এবং বিবাহ নারীর সম্মতি ব্যতীত হইতে পারে না, এ বিষয়েও কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু কেবল নারীর সম্মতিতেই বিবাহ সিদ্ধ কিনা, এই ব্যাপারে মহামান্য ইমামগণের মধ্যে প্রবল

---

১. বুখারী–কিতাবুন নিকাহ, বাব ৪২
২. ঐ, বাব ৪৩
৩. নাসাঈ

www.pathagar.com

মতবিরোধ রহিয়াছে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বালেগা সুস্থ মস্তিষ্কের নারী নিজ সম্মতিতেই বিবাহ করিতে পারে। এই বিবাহে তাহার অভিভাবকদের সম্মতি থাকুক বা না-ই থাকুক এবং নারী কুমারী, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তাই হোক। হযরত ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর মতে অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত নারীর বিবাহ হইতে পারে না। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, নারীর সম্মতিক্রমে বিবাহ সম্পাদিত হইতে পারে বটে, তবে অভিভাবকের সম্মতির উপর ইহার বৈধতা নির্ভর করিবে। অপরপক্ষে হযরত ইমাম মালিক (র) এবং হযরত ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত কোনক্রমেই বিবাহ বৈধ নহে।[১]

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! এই পর্যায়ে অপর একটি দিকে গভীরভাবে মানোনিবেশ করুন; নারীদের স্বভাব, গতিবিধি ও বুদ্ধিমত্তা পর্যালোচনা করিয়া দেখুন। নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবেন, তাহারা সাধারণত বুদ্ধিতে পরিপক্ক থাকে না। চিন্তাশক্তিও তাহাদের থাকে নিতান্ত দুর্বল এবং তাহারা প্রায়ই আবেগ ও সাময়িক মোহে পরিচালিতা হয়। আবেগের বশীভূত হইলে বংশীয় মর্যাদা রক্ষা ও ভবিষ্যত মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা-ভাবনা তাহারা খুব কমই করিয়া থাকে। তাহারা তোষামোদ ও প্রতারণা-প্রবঞ্চনার শিকার হইয়া পড়িয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নহে। অভিভাবকদের পসন্দ ও সমর্থন ব্যতিরেকে কেবল নিজেদের পসন্দের বিবাহে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও বহু আছে। সুতরাং নিজেদের পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও বিবাহের ন্যায় জীবনের পরম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অভিভাবকগণের যুক্তিসঙ্গত মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া চলা কি মেয়েদের উচিত নহে ? তাহাদের নিজেদের স্বার্থেই ইহা আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لا نكاح الا بولى -

অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ হয় না।

---

১. হিদায়া, ২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়; ৩৩১ পৃ. তানযীলুর রহমান ঃ মাজমুআ'ই কাওয়ানীনে ইসলাম, ১ম খণ্ড, করাচী ১৯৬৫, পৃ. ১৪-১৫

www.pathagar.com

এই প্রসঙ্গে হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন ঃ

বিবাহ্ ব্যাপারটা একমাত্র মেয়েদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া দুরস্ত (বৈধ) নহে। কারণ, তাহাদের বুদ্ধি অপরিপক্ক এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি দুর্বল। এইজন্য তাহারা সাধারণত ভাল-মন্দ বুঝিতে পারে না এবং অধিকাংশ সময় নিজেদের বংশ ও মান-সম্ভ্রমের প্রতি তাহাদের খেয়াল থাকে না। এই কারণে অনেক সময় অসম বংশের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ হইয়া পড়ে। ইহাতে তাহাদের বংশের মান-সম্মানের লাঘব হয়। সুতরাং বিবাহে অভিভাবকগণের অধিকার রাখা দরকার যেন পরে গোলমাল ও বিবাদ-বিসংবাদের কোন সম্ভাবনা না থাকে।

অপরপক্ষে, সৃষ্টিগত প্রয়োজনেই নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের রীতি মানব সমাজে সাধারণত প্রচলিত আছে এবং পুরুষের উপরই প্রত্যেক কার্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। আর পারিবারিক ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় ব্যয়ভার পুরুষই বহন করিয়া থাকে। তবে এ কথা সত্য যে, নারী পুরুষের সহায়করূপে কাজ করে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -

পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং এই (শ্রেষ্ঠত্ব) এইজন্য যে, পুরুষ (তাহাদের জন্য) ধন ব্যয় করে।[১]

বিবাহে অভিভাবকের শর্তারোপ পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। বিবাহে নারীদের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া তাহাদের নির্লজ্জতার লক্ষণ। লজ্জা-শরমের স্বল্পতা, অভিভাবকগণের বিরুদ্ধাচরণ ও তাহাদের মর্যাদার হানি করাই ইহার ভিত্তি। অধিকন্তু বিবাহের ঘোষণাদ্বারা বিবাহের মাধ্যমে যৌন সম্ভোগ ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপন্ন করাও আবশ্যক। আর বিবাহ মজলিসে মুরব্বিগণের অংশগ্রহণই বিবাহ ঘোষণার প্রকৃষ্ট উপায়। তদুপরি হাদীস শরীফে উক্ত আছে ঃ

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩৪

www.pathagar.com

البكر يستأذنها ابوها -

কুমারীর বিবাহের ইযন (সম্মতি) পিতা লইবে।

অপরদিকে কেবল নিজেদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়াই নারীদের বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অভিভাবকগণের পক্ষে দুরস্ত (বৈধ) নহে। কারণ, নারীরা নিজেদের সম্পর্কে যাহা অবগত আছে, অভিভাবকগণ তাহা জানে না। আর এক কথা এই, বিবাহের মঙ্গল-অমঙ্গল নারীদিগকেই ভোগ করিতে হইবে।[১]

উপরের আলোচনা হইতে মেয়েদের বিবাহ ব্যাপারে যে সুষ্ঠু কর্মনীতিতে আমরা স্বাভাবিকভাবেই উপনীত হই তাহা এই, নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে কোন বিবাহই সঙ্গত হইবে না, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে পাত্র নির্বাচনে কেবল নারীর মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত নহে; বরং অভিভাবকদের মতামত ও মর্যাদা রক্ষার নীতি অবলম্বনেই বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

মাহর ও ইহার গুরুত্ব

নারী আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি কৌশলের বিস্ময়কর নিদর্শন এবং তাহাকে ছাড়া তাঁহার বিরাট সৃষ্টি কারখানা অচল হইয়া পড়ে। অপরদিকে সে না হইলে পুরুষের জীবন হয় নিতান্ত নীরস ও একেবারে আনন্দহীন। নারী-পুরুষের মিলনেই আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি কারখানা চালু থাকে। নারী তাহার দেহ ও মান-সম্ভ্রম পুরুষের নিকট অকাতরে সমর্পণ করে। এই আত্মদান ও প্রেম-প্রীতির সম্যক আর্থিক বিনিময় ও প্রতিদান সম্ভব নহে। তবে নারীর মর্যাদার খাতিরে যথাসাধ্য ইহার প্রতিদান দেওয়া পুরুষের অবশ্য কর্তব্য। সদাচার এবং সৌজন্যও ইহাই দাবি করে। স্ত্রীর জন্য স্বামীর এই দানকেই ইসলামের পরিভাষায় 'মাহর' বলে। কোন পুরুষ যদি বিনিময়ে কিছুই দিতে না চাহে, তবে নারীর দেহ সমর্পণ অশুদ্ধ হইবে না বটে কিন্তু ইসলামী আইন নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ। ইসলামী আইন অবশ্যই স্বামীর যোগ্যতা ও স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা অনুসারে তাহার পরিতোষিক (মাহর) আদায় করিয়া দিতে তৎপর।[২]

---

১. শাহ ওলীউল্লাহ্ (র) : হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩-৩১৪

২. হিদায়া, কিতাবুন-নিকাহ

www.pathagar.com

ইসলামের বিধান মতে বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পাত্রপক্ষের উপর ন্যস্ত। সে যদি এই ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ হয়, তবে তাহার সঙ্গতি না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে বিবাহ হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।[১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তিকে বিবাহ হইতে বিরত থাকিয়া সংযম অবলম্বন ও রোযা রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন।[২]

ফিকহশাস্ত্রের ইমামগণ (র)-এর মধ্যেও এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। বিবাহের ইচ্ছা রাখে, এমন ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে সদুপায়ে মাহরের অর্থ যোগাড়ের নির্দেশ তাঁহারা প্রদান করেন।[৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণ (রা)-এর বিবাহ সমগ্র উম্মতের জন্য উত্তম নমুনা। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, হযরত আলী (রা)-কে তিনিই লালন-পালন করিয়াছিলেন। তথাপি হযরত ফাতিমা (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহের খরচ যোগাড় করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে আদেশ দেন। একটি বর্মছাড়া হযরত আলী (রা)-এর নিজের বলিতে আর কিছুই ছিল না। তিনি ইহা ৪৮০ দিরহামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির করেন। তিনি এ অর্থদ্বারা দুইটি বিবাহের কাপড়, দুইটি রূপার বালা, একটা বা দুইটা বালিশসহ একটা বিছানা এবং কয়েকটা জরুরী গৃহসামগ্রী ক্রয়ের আদেশ দেন।[৪]

বরকে বিবাহের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য হইল, তাহাকে মুসলমান-সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্যরূপে গড়িয়া তোলা, যেন সে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে সসম্মানে জীবন যাপন করিতে পারে।

আজকাল মুসলমান-সমাজেও যৌতুকরূপে বরকে দানের প্রথা পাত্রীপক্ষের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে এবং সমাজে ইহা নানারূপ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দু-সমাজ হইতেই ইহা গৃহীত; ইসলামে ইহার কোন ভিত্তি নাই। তবে সঙ্গতি

---

১. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩

২. বুখারী

৩. আবদুর রহমান আল-জাযীরী : আল-ফিকহ্ আলা মাযাহিবি আল- আরবাআ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬

৪. মুহাম্মদ আল-বাকী আল-যারকানী : শারহ যারকান, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৮-৪৪; মীর খন্দ মুহাম্মদ খাওয়ান্দ শাহ আল-হারবী : রওযাতুস- সফা ফী সীরাতিল-আম্বিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ ৭৪-৭৫

www.pathagar.com

থাকিলে নিজ খুশীতে পাত্রীপক্ষ বরকে কিছু দান করিবে, ইহাতে কোন দোষ থাকিতে পারে না। কিন্তু কিছু দাবি করিবার অধিকার বরপক্ষের নাই।

বস্তুত স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকারলাভের জন্য স্ত্রীকে স্বামী যাহা প্রদান করে, ইহাকেই মাহর বলে। ইহা নিছক দান নহে; বরং ইহা আল্লাহ তা'আলার দেওয়া স্ত্রীর অধিকার। কারণ, পবিত্র কুরআনে অর্থের বিনিময়ে নারীদিগকে বিবাহ করা বৈধ করা হইয়াছে। সুতরাং মাহর দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ط فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا -

উল্লিখিত মহিলাগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা উপভোগ করিবে, তাহাদিগকে নির্ধারিত মাহর দিবে। মাহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর সম্মত হইলে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১]

এই আয়াতদ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, মাহরের বিনিময়েই স্ত্রীর উপর পুরুষের স্বামীত্বের অধিকার লাভ হইয়া থাকে এবং মাহর পরিশোধ করা স্বামীর উপর ফরয। মাহরের বিনিময়েই স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ স্বামীর জন্য বৈধ করা হইয়াছে বলিয়া হাদীসে উল্লেখ আছে।

ما استحللتم به الفروج -

মাহর হইল সেই বস্তু, যাহার বিনিময়ে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গুপ্তাঙ্গ হালাল করিয়া লইয়া থাক।[২]

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ২৪
২. মুসনাদে আহমদ

www.pathagar.com

কেহ যদি স্ত্রীর মাহর আদায় করিবে না বলিয়া নিয়্যত করে, তবে তাহাকে হাদীসে যিনাকার (ব্যভিচারী) বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

من تزوج امرأة بصداق ونوى ان لا يوديه فهو زان –

যে ব্যক্তি কোন নারীকে মাহর দানের শর্তে বিবাহ করিয়াছে অথচ মাহর আদায়ের নিয়্যত তাহার নাই, তবে সে যিনাকার (ব্যভিচারী)।[১]

হাদীসে আরও আছে ঃ

احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج –

বিবাহে পূরণ করিবার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে শর্ত, তাহা হইল যাহার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীদের লজ্জাস্থান বৈধ করিয়া লইয়া থাক (অর্থাৎ মাহর)।[২]

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, মাহর অবশ্যই দিতে হইবে। কারণ, ইহার বিনিময়েই ইসলামী শরীঅত স্ত্রীকে স্বামীর জন্য হালাল করিয়া দিয়াছে। বিবাহ সংক্রান্ত এক মুকদ্দমায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া দেন। ইহার বর্ণনা দিতে যাইয়া হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন ঃ তাহাদের উভয়ের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) বিচ্ছেদ হওয়ার পর স্বামী নিবেদন করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার অর্থ-সম্পদ আমাকে ফেরত দেওয়া হউক। তিনি উত্তরে বলেন ঃ

لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها
وان كنت كذبت عليها فذالك ابعد لك منها –

অর্থ-সম্পদ ফেরত পাওয়ার কোন অধিকারই তোমার নাই। তুমি যদি তাহার বিরুদ্ধে সত্য কথা বলিয়া থাক, তবে তুমি যে তাহার গুপ্তাঙ্গ হালাল করিয়া লইয়াছিলে, ইহার বিনিময়ে তাহা আদায় হইয়া গিয়াছে। আর তুমি যদি তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়া থাক, তবে ত সম্পদ ফেরত পাওয়ার কোন দাবি গ্রাহ্য হইবার নহে।[৩]

---

১. মুসনাদে আহমদ
২. সিহাহ সিত্তাহ, মুসনাদে আহমদ
৩. মুসলিম

www.pathagar.com

মাহর স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ। ইহার মালিকানা স্বত্ব একমাত্র তাহারই। ইহা মাফ করিয়া দেওয়া বা আংশিক মাফ করার অধিকার তাহার ছাড়া আর কাহারও নাই। মাহর আদায় না করা পর্যন্ত স্বামীর সহিত সহবাস, তাহার আদেশ পালন ও তাহার সহিত এক গৃহে অবস্থান করিতে অস্বীকার করার অধিকার তাহার আছে। মাহর পরিশোধের পূর্বে স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রী মাহর আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত স্বামীর সম্পত্তি দখল করিয়া রাখিতে পারে।[১]

মাহর স্ত্রীর প্রাপ্য এবং স্বামী তাহার উপর স্বামীত্বের অধিকারলাভের সময়ই ইহা আদায় করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু স্বামী অক্ষম হইলে সমঝোতার ভিত্তিতে স্ত্রী স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا -

আর তোমরা নারীদিগকে তাহাদের মাহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়া দাও। পরে তাহারা খুশীমনে ইহার কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা সানন্দে ভোগ করিতে পার।[২]

এই আয়াতে ও পূর্বোল্লিখিত ৪ ঃ ২৪ নম্বর আয়াতে প্রমাণিত হয়, স্ত্রী তাহার মাহরের কিয়দংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু স্বামীর মনোরঞ্জনের প্রতিই স্ত্রীর বেশি খেয়াল থাকে। এইজন্য স্বামীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে যদি মৌখিকভাবে মাফ করিয়া দেয় এবং একান্ত আন্তরিকতার সহিত না করে, তবে ইহা মাফ হইবে না; বরং স্বামী যদি মাহরের অর্থ স্ত্রীকে দিয়া দেয় এবং স্ত্রী ইহা সন্তুষ্টচিত্তে পরিষ্কার মনে ফেরত দেয়, তবেই বুঝা যাইবে যে, আন্তরিকতার সহিত মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত উমর (রা) ও কাযী শুরায়হ (র)–এর মতে স্ত্রী মাহরের কিয়দংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দিয়াও যদি পুনরায় ইহা দাবি করে, তবে স্বামী ইহা পরিশোধ করিতে

---

১. তানযীলুর রহমান ঃ মাজমূআহ কাওয়ানীন ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৮; Asif Fyzee : Out Lines of Muhammadan Law, 2nd Edition, Oxford, 1955, p 115 ; Sir Ronald K. Wilson : Anglo-Muhammadan Law, 4th Ed. London, 1912, p 167-168

২. আল–কুরআন, ৪ ঃ ৪

www.pathagar.com

বাধ্য। কারণ, দাবি করার অর্থ হইল যে, স্ত্রী ইহা সন্তুষ্টচিত্তে ছাড়িয়া দিতে রাযী নহে।[১]

মাহরের পরিমাণ

মাহর স্ত্রীকে হালাল করার অপরিহার্য বিনিময় এবং ইহা পরিশোধ করা স্বামীর উপর ফরয। কিন্তু শরীঅত ইহার কোন পরিমাণ নির্ধারিত করিয়া দেয় নাই। উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে এই পরিমাণ মাহর নির্ধারিত করিতে হইবে যাহা আদায় করা স্বামীর জন্য কষ্টকর না হইয়া পড়ে। মাহর বিবাহের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও বিবাহের সময় ইহা না দিলে বা নির্ধারণ না করিলে বিবাহ অশুদ্ধ হয় না। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ج وَّمَتِّعُوْهُنَّ ج عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ج مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ -

যদি তোমরা সহবাস বা মাহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদিগকে তালাক দাও, তবে কোন পাপ হইবে না। কিন্তু তাহাদিগকে যথাসাধ্য উপযুক্ত খরচপত্র দিবে; সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহার সাধ্যমত এবং দরিদ্র ব্যক্তি তাহার সামর্থ্যানুযায়ী নিয়মমত খরচপত্র দানের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সত্যপরায়ণ লোকদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[২]

স্বামী সম্পদশালী হইলে স্ত্রীর দাবি অনুসারে বেশি পরিমাণে মাহর দেওয়াতে কোন দোষ নাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ لا وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا -

আর তোমরা যদি এক স্ত্রীকে তালাক দিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে তাহাকে প্রচুর সম্পদ দিয়া থাকিলেও তাহার নিকট হইতে কিছুই ফিরাইয়া নিবে না।[৩]

---

১. আবুল আলা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআন, ১ম খণ্ড টিকা নং ৭, পৃ. ৩২২
২. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৩৬
৩. আল-কুরআন, ৪ ঃ ২০

www.pathagar.com

মাহরের পরিমাণ স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। এক নিঃসম্বল সাহাবী (রা) এক নারীকে বিবাহ করিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

هل عندك من شئى قال لا - قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد - فذهب وطلب ثم جاء فقال ماوجدت شئيا ولا خاتمًا من حديد - قال هل معك من القران شيء قال معى سورة كذا وسورة كذا - قال اذهب فقد انكحتكما بما معك من القران -

তোমার কিছু আছে কি ? তিনি বলেন–না। রাসূল (সা) বলিলেন— যাও এবং তালাশ করিয়া দেখ কোন কিছু পাও কিনা, যদিও একটি লোহার আংটিই হউক না-কেন। সে ব্যক্তি গেলেন, তালাশ করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন– আমি অনুসন্ধান করিয়া কিছুই পাইলাম না; এমনকি একটি লোহার আংটিও পাই নাই। তখন রাসূল (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন–তুমি কুরআন শরীফের কিছু অংশ (মুখস্থ) জান কি ? তিনি বলিলেন–আমি এই সূরা এবং এই সূরা জানি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—যাও, তুমি কুরআন শরীফের যাহা কিছু জান (তাহা স্ত্রীকে শিক্ষা দিবে) ইহার বিনিময়ে মেয়েটিকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম।

হযরত আবদুর রহমান ইবন্ আউফ (রা) এক মহিলাকে বিবাহ করেন এবং মাহর হিসাবে এক খেজুর-বীচির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ তিনি তাঁহাকে দান করেন। তাঁহাকে উৎফুল্ল দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলেন :

انى تزوجت امرأة على وزن نواة -

আমি এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি এবং মাহররূপে তাঁহাকে এক খেজুর-বীচির ওজন পরিমান স্বর্ণ দান করিয়াছি।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ

تزوج ولو بخاتم من حديد –

মাহররূপে একটি লোহার আংটি দিয়া হইলেও বিবাহ কর।[১]

মোটকথা, মাহরের কোন উর্ধ্বসীমা নির্ধারিত নাই। স্বামীর সামর্থ্য ও স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ইহা নির্ধারিত হইবে। তবে স্বামীর পক্ষে যাহা আদায় করা সহজ হয়, উহাই উত্তম। হাদীস শরীফে উক্ত আছে ঃ

خير الصداق ايسره –

যাহা পরিশোধ করা সহজতম, তাহাই উত্তম মাহর।[২]

বর্তমান সমাজে বেশি পরিমাণে মাহর নির্ধারণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। অথচ বরপক্ষ ইহাকে ভারী বোঝা বলিয়া মনে করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিবাহে বিলম্ব ঘটে। এইজন্য সমাজে বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যারও সৃষ্টি হয়। সমাজে এখন মাহরের বাস্তব গুরুত্ব ও মর্যাদা নাই বলিলেই চলে। আজকাল ইহা একটি রসম ও সামাজিক মান-মর্যাদার বাহনস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বরপক্ষের অনেকের ইহা আদায় করার নিয়্যতই থাকে না এবং কন্যাপক্ষ তালাকের প্রতিবন্ধক হিসাবেই অধিক পরিমাণে মাহর দাবি করিয়া থাকে। মনে রাখা দরকার, মান-মর্যাদা ও তালাকের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মাহর আদায় করিবার যাহার নিয়্যত নাই, সে নিজ স্ত্রীকে প্রতারিত করিল এবং কিয়ামত-দিবস তাহাকে ব্যভিচারকারীরূপে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত করা হইবে।

ايما رجل اصدق امرأة صداقا والله يعلم انه لايريه اداهٗ اليها فغرّها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم يلقاه وهو زان –

---

১. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ
২. আবূ দাউদ, হাকেম

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি মাহর ধার্য করিয়া কোন নারীকে বিবাহ করিল অথচ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, ইহা পরিশোধ করার ইচ্ছা তাহার নাই, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে তাহার স্ত্রীকে প্রতারিত করিল এবং অন্যায়ভাবে তাহার গুপ্তাঙ্গকে নিজের জন্য হালাল মনে করিয়া ইহা উপভোগ করিল। এমন ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে ব্যভিচারীরূপে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত করা হইবে।[১]

মাহর প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা)-এর উপদেশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

সাবধান, নারীদের ভারী মাহর নির্ধারণ করিও না। দুনিয়াতে ইহা সম্মান ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পুণ্যের নিদর্শন হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম ইহা করিতেন। তিনি বার আওকিয়ার অধিক মাহর দিয়া কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।[২]

ফিক্হশাস্ত্রের ইমামগণ (র)-এর মধ্যে মাহর নির্ধারণ ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত ইমাম শাফিঈ (র) ও শীআ মাযহাবমতে মাহরের কোন নিম্নতম পরিমাণ নির্ধারিত নাই। অপরপক্ষে হানাফী মতে এক দীনার বা দশ দিরহামের কম মাহর নির্ধারণ করা জায়েয নহে। মালিকী মাযহাব অনুসারে মাহরের নিম্নতম পরিমাণ হইল তিন দিরহাম।[৩]

বস্তুত হানাফীমতে মাহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হইল দশ দিরহাম (অর্থাৎ ছয় শিলিং আট পেন্স)। শাফিঈগণ বলেন ঃ কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয়কালে যেমন ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক ক্রিয়াদ্বারা ইহার মূল্য নির্ধারিত হয়, তদ্রূপ বর ও কনের পারস্পরিক ক্রিয়াদ্বারা মাহর নির্ধারিত হইবে এবং উহাই আইনত সিদ্ধ। কারণ, মাহর স্ত্রীর প্রাপ্য এবং ইহার পরিমাণ নির্ধারণও তাহার উপরই নির্ভর করে।

হানাফীগণের বক্তব্য এই ঃ প্রথমত, হাদীসে আছে—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, দশ দিরহামের নিম্নে কোন মাহর নাই। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীর

---

১. মুসনাদে আহমদ

২. তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমদ; বার আউকিয়া প্রায় পাঁচশত দিরহাম বর্তমান হারে অর্থাৎ একশত বত্রিশ টাকায় সমান।

৩. Asif Fyzee : Ibid, 2nd Ed, Oxfrod, 1955, P 112; Neil B. E. Baillre : A Digest of Muhammadan Law, 2nd Ed. Lahore, 1965, P. 92

www.pathagar.com

মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যেই মাহরের বিধান শরীঅত প্রবর্তন করিয়াছে। সুতরাং মাহর এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে এই সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা পায়। ইহার নিম্নতম পরিমাণ হইল দশ দিরহাম। এইজন্যই কোন ব্যক্তি দশ দিরহামের কম মাহর নির্ধারণ করিলেও তাহার স্ত্রী আইনত দশ দিরহামই পাইবে।

সহবাসের পর বা স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রী তাহার নির্ধারিত সম্পূর্ণ মাহর পাইবে। সহবাসের পূর্বেই স্বামী তালাক দিলে স্ত্রী অর্ধেক মাহর পাইবে। বিবাহের সময় মাহর নির্ধারিত না থাকিলে মাহরে মিস্‌ল অর্থাৎ স্ত্রীর পিতৃকুলের নারীদের সমপরিমাণ মাহর পাইবে। মাহর নির্ধারণ না করিয়া বা মাহর দেওয়ার শর্ত ছাড়াই কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে বিবাহ করে এবং সহবাসের পূর্বেই স্বামী উক্ত স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তাহাকে উপযুক্ত উপহার দিতে হইবে।[১]

বিবাহ্ বন্ধন

কাম-বাসনাকে ইসলাম অনভিপ্রেত ও পাপ বলিয়া মনে করে না। বরং বৈধভাবে ইহা চরিতার্থ করিবার জন্য উৎসাহিত করে এবং ইহাকে পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কারণ, ইসলাম যৌন বাসনাকে বিনষ্ট করিতে চাহে না। ইহাকে সংযত রাখিয়া বৈধ উপায়ে সৃজনশীল কার্যে নিয়োগ করিতে চাহে। এই বৈধ উপায়ের নামই হইল বিবাহ। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে মানব বংশের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য বিবাহের মাধ্যমে যৌন সম্ভোগকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।[২]

বহু হাদীস-বাণীতেও বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে।[৩]

আজকাল সমাজে বহু জাঁকজমকের সহিত বিবাহ উৎসব পালিত হইতে দেখা যায়। গোপনে বিবাহ সম্পাদিত হউক, সমাজে কেহই না জানুক, ইসলাম ইহা মোটেই পসন্দ করে না; বরং বিবাহ ব্যাপারটা সমাজে ঘোষিত হউক এবং এই ঘোষণা দ্বারা বিবাহের মাধ্যমে যৌন মিলনও অবৈধ যৌন সম্ভোগের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপন্ন হউক, ইহাই ইসলামের কাম্য। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহ

---

১. হিদায়া, ২য় খণ্ড, ৩য় অধ্যায়

২. আল-কুরআন, ৪২ : ১২, ৫১ : ৪৯, ২ : ২২৩, ২৪ : ৩২, ৩০ : ২১ এবং ৪ : ২৪

৩. হাদীস গ্রন্থসমূহের কিতাবুন-নিকাহ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

উৎসবের মূল্য আছে বৈ কি ? কিন্তু ইহাতে কনেপক্ষের ঘাড়ে খরচের যে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়, উহা বহন করা অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। অনেক সময় কন্যাপক্ষ বরযাত্রীর খরচাদি বহনে অক্ষম থাকে বলিয়া বিবাহে বিঘ্ন ঘটে এবং বিলম্ব হয়। আর ইহার ফলে বহু সামাজিক সমস্যারও উদ্ভব ঘটে। নিছক বিবাহ সম্পাদনের জন্য কিন্তু এই সমস্ত সামাজিকতা ও অনুষ্ঠানের কোনই দরকার নাই।

ইসলাম বিবাহ সম্পাদন খুব সহজ করিয়া দিয়াছে। বিবাহ আসলে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে পরস্পর মিলনের এক পবিত্র চুক্তিবিশেষ। তাহাদের একজন প্রকাশ্যে ঈজাব (প্রস্তাব) ও অপরজন কবূল (স্বীকার) করিলেই বিবাহ হইয়া গেল। তবে এই ঈজাব ও কবূল কমপক্ষে দুইজন সুস্থ মস্তিষ্কের বালেগ পুরুষ অথবা একজন অনুরূপ পুরুষ ও দুইজন বালেগা সুস্থ মস্তিষ্কের মহিলা সাক্ষীর সম্মুখে অবশ্যই হইতে হইবে। অন্যথায় বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। কে প্রস্তাব করিবে, বর না কনে, আর কে স্বীকার করিয়া লাইবে, ইহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। বর প্রস্তাব করিল, আর কনে স্বীকার করিয়া লইল অথবা কনে প্রস্তাব করিল, আর বর স্বীকার করিয়া লইলেই বিবাহ হইয়া গেল।[১]

আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত প্রথা, যেমন একজন বিবাহের উকিল হইয়া মেয়ের ইয্ন (অনুমতি) আনিল এবং তৎপর বরের নিকট প্রস্তাব আকারে পেশ করিল ও বর ইহা গ্রহণ করিয়া লইল, ইহাও বিবাহ সম্পাদনের বেশ ভাল নিয়ম।

বিবাহের ঘোষণা

আসলে বিবাহই হইল জনসাধারণ্যে এই মর্মে এক ঘোষণা যে, অমুক পুরুষ ও অমুক নারী প্রজনন ও বৈধ সন্তান উৎপাদনের জন্য পরস্পর মিলিত হইয়াছে এবং এই বিবাহিত যুগলের দাম্পত্য সম্পর্কে বাধা প্রদানের অধিকার কাহারও নাই। ইহাসত্ত্বেও তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ঘোষণা ও প্রচার অপরিহার্য। কারণ, বিবাহে তাহাদের উভয়ের সম্মতি থাকিলেও যদি ইহার কোন সাক্ষী ও ঘোষণা না

---

১. হিদায়া, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়

www.pathagar.com

থাকে, তবে ইহা গোপন সম্পর্ক ও অবৈধ যৌন যোগাযোগ ছাড়া আর কিছুই নহে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاتٰنِ -

আর তোমাদের পসন্দমত দুইজন পুরুষকে সাক্ষী করিবে। কিন্তু দুইজন পুরুষ না থাকিলে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে সাক্ষী করিয়া লাইবে।[১]

বিবাহ অনুষ্ঠানে সাক্ষীদের উপস্থিতি নিতান্ত জরুরী এবং তাহাদের স্বকর্ণে বিবাহের ঈজাব (প্রস্তাব) ও কবূল (স্বীকৃতি বা সম্মতি) অবশ্যই শুনিতে হইবে। অন্যথায় বিবাহ জায়েয হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহের মাধ্যমে যৌন মিলন বৈধ করিয়াছেন, গোপন অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে।[২]

নারীদিগকে বিবাহ বন্ধনের মধ্যে হালাল করা হইয়াছে, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নহে।[৩]

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে প্রেম-প্রীতি এবং ভালবাসা-বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিতে চাহে। গোপন সম্পর্ক ও প্রেম ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করিয়া দিয়াছে। এইজন্য বিবাহ ব্যাপারটা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হউক এবং সমাজের লোকেরা অবগত হউক যে, অমুক পুরুষ ও অমুক নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে; ইহাই ইসলামের কাম্য। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف -

এই বিবাহের ব্যাপক প্রচার কর এবং মসজিদে ইহা সম্পাদন কর। আর ইহাতে দফ (একতারা বাদ্য) বাজাও।[৪]

---

১ আল-কুরআন, ২ ঃ ২৮২
২ ঐ, ৪ ঃ ২৪
৩ ঐ, ৫ ঃ ৫
৪. তিরমিযী

www.pathagar.com

ইসলাম মতে বিবাহের অনুষ্ঠানে ছোট মেয়েদের জন্য একতারা বাজাইয়া ইসলামী সঙ্গীত গাওয়া দুরস্ত আছে। বিবাহের প্রচারই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা ইসলামী আকীদার বিরোধী ও অশ্লীল হইলে ইহা মোটেই দুরস্ত নহে। আজকাল বিবাহ অনুষ্ঠানে গায়র মুহরিম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং ইসলাম বিরোধী অনেক কিছুই সংঘটিত হইয়া থাকে। একটু অনুমতি পাওয়ার সুযোগে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন মোটেই সঙ্গত নহে।

বিবাহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষণ

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়েই রাষ্ট্রপ্রধানগণের ভাষণদানের রীতি দুনিয়াতে প্রচলিত আছে। ইসলামী জগতের রাষ্ট্রপ্রধান দো'জাহানের বাদশাহ রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়াছেন এবং এই ভাষণের উৎকৃষ্ট নমুনাও তিনি বিশ্ববাসীর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে বিবাহের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব অনায়াসেই বুঝা যায়। ভাষণদান বিবাহ ঘোষণারও একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

قال ابن مسعود رضى الله عنهما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد فى الحاجة ان الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له واشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله -

হযরত ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে বিবাহের যে ভাষণ শিক্ষা দিয়াছেন তাহা এই :

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই প্রাপ্য। আমরা তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁহার নিকটই ক্ষমা ভিক্ষা চাই। আমরা নিজেদের প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা হইতে তাঁহারই আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি যাহাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেহই তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। আর তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট

www.pathagar.com

করেন, কেহই তাহাকে পথপ্রদর্শন করিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ (ইবাদত ও আনুগত্য পাওয়ার উপযুক্ত সত্তা) নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।

তৎপর কুরআন শরীফের এই তিন আয়াত তিনি পাঠ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান না হইয়া মরিও না।[১]

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -

২. এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।[২]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا - يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا -

৩. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহা হইলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন। আর যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে, তাহারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করিবে।[৩]

---

১ আল-কুরআন, ৩ ঃ ১০২

২ ঐ, ৪ ঃ ১

৩. ঐ, ৩৩ ঃ ৭০-৭১; শাহ ওলীউল্লাহ্ ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃ. ৩১৫; বুখারী

www.pathagar.com

ওলীমা

বিবাহ-বন্ধনের পর পাত্রপক্ষ যে ভোজসভার আয়োজন করে, ইহাকে ওলীমা বলে। ইহাও বিবাহ ঘোষণার একটি মাধ্যম। হাদীস শরীফে ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই ভোজসভায় ধনী-গরীব, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে দাওয়াত দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে অনেকেই কেবল উপহার-উপঢৌকন লাভের উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বলিয়া মনে হয়। এইজন্যই উপহার পাওয়ার আশা থাকে না বলিয়া গরীবদিগকে দাওয়াত দেওয়া হয় না। আবার অনেকে উপহার দেওয়ার ভয়ে ওলীমা-অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে ইতস্তত করিয়া থাকে। ওলীমাতে যোগদানের জন্য হাদীসে তাকীদ দেওয়া হইয়াছে, উপহার দেওয়ার জন্য নহে। ইহাতে সামর্থ্যানুযায়ী পানাহারের ব্যবস্থা করা দরকার। সামর্থ্যের অতিরিক্ত বাহাদুরী দেখাইবার জন্য ব্যয়বহুল ভোজের ব্যবস্থা করা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনও কেবল গোশ্‌ত, কখনও হায়স (খেজুর, ঘি, পণির মিশ্রিত খাদ্য), আবার কখনও কেবল দুই মুদ্দ বার্লি দ্বারা ওলীমা ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[১]

হযরত যয়নব (রা)-এর সহিত বিবাহের পর লোকজনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি হযরত আনাস (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন ঃ

بنى النبى صلى الله عليه وسلم بامرأة فارسلنى فدعوت رجالا الى الطعام -

নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক মহিলা অর্থাৎ হযরত যয়নব (রা)-এর সহিত বিবাহ সম্পাদন করিলেন। তৎপর তিনি আমাকে পাঠাইলেন। আমি লোকজনকে ওলীমার ভোজে দাওয়াত করিলাম।[২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহেই সর্বোৎকৃষ্ট ওলীমা ভোজের আয়োজন করেন বলিয়া হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন।

---

১. মুদ্দ = $\frac{৩}{৪}$ কিলোগ্রাম

২. বুখারী

www.pathagar.com

عن انس رضى الله عنه قال ما اولم النبى صلى الله عليه وسلم على شىء من نسائهم ماأولم على زينب اولم بشاة -

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নব (রা)–এর সহিত বিবাহে যেমন ওলীমা করিয়াছিলেন তদ্রূপ উৎকৃষ্ট ওলীমা তিনি তাঁহার অপর কোন স্ত্রীর সহিত বিবাহেই করেন নাই। একটা বকরীর গোশতদ্বারা তিনি এই ওলীমা করিয়াছিলেন।[১]

হযরত সফিয়্যাহ বিনতে শায়বাহ (রা) বলেন ঃ

اولم النبى صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير -

কোন কোন স্ত্রীর সহিত বিবাহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুই মুদ্দ অর্থাৎ দেড় কিলোগ্রাম বর্লিদ্বারা ওলীমা করিয়াছিলেন।[২]

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ হযরত সফিয়্যা (রা)–এর সহিত বিবাহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হায়স (খেজুর, ঘি ও পণির মিশ্রিত খাদ্য) দ্বারা ওলীমা করিয়াছিলেন।[৩]

اولم عليها بحيس -

ওলীমা করা জরুরী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)–কে ওলীমা করিবার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন ঃ

قال لى النبى صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاة -

নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটি বকরী দ্বারা হইলেও ওলীমা কর।[৪]

---

১. বুখারী
২. ঐ
৩. ঐ
৪. ঐ

www.pathagar.com

ওলীমাতে আমন্ত্রিত হইলে যাওয়া আবশ্যক। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعى احدكم الى الوليمة فليأتها -

তোমাদের কাহাকেও ওলীমাতে দাওয়াত দেওয়া হইলে সে যেন ইহাতে উপস্থিত হয়।[1]

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

فكو العانى واجيبوا الداعى وعودوا المريض -

গোলাম আযাদ কর, ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ কর এবং রোগীকে দেখিতে যাও।[2]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لودعيت الى كراع لاجبت ولو اهدى الى كراع لقبلت -

আমি যদি পশু-চরণ ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হই, তবুও ইহা গ্রহণ করিব এবং উপহাররূপে আমাকে যদি পশু-চরণ দেওয়া হয় আমি ইহা গ্রহণ করিব।[3]

গরীবদিগকে বাদ দিয়া কেবল ধনীদিগকে যে ওলীমাতে দাওয়াত করা হয়, ইহাকে নিকৃষ্টতম ওলীমা এবং যে ব্যক্তি ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করে না, তাহাকে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য বলিয়া হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم -

---

১. বুখারী
২. ঐ
৩. ঐ

www.pathagar.com

সেই ওলীমার ভোজই নিকৃষ্টতম, যেখানে গরীবদিগকে বাদ দিয়া কেবল ধনীদিগকে দাওয়াত করা হয়। আর যে ব্যক্তি ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করিল না, সে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল (সা)-এর নাফরমানী করিল।[১]

ওলীমার আয়োজন ও ইহার দাওয়াত গ্রহণের উপর এত গুরুত্ব আরোপের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, সমাজে বিবাহের ঘোষণাদ্বারা বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মিলন ও অবৈধ গোপন প্রেমের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা এবং দম্পতি যুগলের সম্পর্কে যেন কেহই কিছু বলিতে না পারে ও তাহাদের দাম্পত্য অধিকারে যেন কেহই কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটায়। সুতরাং রোযাদার হওয়া বা অন্য কোন কারণে পানাহার না করিলেও দাওয়াত গ্রহণ করা আবশ্যক। হাদীস শরীফে আছে ঃ

فان شاء طعم وان شاء ترك -

যদি ইচ্ছা হয়, তবে আহার করিবে এবং ইচ্ছা না হইলে আহারে বিরত থাকিবে।

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলভী (র) বলেন ঃ

ওলীমার আয়োজন করিয়া বিবাহের ঘোষণার আদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং লোকদিগকে ওলীমার দাওয়াত গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া জরুরী। আমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি রোযাদার হয় এবং কিছু আহার না করে, তবে ইহাতে কোন দোষ নাই। কারণ, আসল উদ্দেশ্য ছিল বিবাহের ঘোষণা। তাহা তো হইয়াছে। আর দাওয়াত করিলে ইহা গ্রহণ করাই আত্মীয়তার দাবি এবং ইহার উপরই নির্ভর করে সুষ্ঠু সমাজ পরিচালনা ও দেশের শৃঙ্খলা বিধান।[২]

---

১. বুখারী
২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃ. ৩২২-৩২৩

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

দাম্পত্য জীবন

বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ইহা ক্ষণস্থায়ী নহে; বরং ইহা শাশ্বত, চিরস্থায়ী। আর বিবাহ বন্ধন হইতেই একজন পুরুষ ও একজন নারীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয় এবং তখন হইতেই তাহাদের পরস্পরের উপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হইয়া থাকে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের উপরই তাহাদের জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করে। সুতরাং তাহাদের একজনের অপরজনের প্রতি সুগভীর প্রেম-প্রীতি- ভালবাসা, সহযোগিতা, সমবেদনা ও একান্ত আন্তরিকতা থাকিতে হইবে। অন্যথায় জীবন বিফল ও দুঃখময় হইতে বাধ্য।

কুরআন-হাদীসদ্বারা প্রমাণিত হয়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দুনিয়াতেই নিঃশেষ হইয়া যায় না; বরং উভয়ে মুসলমানরূপে ইনতিকাল করিলে তাহারা বেহেশতেও স্বামী-স্ত্রীরূপে পরম সুখে বসবাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً - فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا - عُرُبًا أَتْرَابًا -
لِأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ -

তাহাদের স্ত্রীদিগকে আমি বিশেষভাবে সম্পূর্ণরূপে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিব এবং তাহাদিগকে চিরকুমারী বানাইয়া দিব। তাহারা হইবে স্বামীদের প্রতি সোহাগিনী, আসক্ত ও বয়সে তাহাদের সমান; ডান পার্শ্বস্থ অর্থাৎ নেককার লোকদের জন্য।[১]

---

১. আল-কুরআন, ৫৬ ঃ ৩৫-৩৮

www.pathagar.com

এই আয়াতে যে সকল নেককার মহিলা নিজেদের ঈমান ও নেক আমলের কারণে বেহেশতী হইবে, তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে। তাহারা যত বৃদ্ধা হইয়াই মরুক না-কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কুমারী বানাইয়া দিবেন। তাহারা দুনিয়াতে সুন্দরী থাকুক বা অসুন্দরী, তিনি তাহাদিগকে পরমাসুন্দরী বানাইয়া দিবেন। তাহারা কুমারী অবস্থায় অথবা বহু সন্তানের মাতা হইয়াই মরুক না-কেন, তিনি তাহাদিগকে চিরকুমারী করিয়া দিবেন। তাহাদের স্বামিগণও যদি তাহাদের সহিত বেহেশতবাসী হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীদের সহিত মিলাইয়া দিবেন। স্বামিগণ বেহেশতী না হইলে অন্য বেহেশতীদের সহিত তাহাদের বিবাহ দিবেন। উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এইমর্মে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

'শামাইলে তিরমিযী' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এক বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করেন, দু'আ করুন, আমি যেন বেহেশতী হইতে পারি। তিনি উত্তরে বলেন, কোন বৃদ্ধা বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা রোদন করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমবেত লোকদিগকে বলিলেন—বৃদ্ধাকে জানাইয়া দাও, সে বৃদ্ধা অবস্থায় বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে সম্পূর্ণরূপে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবেন এবং তাহাদিগকে চিরকুমারী বানাইয়া দিবেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইহার অর্থ হইল দুনিয়ার স্ত্রীলোকগণ; তাহারা কুমারী অবস্থায়ই মরুক বা বিবাহিতা অবস্থায়ই মরুক। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে চিরকুমারী বানাইয়া দিবেন।

'তাবারানী' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, জান্নাতের মহিলাগণের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যে উল্লেখ আছে, উহার মর্ম হযরত উম্মে সালমা (রা) জানিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز رمصا شمطا

خلقنهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى -

www.pathagar.com

তাহারা সেই সকল মহিলা, যাহারা পার্থিব জীবনে নিতান্ত বৃদ্ধা অবস্থায় চোখে মলিনতা ও সাদা চুল লইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এমন বৃদ্ধ অবস্থার পর আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাহাদিগকে চিরকুমারী বানাইয়া দিবেন।

হযরত উম্মে সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন—কোন মহিলা যদি একাধিক স্বামীর সহিত বিবাহিতা হইয়া থাকে এবং তাহারা সকলেই জান্নাতী হয়, তবে সে কোন্ স্বামী পাইবে? তিনি বলেন ঃ

انها تخير فتختار احسنهم خلقا فتقول يا رب ان هذا كان احسن خلقا معى فزوجنيها - يا ام سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا و الاخرة -

তাহাকে তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে বাছিয়া লইবার অধিকার দেওয়া হইবে এবং সে সেই ব্যক্তিকেই বাছিয়া লইবে, যে সর্বাধিক সৎস্বভাবী ছিল। সে মহিলা নিবেদন করিবে হে আল্লাহ্! আমার সহিত এই ব্যক্তির ব্যবহার সর্বাপেক্ষা ভাল ছিল। সুতরাং আমাকে তাহার স্ত্রী বানাইয়া দাও। হে উম্মে সালমা! সৎস্বভাব দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ লুটিয়া নিল।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুনিয়াতে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, উভয়ে মুত্তাকীরূপে ইসলামী জীবন-যাপন করিলে মৃত্যুর সাথে সাথেই এই সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া পড়িবে না; বরং পরকালেও এই সম্পর্ক স্থায়ী থাকিবে। তবে পরহেযগারীর যিন্দেগী যাপন না করিলে সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া পড়িবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلْاَخِلَّاۤءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ -

পৃথিবীতে যাহারা পরস্পর বন্ধু ছিল, মুত্তাকিগণ ব্যতীত পরকালে তাহারা পরস্পরের শত্রু হইয়া পড়িবে।[১]

হালাল উপায়ে যৌন বাসনা পূরণের একমাত্র পন্থা হইল বিবাহ। কিন্তু ইহা কেবল যৌন বাসনা চরিতার্থ করিবার সম্পর্কই নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসা,

---

১. আল-কুরআন, ৪৩ ঃ ৬৭

www.pathagar.com

প্রেম-প্রীতি ও আন্তরিকতার এই সম্পর্ক স্থাপন করাইয়া দিয়াছেন যেন তাহারা পরস্পর শান্তিতে বসবাস করিতে পারে এবং তাঁহার সৃষ্টি-কারখানা টিকিয়া থাকে ও মানব-সভ্যতা গড়িয়া উঠে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নির্দশন এই, তিনি তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের সঙ্গিনীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।[১]

—তিনিই আল্লাহ্, যিনি একটিমাত্র আত্মা হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তাহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়।[২]

পবিত্র কুরআনে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের আসক্তি অতীব লোভনীয় করা হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নারী, সন্তান, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাণ্ডার এবং পসন্দসই ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের জন্য লোভনীয় করা হইয়াছে।[৩]

পবিত্র কুরআনে স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল পোশাক যেমন দেহের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাকে ও মানবদেহকে বাহিরের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করে, স্বামী-স্ত্রীও তদ্রূপ পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবে এবং এক অন্যকে সংরক্ষণ করিবে। পোশাক ও দেহের মধ্যে যেমন কোন আবরণ থাকে না, তদ্রূপ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেও কোন আবরণ থাকিবে না।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -

তাহারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাহাদের পোশাক।[৪]

এই আলোচনা হইতে পরিস্ফূট হইয়া উঠে যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতিই দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি এবং উহার মাধ্যমেই সুখময় জীবন গড়িয়া উঠে।

১, আল-কুরআন, ৩০ ঃ ২১
২, ঐ, ৭ ঃ ১৮৯
৩. ঐ,,৩ ঃ ১৪
৪. ঐ, ২ ঃ ১৮৭

www.pathagar.com

দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করিয়া তুলিবার জন্য হাদীস শরীফেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। নব দম্পতিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

بارك الله لك و بارك عليكما و جمع بينكما فى خير –

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন। তোমাদের দাম্পত্য জীবনে তিনি বরকত দিন এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণময় মিলন ঘটাইয়া দিন।[১]

নারী ও পুরুষের ধাত ও প্রকৃতি একরূপ নহে। প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা নারী ও পুরুষকে বিভিন্নরূপ যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষকে এমন কতক গুণ দেওয়া হইয়াছে, যাহা নারীকে দেওয়া হয় নাই বা উভয়কে সমপরিমাণে দেওয়া হয় নাই। অপরদিকে নারীকে এমনভাবে সৃষ্টিই করা হইয়াছে যে, দাম্পত্য জীবনে পুরুষের তত্ত্বাবধান ও হিফাজতে থাকাই তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে।

স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদি লইয়াই একটা পরিবার গঠিত হয়। এই পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব একজনের উপর অবশ্যই থাকা আবশ্যক। অন্যথায় পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে। আর ইহাও অনস্বীকার্য যে, যোগ্যতর ব্যক্তির উপরই কর্তৃত্বভার ন্যস্ত হওয়া উচিত। তাই ইসলাম পুরুষের উপর এই কর্তৃত্বভার অর্পণ করিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ –

পুরুষ নারীর উপর কর্তা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং এইজন্য যে, পুরুষ (নারীদের জন্য) নিজেদের ধন ব্যয় করে।[২]

---

১. আবূ দাউদ

২. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩৪

www.pathagar.com

এই শ্রেষ্ঠত্বদানে নারী-পুরুষের মর্যাদা ও মান-সম্ভ্রমে কম-বেশী বুঝায় না; বরং মানবীয় মর্যাদায় নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান। ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও শক্তি দান করিয়াছেন, যাহা তিনি নারীকে প্রদান করেন নাই অথবা তাহাকে কম দিয়াছেন। এইজন্য পারিবারিক জীবনে পুরুষেরই কর্তা হওয়ার যোগ্যতা রহিয়াছে। অপরপক্ষে, নারীকে প্রকৃতিগত-ভাবেই এমন করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, যে কারণে তাহার জন্য পারিবারিক জীবনে পুরুষের হিফাজত ও তত্ত্বাবধানে থাকাই উচিত।

এই প্রসঙ্গে হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (র) বলেন ঃ

সৃষ্টিগত কারণেই স্বামীকে স্ত্রীর উপর কর্তা নিযুক্ত করা আবশ্যক। কেননা, পুরুষ অধিক পরিপক্ব বুদ্ধিসম্পন্ন। আর শাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজেও তাহার দক্ষতা বেশি থাকে।[১]

পবিত্র কুরআনে আরও বর্ণিত আছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে।[২]

স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তা, অভিভাবক ও দায়িত্বশীল, উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে এই কর্তৃত্ব অর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা যথাযথভাবে পালন না করিলে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহী করিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

كلكم راع و كلكم مسئول - فالامام راع و هو مسئول و الرجل راع على اهله و هو مسئول - و المرأة راعية على بيت زوجها و هى مسئول - و العبد راع على مال سيده و هو مسئول - الا فكلكم راع و كلكم مسئول -

---

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৩১

২. আল-কুরআন, ২ ঃ ২২৮

www.pathagar.com

তোমাদের প্রত্যেকেই পরিচালক ও দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহী করিতে হইবে। সুতরাং শাসনকর্তা তাহার অধীনস্থদের জন্য পরিচালক ও দায়িত্বশীল। এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাহাকে জবাবদিহী করিতে হইবে। পুরুষ তাহার স্ত্রী-পরিবার-পরিজনের জন্য পরিচালক ও দায়িত্বশীল। এইজন্য তাহাকে জবাবদিহী করিতে হইবে। স্ত্রী তাহার স্বামীর গৃহের পরিচালিকা ও দায়িত্বশীল। এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাহাকে জবাবদিহী করিতে হইবে। ভৃত্য তাহার মনিবের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল। এইজন্য তাহাকে জবাবদিহী করিতে হইবে। খুব সর্তক হও, তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকেই তোমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহী করিতে হইবে।[১]

তিনি আরও বলেন ঃ

من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فلا يؤذى جاره - و استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع و ان اعوج شئ فى الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته و ان تركته لم يزل اعوج - فاستوصوا بالنساء خيرا -

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া তাহার উচিত নহে। আর আমি তোমাদিগকে নারীদের সহিত উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেছি। কারণ, (পুরুষের) বুকের পাশের বক্র হাড়দ্বারা নারী সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহার উপরের অংশই সর্বাধিক বাঁকা। তুমি যদি ইহাকে একেবারে সোজা করিতে চেষ্টা কর, তবে ইহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর ইহাকে সোজা করিতে চেষ্টা না করিলে ইহা বাঁকাই থাকিয়া যাইবে। অতএব, আমি তোমাদিগকে নারীদের সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেছি।[২]

---

১. বুখারী

২, ঐ,

www.pathagar.com

পুরুষের কর্মক্ষেত্র হইল গৃহের বাহিরে। আর নারীর কর্মক্ষেত্র হইল গৃহের অভ্যন্তরে। পুরুষের দায়িত্ব হইল শ্রমসাধনার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করা। নারীর দায়িত্ব হইল গৃহ পরিচালনা, ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তান-সন্ততির লালন-পালন।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হিফাজতে রাখিবে ও স্বামীর আমানতে খেয়ানত করিবে না। স্বামীর সকল গোপনীয়তা রক্ষা করিবে এবং তাহার মান-সম্মানের হানি করিবে না। ইহাই সতী-সাধ্বী স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ -

নেককার নারীরা হইয়া থাকে স্বামীদের অনুগত এবং আল্লাহ্ তা'আলার তত্ত্বাবধানে ও হিফাজতে স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের গোপনীয় বিষয়ের সংরক্ষক।[১]

হাদীস শরীফে উক্ত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

সেই হইল সর্বোৎকৃষ্ট স্ত্রী, যাহাকে দেখিলে তোমার মন খুশী হয় এবং তুমি তাহাকে কোন নির্দেশ দিলে সে ইহা মানিয়া লয়। আর তুমি যখন গৃহের বাহিরে থাক, তখন সে তোমার ধন-সম্পদ ও নিজের হিফাজত করে।

এই হাদীস উল্লিখিত আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা। স্ত্রীদিগকে স্বামীদের অনুগত থাকিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু ভালরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বামীর আনুগত্য হইতে রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং স্বামী যদি পাপকার্যের আদেশ দেয় অথবা আল্লাহ তা'আলার ফরয করা কোন কাজ হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দেয়, তবে ইহা অমান্য করাই স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। হাদীস শরীফে আছে ঃ

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق -

সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করিয়া কোন সৃষ্টিরই আনুগত্য করা যাইবে না।

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩৪

কিন্তু স্বামী যদি নফল নামায পড়িতে বা নফল রোযা রাখিতে স্ত্রীকে নিষেধ করে, তবে ইহা মান্য করা আবশ্যক। এমতাবস্থায় নফল ইবাদত কবূল হইবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

স্বামী উপস্থিত থাকিলে তাহার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) রোযা রাখা উচিত নহে।[১]

তিনি আরও বলেন ঃ

স্বামী যখন স্ত্রীকে তাহার বাসনা পূরণের জন্য আহবান করে, তখন চুল্লিতে রন্ধনে লিপ্ত থাকিলেও সে যেন তাহার ডাকে সাড়া দেয়।[২]

স্ত্রীদের সহিত সদ্ব্যবহারের জন্য স্বামীদিগকে জোর তাকীদ দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত স্বামীদের সদ্ব্যবহার পাওয়ার একটা বিশেষ অধিকার স্ত্রীদের আছে। বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিই হইল প্রাণঢালা প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। আর ইহার দাবিই হইল একাত্মতা, দয়া, সদাচরণ ও সহানুভূতি। আচার-আচরণ ও মধুর সাহচর্যে স্বামী স্ত্রীকে মুগ্ধ ও স্বামীগতপ্রাণা করিয়া তুলিবে—ইহাই তো একান্তভাবে কাম্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيْرًا -

আর স্ত্রীদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাহাদিগকে ঘৃণা কর, তবে এমন হইতে পারে যে, আল্লাহ্ যাহাতে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন তোমরা ইহাকে ঘৃণা করিতেছ।[৩]

স্ত্রীদের সহিত উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহারের সঙ্গে জীবন যাপন করার নির্দেশ এই আয়াতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে সৌন্দর্যহীনতা ও কোন ত্রুটির কারণে স্ত্রী স্বামীর পসন্দসই না-ও হইতে পারে। এমতাবস্থায় মনক্ষুণ্ন হইয়া অকস্মাৎ তাহাকে পরিত্যাগের উদ্যোগ গ্রহণ করা স্বামীর পক্ষে সঙ্গত নহে; বরং যথাসম্ভব ধৈর্য ও সহনশীলতা ধারণ করা উচিত। অনেক সময় এমন হইতে পারে যে, কোন নারী

---

১. বুখারী, কিতাবুন-নিকাহ
২. তিরমিযী
৩. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১৯

www.pathagar.com

সুন্দরী নহে অথচ তাহার মধ্যে এমন সব গুণ থাকিতে পারে—যাহা দাম্পত্য জীবনে দৈহিক সৌন্দর্য অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সে তাহার গুণরাজি প্রকাশের সুযোগ পাইলে দৈহিক সৌন্দর্যহীনতার দরুণ যে স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, পরে সে-ই তাহার স্বভাবের সৌন্দর্যের কারণে তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবে। তদ্রূপ দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভে স্ত্রীর কোন কোন বিষয় স্বামীর পসন্দ হয় না বলিয়া সে তাহার প্রতি বিরূপভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীকে তাহার গুণরাজি বিকাশের অবকাশ দিলে দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে দোষ অপেক্ষা গুণ অনেক বেশি। সুতরাং বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা মোটেই পসন্দনীয় নহে। বিবাহ-বিচ্ছেদ তো একেবারে শেষ পর্যায়। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতার কোন উপায়ই থাকে না, কেবল একেবারে নিরূপায় অবস্থায়ই এই ঘৃণ্য হালাল পন্থা উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ابغض الحلال الى الله الطلاق -

(অবস্থাবিশেষে) তালাক বৈধ হইলেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইহা অপেক্ষা ঘৃণ্য অপর কোন বস্তু নাই।

অপর এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ

تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الذواقين والذواقات -

বিবাহ কর; তালাক দিও না। কারণ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া বিভিন্ন নারীর স্বাদগ্রহণকারী পুরুষ এবং বিভিন্ন পুরুষের স্বাদগ্রহণকারী নারীদিগকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, স্ত্রীর উপর স্বামীর শাসন-ক্ষমতা আছে এবং নারীর মধ্যে বক্রতা রহিয়াছে। তাহার বক্রতা একেবারে সোজা করিতে চাহিলে ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং একেবারে ছাড়িয়া দিলে ইহা আরও বাঁকা হইয়া পড়িবে। সুতরাং স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি ধৈর্য ও স্থৈর্যের সহিত যথাসম্ভব সংশোধনের প্রয়াস পাইতে হইবে। স্ত্রীর মধ্যে ধৃষ্টতা, অবাধ্যতা ও অহংকার দেখা গেলে এবং স্ত্রী স্বামীর অনুগত না হইয়া তাহার ইসলাম প্রদত্ত অধিকার খর্ব করিলে স্বামী তাহাকে প্রথমে উপদেশ দিয়া সংশোধনের চেষ্টা করিবে। ইহাতে সংশোধন না হইলে স্ত্রীর উপর কিছুটা কঠোরতা অবলম্বনের অধিকার ইসলাম স্বামীকে দিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا - وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا -

এবং স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও। ইহার পর তাহাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদিগকে প্রহার কর। যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে (নির্যাতনের) কোন ছুতা অন্বেষণ করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ। আর যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা কর, তবে তোমরা তাহার (স্বামীর) পরিবার হইতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার হইতে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। যদি তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায়, তবে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূলে অবস্থা সৃষ্টি করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।[১]

স্ত্রী অবাধ্য হইলে এই আয়াতে উপদেশ প্রদান, শয্যা বর্জন ও প্রহারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল প্রথমে উপদেশ দেওয়া। ইহাতে সংশোধন না হইলে শয্যা বর্জন করা। ইহাতেও কাজ না হইলে প্রহার করা। তবে অপরাধের মাত্রা অনুসারেই শাস্তি প্রদান করিতে হইবে এবং যেখানে সামান্যতেই সংশোধন হইয়া পড়ে, সেখানে কঠোরতা অবলম্বন উচিত নহে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অবস্থাবিশেষে স্ত্রীকে প্রহারের অনুমতি দিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি ইহা তাঁহার মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দিয়াছেন। স্ত্রীকে প্রহার করা তিনি অপসন্দই করিতেন। তবে এমন নারীও আছে, প্রহার ব্যতীত যাহাদের সংশোধন সম্ভবই নহে। এমন স্থলে বদনমণ্ডলে আঘাত ও নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে তিনি নিষেধ

---

১. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪-৩৫

www.pathagar.com

করিয়াছেন। আর এমন জিনিস দ্বারাও আঘাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহাতে দেহে দাগ পড়ে।

এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে স্ত্রী সংশোধিত হইয়া পড়িলে তাহাকে নির্যাতনের অজুহাত তালাশে থাকা উচিত নহে। কিন্তু সংশোধন না হইলে এবং বিরোধের অবসান না ঘটিলে বিবাহ-বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া বরং উভয় পক্ষ হইতে একজন করিয়া নিয়োজিত সালিশের মাধ্যমে সমঝোতার প্রচেষ্টা চালাইবার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে প্রদান করা হইয়াছে। সালিশ বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে এবং বিরোধ মীমাংসার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাইবে। উভয় পক্ষের আন্তরিকতা থাকিলে আল্লাহ্ তা'আলা আপস-মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দিবেন বলিয়াও আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। স্ত্রীদিগকে দাসীর ন্যায় প্রহার করিতে নিষেধ করিয়া তিনি (সা) বলেন ঃ

لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها الى اخر اليوم -

দাস-দাসীকে প্রহারের ন্যায় তোমাদের কেহই তোমাদের স্ত্রীকে প্রহার করিবে না এবং তৎপর দিবসান্তে তাহার সহিত সহবাস করিবে না।[১]

কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও মিলিয়া-মিশিয়া থাকা স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িলে শেষ পর্যন্ত তালাক দিবার অধিকার অবশ্যই স্বামীর আছে। তবে একবারে তিন তালাক দিয়া স্ত্রীকে বিদায় করিয়া দেওয়া দুরস্ত নহে; বরং তালাক দিতে হইলে মাসিক ঋতু হইতে পাক হওয়ার পর প্রতি মাসে একটি করিয়া তালাক দিতে হইবে এবং এই অবকাশে লক্ষ্য করিতে হইবে স্ত্রীর আচরণ, চাল-চলন ও মনোভাবে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় কিনা। তৃতীয় মাসের শেষ নাগাদ চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখিতে হইবে তালাক না দিয়া মিলিয়া-মিশিয়া বসবাস করিবার কোন পন্থা পাওয়া যায় কিনা। তৃতীয় তালাকের পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীকে ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার স্বামীর থাকিবে। ফিরাইয়া গ্রহণ করিতে হইলে তাহাকে উত্তমরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় বিদায় দিতে হইলে সদ্ভাবেই বিদায় দিতে হইবে। তবে নিরুপায় হইয়া তালাক দেওয়া বৈধ হইলেও ইহা যে বৈধ কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ও অপসন্দের, ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

---

১. বুখারী

www.pathagar.com

اَلطَّلاَقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌ ۢبِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ ۢبِاِحْسَانٍ -

তালাক দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয়ত উত্তমরূপে বিধিসম্মতভাবে রাখিবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিবে।[১]

আজকাল জাহিলরা একবারেই তিন তালাক দিয়া বসে। শরীঅতমতে ইহা নিতান্ত গুনাহের কাজ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইহার অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে একবারে তিন তালাক দিত, হযরত উমর (রা) তাহাকে দুররা মারিতেন, ইহারও প্রমাণ আছে।

একবারে তিন তালাক দেওয়া শক্ত গুনাহের কাজ বটে কিন্তু কেহ একবারে তিন তালাক দিলে স্ত্রীর উপর তিন তালাকই পড়িবে এবং নিঃসন্দেহে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবে। মশহূর চারি ইমামেরই এই মত।[২]

স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত হইয়া থাকাকে ইসলাম স্ত্রীর উপর অবশ্য কর্তব্য করিয়া দিয়াছে। কারণ, ইহাছাড়া দাম্পত্য জীবন স্থায়ী, সুখী ও সমৃদ্ধশালী হইতে পারে না। স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী এবং স্বামীর সর্বাপেক্ষা কাছের মানুষ। এইজন্য স্বামীর খেদমত করার জন্য স্ত্রীই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি-ওয়াসাল্লামের পবিত্র সহধর্মিণিগণ (রা) হইলেন জগতে স্ত্রীদের সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁহারা সকলেই স্বামী-সেবার অতি উজ্জ্বল নির্দশন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণে স্বামী-সেবায় ব্রতী হওয়া সকল স্ত্রীরই অবশ্য কর্তব্য। বস্তুত স্ত্রীর আনুগত্য ও সেবা লাভের অধিকার স্বামীর রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

সতী-সাধ্বী নারীরা একান্তভাবেই স্বামীদের অনুগত ও অনুরক্ত হইয়া থাকে।[৩]

হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اى ابواب الجنة شاءت -

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ২২৯

২. মাওলানা আবুল আলা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারাহ, টিকা ২৫০

৩. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩৪

www.pathagar.com

যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসের রোযা রাখে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর অনুগত থাকে, বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা করে, সে ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে।[১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, নারীদের মধ্যে কে সর্বোৎকৃষ্ট? তিনি বলেন ঃ

যে নারীকে দেখিয়া তাহার স্বামী আনন্দিত হয়, স্বামী আদেশ দিলে যে মানিয়া লয় এবং পাছে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়, এই আশংকায় যে নিজেকে ও তাহার সম্পদ তাহাকে (স্বামীকে) অকাতরে সমর্পণ করে।[২]

বস্তুত দাম্পত্য জীবনকে সফল ও সুখময় করিয়া তুলিতে স্ত্রী সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে। স্বামীর সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিতে যেন কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে, তৎপ্রতি তাহাকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

—যে নারীর মৃত্যুকালে তাহার স্বামী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট, সে সোজা বেহেশতে প্রবেশ করিবে।[৩]

—যে ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিলের বীজ বপন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে।[৪]

—যে আল্লাহ্ তা'আলার হস্তে আমার জীবন, তাঁহার শপথ! যে নারী তাহার স্বামীর প্রতি তাহার কর্তব্য সম্পাদন করে না, সে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন স্বামীর প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের উপর নির্ভর করে।[৫]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

---

১. মুসনাদে আহমদ
২. নাসাঈ
৩. তিরমিযী
৪. আবূ দাঊদ
৫. ইবনে মাজা

www.pathagar.com

اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح -

স্বামী যখন তাহার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় আহবান করে, আর সে আসিতে অস্বীকার করে, তবে ফেরেশ্‌তাগণ সকাল পর্যন্ত তাহার উপর অভিশাপ দিতে থাকে।[১]

اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع -

স্ত্রী যখন তাহার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিযাপন করে, সে তাহার বিছানায় ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত ফেরেশ্‌তাগণ তাহার উপর লা'নত করিতে থাকে।[২]

স্বামীর উপর শাসন-ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পিত হইয়াছে। স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ভার ন্যস্ত আছে, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। স্বামী তাহার সামর্থ্যানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিবে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইহাতে কৃপণতা করা জায়েয নহে। বিবাহের পর স্বামীর কর্তব্য হইল স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। স্ত্রী অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হইলেও স্বামীর নিজ খরচে এই সকল চাহিদা পূরণের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِه ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّامَآ اٰتٰهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا -

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ তা'আলা

১. বুখারী, কিতাবুন-নিকাহ
২. ঐ, কিতাবুন-নিকাহ

www.pathagar.com

যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন, তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ্ তা'আলা কষ্টের পর স্বস্তি দিবেন।[১]

عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ -

স্বামী বিত্তবান ও স্বচ্ছল হইলে তাহার স্বচ্ছলতা অনুসারেই স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিবে। আর অস্বচ্ছল হইলে তদনুযায়ীই তাহার ভরণ-পোষণ করিবে।[২]

হাদীস শরীফেও সামর্থ্য অনুসারে স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদানের নির্দেশ রহিয়াছে এবং ইহাতে কৃপণতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

قال الله انفق يا ابن ادم انفق عليك -

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম-সন্তান! খরচ কর, (তাহা হইলে) আমি তোমার জন্য খরচ করিব।[৩]

خير الصدقة ماكان عن ظهر غنيٍّ وابدأ بمن تعول -

ধনী অবস্থায় যাহা দান করা হয়, উহাই সর্বোত্তম এবং সর্বপ্রথম তোমার অধীনস্থদের ভরণ-পোষণ দ্বারা ইহা আরম্ভ কর।[৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল-হে আল্লাহ্র রাসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর কি অধিকার আছে? তিনি বলেন- তুমি যখন আহার কর, তখন তাহাকেও আহার্য দিবে এবং তুমি যখন বস্ত্র পরিধান কর, তখন তাহাকেও বস্ত্র পরিধান করিতে দিবে। তাহাকে চপেটাঘাত করিবে না, তাহাকে গালাগালি করিবে না এবং তাহাকে ঘরের ভিতরে না রাখিয়া তুমি বাহিরে যাইবে না।[৫]

---

১. আল-কুরআন, ৬৫ ঃ ৭
২. ঐ, ২ ঃ ২৩৬
৩. বুখারী;, কিতাবুন্নাফাকাত
৪. ঐ, কিতাবুন্নাফাকাত
৫. আবূ-দাউদ

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ

وقـال صلى اللّٰه عليـه وسلم اتقـوا اللّٰه فى النسـاء فـانكم اخذتـموهن بامـان اللّٰه واستـحللتم فـروجهن بكلمـة اللّٰه ولكم عليهن الا يـوطـئن فـرشكم احدا - فـان فـعلن فـاضربوهن ضـربا غيـرا مبـرح ولـهن عليكم رزقـهن وكسـوتـهن بـالـمعروف -

স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার জামিনে তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ এবং আল্লাহ্‌র কলেমার মাধ্যমে তোমরা তাহাদের লজ্জাস্থানকে তোমাদের জন্য হালাল করিয়া লইয়াছ। তাহাদের উপর তোমাদের অধিকার এই, তোমাদের বিছানায় তাহারা অন্য কাহাকেও আসিতে দিবে না। তাহারা ইহা করিলে তাহাদিগকে হালকা ধরনের আঘাত কর। আর তোমাদের উপর তাহাদের অধিকার এই, তোমরা তাহাদিগকে প্রচলিত রীতি অনুসারে ভদ্রোচিতভাবে খোরাক ও পোশাক প্রদান করিবে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রচলিত নিয়মানুসারে ভদ্রোচিতভাবে জীবন যাপনের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, স্ত্রীর এই অত্যাবশ্যক চাহিদা অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে।[১] আল্লাহ তা'আলার নির্দেশও ইহাই ঃ

وعاشروهن بالمعروف –

তাহাদের সহিত সুন্দর ভদ্রোচিতভাবে জীবন যাপন কর।

মোটকথা, স্ত্রীর খোরপোষের জন্য স্বামী কি পরিমাণ ব্যয় করিবে, শরীঅত ইহা নির্ধারণ করিয়া দেয় নাই এবং ইহা যুক্তিসঙ্গতও নহে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব। সামর্থ্যের বাহিরে ওয়াজিব নহে; স্ত্রী অপেক্ষাকৃত ধনী হইলেও নহে। কারণ, স্ত্রী যখন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র স্বামী গ্রহণ করিয়াছে, তখন ধরিয়া নেওয়া যায় যে, সে স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থাও গ্রহণ করিয়া লইয়াছে।

---

১. শাহ্ ওলীউল্লাহ্ ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮

www.pathagar.com

সুতরাং স্বামীর জীবনের মান অনুসারেই স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিবে। স্বামী যেমন আহার ও পরিধান করিবে, স্ত্রীকেও তদ্রূপই আহার ও পরিধান করাইবে। তবে স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনে কোনরূপ কৃপণতা করা যাইবে না। স্ত্রীর দাস-দাসীর দরকার হইলে স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে ইহার ব্যবস্থা করা উচিত। সামর্থ্য থাকিলে পরিবার-পরিজনের জন্য পূর্ণ বৎসরের খাবার যোগাড় রাখাও ভাল। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بنى النضير ويحبس لاهله قوت سنتهم -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বানূ নযীরের বাগানের খেজুর ক্রয় করিতেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য মৌজুদ রাখিতেন।[১]

স্বামীকে তাহার সঙ্গতি অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ অবশ্যই করিতে হইবে। ইহাতে কৃপণতা জায়েয নহে। কিন্তু স্বামী যখন তাহার সাধ্য অনুসারে স্ত্রীকে খোর-পোষ প্রদান করে, তখন স্ত্রীকেও ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে; অসন্তুষ্টি প্রকাশ জায়েয নহে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, না পাওয়ার বেদনা যেন স্ত্রীদের অন্তরে সর্বদা লাগিয়াই থাকে। যতই দেওয়া হউক না-কেন, তাহাদের মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

পরকালে তুমি আমার সঙ্গী হইতে চাহিলে আরোহী পথিকের সম্বল পরিমাণ পার্থিব সম্পদে সন্তুষ্ট থাক, ধনীদের সহিত উপবেশন বর্জন কর এবং তালি দেওয়ার পূর্বে কোন বস্ত্রকে পুরাতন বলিয়া মনে করিও না।[২]

আবূ উমামা ইলয়াস ইবন সা'লাবা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন—শোন, শোন, পুরাতন বস্ত্র পরিধান করা ঈমানের অংশ, পুরাতন বস্ত্র পরিধান করা ঈমানের অংশ।[৩]

---

১. বুখারী, কিতাবুন-নিকাকাত
২. তিরমিযী
৩. আবূ দাঊদ

www.pathagar.com

আমাদের মা-বোনদের যাঁহারা সকালে এক পোশাক এবং বিকালে অন্য পোশাক পরিধান করেন ও যাঁহারা ঘন্টায় ঘন্টায় পোশাক পরিবর্তন করিয়া থাকেন, ইহা হইতে তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

হযরত ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে উদ্ধত পোশাক পরিধান করে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অতি দীনহীন পোশাক পরিধান করাইবেন।[১]

তিনি আরও বলেন ঃ

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি (বিনয় অবলম্বনে) চমৎকার পোশাক পরিধান বর্জন করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাইবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিবাহ করে, তিনি তাহাকে রাজমুকুট পরিধান করাইবেন।[২]

হযরত ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি অন্য জাতির অনুকরণ করে, সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

যাহারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও বিজাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানে আগ্রহী, নিজেদের পরিণাম সম্বন্ধে তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত।

স্বামীকে তাহার সাধ্যানুসারে স্ত্রীর খোরপোষ প্রদান এবং তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীকেও স্বামীর নিকট বশীভূত, বিনীত ও কৃতজ্ঞ থাকিতে বলা হইয়াছে। অন্যথায় দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হইতে বাধ্য। অকৃতজ্ঞ স্ত্রীর পরকালও সুখের হয় না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দোযখে নারীদের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাইলেন। সাহাবাগণ (রা) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ

بكفرهن قيل يكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير ويكفرن

---

১. ইবনে মাজা, আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ

২. তিরমিযী, আবূ দাউদ

৩. আবূ দাউদ

www.pathagar.com

الاحسان - لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرًا قط -

তাহাদের অকৃজ্ঞতার জন্য। জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ তাহারা কি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অকৃতজ্ঞ? তিনি বলেন ঃ তাহারা তাহাদের স্বামীদের প্রতি কৃতজ্ঞ নহে এবং স্বামীরা তাহাদের প্রতি যে সদাচরণ ও মঙ্গল সাধন করিয়াছে, উহা তাহারা অস্বীকার করে। তুমি যদি জীবনব্যাপী তাহাদের কাহারও প্রতি ভাল করিয়া থাক, তৎপর তোমা হইতে ইহার বিপরীতে সামান্য কিছু দেখিতে পাইলেই সে বলিবে, তোমার নিকট হইতে কখনও কোন কিছু ভাল পাইলাম না।[১]

হযরত ইমরান (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اطلعت فى الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء - واطلعت فى النار فرأيت اكثر اهلها النّساء -

আমি বেহেশতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিতে পাইলাম, গরীবগণই ইহার অধিকাংশ অধিবাসী। আর দোযখের দিকে আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই নারী।[২]

হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যে নারী তাহার স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ নহে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও পসন্দ করিবেন না।[৩]

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগেই একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গড়িয়া উঠে। পরিবারের শান্তি-অশান্তি, শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা, উন্নতি- অবনতি অনেকাংশেই স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক এবং পরস্পর দরদ, কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। যে স্বামী

---

১. বুখারী
২. ঐ
৩. নাসাঈ

www.pathagar.com

তাহার স্ত্রীর সহিত সুন্দর ও ভদ্রোচিত ব্যবহার করে না এবং যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ, বিনয়ী ও সহানুভূতিশীল থাকে না, এমন পরিবার অশান্তির আস্তানায় পরিণত হইতে বাধ্য। এমন পরিবারে শান্তির সুশীতল পরশ, সুখ-আনন্দ এবং পরস্পরের প্রতি দরদ, সহানুভূতি ও শুভ কামনা থাকিতে পারে না।

দাম্পত্য জীবনে পরস্পর সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। স্ত্রীদের সহিত সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

স্ত্রীদের সহিত সদ্ব্যবহারের সঙ্গে জীবন যাপন কর।[১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

خيركم خيركم لنسائه والطفهم باهله -

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট, যে তাহার স্ত্রীর নিকট সর্বোৎকৃষ্ট এবং যে নিজ পরিবারবর্গের সহিত সর্বাপেক্ষা স্নেহশীল আচরণ করে।

আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়াই স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করিতে হইবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) সারাদিন রোযা রাখেন এবং সারারাত্র নামাযে মগ্ন থাকেন শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

فلا تفعل - صم وافطر وقم ونم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا -

ইহা করিও না। কখনও রোযা রাখিবে, আবার কখনও রাখিবে না। রাত্রে নামাযও পড়িবে এবং নিদ্রাও যাইবে। কারণ, অবশ্যই তোমার দেহেরও তোমার উপর অধিকার রহিয়াছে। তোমার চোখেরও অবশ্যই তোমার উপর অধিকার আছে এবং অবশ্যই তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর অধিকার রহিয়াছে।[২]

কাহারও একাধিক স্ত্রী থাকিলে তাহাদের সহিত সমান, ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১৯
২. বুখারী

www.pathagar.com

اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط -

যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী আছে, সে যদি তাহাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ আচরণ না করে, তবে সে কিয়ামত দিবস একপার্শ্ব ঝুলন্ত অবস্থায় আগমন করিবে।[১]

যাহাদের একাধিক স্ত্রী আছে, অথচ তাহাদের সহিত একরূপ ব্যবহার করে না, তাহাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে পারিবে না বলিয়া যাহাদের আশংকা হয়, তাহাদিগকে একটিমাত্র বিবাহের নির্দেশ দিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً - ٠

স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করার ব্যাপারে যদি তোমাদের আশংকা হয়, তবে মাত্র একজন স্ত্রীই রাখিবে।[২]

স্মরণ রাখা দরকার, ভালবাসা একান্তভাবেই মানসিক ব্যাপার। ইহা মনের মধুর আবেগ-অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নহে। আর মনের উপর কাহারও কোন ক্ষমতা চলে না এবং ক্ষমতাবহির্ভূত কার্যের দায়িত্বও আল্লাহ্ তা'আলা কাহারও উপর চাপাইয়া দেন না।[৩]

সুতরাং সকল স্ত্রীর প্রতিই সমান ভালবাসা থাকিবে, ইহা কেহই আশা করিতে পারে না। যে কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা মানুষের আছে, ইহার দায়িত্বই আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। ইহা হইল, খোরপোষ ও উপঢৌকনাদি প্রদান, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন, রাত্রিযাপন, মেলামেশা, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বাহ্য আচার-আচরণে কোন স্ত্রীর প্রতিই কোনরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা যাইবে না। সাম্য ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই সকলের সহিত আচরণ ও সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। বাহ্য আচরণে ইনসাফের খেলাফ করিলেই সে শরীঅতের বিচারে ধৃত হইব। অন্যথায়, কাহারও প্রতি মানসিক আকর্ষণ কমবেশীর জন্য ধৃত হইবে না। কারণ,

---

১. শাহ ওলীউল্লাহ ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪০; তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাউদ

২. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩

৩. ঐ, ২ ঃ ২৮৬

www.pathagar.com

গুণরাজিতে সকলে সমান হয় না। আচার-আচরণ, মাধুর্য-মহিমা, রূপ-লাবণ্যের পার্থক্যের দরুন কাহারও প্রতি মনের আকর্ষণ অধিক হওয়া অস্বাভাবিক নহে এবং ইহাতে কোন দোষও নাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ -

আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না-কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি পরিপূর্ণ সমান ব্যবহার কখনই করিতে পারিবে না। তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না এবং অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখিও না।[১]

এই আয়াতের অর্থ হইল সর্বাবস্থায় ও সর্বদিক দিয়া মানুষ দুই বা ততোধিক স্ত্রীর সহিত সম্পূর্ণ সাম্য রক্ষা করিতে পারে না। একজন পরমা সুন্দরী, অপরজন কুৎসিত; একজন যুবতী, আরেকজন প্রৌঢ়া; একজন চিররোগা, অপরজন সুঠাম স্বাস্থ্যবতী; একজন কড়া মেজাজী, অপরজন খোশ মেজাজী। এইরূপ আরও বহু পার্থক্য বিভিন্ন স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা সম্ভব। এই সকল কারণে এক স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আকর্ষণ স্বভাবতই কম হয় এবং অপর স্ত্রীর প্রতি তাহার আকর্ষণ বেশি হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় ভালবাসা, অনুরাগ ও দৈহিক সম্পর্ক উভয়ের প্রতি একেবারে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া সমান রাখিতে হইবে-ইহা আইনের দাবি নহে; বরং আইনের দাবি এই, এক স্ত্রীর প্রতি তোমার মনের আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও তুমি যখন তাহাকে তালাক দাও নাই এবং তোমার ইচ্ছা বা তাহার ইচ্ছায় তাহাকে স্ত্রীরূপে বরণ করিয়া রাখিয়াছ, তখন তাহার সহিত কমপক্ষে এতটুকু সম্পর্ক রক্ষা কর যেন কার্যত সে স্বামীহীন অবস্থায় পড়িয়া না থাকে। স্ত্রীদের মধ্যে গুণাবলীর পার্থক্যের কারণে এক স্ত্রী হইতে অপর স্ত্রীর প্রতি অধিক আকর্ষণ হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এমন যেন না হয় একজন এইরূপ ঝুলন্ত হইয়া পড়ে যেন তাহার স্বামীই নাই।

দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকিলে স্বামীকে অবশ্যই পালা করিয়া বিভিন্ন স্ত্রীর সহিত সমানভাবে রজনী যাপন করিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১২৯

www.pathagar.com

তাঁহার পবিত্র সহধর্মিণিগণ (রা)–এর সহিত অবস্থানের এইরূপ পালা নির্ধারণ করিয়া লইতেন। ফিকহশাস্ত্রের অধিকাংশ ইমাম (র) পালা নির্ধারণ করাকে ওয়াজিব বলিয়াছেন।[১]

ফিকহশাস্ত্রের বিখ্যাত 'হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকে আর তাহারা স্বাধীন মহিলা হইয়া থাকে (দাসী নহে), তবে কুমারী বা বিধবা যে কোন অবস্থায়ই সে তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া থাকুক না-কেন, তাহাদের সহিত অবস্থানের জন্য তাহাকে অবশ্যই সমানভাবে সময় ভাগ করিয়া লইতে হইবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী আছে, সে যদি তাহাদের মধ্যে সময় বিভাগে একজনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে সে কিয়ামত দিবস একপার্শ্ব ঝুঁকানো (অর্থাৎ একপার্শ্ব অবশ থাকিবে) অবস্থায় আগমন করিবে এবং হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি স্বীয় স্ত্রীদের সহিত অবস্থানের জন্য এই বলিয়া সমানভাবে সময় ভাগ করিয়া লইতেন— হে আল্লাহ্! আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি এইভাবে আমার সময় ভাগ করিয়া লইলাম। অতএব যাহা আমার ক্ষমতা বহির্ভূত, তজ্জন্য আমাকে দায়ী করিও না (ইহাদ্বারা তিনি 'ভালবাসা' বুঝাইয়াছেন যাহা কাহারও আয়ত্ত্বে নহে)। কিন্তু স্বামী কর্তৃক স্ত্রীদের সহিত অবস্থানের সময় বিভাগের অর্থ হইল সহ-অবস্থানমাত্র, স্ত্রী সম্ভোগ নহে। কারণ, ইহা যৌন উত্তেজনার উপরই নির্ভর করে। ভালবাসা যেমন কাহারও ইচ্ছাধীন নহে, তদ্রূপ ইহাও সর্বদা ইচ্ছাধীন থাকে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন। তাঁহাদের সহিত অবস্থান ব্যাপারে সমতা রক্ষার দায়িত্ব হইতে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ط وَمَنِ ابْتَغَيْتَ
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ –

আপনাকে এই অধিকার দেওয়া হইল স্বীয় সহধর্মিণিগণের মধ্য হইতে আপনি যাহাকে ইচ্ছা দূরে রাখিতে পারেন এবং যাহাকে ইচ্ছা নিকট রাখিতে

---

১. শাহ্ওলীউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২ খণ্ড, পৃ. ৩৪২–৪৩

www.pathagar.com

পারেন। আর আপনি যাহাকে দূরে রাখিবেন, ইচ্ছা করিলে তাহাকে আবার নিজের নিকট আহবান করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে আপনার জন্য কোন দোষ হইবে না।[১]

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে এই পরিপূর্ণ অধিকার পাওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণিগণ (রা)-এর মধ্যে পূরাপুরি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং একজনের উপর অপরজনকে কোন প্রকার অগ্রাধিকার প্রদান করেন নাই। নির্ধারিত পালাক্রমে তিনি সকল স্ত্রীর নিকট গমন করিতেন এবং সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন।[২]

বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাউদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন স্ত্রীর নির্ধারিত পালার দিনে অপর স্ত্রীর নিকট গমন করিতে চাহিলে তিনি তাঁহার অনুমতি লইয়া যাইতেন।

ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র) হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্ত উক্তির উদ্ধৃতি করিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ পালা বন্টনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাহাকেও কাহারও উপর অগ্রাধিকার দিতেন না। তবে এমন খুব কমই হইত যে, তিনি একই দিনে সকল স্ত্রীর নিকট গমন করিতেন না। কিন্তু কোন স্ত্রীর পালার দিনে তাঁহাকে ছাড়া অপর স্ত্রীকে স্পর্শও করিতেন না।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন শেষ পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং নড়া-চড়া করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে, তখন তিনি সকল স্ত্রীর নিকট এই বলিয়া অনুমতি চাহিলেন—আমাকে আয়েশার নিকট থাকিতে দাও।

সকলেই সম্মতি প্রদান করিলে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকটই অবস্থান করেন।

ইবনে আবী হাতিম ইমাম যুহরী (র)-এর উক্তি উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন দিন কোন স্ত্রীকে তাঁহার নির্ধারিত পালা হইতে

---

১. আল-কুরআন, ৩৩ ঃ ৫১

২. হিদায়া ঃ ১ম খণ্ড, কিতাবুন-নিকাহ্, বাব ৬

www.pathagar.com

বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কেবল হযরত সাওদা (রা) ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় নিজ খুশীতেই তাঁহার পালা হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রদান করেন। কারণ, তিনি বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হযরত আতা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নয়জন স্ত্রী ছিলেন। তিনি আটজনের সহিত রাত্রি যাপনের পালা বন্টন করিতেন। আর একজনের জন্য কোন পালা ছিল না (কারণ, তিনি বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তিনি নিজেই স্বেচ্ছায় তাঁহার পালা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন)।[১]

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه فى ليلة واحدة وله تسع نسوة -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একই রজনীতে তাঁহার সকল স্ত্রীর নিকটই গমন করিতেন এবং তাঁহার নয়জন স্ত্রী ছিলেন।[২]

একাধিক স্ত্রী থাকিলে রজনী যাপনে তাহাদের মধ্যে সমতা রক্ষার ব্যাপার কত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা উপরে বর্ণিত হইল। কিন্তু কেবল রজনী যাপনেই নহে; বরং খোরাক-পোশাক এবং অলংকার-উপঢৌকনাদি প্রদানেও তাহাদের মধ্যে অবশ্যই সমতা রক্ষা করিতে হইবে। কাহারও প্রতি কোন প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা যাইবে না।

উপহার প্রদান একটি উৎকৃষ্ট রীতি। ইহা পরস্পরের প্রতি স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এবং সম্মান ও শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটায়। দাম্পত্য জীবনে ইহার গুরুত্ব কম নহে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সহধর্মিণী (রা) ও সাহাবাগণ (রা)-কে উপহার দিতেন। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে সামর্থ্যনুযায়ী উপহার প্রদান করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

تهادوا تحابوا وتذهب شحناؤكم -

---

১. বুখারী
২. ঐ

www.pathagar.com

তোমরা পরস্পরকে উপহার প্রদান কর। ইহাতে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা-প্রেম-প্রীতি বৃদ্ধি পাইবে এবং অন্তরের দূরত্ব হ্রাস পাইবে ও শত্রুতা বিলীন হইবে।[১]

নির্দোষ হাস্য-রসিকতা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঘনিষ্ট ও সুনিবিড় করিয়া তোলে এবং ইহার মাধ্যমে পরস্পরের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই আনন্দ ও হাস্য-রসিকতার পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব স্ত্রীরই বেশি। কারণ, স্বামীর উপর বাহিরের অনেক দায়িত্ব অর্পিত থাকে এবং এই সকল দায়িত্ব পালনে তাহাকে অবিরত বিরাট সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হয়। তাই স্বামী যখন ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন স্ত্রী তাহাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাইবে, আনন্দে স্বামীর মন ভরিয়া দিবে এবং মন ও মেজাজকে হালকা করিয়া তুলিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পবিত্র সহধর্মিণিগণ (রা)-এর সহিত হাস্য-রসিকতা করিতেন। হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলেন, তিনি বলেন ঃ আমি তাঁহার সহিত দৌড় প্রতিযোগিতা করিলাম। প্রতিযোগিতায় তাঁহাকে হারাইয়া আমি বিজয়ী হই। কিন্তু আমার দেহ যখন ভারী হইয়া পড়িল, তখন আবার দৌড় প্রতিযোগিতায় আমাকে হারাইয়া তিনি বিজয়ী হইলেন। তখন তিনি বলিলেন, ইহা তোমার সেই বিজয়ের প্রতিশোধ।[২]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে তাঁবুর মধ্যে খেলিতেছিলাম এবং আমার সঙ্গে আমার কয়েকজন সাথীও খেলিতেছিল। তিনি তাঁবুতে প্রবেশ করিলে আমরা খেলা বন্ধ করিলাম। তিনি আমার সাথীদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহারা আমার সহিত খেলা করিল।[৩]

এই হাদীসবাণী প্রমাণ করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সহধর্মিণিগণ (রা)-এর চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁহাদের সহিত হাস্য-রসিকতা ও খেলা করিয়াছেন। সুতরাং স্ত্রীর সহিত কোন কোন সময় হাস্য-রসিকতা ও খেলা করা

১. মুয়াত্তা ইমাম মালিক

২. আবূ দাউদ

৩. বুখারী

www.pathagar.com

উচিত এবং তাহার বান্ধবীদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া নির্দোষ চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধাও তাহাকে দেওয়া আবশ্যক।

নৈতিক চরিত্রের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়াকে ইসলাম অতি জঘন্য পাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং তজ্জন্য কঠোর শাস্তিও নির্ধারিত করিয়াছে। সুতরাং বিনাপ্রমাণে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া স্ত্রীর উপর দোষারোপ নিতান্ত অন্যায়। পরস্পরের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়—এমন উক্তি করা স্বামী-স্ত্রী কাহারও পক্ষে সঙ্গত নহে। কারণ, ইহাতে একের প্রতি অপরের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে পরিশেষে দাম্পত্য অশান্তিও নামিয়া আসিতে পারে।

মাহর সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ইহা স্ত্রীর একটি বিশেষ অধিকার এবং ইহা আদায় করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। মাহর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দান বা করুণা নহে। ইহা তাহার একান্ত প্রাপ্য, ন্যায্য অধিকার। মনে রাখিতে হইবে, খোরপোষের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। খোরপোষ প্রদান তো স্বামীর উপর অবশ্য কর্তব্য আছেই; তদুপরি স্ত্রীর মাহর তাহাকে অবশ্যই আদায় করিতে হইবে।

স্ত্রীর জীবনে স্বামীই তাহার সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ সঙ্গী এবং যাবতীয় বিষয়ে স্ত্রীর খোঁজ-খবর লওয়া ও তত্ত্বাবধান করার জন্য স্বামীই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। সুতরাং রোগ-শোক ও বিপদাপদে স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তাহার সকল সমস্যা সামাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। রোগাক্রান্ত হইলে স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা স্বামীর অপরিহার্য দায়িত্ব। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল না হইলে স্ত্রীও স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে না। দম্পতিযুগলের একজনের প্রতি অপরজনের সুখ-দুঃখে অংশীদার হওয়ার মাধ্যমেই তাহাদের মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসার সৃষ্টি হইতে পারে। ইহার কোন বিকল্প নাই। সুতরাং স্বামী যেমন স্ত্রীর সুখের সঙ্গী হইবে, তদ্রূপ বিপদাপদেও তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। কেবল এইভাবেই একটি মধুর সংসার গড়িয়া উঠিতে পারে।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক পরামর্শ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ পাক পরামর্শের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদনের নির্দেশ দিয়াছেন ঃ

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ -

www.pathagar.com

তাহাদের সকল কাজই হইবে পরামর্শের ভিত্তিতে।[১]

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ -

কাজে-কর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ করুন।[২]

পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করিলে কাজও সুন্দর হয় এবং ইহার ফলও ভাল হইয়া থাকে। পরামর্শক্রমে কাজ করিলে ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি ও অভিযোগ থাকিতে পারে না এবং অভিযোগের কোন কারণও সৃষ্টি হয় না।

চলার পথে দুনিয়াতে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের অংশীদার। সুতরাং সকল বিষয়ে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করা দরকার। ইহার ফলে স্ত্রী মনে করিবে, সকল বিষয়েই তাহার গুরুত্ব আছে। আর পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করিলে সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে বেশি। ইহাছাড়া পরস্পর সাহায্য-সহানুভূতি ও সহযোগিতায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অধিকতর মধুর ও সুদৃঢ় হইয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে ঐকান্তিকতা ও অকৃত্রিম ভালবাসার সৃষ্টি হয়। আর ইহাতে পরিবারের প্রতি স্ত্রীর অন্তরের দরদ ও স্বকীয়তা জন্মে। এই সবই হইল দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করিয়া তুলিবার পূর্বশর্ত। স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَانْ اَرَدَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) যদি পারস্পরিক পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশুর দুধ ছাড়াইতে ইচ্ছা করে, তবে ইহাতে তাহাদের কোন দোষ নাই।[৩]

স্ত্রীর সহিত পরামর্শে পারিবারিক ও সাংসারিক অনেক জটিল সমস্যার সহজ ও সুন্দর সমাধান পাওয়া যায়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পবিত্র সহধর্মিণিগণ (রা)-এর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির কথা সকলেই অবহিত আছে। সেই বৎসর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার জানেনেসার সাহাবাগণ (রা) মক্কাশরীফে গমন ও পবিত্র কা'বার তওয়াফ করিতে পারিলেন না। বিভিন্ন কারণে তাঁহাদের মন হতাশাগ্রস্ত

---

১. আল-কুরআন, ৪২ ঃ ৩৮

২. ঐ, ৩ ঃ ১৫৯

৩. ঐ, ২ ঃ ২৩৩

www.pathagar.com

হইয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সন্ধিস্থলেই কুরবানী করিতে তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এই নির্দেশ পালনের আগ্রহ কাহারও মধ্যে দেখা যাইতেছিল না। ইহাতে কিছুটা মর্মাহত হইয়া তিনি তাঁহার সহিত অবস্থানরত স্বীয় সহধর্মিণিগণ (রা)–এর মহলে প্রবেশ করেন এবং তাঁহাদের পরামর্শ চাহেন। তখন হযরত উম্মে সাল্‌মা (রা) তাঁহাকে যে পরামর্শ দিলেন, ইহাতেই সেই সমস্যার অতি সহজ সমাধান বাহির হইয়া পড়িল। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি নিজেই বাহির হইয়া পড়ুন এবং যাহা কিছু আপনি করিতে চাহেন স্বয়ং শুরু করিয়া দিন। দেখিবেন, সাহাবাগণও আপনার অনুসরণে তাহা করিতে শুরু করিবেন।

ঠিক তাহাই হইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করিলেন এবং সাহাবাগণ (রা)–ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

গারে হেরায় সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি সম্পূর্ণ ঘটনা তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা (রা)–এর নিকট বর্ণনা করেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই তিনি মানসিক প্রশান্তি, স্থিতিশীলতা ও সার্বিক পরামর্শ লাভ করেন।

অতএব, সকল বিষয়েই স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক। তাহা হইলেই পারিবারিক জীবন সুন্দর ও মধুর হইয়া উঠিবে এবং পরিবারের পক্ষে উত্তরোত্তর অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে।

স্ত্রী–সহবাস আসলে যৌন সম্ভোগ। কিন্তু ইসলাম ইহাকেও ধর্ম–কর্মে রূপান্তরিত করিয়াছে। কাজেই যৌন উন্মাদনায় কখনও আল্লাহ্‌কে না ভুলিয়া বিতাড়িত শয়তান হইতে নিজেদের ও সম্ভাব্য সন্তানের জন্য তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اما لو ان احدهم يقول حين يأتى اهله باسم الله اللهم جنبنى الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما فى ذلك او قضى ولد لم يضره شيطان ابدا ـ

www.pathagar.com

যদি কেহ স্ত্রী-সহবাসকালে বলে, বিসমিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা জান্নিব-নিশ-শায়তানা মা রাযাকতানা [আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি; হে আল্লাহ্! আমাকে শয়তান হইতে রক্ষা কর এবং আমাদিগকে যাহা তুমি প্রদান কর (অর্থাৎ সন্তান) তাহাকেও শয়তান হইতে রক্ষা কর], তবে এই সহবাসে কোন সন্তান হইলে শয়তান কখনও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।[১]

স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই লজ্জাশীলতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করা শরীঅতে অপসন্দনীয়।

স্ত্রীকে স্বামীর কৃষিক্ষেত্র বলিয়া পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষক নিজ ক্ষেত্রের এমন স্থানেই বীজ বপন করে, যেখানে ইহা বিনষ্ট না হয় এবং শস্য উৎপাদিত হয়। সুতরাং সে তাহার ক্ষেত্রের অনুর্বর ও প্রস্তরময় স্থানে বীজ বপন করে না; বরং রসাল ও নরম স্থানেই বপন করিয়া থাকে। সন্তানরূপী শস্য উৎপাদনের কৃষক হইল স্বামী। তাই সন্তান উৎপাদনই তাহার বীজ বপনের লক্ষ্য হওয়া উচিত; নিছক ক্ষণিকের আনন্দ উপভোগ নহে। স্ত্রী-সহবাসেই বীজ বপন করা হইয়া থাকে। সুতরাং অগ্র-পশ্চাৎ দেখিয়াই স্বামী বীজ বপন করিবে। পশ্চাৎদিক দিয়া বীজ পবন করিলে ইহা অঙ্কুরিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। ইহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ, শরীঅতে অপসন্দনীয় ও অসঙ্গত এবং স্বাস্থ্যনীতির বিরোধী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

نِسَآءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْآ اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ط وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা, গমন করিতে পার। কিন্তু তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আর জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্র সম্মুখীন হইবে। আর (হে রাসূল!) আপনি মু'মিনদিগকে (তাহাদের সফলতা ও সৌভাগ্যের) সুসংবাদ প্রদান করুন।[২]

---

১. বুখারী
২. আল-কুরআন, ২ ঃ ২২৩

www.pathagar.com

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী বলেন ঃ

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে মহিলাগণ পুরুষের কেবল আনন্দ উপভোগের সামগ্রীরূপেই সৃজিত হয় নাই; বরং'উভয়ের মধ্যে ক্ষেত ও কৃষকের সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে কৃষক কেবল আনন্দলাভের জন্যই গমন করে না; বরং শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই গিয়া থাকে। মানব জাতির কৃষককেও তদ্রূপ মানব-বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততিলাভের উদ্দেশ্য লইয়াই গমন করিতে হইবে। তুমি এই ভূমি কিরূপে কর্ষণ করিবে, ইহার বিস্তারিত আলোচনা আয়াতে করা হয় নাই বটে; তবে তোমার নিকট দাবি এই, তোমার শস্যক্ষেত্রে গমন কর এবং এই উদ্দেশ্য লইয়াই গমন কর যে, ইহা হইতে উৎপাদন লাভ করিতে হইবে।[১]

আয়াত হইতে আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝা যায়। একটি হইল, নিজ বংশের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সচেষ্ট হও, যেন তোমরা দুনিয়া ছাড়িয়া যাওয়ার পূর্বেই তোমাদের স্থান পূরণকারী দলের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়টি হইল, যাহাদের জন্য তোমরা স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাদিগকে ধর্ম, স্বভাব-চরিত্র ও মনুষ্যত্বের ভূষণে ভূষিত করিবার জন্য যত্নবান হও। তৎপর এই দ্বিবিধ কর্তব্য সম্পাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করিলে যে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহী করিতে হইবে, এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করে, সে অভিশপ্ত।[২]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঋতু অবস্থায় বা গুহ্যদ্বার দিয়া তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করে অথবা গণৎকারের নিকট গমন করে, সে অবশ্য মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার উপর অবিশ্বাসী।[৩]

---

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারাহ, টিকা ২৪১-২৪২

২. আবূ দাঊদ, মুসনাদে আহ্‌মদ

৩. তিরমিযী, ইবন মাজা

www.pathagar.com

ঋতুকালে স্ত্রীর সহিত সহবাস নিষিদ্ধ। কামোদ্দীপনার বশীভূত হইয়া কেহ এই পাপ করিয়া ফেলিলে কাফ্ফারা দেওয়া তাহার অবশ্য কর্তব্য। হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ঋতু অবস্থায় কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে তাহাকে অবশ্যই অর্ধ দীনার সদকা করিতে হইবে।[১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ ط وَ لاَ تَقْرَبُوْ هُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

লোকে আপনাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন, ইহা অশুচি। সুতরাং ঋতুস্রাবকালে স্ত্রী সহবাস বর্জন করিবে এবং যতদিন না তাহারা পবিত্র হয়, তাহাদের নিকট (সহবাসের জন্য) যাইবে না। অতঃপর যখন তাহারা (উত্তমরূপে) পরিশুদ্ধ (পবিত্র) হইবে, তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যাহারা পবিত্র থাকে, তাহাদিগকে পসন্দ করেন।[২]

এই আয়াতে ঋতুকালে স্ত্রীর নিকট গমন, তাহার সহিত উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি নিষেধ করা হয় নাই। কেবল সহবাস হারাম করা হইয়াছে। আর ইহা চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও বিধান। ঋতুস্রাবের ঊর্ধ্বসীমা দশদিন দশ রাত্র, আর নিম্নসীমা তিনদিন তিনরাত্র।

সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাবকালেও সহবাস নিষিদ্ধ। ইহার ঊর্ধ্ব সীমা হইল চল্লিশ দিন। ইহার নিম্ন সীমা নির্ধারিত নাই।

---

১. তিরমিযী, ইবনে মাজা, আবূ দাউদ, নাসাঈ; অর্ধ দীনার সাড়ে চারি মাশা বা এক-দশমাংশ তোলা ওজনের স্বর্ণের সমান।

২. আল-কুরআন, ২ ঃ ২২২

www.pathagar.com

মানুষকে ব্যভিচারের পাপ হইতে রক্ষার জন্যই ইসলাম বিবাহ প্রথা জারী করিয়াছে এবং মূলত যৌন চাহিদা পূরণের কামনাই তাহাকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে একে অপরের যৌন চাহিদা পূরণ করা স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পবিত্র দায়িত্ব। তাহাদের উভয়েরই যৌন চাহিদা থাকিলেও সাধারণত স্বামীর পক্ষ হইতেই ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বামীর এই দাবি পূরণ করা স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। ইতিপূর্বে হাদীস-বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে, স্ত্রী রন্ধনকার্যে ব্যপৃত থাকিলেও যৌন চাহিদা পূরণের জন্য স্বামী আহবান করিলে স্ত্রীকে অবশ্যই এই ডাকে সাড়া দিতে হইবে। একমাত্র শরীঅতের ওযর ব্যতীত স্বামীর আহবান প্রত্যাখ্যান করা স্ত্রীর জন্য বৈধ নহে; বরং প্রফুল্লচিত্তে সহাস্য বদনে স্বামীর দাবি পূরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

স্ত্রীদেরও যৌন চাহিদা আছে—যদিও তাহারা একটু চাপা স্বভাবের হইয়া থাকে। এই চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখাও স্বামীদের অবশ্য কর্তব্য। বস্তুত বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই হইল যৌন দাবি পূরণ। এই দাবি পূরণে কাহারও পক্ষ হইতে অবহেলা দেখা দিলে দাম্পত্য সম্পর্ক শিথিল হইয়া পড়িতে পারে। এইরূপে একে অপরের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিলে সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবন গড়িয়া তোলা মোটেই সম্ভব নহে। স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে একখানা হাদীস এই ঃ

لا يحل لامرأة تؤمن بالله ان تأذن فى بيت زوجها و هو كاره و لا تخرج و هو كاره و لا تطيع فيه احدا و لا تعتزل فراشه فان كان اظلم فلتأته حتى ترضيه فان قبل منها فبها ونعمت و قبل الله عذرها و افلح حجتها و ان هو لم يرض فقد ابلغت عند الله عذرها ـ

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানদার স্ত্রীর পক্ষে তাহার স্বামীর গৃহে এমন ব্যক্তিকে আসিতে অনুমতি দেওয়া বৈধ নহে যাহাকে সে (তাহার স্বামী) পসন্দ করে না। স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহের বাহিরে যাওয়া এবং এ ব্যাপারে কাহারও কথা মান্য করাও তাহার জন্য বৈধ নহে। স্বামীর শয্যা হইতে দূরে থাকাও তাহার জন্য জায়েয নহে। স্বামী অবিচার করিলে সাধ্যমত তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা

www.pathagar.com

করিবে। এই খেদমত স্বামী গ্রহণ করিলে বেশ ভাল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ওযর কবূল করিয়া লইবেন এবং তাহার সত্যপন্থী হওয়াটা প্রকাশ করিয়া দিবেন। আর স্বামী যদি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাহার অক্ষমতার ওযর পৌঁছিয়া যাইবে।[১]

ইহাতে বুঝা যায়, স্ত্রী যদি স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তথাপি সে তাহার অজ্ঞতা ও অহমিকার দরুন সন্তুষ্ট না হয়, তবে তজ্জন্য স্ত্রী দায়ী হইবে না।

স্বামীকে সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকা স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

তিন ব্যক্তির নামায কবূল হয় না এবং তাহাদের নেককাজ আকাশে উত্থিত হয় না। তাহারা হইল ঃ পলাতক ক্রীতদাস যতক্ষণ পর্যন্ত সে মনিবের নিকট ফিরিয়া না আসে; নেশাখোর মাতাল যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃতস্থ না হয় এবং সেই স্ত্রী যাহার স্বামী তাহার উপর অসন্তুষ্ট, যতক্ষণ স্বামী তাহার উপর সন্তুষ্ট না হয়।[২]

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্ত্রীর জন্য স্বামী যেমন বেহেশত, তদ্রূপ দোযখও।[৩]

ইহার অর্থ হইল, স্বামী সন্তুষ্ট থাকিলে ইহা স্ত্রীর জন্য বেহেশত এবং স্বামী অসন্তুষ্ট থাকিলে ইহাই তাহার জন্য দোযখ।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নারীর উপর সর্বাধিক অধিকার কাহার, আমি ইহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞসা করিলাম। তিনি বলেন, স্বামীর। আমি আবার ইহাই জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলেন, তাহার মাতার।[৪]

হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যে নারী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত গৃহের বাহিরে গমন করে, সে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আসমানের ফেরেশতাগণ তাহার উপর লানত করিতে থাকে এবং তদুপরি

---

১. মুস্তাদরাকে হাকেম
২. মুসলিম
৩. নাসাঈ, মুসনাদ আহমদ
৪. হাকেম

www.pathagar.com

মানুষ ও জিন্ন, যে বস্তুর নিকট দিয়াই সে অতিক্রম করুক না কেন, সকলেই তাহার উপর অভিশাপ দিতে থাকে।[১]

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধাচরণে কোন সৃষ্টের আনুগত্য করা যাইবে না। ইহার অর্থ হইল, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তিনি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা বিনাদ্বিধায় মানিতে হইবে এবং তিন যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-নিষেধের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া স্বামী যদি আদেশ করে, তবেই স্ত্রীর পক্ষে ইহা মান্য করা কর্তব্য। অন্যথায় আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করিয়া স্বামীর আদেশ মান্য করিলে গুনাহগার হইতে হইবে। সুতরাং স্বামী যদি স্ত্রীকে গায়র মুহরিম পুরুষদের সহিত দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশার নির্দেশ দেয়, ক্লাব ও গানের আসরে যোগদানের কথা বলে, তবে এই প্রকার শরীঅতবিরোধী নির্দেশাবলী স্ত্রী কিছুতেই মান্য করিতে পারে না, করিলে গুনাহগার হইবে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, আমাদের মা-বোনেরা শরীঅত বিরোধী কাজেই আজকাল স্বামীদের আনুগত্য করিয়া থাকেন বেশি, আর শরীঅতের আদিষ্ট কার্যে আনুগত্য খুব কমই করিয়া থাকেন।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীকে স্ত্রীর উপর শাসন ক্ষমতা দিয়াছেন এবং তাহার উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও তাহার নিরাপত্তার দায়িত্বভার অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য অধিক থাকাই স্বাভাবিক। বস্তুত আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পরেই স্ত্রীর নিকট স্বামীর মর্যাদা। এইজন্যই হাদীসে আছে, আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও সিজদা করার অনুমতি থাকিলে স্বামীকে সিজদা করিবার আদেশ স্ত্রীর উপর প্রদান করা হইত।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে, নেককার নারিগণ স্বামীদের প্রতি অনুগত ও বিনয়ী থাকে এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের অধিকার পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে।[২] তাই স্ত্রী কখনই স্বামীর নিকট অহংকার ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিতে পারে না; বরং আনুগত্য ও বিনয়ই হইল স্ত্রীলোকের ভূষণ।

---

১. তাবারানী

২. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪

www.pathagar.com

স্বামীর অধিকার সংরক্ষণ স্ত্রীর অপর উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব। ইহার এক অর্থ হইল, স্ত্রীর দেহের উপর একমাত্র স্বামীরই একচ্ছত্র অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী নিজেকে সর্ববিধ অন্যায় ও অশ্লীলতা হইতে রক্ষা করিবে। কারণ, তাহার দেহ তাহার নিকট স্বামীর আমানত। সে এই আমানতে অপর পুরুষের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া খেয়ানত করিতে পারিবে না। অপর অর্থ হইল, স্ত্রী স্বামীর ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে অথবা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সম্পদ কখনও ব্যয় করিবে না, এই সম্পদের কোন প্রকার খেয়ানত করিবে না।

দোষে-গুণেই মানুষ। এই সত্য স্বীকার করিয়া লইয়াই সংসার-সাগর পাড়ি দিতে হইবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই কিছু কিছু দোষত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে। এই দোষত্রুটি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিয়া স্বামী-স্ত্রী এক অপরকে বরণ করিতে হইবে। দাম্পত্য জীবনের কল্যাণ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لا يفرك مؤمن مؤمنة ان سخط منها خلقا رضى منها غيره -

কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারীকে ঘৃণা না করে। কারণ, তাহার মধ্যে একটি বিষয় অপসন্দনীয় থাকিলেও অপরাপর বিষয় পসন্দনীয় পাওয়া যাইবে।[১]

এইরূপে স্ত্রীরও উচিত স্বামীর ছোট-খাটো দোষত্রুটি উপেক্ষা করা এবং তাহার অন্যান্য গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লওয়া। দাম্পত্য জীবনকে সফল ও কল্যাণময় করিয়া তুলিবার জন্য এই দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সমান।

আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের দুইটি লোক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একত্রে জীবন যাপন আরম্ভ করে এবং জীবনের সুখ-দুখ, শান্তি-অশান্তি, সফলতা-বিফলতায় তাহারা একে অন্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা নিতান্ত জরুরী। কারণ, স্ত্রী যদি স্বামীকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহার মেজাজ,

---

১. মুসলিম

www.pathagar.com

স্বভাব ও রুচি বুঝিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহাকে সন্তুষ্ট করা এবং তাহার মনের মত করিয়া নিজেকে গঠন করা সম্ভব হইবে না। তদ্রূপ স্বামীও স্ত্রীর রুচি ও স্বভাব-প্রকৃতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে সেও তাহাকে আপন করিয়া লইতে পারিবে না; উভয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিয়াই যাইবে। অথচ দুইটি প্রাণ একান্তভাবে মিলিয়া-মিশিয়া যাওয়াতেই দাম্পত্য জীবনের সফলতা ও সুখ-শান্তি নির্ভর করে।

এইরূপে পরস্পরকে জানাজানির মাধ্যমে কাহারও মধ্যে গর্হিত কিছু পাওয়া গেলে উহা অতিসহজেই বিদূরীত করা যাইতে পারে। স্বামীর স্বভাব ও রুচিতে কোন কিছু আপত্তিজনক ও অপসন্দনীয় থাকিলে স্ত্রীর পক্ষে ইহা সংশোধন মোটেই কঠিন নহে এবং স্বামীও তদ্রূপ স্ত্রীর ছোট-খাটো দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে পারে।

মোটকথা, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের নিকট মুক্ত ও খোলামনে প্রেম-প্রীতির বন্ধনে বসবাস করিতে হইবে; একে অপরকে ভালরূপে জানিবার, বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং একে অপরের হৃদয়-মনকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তবেই একজনের সহিত অপরজনকে খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া সহজ হইবে। ইহার উপরই দাম্পত্য জীবনের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে।

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, পারস্পরিক সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা। বিভিন্ন লোকের বিভিন্নরূপ আচার-আচরণ ও মেজাজ-প্রকৃতি থাকাই স্বাভাবিক। কারণ, লোকজনকে একই ছাঁচে ঢালিয়া সৃজন করা হয় নাই। ইহাছাড়া পুরুষ ও নারীর চরিত্রে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বাস্তব সত্য। সুতরাং ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে উদার মন-মানসিকতা লইয়া একজনকে অপরজনের কাছাকাছি টানিয়া লইতে হইবে; স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করিতে হইবে। একে অপরের রুচি ও প্রকৃতি, আচার-আচরণ এবং চাল-চলনের ব্যাপারে সহনশীল হইতে হইবে। জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য ও কথাবার্তার ধরনে একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া উচিত। বস্তুত যে সকল বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্রোধ, অসন্তোষ ও বিরক্তির আশংকা আছে, এমন সকল বিষয়েই ধৈর্যধারণ করিয়া সমঝোতার ভিত্তিতে কালাতিপাত করা নিতান্ত দরকার।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রেম-প্রীতি, প্রণয়-ভালবাসার আদান-প্রদান উভয়েরই

www.pathagar.com

একান্ত গোপনীয় বিষয় এবং তাহারা একে অপরের ইযযত–আবরু ও মান–সম্মান রক্ষার দূর্গস্বরূপ। এমতাবস্থায় তাহারা যদি পরস্পরের গোপন বিষয় অন্য লোকের নিকট প্রকাশ করে, তবে ইহা হইবে নিতান্ত লজ্জার ব্যাপার এবং আমানতের খেয়ানত। সুতরাং দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া তাহারা একজন অপরজনের মান–সম্ভ্রম নষ্ট করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও গুনাহের কাজ।

যাহারা দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা অপরের নিকট প্রকাশ করে, হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে, তাহারা এমন শয়তান–পুরুষ ও শয়তান–নারীর ন্যায়, যে তাহার সঙ্গিনীর সহিত রাজপথে মিলিত হইয়া যৌন বাসনা চরিতার্থ করে এবং সমস্ত লোকে ইহা দেখিতে থাকে।

সার সংক্ষেপ

উপরে দাম্পত্য জীবনে স্বামী–স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। উহার সার সংক্ষেপ এই ঃ

১. স্বামীর অধিকার,
২. স্বামীর কর্তব্য,
৩. স্ত্রীর অধিকার,
৪. স্ত্রীর কর্তব্য,
৫. স্বামী–স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নিম্নে এতদসম্পর্কে ধারাবাহিক বর্ণনা প্রদত্ত হইল ঃ

স্বামীর অধিকার

১. স্ত্রীর উপর স্বামীর একটি মৌলিক অধিকার হইল তাহার যাবতীয় আমানত রক্ষা করা এবং তাহার কোন গোপনীয়তা কখনও প্রকাশ না করা। স্বামীর সম্মানহানিজনক কোন কাজ না করা ও কোন কথা না বলা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হিফাজতে রাখা।

২. স্ত্রীর পূর্ণ আনুগত্য ও খেদমত লাভের অধিকার। স্ত্রী কোন সময়ই স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিবে না; বরং আচার–আচরণে সর্বদা তাহার নিকট বিনয়ী থাকিবে এবং তাহাকে মান্য করিয়া চলিবে।

www.pathagar.com

৩. স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতা, অহংকার ও কোন প্রকার দোষত্রুটি দেখিলে তাহাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে শাসন করিবার অধিকার স্বামীর রহিয়াছে।

৪. তালাক দেওয়ার অধিকার; স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িলে শেষ পর্যায়ে স্বামী তালাক দিতে পারিবে।

স্বামীর কর্তব্য

১. ওলীমা করা। ইহা মুস্তাহাব।

২. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা। সামর্থ্যানুযায়ী ভদ্রোচিতভাবে স্ত্রীর খোরপোষ দান করা এবং ইহাতে কোন প্রকার কৃপণতা না করা।

৩. স্ত্রীকে দীনী শিক্ষা প্রদান করা। তাহাকে ইসলামী আকীদা, পবিত্রতা-বিধান, নামায, রোযা ও যাবতীয় ইবাদত বিষয়ে শিক্ষাদান করা।

৪. এমন কোন কথা না বলা এবং এমন কোন কাজ না করা যাহাতে পারস্পরিক সন্দেহের সৃষ্টি হইতে পারে।।

৫. স্ত্রীর বিপদাপদে সহানুভূতিশীল হওয়া।

৬. স্ত্রীর সহিত হাসি-খুশী এবং আনন্দদায়ক আচরণ করা এবং সময় সময় নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূলা করা।

৭. স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং তাহার ছোট-খাটো দোষ-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা।

৮. হায়েয-নিফাসের সময় সহবাস না করা এবং উত্তম অবস্থায় সহবাস করা। বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া আরম্ভ করা এবং শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা।

৯. স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতা, অহংকার ও দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে ধৈর্যের সহিত উপদেশ দানে সংশোধনের চেষ্টা করা। ইহাতে সংশোধন না হইলে বিছানা পৃথক করিয়া দেওয়া। ইহাতেও সংশোধন না হইলে মৃদু প্রহার করা। কিন্তু মুখমণ্ডলে আঘাত না করা এবং এমনভাবে আঘাত না করা যাহাতে দেহে ক্ষত হইয়া পড়ে।

১০. একাধিক স্ত্রী থাকিলে সকলের সহিত ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করা এবং কোন একজনের প্রতি ঝুঁকিয়া না পড়া।

১১. প্রফুল্লচিত্তে স্ত্রীর ন্যায্য পাওনা মনে করিয়া মাহর আদায় করা।

www.pathagar.com

স্ত্রীর অধিকার

১. স্ত্রীর মর্যাদা ও স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে ভদ্রোচিত খোরপোষ লাভের অধিকার।

২. সদ্ব্যবহার, সদাচরণ ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার অধিকার।

৩. স্বামী-স্ত্রীর কোন গোপনীয়তা অপরের নিকট প্রকাশ করিবে না —এই নিশ্চয়তা লাভের অধিকার।

৪. মাহর লাভের অধিকার।

স্ত্রীর কর্তব্য

১. স্বামীর প্রতি বিনয়াবনত ও অনুগত থাকা এবং কোন প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করা।

২. প্রফুল্লচিত্তে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানানো।

৩. স্বামীর ধন-সম্পদ ও আমানতে খেয়ানত না করা এবং তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেকে স্বামীর আমানত হিসাবে সম্পূর্ণরূপে হিফাজতে রাখা।

৪. সর্বাবস্থায় স্বামীর খেদমত করা ও তাহাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা।

৫. স্বামীর সামর্থ্যানুসারে প্রদত্ত খোরপোষ লাভে সন্তুষ্ট থাকা এবং না-পাওয়ার বেদনায় অতিষ্ঠ হইয়া অভিশাপ প্রদান হইতে বিরত থাকা।

৬. স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহের বহির্গত না হওয়া এবং অন্যকে গৃহে প্রবেশ করিতে না দেওয়া।

৭. স্বামী অবিচার করিলে ধৈর্য অবলম্বনে প্রেম-প্রীতির সহিত সংশোধনে ব্রতী হওয়া।

৮. হিংসার বশীভূত হইয়া সতীনের সহিত অসদ্ব্যবহার না করা।

৯. স্বামীর মুরুব্বীদের খেদমত করা ও তাহার সকল আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করা।

১০. আবশ্যক পরিমাণ দীনী ইল্‌ম শিক্ষা করা।

১১. শরীঅত বিরুদ্ধ যাবতীয় কাজ-কারবার, নাচ-গান, ক্লাব ও সভা-সমিতিতে যোগদান হইতে বিরত থাকা।

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. পারস্পরিক যৌন চাহিদা পূরণ করা। স্বামীকে পাইয়াই স্ত্রীর সন্তুষ্ট থাকা ও স্ত্রীকে লইয়াই স্বামীর পরিতৃপ্ত হওয়া এবং কেহই অপর কাহারও দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা।

২. দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা অপরের নিকট প্রকাশ না করা।

৩. লজ্জাশীলতা রক্ষা করা।

৪. নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত একে অপরকে বরণ করিয়া লওয়া।

৫. পরস্পরকে সঠিকভাবে জানা ও উপলব্ধি করা।

৬. উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করিয়া চলা ও ধৈর্য অবলম্বন করা।

৭. নির্দোষ হাস্য-রসিকতা করা।

৮. একে অন্যের সহিত পরামর্শ করা।

৯. উপহার বিনিময় করা।

১০. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা

সন্তানলাভ বিবাহিত দম্পতির এক চিরন্তন দুর্নিবার বাসনা এবং ইহাই বিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই বাসনা প্রশংসনীয়। কারণ, ইহাতেই সৃষ্টি-কারখানা টিকিয়া থাকে এবং এই উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তজ্জন্য আখিরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য উম্মতের উপর গৌরব প্রকাশ করিবেন। সন্তানলাভের বাসনাকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রকৃতিগত করিয়া দিয়াছেন এবং সন্তান-সন্ততিকে তিনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যও মানুষের জন্য লোভনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।[১]

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ -

১. আল-কুরআন, ১৮ ঃ ৪৬

www.pathagar.com

নারী ও সন্তান–সন্ততির প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হইয়াছে।[১]

অনেকেই কন্যা সন্তান হইলে মন ভার করিয়া থাকে এবং পুত্র সন্তান হইলে খুব আনন্দিত হয়। ইহা নিতান্ত অন্যায়। কন্যা হউক বা পুত্র হউক, উভয়ই মাতাপিতার নিকট সমান। বরং কন্যা সন্তানের জন্যেই অধিকতর আনন্দিত হওয়ার কারণ রহিয়াছে বলিয়া হাদীসের মর্মে বুঝা যায়। কেননা, কন্যার উপলক্ষেই আখিরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ হইবে এবং কন্যা সন্তানই দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষার উপায় হইবে বলিয়া হাদীসে উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

যাহাকে এই কন্যা সন্তান দিয়া পরীক্ষায় ফেলা হয়, সে যদি তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করে এবং উত্তমভাবে তাহাদের লালন–পালন করে, তবে এই কন্যাগণই তাহার জন্য দোযখের পথে প্রতিবন্ধকতা হইবে।[২]

মাতাপিতার নিকট সন্তান–সন্ততি আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানতস্বরূপ। পবিত্র ও অনাবিল মন লইয়াই তাহারা এই মরজগতে আগমন করে। দুনিয়ার পাপ–পঙ্কিলতার ছাপ তাহাদের হৃদয় মুকুরে প্রতিফলিত হয় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা মাতাপিতা ও সন্তান–সন্ততির মনে স্নেহ–মমতা, প্রীতি–ভালবাসার অশেষ ফল্গুধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের সমন্বয়েই গড়িয়া উঠে পরিবার। রক্ত সম্পর্কের বন্ধনে তাহারা পরস্পরের একান্ত আপন হইয়া থাকে এবং একে অপরের নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিয়া থাকে। ইহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই দান।

ইসলামী শরীঅত সন্তান–সন্ততির প্রতি মাতাপিতার এবং মাতাপিতার প্রতি সন্তান–সন্ততির কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা সকল মুসলমানেরই একান্ত আবশ্যক। শিশুকালে সন্তান–সন্ততি থাকে অসহায় ও অপরের উপর নির্ভরশীল। তাই তাহাদের লালন–পালন ও ভরণ–পোষণের সকল দায়–দায়িত্ব মাতাপিতার উপর অর্পিত হইয়াছে। আবার সন্তান–সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত ও কর্মঠ হইয়া উঠিলে তাহাদের উপরও মাতাপিতার প্রতি বহু দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত রহিয়াছে।

---

১. আল–কুরআন, ৩ : ১৪

২. বুখারী

www.pathagar.com

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তাহার কানে আযান দেওয়া সুন্নত। হযরত আবূ রাফে' (রা) বর্ণনা করেন ঃ

হযরত ফাতিমা (রা) হযরত হুসায়ন (রা)-কে প্রসব করার পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার কানে নামাযের আযান দিতে শুনিয়াছি।[১]

সন্তানের সুন্দর ইসলামী নাম রাখা ও আকীকা করাও মাতাপিতার দায়িত্ব। জন্মের সপ্তমদিনেই আকীকা করা ভাল। ইহা সম্ভব না হইলে পরে যে কোন সময় করা চলে। ছাগল দিয়া আকীকা করিলে পুত্র-সন্তানের জন্য দুইটি এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার দৌহিত্র হযরত হাসান (রা)-এর পক্ষ হইতে আকীকার পশু যবেহ করিয়া বলেন; হে ফাতিমা! তাহার মাথা মুণ্ডন করিয়া ফেল এবং তাহার মাথার চুলের ওজনের পরিমাণ রৌপ্য দান কর।

সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব মাতাপিতার। সামর্থ্যনুসারে পিতা সন্তানের খাদ্য ও বস্ত্র দিবে। পিতার উপর সন্তানের ইহা জন্মগত অধিকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

নিজ পোষ্যদের ভরণ-পোষণে অবহেলা করাই কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া মাতাপিতার কর্তব্য। জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই সন্তানকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। যে জাতি ভবিষ্যত বংশধরগণের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি উদাসীন থাকে অথবা তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিপরীত ভ্রান্তধারায় শিক্ষাদান করে, জাতি হিসাবে তাহাদের অধঃপতন ও ধ্বংস অনিবার্য। যাহারা আল্লাহ্‌কে একমাত্র রব্ব মানে এবং তাঁহার প্রদত্ত আইন-কানূনকে জীবন-বিধান বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের অবশ্য কর্তব্য হইল পরবর্তী বংশধরদিগকে এই পরম সত্য সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করিয়া তোলা এবং অনুরূপভাবে তাহাদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করা।

---

১. মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ

www.pathagar.com

শিশুদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রধানত নারীদের উপর। জন্মের পর হইতেই শিশুর শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয়। গৃহেই তাহার শিক্ষা শুরু হয় এবং মাতাই থাকেন তাহার শিক্ষক। অতএব, তাহাকে বিবিধ ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা মাতার দায়িত্ব।

দোলনা হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের সময়। দোলনায় থাকিয়াও শিশু জ্ঞানলাভ করিতে পারে। শিশুর নিকটতম ব্যক্তি হইলেন মাতা। তাহার স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, কাজ-কর্ম, চাল-চলন, কথা-বার্তা, প্রভৃতির প্রভাব শিশুর উপর পতিত হয়। সুতরাং মাতা দীনী চরিত্রে চরিত্রবতী হইলে শিশুর চরিত্রও তদ্রূপ না হইয়া পারে না। মাতা শিশুর কোমল অন্তরে সৎস্বভাব ও সৎকর্মের বীজ বপন করিলে কালক্রমে ইহা ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া উঠিতে বাধ্য। এমন শিশুই পরবর্তীকালে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

অপরদিকে মাতা শিশুর অন্তরে অসৎ চরিত্র ও অপকর্মের প্রভাব বিস্তার করিলে পরবর্তীকালে সে হতভাগ্য, পাপিষ্ঠ ও দূরাচার হিসাবে গড়িয়া উঠিবে। এমন শিশু কখনও সমাজের কল্যাণ বহিয়া আনিবে না; বরং সমাজ-জীবনকে সে দুর্বিষহ করিয়া তুলিবে। সুতরাং শৈশবকাল হইতেই শিশুকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলা মাতার অবশ্য কর্তব্য।

সন্তান-সন্ততিকে সৎসঙ্গ দান করিতে হইবে এবং অসৎসঙ্গ হইতে বিরত রাখিতে হইবে। কারণ, সৎসঙ্গ উত্তম চরিত্র গঠনের সহায়ক এবং অসৎসঙ্গ কুচরিত্র ও সকল নষ্টের উৎস। অনেকে মনে করে, শিক্ষার অর্থ হইল কিছুটা লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষাদানের ইহা একটা দিকমাত্র। শিশুর শিক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহার পরিবেশের সংশোধন। আর মাতাপিতার সংশোধনই ইহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাহাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, চাল-চলন, কাজ-কর্ম সুন্দর রাখিতে হইবে। খারাপ আচার-আচরণ ও চাল-চলন, উগ্র মেজাজ প্রদর্শন, কঠোর ভাষা প্রয়োগ, ক্রোধের কথাবার্তা শিশুর নৈতিক শিক্ষায় অশেষ অকল্যাণ সাধন করে। মোটকথা হইল, শিশুর শিক্ষার জন্য প্রথমত মাতাপিতাকেই সংশোধিত হইতে হইবে এবং তাহাদের নিজেদের অসৎস্বভাব ও বদ মেজাজ পরিবর্তন করিতে হইবে।

শিশু যেন মিথ্যা না বলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইজন্য উপদেশ প্রদান ও শাসন বিশেষ কোন উপকার করিবে না; বরং তজ্জন্য মাতাপিতা ও অন্যান্য

www.pathagar.com

সকলকেই সত্য বলিতে হইবে যেন শিশুর নিকট প্রমাণিত হয়, তাহারা মিথ্যা কথা বলে না। শিশুদিগকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য অনেক সময় বলা হইয়া থাকে—কাঁদিও না, তোমাকে অমুক জিনিস দিব; খবরদার বাহির হইও না, সেখানে বাঘ আছে; ইহা ধরিও না, আব্বা মারিবেন। অথচ এই সমস্তই মিথ্যা। এই প্রকার কথা বলিয়া প্রকারান্তরে শিশুদিগকে মিথ্যা বলা শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিশু কথা বলিতে শুরু করিলেই সে যেন সর্বপ্রথম আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে, এই শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। পানাহার করিতে শিখিলেই সে যেন ডান হাতে খায়, খাবার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলে, পরে আলহামদুলিল্লাহ' পড়ে ইত্যাদি ইসলামী আদব-কায়দা তাহাকে শিখাইতে হইবে।

মাতাপিতার উচিত সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা—যাহাতে তাহারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ প্রদত্ত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করিতে পারে এবং আখিরাতে নাজাত লাভ করে। কারণ, দুনিয়া নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতের সফলতাই আসল সফলতা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا -

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুণ হইতে বাঁচাও।[১]

সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী শিক্ষাদান ও তাহাদের নৈতিক চরিত্র গঠন মাতা-পিতার দায়িত্ব। ইহা লঙ্ঘন করিলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহী করিতে হইবে। তাহাদিগকে প্রথমেই কুরআন শরীফ ও নামায শিক্ষা দিতে হইবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا -

আর তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজেও ইহাতে অবিচলিত থাক।[২]

---

১. আল-কুরআন, ৬৬ ঃ ৬

২ ঐ, ২০ ঃ ১৩২

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে নামায কায়েমের তাকীদ দেওয়া হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস-সালাম দু'আ করেন ঃ

رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِى -

হে আমার রব্ব! আমাকে ও আমার বংশধরগণকে যথাযথ নামাযী বানাও।

বস্তুত ঈমানের পরই নামাযের স্থান এবং স্বেচ্ছায় নামায তরক করিলে ঈমান থাকে না। হাদীসে উল্লেখ আছে। কাফির ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যই হইল নামায। নামাযই মুসলমানের বাস্তব নিদর্শন।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

সাত বৎসর বয়সে পৌঁছিলেই তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে নামাযের আদেশ কর। আর তাহাদের বয়স দশে পৌঁছিলে নামাযের জন্য শাসন কর এবং তাহাদের শয্যা পৃথক করিয়া দাও।[২]

আসল কথা হইল, মাতাপিতা নামাযী হইলে সন্তানগণ আপনা আপনিই নামাযী হইয়া পড়িবে। ঘটনাচক্রে কোন ব্যতিক্রম দেখা দিলে নামাযের জন্য খুব কড়া শাসন করিতে হইবে। কারণ, নামায ছাড়িয়া দিলে কেহ মুসলমানই থাকে না। নামাযে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে অন্যান্য ইবাদতও স্বভাবে পরিণত হইবে। নামাযের সাথে সাথে অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআকাদ্দা ইবাদতের জন্যও তাকীদ দিতে হইবে।

মোটকথা, সন্তানদিগকে দীনের পথে পরিচালিত করা মাতাপিতার অবশ্য কর্তব্য। ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী বিষয়ে প্রথম হইতেই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালাত সম্পর্কে তাহাদের ধারণা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। ইবাদতের নিয়ম-কানূন অর্থাৎ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল ইবাদতসমূহের শিক্ষা তাহাদিগকে দিতে হইবে। ইসলামী রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও আদব-কায়দা তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে এবং তাহাদের নৈতিক চরিত্র ইসলামী ছাঁচে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। ভালরূপে স্মরণ রাখিতে

---

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, গ্রন্থকারের বিশ্বনবীর কর্মসূচী, পৃ. ১২৯, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মার্চ ১৯৮৮

২. আবূ দাউদ

www.pathagar.com

হইবে, মাতাপিতার অবহেলার দরুন সন্তানগণ খাঁটি মুসলমান হইয়া উঠিতে না পারিলে কিয়ামত দিবসে তাহারাই মহান আল্লাহ্‌র দরবারে মাতাপিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা উত্তম কিছুই মাতাপিতা সন্তানদিগকে দান করিতে পারে না।[১]

সন্তান-সন্ততি মাতাপিতার নিকট পবিত্র আমানত। আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্ররূপে গঠন করিয়া তুলিবার জন্যই তাহাদের হস্তে তাহাদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে। তাহারা যেন বিশ্বনিয়ন্তা মহাপ্রভু আল্লাহ্‌কে চিনিতে পারে, প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার খুশি-নারাজীর প্রতি নযর রাখে এবং এমন যোগ্যতা অর্জন করে যাহাতে আল্লাহ্‌র দুনিয়াকে নেকী ও কল্যাণে ভরপূর করিয়া দিতে পারে ও সকল ফিতনা-ফাসাদ, আল্লাহ্‌দ্রোহিতার অবসান ঘটাইয়া আল্লাহ্‌র যমীনকে পাক-পবিত্র করিয়া তুলে, এমনভাবে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলে তদপেক্ষা অধিক আশা করার আপনার আর কিছুই থাকে না। অপরদিকে আপনি যদি সন্তানদিগকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেন, ইসলাম বিরোধী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলেন, ইসলামী শিক্ষা হইতে বিরত রাখেন এবং কালেমা, নামায, রোযা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত না করিয়া তোলেন, তবে আপনার সন্তান আল্লাহ্‌দ্রোহী হইয়া উঠিবে। আল্লাহ্‌র যমীনে তাহারা কুফর, শিরক, ফিতনা-ফাসাদ, জোর-যুলম ও অবিচার-অনাচারের বিস্তার ঘটাইবে। এই সকলের পাপের সমান অংশীদার আপনিও হইবেন এবং আপনার সন্তান-সন্ততিই তখন আপনার আযাবের কারণ হইয়া পড়িবে।

সন্তান-সন্ততির মধ্যে ন্যায়বিচার

দান ও ব্যয়ের ব্যাপারে সন্তান-সন্ততির মধ্যে সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য ন্যায়-নীতি অবলম্বন করা মাতাপিতার কর্তব্য। কাহারও দিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়া সঙ্গত নহে; বরং সকলেরই সমান কল্যাণ কামনা করিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

---

১. তিরমিযী

www.pathagar.com

اعـدلـوا بـين ابـنـائكم - اعـدلـوا بـيـن ابـنـائكم - اعـدلـوا بـيـن ابـنـائكم -

তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর। তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার কায়েম কর। তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর।[১]

হযরত বশীর আনসারী (রা) তাঁহার পুত্র হযরত নু'মান (রা)-কে একটি গোলাম দান করেন। তৎপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার স্ত্রী উমরাহর গর্ভজাত এই পুত্রকে (নু'মানকে) একটি গোলাম দান করিয়াছি। কিন্তু উমরাহ্ ইহাতে আপনাকে সাক্ষী রাখিবার অনুরোধ করিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে অনুরূপ দান করিয়াছ? তিনি উত্তরে বলেন—না। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর। সন্তানদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার কর। আমি জুলমের সাক্ষী হইতে পারিব না। অতঃপর হযরত বশীর (রা) ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার দান ফেরত নিলেন।[২]

ইসলামী পরিবেশ রক্ষায় নারীর দায়িত্ব

মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজেই তাহার বসতি। আর বহু পরিবার লইয়াই সমাজ গঠিত হয়। সুতরাং পরিবারের পরিবেশ ইসলামী ও রুচিসম্মত হইলে সমাজের সদস্যদের মধ্যেও ইসলামের পূত-পবিত্র ভাবধারা জাগ্রত থাকা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। অপরদিকে পরিবেশ কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল, অনৈসলামী হইলে সমাজের সদস্যদের মনেও অনৈসলামী ও অশ্লীল ভাবধারার উন্মেষ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে।

মানুষের চারিপার্শ্বের অবস্থাই হইল পরিবেশ। পরিবারের সকল সদস্যকে বাহ্য ও মানসিক দিক দিয়া মুসলমানরূপে গড়িবার জন্য পরিবারের পরিবেশকে পূত-পবিত্র

---

১. মুসনাদে আহমদ

২. বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ

www.pathagar.com

রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। পরিবারের আভ্যন্তরীণ কর্ত্রী হইলেন নারী। কাজেই পরিবারের ইসলামী পরিবেশ রক্ষায় নারীর দায়িত্ব অপরিসীম।

ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের সমাজের পরিবারগুলির অবস্থা আজকাল নিতান্ত করুণ। গুটিকয়েক পরিবার বাদ দিলে বাকী সবগুলিই জাহিলিয়্যাতের অন্যায় স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। নির্ভেজাল আকীদা-বিশ্বাস, খাঁটি ঈমান, ইসলামী আমল-আখলাক সমাজ-জীবন হইতে প্রায় বিদায় নিয়াছে। এখন দীনী যিন্দেগী যাপন কঠিন এবং পাপের পথে চলা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় ইসলামী পরিবেশ রক্ষার নিমিত্ত সর্বপ্রথম কাজ হইল আল্লাহ্‌র পথে চলার জন্য বজ্রকঠিন শপথ গ্রহণ। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের নাজাত যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ, রীতি-নীতি, চাল-চলন অবশ্যই তাহাদিগকে বর্জন করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে ইসলামী আমল-আখলাক অবলম্বন করিতে হইবে। সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ যাহাতে নামায-রোযা ও ইসলামী চাল-চলনে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তৎপ্রতি গৃহকর্ত্রীকে কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ দৃঢ় হস্তে দমন করিতে হইবে।

পরিবারে ইসলামী পরিবেশ রক্ষা করা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। গৃহ সাজানো, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, চাল-চলন প্রভৃতিতে ইসলামের নির্দেশাবলী পালন করিয়া চলিলে ইসলামী পরিবেশ গঠিত হইবে। অপরদিকে ইসলামের রীতি-নীতি, চাল-চলন, আদব-কায়দা উপেক্ষা করিয়া গৃহে নাচ-গানের আসর জমানো ও অশ্লীল ছবিদ্বারা গৃহ সাজানো হইলে পরিবারের ইসলামী পরিবেশ বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

আপন গৃহকে সাজাইয়া গুছাইয়া পরিপাটি ও মনোরম করিয়া রাখা মানুষের একটি চিরন্তন শখ। ইহাতে পরিবেশও সুন্দর হয় এবং মন-মানসিকতাও পরিচ্ছন্ন থাকে। গৃহ সাজানোর কাজে অশ্লীল ছবি এবং জীব-জন্তুর চিত্রের পরিবর্তে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী মসজিদ-মিনার ও প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যাবলীর প্রতিকৃতি অনায়াসেই ব্যবহার করা চলে এবং এইরূপে ঘর-বাড়িতে ইসলামী পরিবেশ রক্ষা করা যাইতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

যে গৃহে প্রাণীর ছবি থাকে, ইহাতে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[১]

---

১. মিশকাত

www.pathagar.com

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে রেডিও–টেলিভিশনবিহীন বাড়ী পাওয়া বড় দুষ্কর। আর এই সকল প্রচার–মাধ্যমে দিবারাত্র কুরুচিপূর্ণ গান–বাদ্য, নগ্ন ছবি ও নৃত্যাদি প্রদর্শিত হইতে থাকে। এইসব যে আমাদের যুবক–যুবতীদের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? গৃহকর্ত্রীর পক্ষে এইগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখা মোটেই কঠিন কাজ নহে। শিক্ষা, উপদেশমূলক বক্তৃতা ও আলোচনা এবং দেশ–বিদেশের খবরাখবর, এই সকল প্রচার মাধ্যমে শ্রবণ করাতে কোন দোষ থাকিতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ – وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا – اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ –

মানুষের মধ্যে এমন এক দল লোক আছে, যাহারা খেলাধূলার কথা কিনিয়া বেড়ায় যেন অজ্ঞাতসারেই লোকদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে। আর ইহাকে তাহারা হাসি–তামাশার ব্যাপার মনে করিয়া উপভোগ করে। তাহাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রহিয়াছে।[১]

হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মতে এই আয়াতে 'খেলাধূলা' শব্দে গান–বাজনা এবং ইহার যন্ত্রপাতিই বুঝানো হইয়াছে।[২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সমগ্র মানবজাতির রহমত ও পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে বাদ্যযন্ত্রসমূহ ধ্বংস করিবার আদেশ দিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন ঃ

আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক হইবে যাহারা (নিজেদিগকে ও অপরকে প্রতারিত করিবার জন্য) অন্য নাম দিয়া মাদকদ্রব্য পান করিবে। তাহাদের নিকট গায়িকা বালিকাগণ গান করিবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজানো হইবে। আল্লাহ্

১. আল–কুরআন, ৩১ ঃ ৬

২. হাকেম

www.pathagar.com

তা'আলা তাহাদিগকে ভূ-তল দ্বারা উদরস্থ করাইবেন এবং তিনি তাহাদিগকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করিবেন।[১]

কিয়ামতের আলামত বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলেন ঃ

গায়িকা-বালিকা ও বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব হইবে এবং মদ্যপান করা হইবে।[২]

অতএব যাঁহারা দিবারাত্র নৃত্য-গীতি লইয়া বিভোর থাকেন, নিজেদের স্বার্থেই তাঁহাদের সাবধান হওয়া আবশ্যক।

বাঁচিয়া থাকার জন্যই মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতেও একটি ইসলামী পরিবেশ আছে। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দার ন্যায় খাওয়া, ডান হাতে খাওয়া, খাবার আরম্ভের পূর্বে ও পরে দু'আ পড়া, খাদ্যদ্রব্য অপচয় না করা, খাদ্য গ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রভৃতি ইসলামী আদব-কায়দা রক্ষিত হইতেছে কিনা, তৎপ্রতি নজর রাখা গৃহিনীর কর্তব্য।

সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের সদস্যগণ যাহাতে আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও চাল-চলনে অহংকারী এবং গর্বিত হইয়া না পড়ে, তৎপ্রতি গৃহকর্ত্রীর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

লজ্জা নিবারণ, সৌন্দর্য বর্ধন ও মান-সম্মান রক্ষার নিমিত্ত পোশাক-পরিচ্ছদ। কিন্তু অশালীন ও অশোভন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিলে দৈহিক সৌন্দর্য লোপ পায় এবং ব্যক্তি ও পরিবারের ইসলামী পরিবেশ বিনষ্ট হয়। আজকাল কোন কোন নারীকে পুরুষের পোশাক ও পুরুষকে নারীর পোশাক পরিধান করিতে দেখা যায়। ইহা বিকারগ্রস্ত মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

যে সকল নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং যে সকল পুরুষ নারীর বেশ ধারণ করে, তাহারা অভিশপ্ত বলিয়া হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে।[৩]

---

১. হাকেম
২. তিরমিযী
৩. বুখারী

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা

স্বামী ও সন্তান-সন্ততি ছাড়াও অপরাপর বান্দা, বিশেষত আত্মীয়-স্বজন, চাকর-চাকরাণী এবং পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি ইসলাম বিরাট দায়িত্ব ও কার্তব্য অর্পণ করিয়াছে। একটা ইসলামী সমাজ গঠনে এই সকল কর্তব্য পালনও অতীব জরুরী। আর এই ব্যাপারে গৃহিণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতে পারেন।

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

ইসলামে মাতাপিতার পরই আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের কথা বলা হইয়াছে এবং তাহাদের অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ক. আত্মীয়-স্বজনকে তাহাদের প্রাপ্য দিবে।[১]

খ. জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করিও না।[২]

গ. আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।[৩]

ঘ. কিয়ামত দিবস তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে যাহারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গের ক্ষতি সাধন করে। জানিয়া রাখ, ইহাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।[৪]

---

১. আল-কুরআন, ১৭ ঃ ২৬
২. ঐ, ৪ ঃ ১
৩. ঐ, ১৬ ঃ ৯০
৪. ঐ, ৩৯ ঃ ১৫

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা আরশের সহিত ঝুলিয়া থাকিয়া বলে, যে ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করে, আল্লাহ্ও তাহাকে রক্ষা করিবেন এবং যে আমাকে ছিন্ন করে, আল্লাহ্ও তাহাকে ছিন্ন করিবেন।[১]

তিনি আরও বলেন ঃ

রক্তসম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে না।[২]

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার হইল, তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন না করা, দারিদ্র্যে তাহাদের সাহায্য করা, পরিচর্যা করা, সুসম্পর্ক রাখা, সদ্ব্যবহার করা, মেহমানদারি করা, খোঁজ-খবর নেওয়া, তাহাদের কোন প্রাপ্য নষ্ট না করা ইত্যাদি। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ও নিকট-আত্মীয়দের আল্লাহ্ প্রদত্ত যে নির্ধারিত অংশ রহিয়াছে, উহা দিয়া দেওয়া।

চাকর-চাকরাণীর অধিকার

আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে সমান আর্থিক সামর্থ্য দিয়া সৃষ্টি করেন নাই। এইজন্যই চাকর-চাকরাণী সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে কাজ করিতে আসে। কিন্তু ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় নিয়োগকারীর উপর তাহাদের অধিকারও শরীঅত নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। ইহা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

তোমাদের চাকর-বাকর প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তাহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং নিয়োগকারীর উচিত সে যাহা খাইবে, তাহাই তাহাকে খাইতে দিবে। সে যাহা পরিধান করিবে, উহাই তাহাকে পরিধান করাইবে। তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কাজের ভার তাহার উপর চাপানো যাইবে না। এমন কোন কাজের ভার কখনও তাহার উপর দেওয়া হইলে কাজটি সমাধা করার ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে।[৩]

---

১. বুখারী, মুসলিম

২. বুখারী

৩. ঐ

www.pathagar.com

এই হাদীসে চাকর-চাকরাণীদের সহিত ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতি প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, উচ্চ-নীচের প্রভেদ মিটাইয়া দিয়া ইসলাম কিরূপ সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যে ব্যক্তি চাকর-চাকরাণীকে দৈহিক নির্যাতন করিবে, ইহার প্রতিশোধ কিয়ামত-দিবস গ্রহণ করা হইবে।

এই হাদীসে চাকর-চাকরাণীর উপর দৈহিক নির্যাতনও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন ঃ

যখন তোমাদের চাকর-চাকরাণী তোমাদের জন্য খানা প্রস্তুত করিয়া আনে, তখন নিজেদের সঙ্গে বসাইয়া তাহাকেও খাওয়াইবে। কারণ, সে তাপ সহ্য করিয়াছে। আর কোন খানা যদি পরিমাণে কম হয়, তবে অন্তত দুই-এক মুষ্টি তাহার হাতে দিবে।[১]

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশী বলিতে পাড়া-প্রতিবেশী, কর্মক্ষেত্রের সাথী-সহযোগী এবং আশেপাশের লোকদিগকে বুঝায়। এমনকি ভ্রমণসঙ্গীও এক প্রকার প্রতিবেশী। নিকট-আত্মীয়ের পরই প্রতিবেশীর অধিকার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই অধিকারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রতিবেশীর বহুবিধ অধিকার রহিয়াছে। পরিবারের সকল সদস্যকেই এই অধিকার পালনে সতর্ক ও সজাগ থাকিতে হইবে। তবে গৃহিণীর দায়িত্ব এই ব্যাপারে বেশী। কারণ, প্রতিবেশীর এমন কতক অধিকার আছে যাহা পুরুষ সদস্যদের নজরে সহজে পড়িবেই না; অথচ নারী সহজেই উহা প্রতিপালন করিতে পারিবেন।

প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রগতির জন্য প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করা সকলেরই কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ -

---

১. মুসলিম

www.pathagar.com

তোমরা নিকট প্রতিবেশী, অপরিচিত প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী এবং পথচারীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর।[১]

সুন্দর আচরণের প্রভাব খুব বেশি। অনেক কিছু দান করিয়াও রুক্ষ ও কর্কশ ব্যবহার করিলে মন বিরক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সদাচরণ দ্বারা সহজেই অপরের মন জয় করা চলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

জিবরাঈল (আ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহারের জন্য তাকীদ করিতেন। ইহাতে আমার ধারণা হইত, হয়ত প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানাইয়া দেওয়া হইবে।[২]

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি ভাল করিয়াছি না মন্দ করিয়াছি, ইহা কিরূপে জানিব? তিনি বলেন-যখন তোমার প্রতিবেশীকে বলিতে শুনিবে, তুমি ভাল করিয়াছ, তবে তুমি প্রকৃতই ভাল করিয়াছ। আর যখন প্রতিবেশীরা বলিবে, তুমি মন্দ করিয়াছ, তবে তুমি সত্যই মন্দ করিয়াছ।[৩]

প্রতিবেশীর মৌলিক অধিকার

প্রতিবেশীর এমন কতকগুলি অধিকার আছে, যাহা বিনষ্ট করিলে সমাজ-দেহ সুস্থ ও গতিশীল থাকিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

তোমরা জান, প্রতিবেশীর অধিকার কি? তাহা এই, সে সাহায্য চাহিলে তাহাকে সাহায্য করিবে। কর্জ চাহিলে কর্জ দিবে। অভাবগ্রস্ত হইলে সহানুভূতি দেখাইবে। রোগগ্রস্ত হইলে সেবা-শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিবে। মৃত্যুবরণ করিলে জানাযা আদায় করিবে। সুখের সময় মুবারকবাদ দিবে এবং দুঃখের সময় সান্ত্বনা দিবে। তাহার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহ এত উঁচু করিবে না যাহাতে তাহার গৃহে বায়ু চলাচল ব্যাহত হইতে পারে। তুমি ফল-ফলারি খরিদ করিলে তাহাকে উহা হইতে হাদিয়া দিবে। ইহা করিতে না পারিলে উহা গোপনে ঘরের ভিতরে লইয়া যাইবে। তোমার ছেলেমেয়েরাও যেন উহা বাহিরে

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩৬

২. বুখারী, মুসলিম

৩. ইবনে মাজা

www.pathagar.com

লইয়া না আসে, এইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ, ইহাতে তোমার প্রতিবেশীর সন্তান-সন্ততির মনে কষ্ট হইতে পারে। তোমার গৃহে ভাল খাদ্য রান্না হইলে ইহা হইতে প্রতিবেশীকে কিছু দিবে। এই খাদ্যের গন্ধদ্বারা যেন সে শুধু শুধু কষ্ট না পায়।

আলোচ্য আয়াত ও এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের আলোকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে।

প্রতিবেশীর প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা

বিপদাপদে প্রতিবেশীকে যথাসাধ্য সাহায্য করা। ইহাতে অক্ষম হইলে সুন্দর ও বাস্তব পরামর্শ দিয়া তাহার মন হালকা করা। অভাবগ্রস্ত হইলে ধার দেওয়া। অনেক সময় পাড়া-প্রতিবেশী একটু আগুণ, একটু লবণ, একটা দা, কোদাল ইত্যাদি তুচ্ছ ও সামান্য জিনিসের জন্য ঠেকিয়া পড়ে। প্রয়োজনে এইগুলি ধার দেওয়া। অভাব-অনটনে পতিত হইলে সাধ্যমত উহা দূর করার চেষ্টা করা এবং প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া।

রোগীর সেবা-শুশ্রুষা

পাড়া-প্রতিবেশীর কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহাকে দেখিতে যাওয়া, তাহার সেবা-শুশ্রুষা করা এবং সামর্থ্যানুসারে তাহার জন্য ফলমূল ও বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

এক মুসলমান যখন অপর রুগ্ন মুসলমান ভাইয়ের সেবা করিতে থাকে, তখন বাড়ীতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সে যেন বেহেশতের বাগান হইতে ফল আহরণ করিতে থাকে।[১]

জানাযা

পাড়া-প্রতিবেশীর কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার বাড়ীতে যাওয়া, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা এবং পরিশেষে মৃতের জানাযা ও কাফন-দাফনের বন্দোবস্ত করা।

---

১. মুসলিম

www.pathagar.com

সুখে মুবারকবাদ, দুঃখে সান্ত্বনা

প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া ইসলামী জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পাড়া-প্রতিবেশীর সুখে সুখী হওয়া, দুঃখে দুঃখী হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

তোমরা মু'মিনদিগকে পারস্পরিক সহৃদয়তা, বন্ধুত্ব, ভালবাসা এবং দুঃখ-কষ্টের অনুভূতিতে এমন অবস্থায় দেখিতে পাইবে যেন তাহারা একটি দেহবিশেষ। তাহার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেহ জ্বর ও রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে সেই দুঃখ-কষ্টে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে।[১]

গৃহ নির্মাণে প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখা

ইসলাম একটি বাস্তব ও কল্যাণমুখী জীবন ব্যবস্থা। ইহাতে সকলের কল্যাণের নির্দেশ রহিয়াছে এবং অকল্যাণ রহিত করা হইয়াছে। সুতরাং অতি উচ্চ বাড়ী-ঘর নির্মাণ করিয়া প্রতিবেশীর বাড়ীতে আলো-বাতাস চলাচলে বিঘ্ন ঘটাইতে ইসলামে নিষেধ করা হইয়াছে।

আর অপেক্ষাকৃত নীচু ঘর-বাড়ীর প্রতি অবৈধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং স্বীয় আচার-আচরণে নীচু ঘরের বাসিন্দাদের মান-সম্ভ্রম বিনষ্ট করার কোন অধিকারও উঁচু ঘরের বাসিন্দাদিগকে ইসলাম দেয় নাই।

খরিদকৃত ফল-ফলারির উপহার

ফলফলারি বা কোন উত্তম খাবার খরিদ করিয়া আনিলে প্রতিবেশীকে উহা হইতে কিছু উপহার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন প্রতিবেশীর সন্তান-সন্ততি মনে ব্যথা না পায়। দিতে না পারিলে এইসব গোপনে রাখিতে হইবে। এ ব্যাপারে নারীর ভূমিকাই অধিক। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমরা প্রতিবেশীর বাড়ীতে সামান্য জিনিস উপহাররূপে পাঠানোকে তুচ্ছ ও অবহেলার বস্তু মনে করিও না, এমনকি ইহা ছাগলের পায়ের সামান্য অংশই হউক না-কেন।[২]

---

১. বুখারী
২. ঐ

www.pathagar.com

রান্নাকরা খাদ্য উপহার

কোন উত্তম খাদ্যদ্রব্য রান্না হইলে ইহা হইতে প্রতিবেশীকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায়। সকলের আর্থিক সঙ্গতি সমান থাকে না। তাই প্রতিবেশীর যদি এইরূপ দ্রব্য তৈয়ারীর সামর্থ্য না থাকে অথচ তাহার সন্তান-সন্ততি প্রতিবেশীকে ইহা খাইতে দেখে, তবে তাহাদের মনে কষ্ট হইবে এবং স্বয়ং প্রতিবেশীও ইহাতে ব্যথা পাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যখন তুমি তরকারি রান্না করিবে, তখন ইহাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দিবে যাহাতে তুমি প্রতিবেশীর খবর নিতে পার (অর্থাৎ তাহাকে কিছু দিতে পার)।[১]

তিনি আরও বলেন ঃ

تهادوا تحابوا -

তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর, তবেই তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিবে।

কেবল রান্নাকরা দ্রব্যই নহে; বরং অন্যান্য উপহার সামগ্রী পাড়া-প্রতিবেশী এবং তাহাদের সন্তানাদিগকে দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রেও নারীর ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা)-কে উপদেশ দিয়া বলেন ঃ

হে আয়েশা! তোমার নিকট যখন তোমার কোন প্রতিবেশীর ছেলেমেয়ে আসে, তখন তাহাদের হাতে কিছু না কিছু দিবে, তবেই ভালবাসার সৃষ্টি হইবে।[২]

প্রতিবেশীর অনিষ্ট না করা

প্রতিবেশীর ক্ষতি সাধন করিলে সামাজিক পরিবেশ সুস্থ ও কলুষমুক্ত থাকিতে পারে না। ইহাছাড়া কাহারও অনিষ্ট সাধন ইসলাম বিরোধী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

---

১. মুসলিম

২. কানযুল-উম্মাল

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র কসম, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নহে। আল্লাহ্‌র কসম, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নহে। আল্লাহ্ কসম, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নহে। সাহাবাগণ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন–হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এই হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে ? তিনি বলেন–যাহার অনিষ্ট হইতে পাড়া–প্রতিবেশী নিরাপদ থাকিতে পারে না।

তিনি আরও বলেন ঃ

যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের অনিষ্ট সাধন করে বা কাহারও সহিত ধোকাবাজি করে—সে অভিশপ্ত।[১]

তিনি আরও বলেন ঃ

যে ব্যক্তি কাহারও ক্ষতি সাধন করে, আল্লাহ্ তাহার ক্ষতি করিবেন। আর যে ব্যক্তি কাহাকেও কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাহাকে কষ্ট দিবেন।[২]

প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর করা

প্রতিবেশীর কেহ অনাহারে অনাবস্ত্রে রহিয়াছে কিনা বা কোন সমস্যায় নিপতিত কিনা, সর্বদা খোঁজ–খবর করা ইসলামী সমাজের দায়িত্ব। তাহাদের অভাব–অভিযোগ দূরীকরণ এবং সমস্যা সমাধানে আগাইয়া আসা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যে ব্যক্তি তৃপ্তিসহকারে পেট ভরিয়া আহার করে এবং তাহারই পার্শ্বে তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, তবে সে ঈমানদার নহে।[৩]

প্রতিবেশীর সহিত ঝগড়া-বিবাদ না করা

ঝগড়া–বিবাদে সমাজের সুস্থ পরিবেশে বিঘ্ন ঘটে, পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয় এবং হিংসা–বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তবে একত্রে বসবাসের ফলে কোন সময় একটু–আধটু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়া এবং বিবাদ লাগিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার রেশ মনে লালন করা উচিত নহে; বরং সব ভুলিয়া নির্মল মনে প্রতিবেশীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করা আবশ্যক। তাহাকে কোন প্রকারেই কষ্ট দেওয়া

---

১. তিরমিযী

২. ঐ

৩. মিশকাত

www.pathagar.com

সঙ্গত নহে এবং তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ করা নিতান্ত অন্যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর মনে কষ্ট দেয়, সে আমার মনে কষ্ট দেয়। আর যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়। যে প্রতিবেশীর সহিত ঝগড়া করে, সে আমার সহিত ঝগড়া করে। আর যে আমার সহিত ঝগড়া করে, সে আল্লাহ্র সহিত ঝগড়া করে।[১]

নৈকট্যের ভিত্তিতে প্রতিবেশীর অগ্রাধিকার

নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে ইসলাম অগ্রাধিকার প্রদান করে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম- আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে, উপহার দেওয়ার ব্যাপারে তাহাদের কাহাকে আমি অগ্রাধিকার দিব ? তিনি বলেন-যাহার গৃহ তোমার গৃহের বেশী নিকটে।[২]

মেহ্মানের অধিকার

মেহ্মানদারী মুসলমান পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এক মুসলিম অপর মুসলমানের মেহ্মান হওয়ার অধিকার আছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মুসাফির ও অভাবগ্রস্ত লোকেরাই সাধারণত মেহ্মান হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই মেহ্মানদারী করিতে হইবে। মেহ্মানদারীর ভূমিকা প্রধানত গৃহিণীকেই পালন করিতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তাহার মেহ্মানের সম্মান করে।[৩]

গরীব-মিস্কীনদের অধিকার

সমাজের স্বচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ধনে অস্বচ্ছলদের ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে। এই অধিকার আদায়ের প্রতি জোর তাকীদ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে যাহারা অবহেলা করে, তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রহিয়াছে। গরীব-মিসকীনদের মধ্যে

---

১. কানযুল -উম্মাল

২. বুখারী

৩. আদাবুল-মুফরাদ

www.pathagar.com

যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করে, কেবল তাহাদিগকে দান করিলেই চলিবে না; বরং সমাজে কে অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও বাসস্থানহীন রহিয়াছে, খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার অভাব পূরণ করা স্বচ্ছলদের দায়িত্ব। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

অভাবগ্রস্তদের জীবন ধারণোপযোগী উপকরণ সরবরাহ করা আল্লাহ্ ধনীদের উপর অবশ্য কর্তব্য করিয়া দিয়াছেন। দরিদ্রগণ যদি ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন বা সাংসারিক অভাব-অনটনে বিপদগ্রস্ত থাকে, তবে ইহার একমাত্র কারণ এই বুঝিতে হইবে যে, সমাজের ধনিগণ দরিদ্রের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করিতেছে। এইজন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র নিকট তাহাদিগকে জবাবদিহী করিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাহারা কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

জীবন ধারণের উপকরণ সম্বন্ধে নিম্নতম ব্যবস্থা এই; প্রয়োজনমত আহার্য, শীত ও গ্রীষ্মে ব্যবহারের উপযোগী বস্ত্র এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষা হইতে রক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত গৃহ।[১] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন-হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাদ্য চাহিয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য দাও নাই। সে বলিবে—হে প্রভো! আমি কিরূপে তোমাকে আহার করাইতে পারি, অথচ তুমি ত সারাজাহানের প্রতিপালক ? তখন আল্লাহ্ বলিবেন—তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার নিকট আমার অমুক বান্দা খাদ্য চাহিয়াছিল? কিন্তু তুমি তাহাকে খাদ্য দাও নাই। তুমি কি জান না, সেইদিন যদি তাহাকে খাদ্য দিতে, তবে তাহা তুমি অবশ্যই আমার নিকট পাইতে? তৎপর তিনি অন্যজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন—হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি পান করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। সে বলিবে—হে প্রভো! আমি কিরূপে তোমাকে পানি পান করাইতে পারি? তুমি ত সারাবিশ্বের প্রভু। তখন আল্লাহ্ বলিবেন—তোমার নিকট আমার অমুক বান্দা পানি পান করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তুমি তাহাকে পানি পান করাও নাই। সেই দিন তুমি তাহাকে পানি পান করাইলে আজ তাহা আমার নিকট পাইতে।[২]

---

১. আবদুল খালেক ঃ বিশ্বনবীর কর্মসূচী পৃ. ১৫৫-১৫৬; ইমাম ইবন হাযম ঃ মুহাল্লা, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ১৬৬

২. মুসলিম

www.pathagar.com

এই হাদীসে বুঝা যায়, কোন প্রার্থীকেই বিমুখ করা সঙ্গত নহে; বরং সাধ্যমত দানকরা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে পেটপূর্তি করিয়া আহার করানো সর্বোত্তম দান।[১]

তিনি আরও বলেন :

যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকীনগণের সমস্যা সমাধানে রত, সে যেন জিহাদের ন্যায় নেকীর কাজে লিপ্ত। বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন—আমার মনে হয়, তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় সওয়াবের কাজ করিতেছে, যে ব্যক্তি সারারাত নামায পড়ে এবং সারা বছর রোযা রাখে।[২]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন :

তাহাদের (ধনীদের) সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রহিয়াছে।[৩]

এখানে 'প্রার্থী' শব্দে তাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা নিজেদের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিয়া সাহায্য চাহিয়া থাকে এবং 'বঞ্চিত' বলিতে সেই সকল দরিদ্রকে বুঝায়, যাহারা মান-সম্ভ্রমের ভয়ে অপরের নিকট নিজেদের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করে না। ধনীদের ধনে এই উভয়বিধ গরীব-মিসকীনের ন্যায্য পাওনা রহিয়াছে। এই পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে। সুতরাং ধনীরা গরীবদিগকে যাহা দান করে, ইহা গরীবদের প্রতি তাহাদের করুণা নহে; বরং তাহারা তাহাদের প্রাপ্য আদায় করে মাত্র। এইজন্যই দান করিয়া দরিদ্রদের পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। অপরপক্ষে দান গ্রহণ করিয়া গরীব-মিসকীনগণ তাহাদিগকে দায়িত্ব পালনে সুযোগ দেয় বলিয়া গরীব-মিসকীনদের প্রতিই ধনীদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

যাহারা দান করিয়া কোন প্রকার প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা আশা করে না, এমন প্রকৃত পরোপকারিগণের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ্ পাক বলেন :

আর তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিলাভের জন্য গরীব-মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদিগকে খাবার দিয়া থাকে। (তাহারা ইহাও বলে) আমরা কেবল আল্লাহ্র সন্তোষলাভের জন্যই তোমাদিগকে খাবার

---

১. মিশকাত

২. বুখারী

৩. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

www.pathagar.com

দিয়া থাকি। এইজন্য আমরা তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা পাইতে চাই না।[১]

অনেকে খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্টাংশ ক্ষুধার্তকে দানের প্রতীক্ষায় থাকে। ইহা সঙ্গত নহে; বরং উৎকৃষ্ট বস্তু দান করাই উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

তোমরা তোমাদের খাদ্যের উত্তম অংশ দান কর।

জীবনের সমস্যার প্রকার ও প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে এবং সমস্যাপীড়িত ব্যক্তির যে ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার আবশ্যক, তাহাই করিতে হইবে। কখনও দরকার হইবে আর্থিক সাহায্যের, কখনও বা সেবা-শুশ্রুষার আবার কখনও দরকার হইবে কেবল দরদী মন লইয়া সান্ত্বনা ও পরামর্শ প্রদানের।

মোটকথা, গরীবদের প্রতি ধনীদের দায়িত্ব রহিয়াছে। উহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে। আর পাড়া-প্রতিবেশী ও গরীব-মিসকীনদের প্রতি বাস্তব দায়িত্ব পালনে নারীদের সুযোগ-সুবিধাই বেশি।

পরোপকারিতা

মানুষ সামাজিক প্রাণী এবং পরস্পর সহযোগিতামূলক আচরণ সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ-বন্ধনের জন্য অপরিহার্য। একে অপরের কাজে আগাইয়া আসিবে, ইহাই মানব জীবনের বৈশিষ্ট্যগত গুণ। শক্তি-সামর্থ্যে সকল মানুষ সমান নহে; বরং মানবের সহজাত অসমতাই সমাজ-বন্ধনের ভিত্তি। বিষয়-সম্পদ, জ্ঞান-গরিমা, মান-সম্ভ্রম সর্বদিক দিয়া সকল মানুষ সমান হইয়া পড়িলে সাধারণত কেহই কাহারও কাজে আসিবে না। অথচ উপকারী, কল্যাণজনক ও সৎকর্মে পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা আবশ্যক। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

সৎকর্মে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর।[২]

ইমাম রাগিব ইসফাহানী তাঁহার 'আয-যারী'আতু ইলা মাকারিমিশ-শরী'আহ গ্রন্থে বলেন ঃ "পরস্পর সাহায্য ব্যতীত সমাজ-জীবন সম্ভব নহে।"

---

১. আল-কুরআন, ৭৬ ঃ ৮-৯
২. ঐ, ৫ ঃ ২

www.pathagar.com

পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত একটি সূতা কিংবা এক টুকরা রুটিও তৈয়ার হয় না। সুতরাং একজন অপরজনের সহযোগিতা না করিলে মানব-জীবনে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে এবং সভ্যতা বিলীন হইয়া পড়িবে। পরস্পর নির্ভরশীলতাই মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং মানুষ মানুষে পার্থক্য থাকার কারণেই এই নির্ভরশীলতার উদ্ভব হয়। কমিউনিস্টদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গায়ের জোরে মানুষকে একেবারে সমান করিয়া দিলে জগতের শৃঙ্খলাই বিনষ্ট হইয়া পড়িবে। আর উহা সম্ভবও নহে।

দীন-দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, রোগ-শোকে নিপতিত, বিধবা, ইয়াতীম, জীবিকা অর্জনে অক্ষম, পঙ্গু-বিকলাঙ্গ লোক সমাজে থাকেই। তাহাদের সাহায্য ও কল্যাণে আগাইয়া আসাই মানব ধর্ম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

—আল্লাহ্ পরোপকারীদিগকে পসন্দ করেন।[১]

—তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরোপকারীদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

আল্লাহ্র সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার পরিবার এবং সে-ই আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে তাঁহার পরিবারের সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার করে।[৩]

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয়? এবং কোন্ কাজ আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বেশি পসন্দ করেন? তিনি বলেন ঃ

আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে জনগণের সর্বাপেক্ষা অধিক উপকার করে এবং আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা পসন্দের কাজ হইল কোন মুসলমানকে সন্তুষ্ট করা, তাহার দুঃখ-কষ্ট দূর করা, তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া অথবা তাহার ক্ষুধা নিবারণ করা।[৪]

---

১. আল-কুরআন, ৩ ঃ ১৪৮
২. ঐ, ১১ ঃ ১১৫
৩. মিশকাত, কিতাবুল-আদব
৪. তাবারানী

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

—যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার অভাব মোচনে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ্ তাহার অভাব পূরণে নিয়োজিত থাকেন।[১]

—আমি এবং সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমের ভরণ-পোষণ করে, এইভাবে বেহেশতে একত্রে থাকিব। এই বলিয়া তিনি তাঁহার মধ্যের দুই অঙ্গুলী একত্র করিয়া দেখাইলেন।[২]

—দান করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। জিজ্ঞাসা করা হইল, দান করিবার যদি তাহার কিছুই না থাকে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন—সে নিজ হাতে কাজ করিবে। তৎপর ইহার ফল সে নিজেও ভোগ করিবে এবং (কিয়দংশ) দান করিবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, কাজ করা যদি তাহার পক্ষে সম্ভব না হয় বা সে যদি কাজ না করে? তিনি বলেন—বিপদগ্রস্ত অভাবী ব্যক্তিকে তাহার সাহায্য করা উচিত। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, সে যদি ইহাও না করে? তিনি বলেন—সে অপরকে সৎকর্মের আদেশ করিবে। আবারও জিজ্ঞাসা করা হইল, সে যদি ইহাও না করে? তিনি বলেন—সে অন্যের অনিষ্ট সাধনে বিরত থাকিবে। তাহার জন্য ইহাই দান।[৩]

তিনি আরও বলেন ঃ

—কাহারও অনিষ্ট করিবে না এবং কেহ অনিষ্ট করিলেও তাহার অনিষ্ট করিবে না।[৪]

—যে ব্যক্তি অনিষ্ট করে, আল্লাহ্ তাহার অনিষ্ট করিবেন এবং যে ব্যক্তি উৎপীড়ন করে, আল্লাহ্ তাহার উপর উৎপীড়ন করিবেন।[৫]

সমগ্র সৃষ্টিকূলের প্রতি দয়া ও সদ্ব্যবহার

সমগ্র সৃষ্টিকূলের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং সদ্ব্যবহারের উপরও ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

---

১. আবূ দাউদ, কিতাবুল-আদব

২. ঐ, কিতাবুল-আদব

৩. বুখারী, কিতাবুল-আদব ও কিতাবুয-যাকাত

৪. ইবনে মাজা

৫. তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররে ওয়াস-সিলাহ

www.pathagar.com

—যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া ও বড়দের প্রতি সম্মান করে না, সে আমাদের কেহই নহে।

—যে ব্যক্তি দুনিয়াবাসীর প্রতি অনুগ্রহ দেখায় না, তাহার প্রতি আল্লাহ্‌ও অনুগ্রহ দেখাইবেন না।[১]

—যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! যে ব্যক্তি নিজের জন্য যাহা পসন্দ করে, তাহা তাহার ভাইয়ের জন্য পসন্দ না করিলে সে মু'মিন হইতে পারে না।[২]

—লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। অবশ্য জানিও, কিয়ামত দিবস নেকী-বদীর পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী আমল হইবে লোকের সাথে সদ্ব্যবহার।[৩]

—আল্লাহ্ অবশ্যই সকলের সঙ্গেই সদ্ব্যহারের আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কোন হিংস্র ও পীড়াদায়ক জীব, মানব-হত্যাকারী, পরস্ত্রী হরণকারী এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধকারী ব্যক্তিকে) হত্যা কর, তখন তাহাকে (অনর্থক কষ্ট না দিয়া) উত্তমরূপে হত্যা করিবে এবং যখন যবেহ করিবে তখন (জানোয়ারের অযথা অতিরিক্ত কষ্ট না হয় এইরূপভাবে) উত্তমরূপে যবেহ করিবে। (জানোয়ারকে যবেহ করার পূর্বে) ছুরি খুব ধারালো করিয়া লইবে। জানোয়ারকে আরাম পৌঁছাইবে।[৪]

নারীর দাওয়াতী দায়িত্ব

দুনিয়ার অপরাপর জাতির ন্যায় মুসলমান জাতি আপনা-আপনিই গতানুগতিক নিয়মে জীবনের রঙ্গমঞ্চে আসিয় হাযির হয় নাই; বরং একটা বিরাট পূর্ব-পরিকল্পনার অধীনে এই জাতিকে সৃজন করা হইয়াছে। মুসলমানকে সৃজনের পিছনে বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং উহা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সমগ্র মুসলমান জাতির উপর ন্যাস্ত। জাতির প্রতিটি নর-নারী, আমীর-গরীব, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের উপরই এই দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে।

---

১. মিশকাত
২. বুখারী, মুসলিম
৩. তিরমিযী
৪. মুসলিম

www.pathagar.com

এই জাতির সৃজনের পিছনে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রহিয়াছে, উহা ঘোষণা করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

তোমরা উত্তম জাতি। সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ করিতে থাকিবে এবং অসৎ কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে থাকিবে ও আল্লাহ্ তা'আলার উপর (স্থায়ীভাবে) ঈমান আনয়ন করিয়া থাকিবে।[১]

এই আয়াত হইতে প্রমাণিত হয়, মুসলমানকে কোন বিশেষ জাতি বা কোন বিশেষ দলের জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই; বরং বিশ্বমানবের খেদমতের জন্য তাহাদিগকে সৃজন করা হইয়াছে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে প্রতিরোধ করিয়াই এই খেদমত আঞ্জাম দিতে হইবে। মুসলমানের যিন্দেগীর উদ্দেশ্যই হইল বিশ্ব-মানবতার এই খেদমত এবং এইজন্যই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধের ভিত্তি হইল সমগ্র মানবতার প্রতি ভালবাসা, কল্যাণ-কামনা ও সহানুভূতি। ঈমান ও ইসলাম আল্লাহ্-প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নিআমত। এই নিআমত একাই লাভ করা এবং অপরকে ইহাতে শরীক না করা, কেবল নিজের বিপদাপদ দূরীকরণে প্রাণপণ চেষ্টা করা এবং অপরকে বিপদাপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট না হওয়া, কেবল স্বীয় স্বার্থে একেবারে অন্ধ ব্যক্তিই করিতে পারে। ভাল সকলের জন্যই ভাল এবং মন্দ সকলের জন্যই মন্দ। সুতরাং যে ব্যক্তি মন্দটি বর্জন করিয়া ভালটি অবলম্বন করে, অথচ অপরেও যেন ইহা গ্রহণ করে তজ্জন্য চেষ্টা করে না, সে নিতান্ত স্বার্থপর, মানুষ নামের অযোগ্য। ইহা কেবল স্বার্থপরতাই নহে; বরং ইহা আত্মহত্যারই শামিল। কারণ, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে একাকী জীবন যাপন করিতে পারে না। সমাজ বিকারগ্রস্ত হইলে ইহার অনিষ্টকারিতা হইতে সেও বাঁচিতে পারিবে না। অসৎকার্য বিস্তারের ফলে আসমানী বালা-মুসীবত অবতীর্ণ হইলে সে-ও ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

---

১. আল-কুরআন, ৩ ঃ ১১০

www.pathagar.com

অতএব, সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে প্রতিরোধ কেবল অপরের কল্যাণেই নহে; বরং নিজের কল্যাণও ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। নিখিল বিশ্বের প্রতি এই দায়িত্ব ও নেতৃত্বের ভার মুসলমান জাতির উপরই অর্পিত হইয়াছে। তাই দুনিয়ার মানুষকে যদি সৎপথে পরিচালিত করা না হয় এবং অসৎপথ হইতে বিরত না রাখা হয়, তবে ইহার সোজা-সরল পথ হইল মুসলমান জাতি তাহার দায়িত্ব পালনে উদাসীন রহিল। এইজন্য তাহাকে অবশ্যই মহান আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহী করিতে হইবে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে মুসলমান জাতিকে বলা হইয়াছে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান রাখিবে। ইহার অর্থ হইল, তোমরা ঈমানদারীর যিন্দেগী যাপন করিবে, ইসলামী বিধি-নিষেধ পালন করিবে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করিবে এবং ইসলাম বিরোধী জীবন ব্যবস্থার আনুগত্য করিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

> তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ হইতে দেখে, সে ইহা নিজ হাতে বন্ধ করিয়া দিবে (বল প্রয়োগে প্রতিরোধ করিবে)। আর সে যদি এতটুকু শক্তি না পায়, তবে মুখ দিয়া বন্ধ করিবে (প্রতিবাদ করিবে)। আর ইহারও শক্তি না থাকিলে অন্তরে অন্যায় কাজটিকে ঘৃণা করিবে এবং ইহা হইল ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।[১]

এই হাদীস অনুযায়ী বল প্রয়োগে অসৎকর্মের প্রতিরোধ করা এবং ইহা হইতে না দেওয়াই সবল ঈমানের পরিচয়। আর বল প্রয়োগের শক্তি না থাকিলে অন্যায়ের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে এবং প্রতিবাদ জানাইতে হইবে। ইহারও শক্তি না থাকিলে কাজটিকে অন্তরে ঘৃণা করিতে হইবে এবং ইহাকে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর বলা হইয়াছে। কারণ, যে কাজকে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, যাহা শরীঅতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহাকে অন্যায় মনে না করা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহেরই শামিল। তাই এমন ব্যক্তির ঈমান থাকিতে পারে কিরূপে?

---

১. মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ

www.pathagar.com

এই হাদীসের আলোকে আমাদের অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে পাপাচারের স্রোত অবাধ গতিতে চলিয়াছে, অথচ প্রতিরোধ করিবার কেহই নাই। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নাচ-গান সমাজের প্রায় প্রতিটি গৃহের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। নামায-রোযা ইত্যাদি ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে পরিত্যক্ত হইতেছে। অথচ পাপাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া ইসলামে ঘোষণা করা হইয়াছে। সারা দুনিয়ার পাপাচরের বিলোপ সাধনের দায়িত্ব মুসলমানের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। পাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, ইহাতে অক্ষম হইলে পাপের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং ইহাতেও অক্ষম হইলে পাপকে মন্দ বলিয়া ঘৃণা করার শিক্ষা আলোচ্য হাদীসে দেওয়া হইয়াছে। আর শেষ পর্যন্ত পাপকে ঘৃণা না করিলে বেঈমান হওয়ার আংশকার কথা বলা হইয়াছে। পাপ অহরহ সমাজে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে না আছে কোন প্রকার প্রতিরোধ, না কোন প্রতিবাদ আর না কোন ঘৃণার অভিব্যক্তি। নিজেদের স্বার্থেই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। অন্যথায় বেঈমান হইয়া মরিলে আফসোসের কোন পরিসীমা থাকিবে না।

একটা আদর্শ পরিবার গঠনে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের প্রতিরোধের গুরুত্ব অত্যধিক। মাতাপিতা ও পরিবারের মুরুব্বীকে এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। পরিবারের কোন সদস্যই যেন ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী কোন কাজ বা কোন প্রকার অন্যায় করিতে না পারে, সেদিকে তাহাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর প্রত্যেকেই যেন ইসলামী নির্দেশাবলী মানিয়া চলে, ইহারও নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। পরিবারের দায়িত্বশীল গৃহিণী যদি এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন, তবে পরিবার ইসলামী আদর্শে গড়িয়া উঠিবে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম হইবে এবং ইসলাম বিরোধী জীবন ব্যবস্থার আনুগত্য করিয়া আমাদিগকে ঈমান হারাইতে হইবে না।[১]

ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামকে বাস্তবায়িত করার এই দাওয়াতী কার্য যথাযথভাবে যাঁহারা সম্পন্ন করিবেন, তাঁহাদের জন্য আল্লাহ্

---

১. আল-কুরআন, ৫ : ৪৪ ; ৯ : ৩১

www.pathagar.com

তা'আলার তরফ হইতে সাহায্য ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে[১] এবং এই কার্যে অবহেলা করিলে ভয়াবহ পরিণতির কথা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ক. মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তাহারা নহে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়াছে।[২]

খ. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদিগকে দৃঢ়পদ করিবেন। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের জন্য দুর্ভোগ রহিয়াছে এবং তিনি তাহাদের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।[৩]

গ. আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিলে কেহই তোমাদের উপর জয়ী থাকিবে না। আর তিনি তোমাদিগকে সাহায্য না করিলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? এবং আল্লাহ্র উপরই ঈমানদারগণের নির্ভর করা উচিত।[৪]

ঘ. যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তাহারা তোমাদের মত হইবে না।[৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ইহার পাঠকারীকে সেই পর্যন্ত উপকার করিতে থাকে এবং তাহাকে আযাব ও বিপদাপদ হইতে রক্ষা করে, যে পর্যন্ত সে উহার হক উপেক্ষা করে না। সাহাবাগণ (রা) জিজ্ঞাসা করেন-হে আল্লাহ্র রাসূল ! কিরূপে হক উপেক্ষা করা হয়? তিনি বলেন-যখন প্রকাশ্যে গুনাহ করা হয় এবং কালেমা পাঠকারী গুনাহ্গারকে গুনাহ হইতে প্রতিরোধ করে না।[৬]

---

১. আল-কুরআন, ৪৭ ঃ ৭; ২২ ঃ ৪০
২. ঐ, ১০৩ ঃ ২-৩
৩. ঐ, ৪৭ ঃ ৭-৮
৪. ঐ, ৩ ঃ ১৬০
৫. ঐ, ৪৭ ঃ ৩৮
৬. তারগীব

www.pathagar.com

—যখন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সম্মুখে কোন পাপ করা হয় এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহারা ইহা প্রতিরোধ করে না, তখন আল্লাহ্ তাহাদের মৃত্যুর পূর্বেই তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন।[১]

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চেহারা মুবারক দেখিয়া আমি বুঝিলাম, খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার ঘটিয়াছে। তিনি কাহারও সহিত কোন কথা বলিলেন না। ওযূ করিয়া তিনি মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তিনি কি বলেন, শুনিবার জন্য আমি দেওয়ালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি মিম্বরে উপবেশন করিলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসান্তে বলিলেন হে লোকগণ! আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ করিতে থাক এবং অসৎকাজে প্রতিরোধ করিতে থাক। যদি ইহা না কর, তবে এমন এক সময় আসিবে যখন তোমরা তাঁহার নিকট দু'আ করিবে; কিন্তু তিনি তোমাদের দু'আ কবূল করিবেন না। তোমরা তোমাদের অভাব-অনটন মোচনের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে; কিন্তু তিনি তোমাদের অভাব-অনটন দূর করিবেন না। তোমরা তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিবে; কিন্তু তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন না। এই কথা বলিয়া তিনি মিম্বর হইতে নামিয়া আসিলেন।[২]

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিককালে পার্থিব প্রলোভন দেখাইয়া আরবের নেতৃবৃন্দ ইসলাম বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ জানাইলে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্ভীকভাবে ঘোষণা করেন ঃ

আমার এক হাতে সূর্য এবং অপর হাতে চন্দ্র আনিয়া দিলেও আমি ইহা হইতে বিরত থাকিব না।[৩]

যাহা অদ্যাবধি বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট, উহা না বলিয়া আমি থাকিব, ইহা মোটেই সম্ভব নহে। আর ইহাও সম্ভব নহে যে, আমি সেই ধ্বনি

---

১. তারগীব

২. ঐ

৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ. ১৭০

www.pathagar.com

সমুন্নত করিব না, যদ্দারা আরব ও আজম (অর্থাৎ গোটা জগত) একটিমাত্র কেন্দ্র এবং একই রাষ্ট্রের অধীনে আসিয়া পড়িবে।[১]

বস্তুত দুনিয়াতে করিবার মত এই দাওয়াতী কাজই সর্বোৎকৃষ্ট।[২] মুসলমান সমাজের প্রতিটি নর-নারীর উপরই এই বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে এই দায়িত্ব তাহাদিগকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। অন্যথায় ইহার ভয়াবহ পরিণাম সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। স্বামী এই কার্যে ব্রতী হইয়া থাকিলে স্ত্রী তাহার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন এবং তাহাকে অতিরিক্ত শক্তি ও প্রেরণা যোগাইবেন। আর তিনি এই কার্যে উৎসাহী না হইয়া থাকিলে ধৈর্যের সহিত তাহাকে বুঝাইবেন। নারীসুলভ কলা-কৌশল অবলম্বন করিলে তাহাকে বশে আনা কঠিন হওয়ার কথা নহে। তবে মনে রাখিতে হইবে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপরই এই কার্যের দায়িত্ব রহিয়াছে এবং দায়িত্ব পালনে যে অবহেলা করে, তাহাকেই অবহেলাজনিত পাপের বোঝা বহন করিতে হইবে, অপর কেহই ইহা বহন করিবে না।[৩]

ইসলামে নির্ধারিত শালীনতা রক্ষা করিয়াই নারী নারী মহলে কাজ করিবে। সম্মানের সহিত মুরুব্বী ও বান্ধবীদের এবং স্নেহ-মমতার পরশে ছোটদের ভুল ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাক সংশোধন করিয়া দিবে। এই কার্যে কুরআন-হাদীস অবলম্বনে পরকালীন আযাবের কথা বর্ণনা করিতে হইবে এবং নিআমতে ভরা বেহেশতের চিত্র তুলিয়া ধরিতে হইবে। এইরূপে অপরাপর মহিলাকে এই দাওয়াতী কাজের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। তাহাদের মন-মগজে পরকালের চিন্তা জাগ্রত করিয়া দিলে এই অনুভূতিই তাহাদিগকে দীনের পথে চলিতে বাধ্য করিবে এবং দোযখ হইতে বাঁচিবার পেরেশানী ও বেহেশতলাভের প্রবল বাসনা তাহাদের আমল-আখলাককে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে।

মনে রাখিতে হইবে, এই দাওয়াতী কাজ সাময়িক নহে ; বরং সার্বক্ষণিক। অবিরাম ইহা চালাইয়া যাইতে হইবে। পূর্ব হইতেই যাঁহারা এই কাজে রত আছেন, তাঁহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শক্রমে সংঘবদ্ধভাবে করিলেই ইহা অধিকতর

---

১. তারীখুল-কামিল : ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড পৃ. ২৪

২. আল-কুরআন, ৪১ : ৩৩

৩. ঐ, ১৭ : ১৫

www.pathagar.com

ফলপ্রসূ হইবে। ইহার জন্য কর্মসূচী তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। পরিবারের সকল সদস্যকে লইয়া প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি দিন পারিবারিক জল্‌সায় দীনের চর্চা ও আলোচনা করা যাইতে পারে। পরিবারের বাহিরে সুবিধা অনুযায়ী সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক জল্‌সা করিতে হইবে। এই সকল জলসায় কুরআন-হাদীসের দরস দিতে হইবে; মাসআলা-মাসাইলের নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করিতে হইবে এবং ইসলামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহাদিগকে দীনী কাজে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা

পরিবারের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব ইসলাম স্বামীর উপর ন্যাস্ত করিয়াছে। স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি ও অপরাপর নির্ভরশীলদের জীবন ধারণের উপযোগী অর্থের সংস্থান করা তাহারই কর্তব্য। স্ত্রীর দায়িত্ব হইল পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালনা, সন্তান-সন্তুতির লালন-পালন, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গৃহের ব্যবস্থাপনা। গৃহিণী গৃহপরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে সকল দায়িত্ব পালন করেন, পারিবারিক আয়ের ক্ষেত্রে উহাই তাহার বিরাট অর্থনৈতিক অবদান—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। তদুপরি নারিগণ যে সকল উপায়ে পারিবারিক আয়ে নিজেদের ভূমিকা রাখিতে পারেন, নিম্নে উহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে ঃ

অর্থ উপার্জনে সক্রিয় অংশগ্রহণ

সম্পদ অধিকারে রাখা এবং সক্রিয়ভাবে উপার্জনে অংশগ্রহণের অধিকার ইসলাম নারীদিগকে দিয়াছে। ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের জন্য এ বিষয়ে একটু আলোচনা দরকার।

সম্পদ অধিকারে রাখার অধিকার

ইসলাম নারীদিগকে সম্পদের অধিকার দিয়াছে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনেক ধর্মই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার হইতে নারীদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু ইসলাম নিকট-আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাহাদের সুনির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

www.pathagar.com

পুরুষের অংশ রহিয়াছে সেই সম্পদে, যাহা তাহাদের মাতাপিতা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনগণ রাখিয়া গিয়াছে। আর নারীদের জন্যও অংশ রহিয়াছে সেই সম্পদে, যাহা তাহাদের মাতাপিতা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনগণ রাখিয়া গিয়াছে। সেই সম্পদ কম হউক বা বেশি হউক, উহাতে তাহাদের অংশ নির্ধারণ করা হইয়াছে।[১]

এই আয়াতে নারীদিগকেও পুরুষদের ন্যায় ধন-সম্পদের বৈধ উত্তরাধিকারী বানানো হইয়াছে। উভয়েই নির্ধারিত হারে অংশ পাইবে। তবে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক নির্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে নারীদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া বর্তমান বিরূপ সমালোচনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু সমালোচকদের মনে রাখা দরকার, সন্তান-সন্ততি ও পারিবারিক যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ইসলাম স্বামীর উপর অর্পণ করিয়াছে। এমনকি স্বয়ং স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্বও স্বামীর উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। স্ত্রী অগাধ ধনের মালিক হইলেও কোন প্রকার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্বই তাহার উপরে নাই। তদুপরি নারী যেমন পিতার সম্পত্তি পাইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বামীর সম্পত্তিরও অধিকারী হয়। এমতাবস্থায় নারীর উপর অবিচার করা হইল বলা যায় কি?

নারী তাহার সম্পদ কোন ব্যবসায় বা উৎপাদনশীল খাতে নিয়োগ করিলে ইহার লাভের মালিকও সে নিজেই হইবে। সম্পদে নারীদিগকে অধিকার প্রদান বিশ্বের নারীদের প্রতি ইসলামের বিশেষ অবদান ছাড়া আর কিছুই নহে।

অর্থ উপার্জন

ইসলাম নারীদিগকে অর্থ উপার্জনের অধিকারও দিয়াছে। তাহাদিগকে বেকার ঘরে বসিয়া থাকিতে বলে নাই; বরং বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার এবং সুবিধাও তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছে। অর্জিত ধন নিজেদের দখলে রাখার অধিকারও তাহাদের আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

পুরুষদের জন্যও তাহাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ রহিয়াছে এবং নারীদের জন্যও তাহাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ রহিয়াছে।[২]

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৭

২. ঐ, ৪ ঃ ৩২

www.pathagar.com

নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, সৃষ্টিগত কারণেই নারীদের অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র একটু ভিন্ন ধরনের এবং ইহাই স্বাভাবিক। প্রকৃতি ও দৈহিক অবয়ব এবং ক্ষমতায় নারী ও পুরুষ সমান নহে। ইহাছাড়া পুরুষের সহিত একসঙ্গে কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করিলে নারী-পুরুষের সম্পর্কজনিত নানাবিধ সামাজিক সমস্যা ও বিশৃঙ্খলার যে সৃষ্টি হয়, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? এই সকল কারণে নারীদের কাজের প্রকৃতি ও স্থান পুরুষদের কাজ হইতে ভিন্ন ধরনের হওয়াই যুক্তসঙ্গত। যে সকল উপার্জনের ক্ষেত্র নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ করিয়া দেয়, এমন প্রকৃতির কাজ নারীদের জন্য উপযোগী নহে। কারণ ইহাতে অর্থোপার্জন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

দৈহিক দুর্বলতার কারণে নারী পুরুষের ন্যায় ভারী ও কঠিন কাজ করিতে স্বভাবতই অক্ষম। তাই সেলাই-এর কাজ এবং অল্প পরিশ্রমে কুটির ও হস্তশিল্পের কাজ তাহারা ঘরে বসিয়া করিতে পারে। আর এইগুলিই তাহাদের জন্য বেশি উপযোগী।

নারীদের জন্য পৃথক পৃথক মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ থাকা আবশ্যক—যাহাতে পুরুষ হইতে দূরে থাকিয়া নিবিষ্ট মনে তাহারা শিক্ষালাভ করিতে পারে এবং শিক্ষা সমাপ্তির পর এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত হইতে পারে। এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা, পরিচালক-মণ্ডলী ও সকল কর্মচারী কেবল নারীই হইবে। প্রয়োজনে একজন নারী এইরূপে পারিবারিক আয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করিতে পারে। নারীদের এমন কতিপয় রোগ আছে, যাহার চিকিৎসা নারী ডাক্তার দ্বারাই অধিক সুবিধাজনক। নারিগণ এই সব রোগের বিশেষজ্ঞ হইলে বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়া পরিবার ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

নারিগণ এইভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপার্জনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতে পারে। তবে তাহারা সম্পূর্ণ সময় বাহিরের কাজে ব্যাপৃত থাকিলে অনেক সময় গৃহের কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং সন্তান-সন্ততির সুষ্ঠু লালন-পালনে অসুবিধা দেখা দেয়।

নারী অর্থোপার্জনে পরিপূরক শক্তি

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের পরিপূরক শক্তি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে পরিবার-প্রধানকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। কর্মক্লান্ত হইয়া স্বামী যখন গৃহে

www.pathagar.com

ফিরিয়া আসে, তখন স্বভাবতই তাহার একটু সেবা-যত্ন ও মানসিক প্রশান্তির প্রয়োজন হয়। ইহা পাইলে স্বামী আবার পূর্ণ উদ্যমে কাজ করিতে সক্ষম হয়। এইভাবে স্বামীর সেবা-যত্ন ও তাহাকে মানসিক প্রশান্তি দানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব মোটেই কম নহে।

এইরূপে নারিগণ পরিবারের সকল উপার্জনকারী সদস্যের জন্যই পরিপূরক শক্তিরূপে কাজ করিয়া থাকে। কারণ, খাবারের ব্যবস্থাসহ যাবতীয় গৃহস্থালী সহযোগিতা প্রদান নারীদেরই কাজ। এই সহযোগিতা প্রদান না করিলে পরিবারের উপার্জনকারী সদস্যদের কাজ ও উপার্জনে ক্ষতি হইত। সুতরাং নারিগণ তাহাদের সকলেরই পরিপূরক শক্তি।

নারীর বিবিধ পারিবারিক কাজকর্ম

নারিগণ বহুবিধ পারিবারিক কাজকর্ম করিয়া থাকে। এই সকল কাজের অর্থনৈতিক মূল্য কম নহে। সন্তান পালনের কথাই ধরা যাক। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে শিশুর যত্নের জন্য শিশু পরিচারিকা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু মাতা আপন শিশুর লালন-পালন ও সেবা-যত্ন করিলে একদিকে শিশু যেমন সুস্থ মন-মানসিকতা লইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, ইহা শিশু-পরিচারিকার মাধ্যমে মোটেই সম্ভব নহে। অপরদিকে পরিচারিকা নিয়োগের অর্থও বাঁচিয়া যায়। আমাদের মা-বোনেরা যে নিজেরাই সন্তানাদির লালন-পালন করিয়া থাকেন, ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নহে।

এতদ্ব্যতীত রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছা, সূচীকর্ম ইত্যাদিরও প্রচুর অর্থনৈতিক মূল্য রহিয়াছে। গৃহিণী এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করিয়া পরিবারের ব্যয়ভার অনেকটা লাঘব করেন।

পারিবারিক আয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা

পরিবারের আয়-ব্যয়ের সুষ্ঠু পরিচালনাও গৃহিণীর একটি প্রধান দায়িত্ব। গৃহিণীকে মিতব্যয়ী হইতে হইবে এবং অপব্যয় রোধ করিতে হইবে। তাহা না হইলে পরিবারকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া অগ্রসর করানো যাইবে না। তদুপরি অপব্যয় করা গুনাহের কাজ। পবিত্র কুরআনে অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১]

---

১. আল-কুরআন, ১৭ : ২৭

www.pathagar.com

অভাব অসীম কিন্তু আয় সীমিত। এই সীমিত আয় দ্বারাই অভাব পূরণ করিতে হইবে। এইজন্যই আয়-ব্যয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা নিতান্ত আবশ্যক। আজকাল আয় মূলত নগদ অর্থেই অর্জিত হইয়া থাকে এবং ইহাই সাধারণত বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থ একটি পারিবারিক মূল্যবান সম্পদ। ইহা পরিচালনার তিনটি বিশেষ স্তর রহিয়াছে ঃ পরিকল্পনা (Planning), নিয়ন্ত্রণ (Controlling) এবং মূল্যায়ন (Evoluating)

সীমিত আয়ের সহিত সীমাহীন চাহিদার সমন্বয় সাধনই পরিকল্পনার লক্ষ্য। পরিকল্পনা ব্যতীত ব্যয় করিলে এলোপাথাড়িভাবে অর্থ খরচ হইয়া পড়ে, অথচ অনেক সময় অতি দরকারী চাহিদাও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং গৃহিণীকে পারিবারিক বাজেট প্রণয়নে দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। পরিবারের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য টাকা-পয়সার ভবিষ্যত খরচের যে নমুনা প্রস্তুত করা হয়, ইহাকেই পারিবারিক বাজেট বলে। এই বাজেট অনুসারে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার উপরই পরিবারের চাহিদা পূরণের মাত্রা নির্ভর করে। সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই বাজেট সফল হয় এবং নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যেই সর্বাধিক ক্রয় ক্ষমতা লাভ করা যায়। তাই বাজেট কার্যকর করার জন্য গৃহিণীকেই বিশেষ তৎপর হইতে হইবে।

পরিশেষে গৃহিণীর লক্ষ্য রাখা দরকার, পরিকল্পনা ঠিকভাবে কার্যকর হইল কিনা। অর্থ পরিচালনার মাধ্যমে পরিবার কতটা সফলতা লাভ করে অথবা পরিবারের সদস্যদের গুণরাজি বিকাশের সুযোগ হইয়াছে কিনা এবং ঋণ গ্রহণ ব্যতীত পরিবার ভাবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে কতটুকু সক্ষম হইয়াছে, এই সমস্ত বিচার করিলেই পরিচালনার মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন দ্বারাও নারীর দক্ষতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই আলোচনা হইতে উত্তমরূপে উপলব্ধি করা যায়, পারিবারিক আয়ের ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। পরিবারের বৈষয়িক উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্য আয়ের উপরই নির্ভর করে। আয়-উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত থাকিলেও নারী ইহাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতে পারে। বিশেষত ব্যয়, পরিকল্পনা এবং মিতব্যয়িতার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সর্বাধিক।

সুখী-সুন্দর সংসার গঠনে নারীর ভূমিকা

নারী-পুরুষের বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমেই পরিবার গঠিত হয়। প্রত্যেক সমাজে ও দেশে সুখী-সুন্দর সংসার গঠনের দায়িত্ব গৃহিণীর উপরই অর্পিত থাকে। পারিবারিক

www.pathagar.com

আয়-উপার্জনের দায়িত্ব পরিবার প্রধান বা স্বামীর উপর ন্যস্ত থাকিলেও পরিবারে গৃহিণীকে অতি ব্যাপক ভূমিকা পালন করিতে হয়। তিনি একাধারে মাতা, সেবা-শুশ্রূষাকারিণী, শিক্ষিকা, দর্জি, অর্থনীতিবিদ ও সর্বোপরি পরিচালিকা। এইজন্যই আদর্শ ও পূর্ণ সুখী সংসার রচনায় গৃহিণীর কর্তব্য নিজেকে পারদর্শী করিয়া তোলা।

চিরাচরিত প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে পরিবারই নারীদের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান। এইজন্য গৃহকর্মেই গৃহিণীর সবিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকে। সুতরাং পূর্ণ সুখী সংসার গঠনই তাহার কাম্য। প্রতিটি পরিবারে নানা প্রকার চরিত্রের সমাবেশ পাওয়া যায়। তাহাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সুশৃঙ্খল পরিবেশের উপর পারিবারিক সুখ নির্ভর করে। এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রুচিসম্মত মনোভাব ও শিল্পসম্মত অভিরুচির সমন্বয় সাধন আবশ্যক। আর ইহার জন্য প্রয়োজন বিশেষ পারদর্শিতা, পরিচালনার যোগ্যতা ও ইসলামী রুচিবোধের। এই যোগ্যতালাভের জন্য গৃহিণীকে অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিমত্তা, উদ্দীপনা, মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান, অধ্যবসায়, কল্পনা শক্তি, আত্মসংযম, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী রুচিবোধ আয়ত্ত করিতে হইবে। এই সকল গুণে গুণান্বিত নারী পরিবারকে সুখী-সুন্দর করিয়া গঠন করিতে পারেন।

আদর্শ নারীর ভূমিকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক

বর্তমান যুগ-সমস্যা ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন আদর্শ নারীর ভূমিকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক এই ঃ

১. অতীব নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা।

২. সন্তান-সন্ততির উপযুক্ত লালন-পালন ও শিক্ষার মাধ্যমে তাহাদের গুণাবলীর বিকাশ সাধন এবং তাহাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা জাগ্রত করা।

৩. ছোট-বড় সকলের স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনে বিশেষ লক্ষ্য রাখা।

৪. পরিবারের সকল সদস্যকে গার্হস্থ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও দক্ষতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা।

৫. শিক্ষা ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে সকল সদস্যকে ইসলামী ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট করিয়া তোলা।

www.pathagar.com

৬. সাংসারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
৭. পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা।
৮. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অধীনে কার্য সম্পাদন করা।
৯. আবশ্যক পরিমাণ দীনী ইলম শিক্ষা করা।
১০. শরীঅত নির্ধারিত ইবাদত, নামায-রোযা ইত্যাদি যথারীতি আদায় করা।
১১. এই গ্রন্থে বর্ণিত নারী-শালীনতা পূর্ণভাবে মানিয়া চলা।
১২. আয়-ব্যয় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং অপব্যয় হইতে বিরত থাকা।
১৩. পরিবারের সদস্যদের সময়, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া।
১৪. পারিবারিক চাহিদা অনুযায়ী সামর্থ্য অনুসারে সম্পদের ভোগ ও ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।
১৫. আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গরীব-মিসকীন ও সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি সদয় ও সদ্ব্যবহার করা।
১৬. পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে ইসলামী রুচি ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।
১৭. পরিবারে পরিপূর্ণ শান্তি, সুশৃঙ্খল ও ইসলামী পরিবেশ রক্ষা করা।
১৮. বৃহত্তর সমাজে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টা চালানো এবং এই উদ্দেশ্যে অপরাপর কর্মীর সহিত আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করা।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়
বহুবিবাহ

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচকগণ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে যে, বহুবিবাহ প্রথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তন করিয়াছেন। এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কারণ, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই সমগ্র জগতে বহু ধরনের বহুবিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বহুবিবাহ

প্রাচীনকালে অনেক রকম বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ একই সময়ে একাধিক স্ত্রী এবং একই নারী একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ করিত।

বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা পাশ্চাত্য দেশসমূহেও প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধরনে ইহা এখনও ভূটান, আসাম ও ভারতে প্রচলিত আছে। বহু স্বামী গ্রহণের প্রচলিত নিয়ম এই ঃ

বড় ভাই এক নারীকে বিবাহ করিলে সে গোটা পরিবারেরই স্ত্রী হইয়া পড়ে। স্বামীর অন্যান্য ভাই ও অতি নিকট-আত্মীয়গণ তাহার উপর স্ত্রীত্বের অধিকার লাভ করে। স্ত্রীর সঙ্গলাভের অগ্র-পশ্চাৎ প্রশ্নে তাহাদের মধ্যে কখনও কোনরূপ মতানৈক্য, হিংসা-বিদ্বেষ ও মন কষাকষির উদ্রেক হইলে সকলের কল্যাণ কামনায় উহা তাহারা বিসর্জন দিয়া থাকে। পরস্পরের সহনশীলতায় ও সমঝোতার মাধ্যমেই তাহারা স্বামীত্বের অধিকার ভোগ করে। তবে এই স্ত্রী সন্তান প্রসব করিলে কখনও কখনও বিবাদ বাধে। কারণ, প্রত্যেকেই শিশুকে নিজ সন্তান বলিয়া দাবি করে। অনেক সময় শিশুর আকৃতির সহিত তাহাদের আকৃতি মিলাইয়া দেখা হয়— সন্তানটির পিতা কে। এই সিদ্ধান্তের ভার কোন কোন সময় স্ত্রীর উপর অর্পণ করা হইয়া থাকে। পূর্বকালে এই প্রথা আরবেও প্রচলিত ছিল।

www.pathagar.com

বহুবিবাহের অপর প্রথা হইল, একই পুরুষ একই সময়ে বহু নারী গ্রহণ করে। ইহার নিয়ম এই ঃ

একজন পুরুষ যখন কোন পরিবারের বড় কন্যাকে বিবাহ করিল, তখন সে তাহার ছোট সকল বোনের উপর স্ত্রীত্বের পূর্ণ অধিকার পাইল। কেহ যদি পরিবারের কোন ছোট বোনকে বিবাহ করে, তবে সে তাহার পরবর্তী ছোট বোনদের উপর স্ত্রীত্বের অধিকার পাইবে; তাহার বড় বোনদের উপর নহে। এই রীতি চীন ও ভারতে প্রচলিত।

পাশ্চাত্যের কেহ কেহ বহুবিবাহকেই উত্তম শ্রেণীর বিবাহ বলিয়া মনে করে। সম্ভ্রান্ত ও ধনীদের মধ্যেই ইহা বেশি প্রচলিত। অর্থনৈতিক কারণে এবং গার্হস্থ্য কার্যের সুবিধার জন্যই তাহারা অনেক সময় ইহা পসন্দ করিয়া থাকে।

অপর এক প্রকার বিবাহ সর্বত্র প্রচলিত আছে। ইহা হইল, একজন পুরুষের একই সময়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ।[১]

চীনদেশে

প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে কোন না-কোন ধরনের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন প্রধান মহিষীর পর স্বামী যত ইচ্ছা, স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত। তাহাদের সকলের গর্ভজাত সন্তানই পিতার বৈধ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইত। কাহারও কোন কন্যা সন্তানকে পরিবারভুক্ত করিয়া লওয়া দরিদ্র পরিবারে সাধারণ রীতিরূপে প্রচলিত ছিল এবং এই কন্যাই পরিশেষে পরিবারের কোন ছেলের স্ত্রীরূপে পরিগণিত হইত।[২]

ভারতে

বৈদিক যুগ এবং ইহার পরবর্তীকালেও ভারতে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ একই সময়ে যত ইচ্ছা, স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত।[৩]

---

১. Every man's Encyclopaedia, Vol. 16; Said Abdullah seif Al-Hatimy : Woman in Islam, P. 55-58.

২. Encyclopaedia Britanica, Vol. 4, P 400.

৩. India-status of Woman in Ancient India, P. 66.

www.pathagar.com

মনুর যুগেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। একজন ব্রাহ্মণ চারিজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত—একজন ব্রাহ্মণ গোত্রের এবং অপর তিনজন বাকি তিন গোত্রের। ক্ষত্রিয় তিন স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত–একজন স্বীয় গোত্রের এবং অপর দুইজন পরবর্তী দুই গোত্রের। বৈশ্য দুই স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত—একজন তাহার নিজ গোত্র হইতে এবং অপর একজন শূদ্র গোত্র হইতে। একজন শূদ্র কেবল তাহার গোত্র হইতে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করিতে পারিত।[১]

হিন্দুদের মধ্যে একজন নারী একাধিক স্বামীও গ্রহণ করিতে পারিত। পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের একই স্ত্রী ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইয়াহূদীধর্মে

একই সময়ে একজন ইয়াহূদী পুরুষ কয়জন স্ত্রী রাখিতে পারিত, ইয়াহূদী ধর্মে ইহার সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। তবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রীতিই সাধারণত প্রচলিত ছিল।[২]

খ্রীস্টধর্মে

খ্রীস্টানদের মধ্যে এক স্ত্রী গ্রহণের রীতি প্রচলিত থাকিলেও লুথারের যুগে চার্চ ও লুথারের অনুমতিক্রমেই ফিলিপ ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলহেম একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন।

১৬৫০ খৃস্টাব্দে নুরেনবার্গ কন্ফারেন্সে যুদ্ধের কারণে পুরুষের সংখ্যা হ্রাসজনিত সমস্যা সমাধানকল্পে জনগণকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড জনগণকে একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পাদ্রীদের বিরোধিতার জন্য ইহা তখন সম্ভব হয় নাই।

বর্ণিত আছে, হিটলার একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান করিয়া আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য তিনি ইহার সময় পান নাই।

---

১. Manu, III, 12.

২. Said Abdullah Zeif Hatimy : Ibid, P 61

www.pathagar.com

দেশের অবিবাহিতা নারীর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জার্মানীর বনের লোকেরা ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে বহুবিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানায়।[১]

ইংরেজ মহিলার প্রতিবেদন

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিলের Lagos Weekly Record-এ লণ্ডন ট্রুথে প্রকাশিত জনৈকা ইংরেজ মহিলার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ইহার সার-সংক্ষেপ এই ঃ

> ভবঘুরে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমাদের সমাজে ইহা উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। আমি স্বয়ং স্ত্রীলোক বলিয়া এই হতভাগিনী মেয়েদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকি। কিন্তু আমার এই করুণা ও সহানুভূতি কি অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে অথবা এই রোগ উপশমে কোন সাহায্য করিবে? টমাস উত্তম কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি রোগ নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং রোগের উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্রও দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন–পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদানই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। ইহার মাধ্যমেই এই দুর্বিপাক দূরীভূত হইতে পারে। কারণ, তখন হতভাগিনী মেয়েরা গৃহবধূতে পরিণত হইবে। কিন্তু ইউরোপের দুর্দশা হইল–একজন পুরুষ মাত্র একজন স্ত্রীই গ্রহণ করিবে এবং ইহার সহিত থাকিবে বহু অবৈধ সন্তান—যাহারা সমাজের কলঙ্ক ও বোঝাস্বরূপ। বহুবিবাহের অনুমতি থাকিলে এইরূপ দুঃখজনক ঘটনা ঘটিত না।[২]

এই প্রবন্ধ লেখার সময় কেবল লণ্ডনেই আট লক্ষ হইতে দশ লক্ষ পতিতা ছিল। গত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে যখন বহুসংখ্যক পুরুষ নিহত হয়, তখন হইতে অদ্যাবধি অবস্থা কি আকার ধারণ করিয়াছে, একবার চিন্তা করুন।

আফ্রিকায়

আফ্রিকায় বহুবিবাহ সাধারণভাবে প্রচলিত। ইসলামের বিরূপ সমালোচক পাশ্চাত্য লেখকগণ হয়ত বিস্মিত হইবেন, যে সকল এলাকায় মুসলমান বাসিন্দা কম, সেই সব এলাকায়ই বহুবিবাহ খুব বেশি প্রচলিত।

---

১. ঐ, P. 65
২. Dr. Mustafa as-Sibaa'iy : Al Mana Bina al-Fiqh wal Qaanun.

www.pathagar.com

আফ্রিকার শতকরা বিশজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। ইথিওপিয়া, বারবেরি রাষ্ট্রসমূহ ও সাহারার উত্তম-পশ্চিম অঞ্চলের লোকগণ এবং শিকার করিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে, এমন বেদুঈনগণ সাধারণত একাধিক বিবাহ করে না। ইউরোপের মিশনারিগণ আফ্রিকায় বহুবিবাহ প্রথা বন্ধের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহারা কোন কোন স্থানে কতকটা সফলতা লাভ করিয়া থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহারা ইহা পুনর্বহাল করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমেরিকার মরমন

মরমনগণ মনে করে, প্রটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের কেহই যিশুখ্রীষ্টের ধর্মের সঠিক মর্ম বুঝিতে পারে নাই। মরমনগণ বহুবিবাহের পক্ষপাতী। বহুবিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়াই পুরোহিতবাদে তাহারা সফলতা অর্জন করিয়াছে। তাহাদের এক নেতা ইয়াং-এর প্রায় বিশজন স্ত্রী ছিল।

তাহাদের মধ্যে একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে, ইহার কোন সংখ্যা নির্ধারিত নাই। তাহাদের এক বিবাহিতা মহিলাকে বহুবিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ

I prefer to be a tenth wife of a man of good reputation rather than be his only mistress.

উপপত্নী হওয়া অপেক্ষা একজন খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষের দশম স্ত্রী হইতে বরং আমি অধিক পসন্দ করি।

বহুবিবাহ সম্পর্কে মরমনদের অভিমত এই ঃ

একাধিক বিবাহে, এমনকি একই সময়ে পাঁচ-ছয়জন মেয়ে বিবাহ করাতেও কোন দোষ নাই। আমেরিকায় প্রায় প্রতিটি পুরুষের বহু নারীর সহিত অবৈধ যৌন সম্পর্ক রহিয়াছে। গৃহসমূহ নিকৃষ্টতম পতিতালয়ে পরিণত হইয়াছে। পতিতাবৃত্তি অবাধে সর্বত্র চলিয়াছে। জারজ সন্তানে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান নাই। এমতাবস্থায় আইনসঙ্গতভাবে বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমে একাধিক স্ত্রী রাখাতে কি দোষ? আমরা নিকৃষ্টতম পতিতালয়গুলি আর দেখিতে চাই না।[১]

---

১. Said Abdullah Seif al-Hatimy : Ibid, p. 68-70

www.pathagar.com

জোরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্মে

জোরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্মে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে, ইহার কোন সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। তদ্রূপ খ্রীস্টান ও বৈদিক হিন্দুধর্মেও সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না।

জার্মানীতে

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত একজন পুরুষের জন্য জার্মানীতে বহু স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল এবং এই অনুমতি ছিল একেবারে লাগামহীন। কারণ যে যত ইচ্ছা, স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত; ইহার কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না। রাজা কন্সটেনাইন ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের বহু স্ত্রী ছিল।

রোম ও ফ্রান্সে

খ্রীস্টান ধর্মের অধীনে আসার পূর্ব পর্যন্ত রোম ও ফ্রান্সে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। তৎপর রোমান আইন প্রণেতা জাস্টিনিয়ান এক স্ত্রী গ্রহণের আইন প্রণয়ন করেন।

ইরান, গ্রীস, ব্যাবিলন ও অস্ট্রিয়ায়

ইরান, গ্রীস, ব্যাবিলন ও অস্ট্রিয়াতে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। নিউ টেস্টামেন্ট এক বিবাহ সমর্থন করিলেও বিশপ ও পাদ্রীগণ ব্যতীত অপর কাহারও জন্য ইহা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে নাই। খ্রীস্টান রাজাগণও বহু স্ত্রী গ্রহণ করিত। চার্লেমেনের দুই স্ত্রী ও বহু উপপত্নী ছিল।[১]

আরবে

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং একজন পুরুষ নিজ খুশিমত যত ইচ্ছা, স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত। ইহার কোন সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। তখন নারীও একই সময়ে বহু পুরুষের সহিত যৌন সম্পর্ক রাখিতে পারিত। নারী সন্তান প্রসব করিলে সে তাহার অবৈধ স্বামীদিগকে ডাকিয়া বলিত—এই যে দেখ, আমি একটি সন্তান প্রসব করিয়াছি। এই সন্তান তোমার। এই বলিয়া সে তাহাদের কাহারও নাম বলিত। কোন কোন সময় তাহারা সন্তানের দৈহিক অবয়বের সহিত

---

১. Fida Hussain Malik : Wives of the Prophet, p 64-65; Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan 1983.

www.pathagar.com

তাহাদের নিজেদের অবয়ব যাচাই করিয়া দেখিত এবং এইরূপে কে সন্তানের পিতা, তাহা ঠিক করিয়া লইত। তবে এই ব্যাপার নিয়া সাধারণত তাহাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ ঘটিত না।

একই সময়ে একজন পুরুষ চারিজনের অধিক স্ত্রী রাখিতে পারে না ঘোষণা করিয়া যখন আয়াত নাযিল হইল, তখনও কোন কোন মুসলমানের চারিজনের অধিক স্ত্রী ছিল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া এই ব্যাপারে পরামর্শ প্রার্থনা করেন। চারিজন রাখিয়া অবশিষ্ট স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য তিনি তাঁহাদিগকে নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁহারা এই নির্দেশ পালন করেন।

ইসলামে বিবাহ নিয়ন্ত্রণ

উল্লিখিত আলোচনা হইতে প্রমাণিত হয়, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্মে ও জাতিতে বিভিন্ন ধরনের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। ইসলামবিদ্বেষীরা নিন্দায় পঞ্চমুখ যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বহুবিবাহ প্রথা চালু করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বহুবিবাহ প্রথার প্রবর্তন করেন নাই ; বরং দৃঢ় হস্তে ইহা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। অতি কড়া শর্তসাপেক্ষে একজন পুরুষের জন্য চারিজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ তিনি জায়েয রাখিয়াছেন।

ইসলাম ইহার অনুসারীদিগকে বহুবিবাহে বাধ্য করে না। বিশেষ বিশেষ কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার অনুমতি প্রদান করিয়াছে মাত্র। শারীরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ না করিয়া যদি কোন পুরুষ এক স্ত্রী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তবে কেহই তাহাকে মন্দ বলে না অথবা তাহাকে অপর স্ত্রী গ্রহণে বাধ্যও করে না। তদ্রূপ কোন পুরুষের অন্য স্ত্রী আছে বলিয়া কোন মহিলা যদি তাহার সহিত বিবাহ না-পসন্দ করে বা বিবাহে অসম্মত হয়, তবে কেহই তাহাদের নিন্দা করে না অথবা তাহাকে এই বিবাহে বাধ্য করে না। বিবাহের পূর্ণ অধিকার নারীর রহিয়াছে এবং তাহার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ জায়েয নহে বলিয়া ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে। এমতাবস্থায় ভালরূপে না বুঝিয়া না শুনিয়া বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ ও বিরূপ সমালোচনা কাহারও পক্ষে সঙ্গত নহে; বরং ইহার যৌক্তিকতা উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত।

www.pathagar.com

বহুবিবাহের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মুসলমান জনসাধারণ সাধারণত এক স্ত্রী লইয়াই জীবন যাপন করিয়া থাকে। লক্ষের মধ্যে পঁচিশ-ত্রিশজন একাধিক বিবাহ করে কিনা, সন্দেহ। এক স্ত্রী লইয়া জীবন যাপনে যাহারা সন্তুষ্ট, তাহাদের জীবনে ইসলাম কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেও চাহে না। তবে এক স্ত্রী গ্রহণের রীতি বলপ্রয়োগে বাধ্যতামূলক করিয়া রাখিলে মানব-সমাজে যে যৌন অরাজকতা, দুর্নীতি, দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ভোগ ও বিপদাপদ নামিয়া আসে, ইসলাম উহার উপশম করিতে চাহে। এক স্ত্রী গ্রহণের নীতির অনুসারী ইউরোপ মানব-সমাজে সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াই চলিয়াছে, ইহা হ্রাস করিতে পারে নাই। যে সকল স্থানে নানাবিধ কারণে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নারীরা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই স্বামীর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে অথচ স্বামীর অভাব রহিয়াছে, এমতাবস্থায় এই নারীদিগকে লইয়া কি করিতে হইবে? যে সকল পুরুষ ও নারী নিজ নিজ গৃহে শান্তির সহিত বিবাহিত জীবন কাটাইতেছে—এই সমস্ত নারীকে কি তাহাদের সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য প্রদর্শন করিয়া উহাদের সুখের জীবনে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য লাগামহীন ছাড়িয়া দিতে হইবে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানের বহু যুবক পুরুষ নিহত হয়। ফলে বিধবা, ইয়াতীম বালিকা ও কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাহাদিগকে বিবাহ করার মত পুরুষের অভাব প্রকট হইয়া উঠে। তখন সেখানকার নারিগণ বহুবিবাহ প্রথা চালু অথবা ধারকরা স্বামী সরবরাহের দাবিতে শ্লোগান দেয়।[১]

অতএব, খোলামনে বহুবিবাহ-প্রথার উপকারিতা বুঝিবার চেষ্টা করুন।

একই সময়ে একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান ও চারিজনের অধিক স্ত্রী রাখা বৈধ নহে ঘোষণা করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

১. Said Abdullah Seif Al-Hatimy : Ibid, P. 92.

www.pathagar.com

আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে (স্বাধীনা) নারীদের মধ্য হইতে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে—দুই, তিন বা চারজন। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে।[১]

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াতীম বালিকাদের উপর তাহাদের অভিভাবকগণ নানারূপ অবিচার করিত। তখন লোকেরা বহু স্ত্রী গ্রহণ করিত এবং তদুপরি উপপত্নী রাখিত। অথচ তাহাদের উপর অবিচার করিত। এই আয়াত স্ত্রীর সংখ্যা চার-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে এবং ইয়াতীম বালিকা ও নারীদের উপর অবিচার নিষিদ্ধ করিয়াছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

জাহিলিয়্যাতের যুগে ইয়াতীম বালিকাদের অভিভাবকগণ তাহাদের ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের লোভে অথবা তাহাদের খোঁজ-খবর লইবার কেহই নাই বলিয়া নিজেদের খেয়াল-খুশীমত তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিবে ধারণায় তাহারা নিজেরাই তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া লইত এবং তৎপর তাহাদের উপর অবিচার চালাইত। এইজন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না বলিয়া যদি তোমাদের আশংকা হয়, তবে দুনিয়াতে বহু নারী মৌজুদ আছে। তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে পসন্দ হয়, তাহাকেই বিবাহ করিয়া লও।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) ও তাঁহার শাগরিদ হযরত ইকরামা (রা) বলেন ঃ

জাহিলিয়্যাতের যুগে একজন পুরুষ কয়জন নারী বিবাহ করিতে পারিবে, ইহার কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না। এক-একজন পুরুষ দশ-দশজন স্ত্রীও গ্রহণ করিত। কিন্তু অধিক স্ত্রী গ্রহণের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে নিরূপায় হইয়া তাহারা নিজেদের ইয়াতীম ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনী এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ধন-সম্পদে অনধিকার হস্তক্ষেপ করিত। এইজন্য চারিটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করা যাইবে, এই সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ অত্যাচার ও

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩

www.pathagar.com

অবিচার হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় এই, এক হইতে চার পর্যন্ত এমন সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ কর, যাহাতে তুমি তাহাদের সহিত ন্যায়বিচারে দৃঢ়পদ থাকিতে পার।
সাঈদ ইবন জুবায়র, কাতাদাহ্ ও কতিপয় পবিত্র কুরআনের ভাষ্যকার বলেন ঃ ইয়াতীমদের সহিত অবিচার করাকে জাহিলিয়্যাতের যুগের লোকেরাও ভাল মনে করিত না। কিন্তু নারীদের প্রতি সুবিচার করিতে হইবে, এই ধারণাও তাহাদের ছিল না। তাহারা যত ইচ্ছা, বিবাহ করিয়া লইত এবং তৎপর তাহাদের উপর জোর-জুলম চালাইত। এইজন্য নির্দেশ দেওয়া হইল, ইয়াতীমদের প্রতি অবিচার করাকে যদি তোমরা ভয় করিয়া থাক, তবে স্ত্রীদের প্রতি অবিচার করাকেও ভয় কর। চারিজনের অধিক তো বিবাহ করিবেই না এবং চারিজনের মধ্যেও যে কয়জনের সহিত তুমি সুবিচার করিতে পার, সে কয়জনই বিবাহ করিবে।

আয়াতের শব্দে এই তিন মর্মই নিহিত রহিয়াছে এবং বিচিত্র নহে যে, এই তিন মর্মই আয়াতের উদ্দেশ্য হইতে পারে। আর এই অর্থও হইতে পারে যে, তোমরা যদি এইভাবে ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করিতে না পার তবে এমন নারীদিগকে তোমরা বিবাহ কর—যাহাদের সহিত ইয়াতীম সন্তান রহিয়াছে।

উম্মতের ফিকহশাস্ত্রের সকল ইমাম অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, এই আয়াত দ্বারা স্ত্রীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং একই সময়ে চারিজনের অধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। হাদীসদ্বারাও ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, ইসলাম গ্রহণের সময় তায়েফ-প্রধানের নয়জন স্ত্রী ছিল। চার স্ত্রী রাখিয়া অবশিষ্টদিগকে তালাক দেওয়ার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন। তদ্রূপ নওফল ইবনে মুআবিয়ারও পাঁচজন স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে একজনকে তালাক দেওয়ার জন্য তিনি তাঁহাকে নির্দেশ দেন।

তদুপরি কথা এই, ন্যায়বিচার রক্ষার শর্তেই এই আয়াতে বহুবিবাহের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ন্যায়বিচারের শর্ত পূর্ণভাবে পালন করে না অথচ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, সে আল্লাহ্র সহিত ধোকাবাজী করে। যে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা হয়, স্বামী হইতে তাহার অধিকার আদায়ের পূর্ণ ক্ষমতা ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতের রহিয়াছে।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের মতামত দ্বারা বশীভূত এবং প্রভাবান্বিত কতক লোকে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে যে, বহুবিবাহ প্রথা (যাহা পাশ্চাত্যের মতে মূলতই মন্দ) রহিত করাই কুরআনের আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার উপর কেবল কতিপয় বাধ্য-বাধকতা আরোপ করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ উক্তি একমাত্র গোলামী মনোভাবেরই ফল। নিরেট একটা প্রথা হিসাবে বহুবিবাহের রীতি মন্দ, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। কারণ, কোন কোন অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে ইহা সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজনে পরিণত হইয়া পড়ে। বহুবিবাহের অনুমতি না থাকিলে যাহারা এক স্ত্রী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, তাহারা বিবাহ-বন্ধনের বাহিরে যৌন উচ্ছৃঙখলতার বিস্তার করিবে। আর ইহার কুফলে বহুবিবাহের যে সমালোচনা লোকে করিয়া থাকে, সভ্যতা ও নীতির ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অনেক বেশি সামাজিক অনাচার দেখা দিবে। এইজন্যই যাহারা বহুবিবাহের আবশ্যকতা অনুভব করে, তাহাদিগকে ইহার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহাসত্ত্বেও বহুবিবাহ প্রথাই যাহাদের নিকট মন্দ, কুরআনের বিরুদ্ধাচরণে ইহার নিন্দা করা এবং ইহাকে রহিত করিবার পরামর্শ দেওয়ার অধিকার তাহাদের অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহাদের নিজস্ব অভিমতকে কুরআনের অভিমত বলিয়া প্রকাশ করার অধিকার তাহাদের মোটেই নাই। কারণ, কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহাকে জায়েয বলিয়াছে এবং ইশারা-ইঙ্গিতেও ইহার নিন্দাসূচক এমন কোন শব্দ ইহাতে ব্যবহৃত হয় নাই—যাহাতে বহুবিবাহ প্রথা রহিত করার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বুঝা যাইতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে বাঁদী-দাসীকেও স্ত্রীরূপে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। বাঁদী-দাসী বলিতে সেই সকল নারীকেই বুঝায়, যাহারা যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসে এবং সরকারের পক্ষ হইতে লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং ইহার অর্থ হইল এই ঃ স্বাধীনা সম্ভ্রান্ত বংশের নারীকে বিবাহের ভার তুমি যদি বরদাশ্‌ত করিতে না পার, তবে বাঁদী-দাসীকেই স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর অথবা তুমি যদি একাধিক স্ত্রীর আবশ্যকতা অনুভব কর এবং স্বাধীন সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করা তোমার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে কর, তবে বাঁদী-দাসী

www.pathagar.com

গ্রহণ কর। কারণ, সম্ভ্রান্ত বংশের স্বাধীনা স্ত্রীদের প্রতি তোমার দায়িত্ব হইতে তাহাদের প্রতি তোমার দায়িত্ব তুলনামূলকভাবে কম হইবে।[১]

আলোচ্য আয়াতে বাঁদী-দাসীদের অধিকারীদিগকে তাহাদের উপর স্বামীত্বের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ইহা লইয়া ইসলাম-বিদ্বেষীদের সমালোচনার অন্ত নাই। ইহার মাধ্যমে মুসলমানদিগকে অগণিত ও অবাধ নারী ভোগের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়া থাকে। মুসলমানদের মধ্যেও কাহারও কাহারও এ বিষয়ে বিস্তর ভুল বুঝাবুঝি রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম অসহায় বিপদে নিপতিত নারীদিগকে নারীসুলভ ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং নারী-পুরুষ সম্পর্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্ভূত সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করিয়াছে।

ইসলাম ও দাস প্রথা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ইসলামী রাষ্ট্র যুদ্ধবন্দীদিগকে কোন বিনিময় ছাড়াই মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু বন্দিগণ মুক্তি পাইয়া মুসলমানগণের প্রতি কৃতজ্ঞ না থাকিয়া বরং পুনরায় তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিবে এবং শত্রুদের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুশক্তি বৃদ্ধি করিবে বলিয়া আশংকা হইলে অবশ্যই বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া চলে না। আবার মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়াও বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ইসলামে রহিয়াছে। তৎপর শত্রুপক্ষে নিজেদের আটক সৈন্যগণের বিনিময়েও যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার অনুমতি ইসলাম দিয়াছে।[২] এই ত্রিবিধ উপায়েও মুক্তি পাওয়ার উপযোগী নহে কেবল এমন বন্দীদিগকেই দাস-দাসীরূপে রাখিবার অনুমতি ইসলাম দিয়াছে। আবার তাহাদিগকে পরিপূর্ণ মানবাধিকার ও মর্যাদাসহ মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার নির্দেশও ইসলাম দিয়াছে। তাহাদের সহিত মুসলিম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন সদস্যদের ন্যায় ব্যবহারের তাকীদ করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে অলংঘনীয় অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

এই ব্যবস্থার ফলে পরিবারের স্বাধীন সদস্য ও দাস-দাসীদের মধ্যে কার্যত কোন পার্থক্যই রহিল না। তৎপর আবার অবসর সময়ে নিজেদের অর্জিত ধনের

---

১. আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, টিকা নম্বর ৪-৬

২. আল-কুরআন, ৪৭ : ৪

www.pathagar.com

বিনিময়ে মুক্তিলাভের অধিকার দাস-দাসীদিগকে ইসলাম দিয়াছে। অপরদিকে দাস-দাসীকে আযাদ করিয়া দিলে পরকালে অসীম সওয়াব মিলিবে ও অনেক বড় বড় গুনাহের কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হইবে, এই আশ্বাস দিয়া মুসলিমগণকে দাস-দাসীর মুক্তি প্রদানে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা হইয়াছে।[১]

নিজেদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের মধ্যে কেহ তাহাদের মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করিতে চাহিলে ইহাতেই কল্যাণ আছে বলিয়া মালিকদিগকে তাহাদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ ইসলাম দিয়াছে।[২]

মুসলমান সমাজকে দাস-দাসীর মুক্তির জন্য অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যাকাতের একাংশ দাস-দাসীর মুক্তির কাজে ব্যয় করিবার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের উপর অর্পিত হইয়াছে।[৩]

নারী-পুরুষ ও শিশু-সন্তানদিগকে অপহরণ করিয়া নিয়া বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের এক অতীব ঘৃণ্য ব্যবসা জগতে ব্যাপকভাবে চলিয়াছে। ইসলাম ইহাকে অতি জঘন্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যে ব্যক্তি স্বাধীন মানুষ ধরিয়া নিয়া বিক্রয় করিবে, কিয়ামত দিবস আমি স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপন করিব।[৪]

দাসীদিগকে মুক্তি প্রদান, তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা, তাহাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উম্মতগণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

যাহার একজন দাসী আছে, সে যদি তাহাকে শিক্ষিতা করিয়া তোলে, তাহাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, তৎপর তাহাকে মুক্তি প্রদান করে এবং তাহাকে বিবাহ করে, তবে সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হইবে।[৫]

---

১. আল-কুরআন, ৯০ ঃ ১২-১৩
২. ঐ, ঃ ২৪ ঃ ৩৩
৩. ঐ, ঃ ৯ ঃ ৬০
৪. বুখারী
৫. ঐ

www.pathagar.com

এই আলোচনা হইতে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, ইসলাম দাস-প্রথা জিয়াইয়া রাখিতে চাহে না; বরং ইহার নিরসনই ইসলামের একান্ত কামনা। কেবল নিতান্ত অপরিহার্য ও জরুরী পরিস্থিতিতেই দাস-দাসী রাখার অনুমতি রহিয়াছে। তৎপর আবার তাহাদের মান-সম্ভ্রম ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য ইসলাম জোর তাকীদ দিয়াছে।

বহুবিবাহ ও পাশ্চাত্য মণীষীবৃন্দ

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বাসনা মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত রহিয়াছে। ইসলাম এই অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তির স্বীকৃতি দিয়াছে এবং শর্তাধীনে চারিজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছে। আর একমাত্র এই ব্যবস্থাই বিবাহ বন্ধনের বাহিরে গোপন যৌন সম্পর্ক, সামাজিক অশ্লীলতা ও নৈতিক অপরাধ সফলতার সহিত দমন ও প্রতিরোধ করিতে পারে। স্বভাবের গতিকে অস্বাভাবিকভাবে রুদ্ধ করিয়া দিতে গেলে ইহার কুফল প্রচণ্ডরূপে দেখা দিবেই। সুতরাং দেখা যায়, বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণের সাথে সাথে সমাজে পতিতাবৃত্তি, নারী ধর্ষণ, নারী হরণ ও ব্যাভিচারের ন্যায় অপরাধ প্রসার লাভ করে। ইহার ফলে বহুবিবাহের বিরোধী পাশ্চাত্য ও ইহার অনুসারিগণ আজ চরম বিপদ ও সংকটের সম্মুখীন। এই সকল স্থানে পতিতাবৃত্তি বহুবিবাহের স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। কেবল নিউইয়র্কেই পঞ্চাশ হাযার উপপত্নী রহিয়াছে এবং প্রতি বৎসর এখানে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ গর্ভপাত করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রতি মিনিটে একজন করিয়া নারী ধর্ষিতা হয়।[১]

বহুবিবাহের বিরোধীরা অবৈধ যৌন আচরণে কোন প্রকার নৈতিক সংকোচ বোধ করে না এবং বৈবাহিক জীবনের দায়িত্ব বহনে তাহারা নারাজ। এইজন্যই অবৈধ যৌন মিলন তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছে। নারী-মুক্তি, নারী-স্বাধীনতা, নারী-প্রগতি ও নারী-পুরুষে সমান অধিকারের মুখরোচক প্রচারের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ধুরন্ধরেরা নিজেদের ঘৃণ্য স্বার্থে নারীদিগকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করিয়া নিজেদের দৈহিক উপভোগের সামগ্রী বানাইয়া লইয়াছে। আর অবোধ নারীরা তাহাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু ইযযত-হুরমত বিনষ্ট করিতেছে। নারী-স্বাধীনতার প্রচারের পিছনে নৈতিকতাবোধশূন্য হীনচরিত্র পুরুষদের লেলিহান

১. Ben linsey : Revolt of Modern Youth

www.pathagar.com

লম্পটতা যে কাজ করিতেছে, পূর্ববিকারহীন মন লইয়া চিন্তা করিলে নারিগণ ইহা আনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

বহুবিধ কারণ ও অবস্থা পুরুষকে বহুবিবাহে উদ্বুদ্ধ করে। পুরুষের প্রকৃতি সাধারণত বহু স্ত্রীর সঙ্গলাভ করিতে চাহে, এই সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

উইল ডুরান্ট বলেন ঃ

The man is by nature polygamous and that only the strongest moral sanctions, a helful degree of poverty and hard work and uninterrupted wifely supervision can induce him to monogamy.[১]

পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই বহুবিবাহ কামনা করে। একমাত্র ধর্মীয় নীতি পালনের দৃঢ়তম অনুপ্রেরণা, বহুবিবাহের বাসনা দমন করিয়া রাখার মত দরিদ্রতা, কঠোর সাধনা এবং স্ত্রীর অবিরাম তত্ত্বাবধানই তাহাকে এক স্ত্রী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে প্রবৃত্ত করিতে পারে।

ড. এ্যানি বেসান্ত (Annie Besant) বলেন ঃ

There is pretended monogamy in the West, but in reality polygamy without responsibility. The mistress is cast off when the man is weary of her and she sinks gradually to be the woman of the street, for the lover has no responsibility for her in future and she is a hundred times worse off than a sheltered wife and mother in the polygamous home. When we see thousands of miserable women who crowd the streets of the western towns at night, we can realise the hollowness of the western reproach against the polygamy of Islam. It is better for a woman, happier for a woman. More respectable for a woman, to be consorted to by one man only with a legitimate child in her arms and sarrounded with

---

১. Will Durant : The stroy of Civilization, Vol. V, p. 575

www.pathagar.com

respect, than to be cast out in the streets perhaps with an illegitimate child, outside the pale of law, unsheltered after night, rendered incapable of motherhood, despised by all.[১]

পাশ্চাত্যে একবিবাহের প্রহসন আছে। কিন্তু বাস্তবে তথায় বিবাহ-বন্ধনের দায়িত্ব ব্যতিরেকে বহুনারী সম্ভোগ অবাধে চলিয়াছে। নারী পুরুষের নিকট ক্লান্তি ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিলে সে তখন তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং নারী তখন নিরূপায় হইয়া পথে দাঁড়ায়। কারণ, তাহার প্রেমিক তাহার ভবিষ্যতের জন্য কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই ; কেবল সাময়িক সম্ভোগই ছিল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বহুবিবাহ প্রচলিত আছে এমন গৃহে সসম্মানে সংরক্ষিত একজন গৃহবধূ ও মাতা অপেক্ষা এই ধরনের নারী শতগুণে নিকৃষ্ট। রাত্রিকালে পাশ্চাত্যের শহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় যখন ঘৃণ্য ও দুঃস্থ হাযার হাযার নারীর ভিড় দেখিতে পাই, তখন আমরা ইসলামের বহুবিবাহ প্রথার প্রতি পাশ্চাত্যের নিন্দার অসারতা উপলব্ধি করিতে পারি। একমাত্র একজন পুরুষের স্ত্রীরূপে বৈধ সন্তান কোলে লইয়া সসম্মানে গৃহে অবস্থানকারী একজন মহিলা সেই রমণী হইতে অনেক উৎকৃষ্ট, অনেক সুখী ও অনেক সম্মানার্হ— যাহাকে অবৈধ সন্তানসহ, আইনের সীমার বহির্ভূত, রজনী অবসানে আশ্রয়হীনা, মাতৃত্বের যোগ্যতাশূন্য ও সকলের ঘৃণ্য অবস্থায় রাস্তায় বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

ইসলামের বহুবিবাহ প্রথার উপযোগ, কার্যকারিতা ও কল্যাণ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এই সমাজ-বিজ্ঞানীর উপলব্ধি কত সুন্দর! তিনি বুঝাইতেছেন, পাশ্চাত্য জগত একবিবাহের কথা বলিলেও কার্যত এই প্রথা পাশ্চাত্যেও প্রচলিত নাই। বরং সে সব দেশে বিবাহ বন্ধনের বাহিরে লোকেরা বহুনারী সম্ভোগ অবাধে করিয়া থাকে। কোন নারীকে উপভোগের পর তাহাকে বিতাড়িত করা হয় এবং সে তখন কলংকের বোঝা লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। ইহা অপেক্ষা আরও স্ত্রী আছে, এমন স্বামীর অধীনে বিবাহিত জীবন যাপন করা কত সুখের ও উৎকৃষ্ট! পাশ্চাত্যের শহরগুলিতে রাত্রিকালে হাযার হাযার নারী রাস্তায় রাস্তায় প্রেমিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভিড় জমায়।

---

১. From Fida Hussain Malik : Wives of the Prophet, p. 74-75

www.pathagar.com

ইসলামের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইত না। যে সকল পুরুষ এক স্ত্রী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, তাহারা একাধিক বিবাহ করিত এবং নারীদিগকেও এত দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না। ইহা হইতেই ইসলামের বহুবিবাহ প্রথার বিরোধিতার অসারতা অনায়াসেই বুঝা যায়।

সমগ্র দুনিয়া আজ ইসলামের বহুবিবাহ প্রথার উপকারিতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। এমনকি, ইহার চরম বিরোধী চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ষ্টাডিজের প্রফেসর মিস নাবিয়া এবট (Miss Nabia abbot)-ও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন :

Monogamous society at its worst is not free from prostitutes or the kept mistress or the Proverbial 'cat and dog' family life.[১]

একবিবাহ প্রথা প্রচলিত সমাজের নিকৃষ্টতম দিক এই—ইহা পতিতাবৃত্তি, রক্ষিতা, প্রণয়নী অথবা প্রবাদের 'কুকুর-বিড়াল'-এর পারিবারিক জীবন হইতে মুক্ত নহে।

ক্লেয়ার ম্যাক-ফারলেন বলেন ঃ

Whether the question is considered socially, ethically or religiously, it can be demonstrated that polygamy is not contrary to the highest standard of civilization. The suggestion offers a practical remedy for the western problems of the destitute and unwanted female. The alternative is contimed and increased prostitution, concubinage and distressing spinsterhood.[২]

সমাজ, নৈতিকতা বা ধর্ম, যে কোন দৃষ্টিকোণ হইতেই বিবেচনা করা হউক না-কেন, ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, বহুবিবাহ সভ্যতার উন্নততম মানের পরিপন্থী নহে। অসহায় ও পরিত্যক্তা পাশ্চাত্য নারীদের সমস্যা সমাধানের ইহাই একমাত্র উপায়। বহুবিবাহ-প্রথা গ্রহণ না করিলে পতিতাবৃত্তি

---

১. Fida Hussain Malik : Wives of the Prophet, p. 75

২. Clare Mc-Farlane : The Case for Polygamy

www.pathagar.com

অবিরতভাবে বৃদ্ধিই পাইবে এবং অবৈধ প্রণয়নী ও অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা মর্মান্তিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মহিলা চিন্তাবিদ ড. এ্যানি বেসান্ত (Dr. Annie Besant) ও ম্যাক-ফারলেন (Mc-Farlane) বহুবিবাহ-প্রথা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

It is a beneficial institution which can save womanhood from destitution and prostitution[১]

ইহা একটি কল্যাণজনক প্রথা যাহা নারীত্বকে অসহায়তা ও পতিতাবৃত্তি হইতে রক্ষা করিতে পারে।

উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবন হইতে বিবাহিত জীবনই যে নারীদের জন্য উত্তম, এই প্রসঙ্গে এনথনি এম. লুডুভিসি (Anthony M. Ludovici) বলেন ঃ

It seems eminently desirable to emphasise more than we have emphasised in the past the ideal of matrimony for every woman upto a certain age, and bring home to parents that marriage is what they must train them for..... Anything else that she may do must always be second best to this, and those who, by misrepresentation and appeals to vanity, persuade her while she is quite young that there are callings better than, or at least as good as, motherhood for her, are enemies not only of women but also of the species.

নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত প্রতিটি নারীর জন্যই বিবাহের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আমরা অতীতে যতটুকু জোরের সহিত বলিয়া আসিয়াছি, তদপেক্ষা অধিক জোরের সহিত ইহা প্রকাশ করার আবশ্যকতা আমরা অনুভব করিতেছি এবং মাতাপিতাকেও তদ্রূপভাবে অবহিত করা প্রয়োজন মনে করি যে, বিবাহ এমন এক বস্তু যাহার প্রতি কন্যাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা তাহাদের একান্ত কর্তব্য। .... অন্য যাহাকিছুই কন্যা করুক না-কেন, তন্মধ্যে ইহাই তাহার জন্য সর্বোত্তম। মর্যাদায় অপর সকলই ইহার পরবর্তী স্তরের। আর তাহার যৌবনকালে ভুল তত্ত্ব

১. Fida Husain Malik : of cit. P-76

www.pathagar.com

পরিবেশন এবং আত্মমর্যাদার প্রতি আবেদন জানাইয়া প্রেমিকদের আহবানে সাড়া দেওয়া মাতৃত্ব বরণ অপেক্ষা তাহার জন্য উৎকৃষ্ট বা ইহার সমকক্ষ বলিয়া যাহারা তাহাকে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহারা কেবল নারীদেরই শত্রু নহে; বরং সমগ্র মানব জাতির শত্রু।

Westermack তাঁহার Future of Marriage in the Western Civilization গ্রন্থে এমন অনেক লেখকের উল্লেখ করেন, যাঁহারা বহুবিবাহের অনুমতি প্রদানে আইন প্রণয়নের দাবি করিয়াছেন। তৎপর তিনি বলেন ঃ

Dr. Cope sees no objection to voluntary polygamy or polyaudry being permitted, if agreed to by all the parties. Under ordinary circumstances, he says, very few persons would be willing to make such a contract; but there are some cases of hardship which such permission would remady, such, for instance, would be case when the man or woman had become the victim of a chronic disease; or, where either party should be childless, and in other contingencies which can be imagined. For the most part, he adds, the best way to deal with polygamy is to let it alone. so also, according to Mr. Southern, the preference that most people give to monogamy is no reason why the state should enforce it.........................

Dr. Norman Haire, who maintains that legalised polygamy would offer many advantages to the majority of people, argues that if the children are supported by the state, there need be no tirmil to the number of legal mates.........................

In France Dr. Le Bon has predicted that the European legislation in the future will recognise polygamy ....A return to polygamy, the natural relationship

www.pathagar.com

between the sexes, would remedy many avils : Prostitution, venereal diseases, abortion, the miserq of illegitimate children, the misfortune of millions of unmarried woman, resulting from disproportion between the sexes, adultery, and even jealousy, since the disregarded wife would find consolation in her cognizance of not being secretly deceived by her husband..................................
A radical champion of polygamy is professor Christian von Ehrenfels who regards it as necessary for the preservation of the Aryan race.

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাহে অথবা নারী একাধিক স্বামী গ্রহণের ইচ্ছা করে, তবে ইহার অনুমতি প্রদানে কোন আপত্তি আছে বলিয়া ড. কোপ মনে করেন না। তিনি বলেন, সাধারণ অবস্থায় এইরূপ বিবাহে খুব কম লোকেই সম্মত হইবে। কিন্তু এমন অনেক দুঃখ-কষ্ট আছে যাহা বহুবিবাহের অনুমতি বিদূরীত করিবে। উদাহরণস্বরূপ যেমন, পুরুষ বা নারী দূরারোগ্য স্থায়ী রোগে আক্রান্ত থাকিতে পারে কিংবা আরও অনেক আকস্মিক সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। সুতরাং বহুবিবাহের পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু না বলাই উত্তম।.........

তদ্রূপ মি. সাউদার্ণের অভিমতও এই :

লোকে একবিবাহ প্রথা অধিকতর পসন্দ করে বলিয়াই ইহার পক্ষে বলপ্রয়োগের যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ রাষ্ট্রের নাই।

ড. নরম্যান হেয়ার অভিমত পোষণ করেন :

আইনসিদ্ধ বহুবিবাহ অধিকাংশ লোকের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিবে। তিনি বলেন, সরকার যদি সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে আইনানুগ স্ত্রী গ্রহণের কোন সংখ্যা নির্ধারণের আবশ্যকতা নাই।

ফ্রান্সের ড. লি বন ভবিষ্যদ্বাণী করেন :

আগামীতে ইউরোপের আইন বহুবিবাহকে স্বীকৃতি দান করিবে।................
নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত সম্পর্ক বহুবিবাহে প্রত্যাবর্তন বহু মন্দ ও অনিষ্ট হইতে

www.pathagar.com

রক্ষা করিবে—যেমন পতিতাবৃত্তি, যৌন ব্যাধি, গর্ভপাত, জারজ সন্তান-সন্ততির দুর্ভোগ-দুর্গতি, নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে লক্ষ লক্ষ মহিলার দুঃখ-কষ্ট, ব্যভিচার, এমনকি হিংসা, যেহেতু অবহেলিতা স্ত্রী এই বলিয়া সান্ত্বনা পাইবে যে, তাহার স্বামী তাহাকে গোপনে নিরাশ করে নাই।

প্রফেসর ক্রিশ্চিয়ান ভন এহ্‌রেন ফেল্‌স বহুবিবাহের একজন চরম সমর্থক। তিনি বহুবিবাহকে আর্যজাতির সংরক্ষণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন।

গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমরা উপরে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। এই সকল উদ্ধৃতি প্রমাণ করে, পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদগণ সমাজ হইতে পতিতাবৃত্তি, যৌন ব্যাধি, গর্ভপাত, লক্ষ লক্ষ অবিবাহিতা নারীর দুঃখ-কষ্ট ও ব্যভিচার নিরসন এবং বহুবিধ সামাজিক জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য বহুবিবাহের আবশ্যকতা কত তীব্রভাবে অনুভব করেন। আর এই সকল উক্তি ইহাও প্রমাণ করে যে, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই, তাঁহারা ইসলামের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে ইসলামের প্রতি সাদর আহবান জানাই।

বহুবিবাহ কেন

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ইসলামের আবির্ভাবের আগেই দুনিয়ার সকল ধর্মে ও জাতিতে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলাম ইহার উর্ধ্বসীমা চার-এ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। প্রয়োজনের তাগিদে সকল স্ত্রীর সহিত সুবিচারের শর্তে একজন পুরুষ চারিজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে। সুবিচার করিতে পারিবে না বলিয়া আশংকা হইলে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আবার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সামর্থ্য যাহার নাই, তাহাকে বিবাহ হইতে বিরত থাকিয়া রোযাদ্বারা কাম-বাসনা সংযত রাখিতে বলা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা সুন্দর ও বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে ?

মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক কারণে বহুবিবাহ আবশ্যক। উপরের আলোচনা দ্বারা ইহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তবু ইহা আরও একটু বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তাই এখানে আমরা ইহার বিভিন্নদিকের প্রতি একটু ইঙ্গিত করিয়া যাইব। এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সমস্যা আছে, বহুবিবাহ ব্যতিরেকে যাহার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নহে। সমস্যাসমূহ এই ঃ

www.pathagar.com

১. পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশী হওয়া। দ্বিবিধ কারণে ইহা হইতে পারে।

প্রথম ঃ স্বাভাবিক জন্মহার অনুযায়ীই দেখা যায়, দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই আনুপাতিক হিসাবে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক। নারী সংখ্যা শতকরা চারজন বেশী হইলেও একটি দেশের মোট লোকসংখ্যার মধ্যে ইহা এক বিরাট সংখ্যা হইয়া দাঁড়ায়। ধরুন, কোন দেশের মোট লোকসংখ্যা দশ কোটি। এইক্ষেত্রে অতিরিক্ত নারীর সংখ্যা শতকরা চারিজন হইলেও অতিরিক্ত নারীর সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশ লক্ষে। এই সকল নারীর কেহ কেহ হয়ত প্রচুর ধন-সম্পদ, পার্থিব উপভোগের সামগ্রী এবং বাড়ী-গাড়ী লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু সেই দেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকিলে তাহাদের একটি অত্যাবশ্যক অভাব কিছুতেই পূরণ হইবে না। এই অভাবের কোন বিকল্প নাই। এই অভাবের তাড়না কত তীব্র, ইহার যন্ত্রণা কত দুর্বিসহ, ভুক্তভোগী ছাড়া ইহা কেহই বুঝিতে পারিবে না। এই অভাবটি হইল মধুর স্বামী। বহুবিবাহের যাহারা বিরোধিতা করেন, এই অশান্ত নিঃসহায় নারীদের প্রতি একবার করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে তাহাদের প্রতি অনুরোধ জানাই।

দ্বিতীয় ঃ স্বাভাবিক জন্মহার অনুসারে পুরুষের সংখ্যা অল্প। তদুপরি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অপরাপর দৈব-দুর্বিপাকে মৃত্যুর কারণে পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যাইতে দেখা যায়। গত দুইটি মহাযুদ্ধে বহু সৈন্য নিহত হওয়ায় পুরুষের সংখ্যা খুব কমিয়া যায়। ফলে যুবতী বিধবা ও অসহায় অবিবাহিতা বালিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, জার্মানীর মহিলাগণ তখন বহুবিবাহ প্রথা অথবা ধারকরা স্বামী সরবরাহের দাবিতে শ্লোগান দেয়।

যাহাদের সব অভাব মিটিল, কিন্তু স্বামীর অভাব মিটিল না; তাহাদের কি গতি হইবে, একবার চিন্তা করুন। নারী-স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা যতই বলুন না-কেন, অবলা নারী পুরুষের দৃঢ় আবেষ্টন ও আশ্রয় ছাড়া কিছুতেই শান্ত থাকিতে পারে না। মানবাধিকারের ধ্বনিতে ময়দান মুখরিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই অবলা নারীদিগকে স্বামী পাওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন কেন? স্বামীর অভাবে শেষ পর্যন্ত তাহারা হয়ত ঘৃণ্য পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিবে, না হয় উপপত্নী ও গোপন প্রণয়িনী হইবে অথবা সতীত্ব অটুট রাখিয়া

www.pathagar.com

নিঃসহায় আশ্রয়হীনভাবে, অর্ধাহারে–অনাহারে ও অতি দুঃখ–কষ্টে জীবন নিপাত করিবে। একমাত্র বহুবিবাহ প্রথাই এই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান।

২. কোন কোন পুরুষ অসাধারণ শৌর্য–বীর্যের অধিকারী হইয়া থাকে, ইহা সর্বজনবিদিত সত্য। এমতাবস্থায় তাহাকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি না দিলে সে স্বীয় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অনিষ্ট করিবে। তথাপি সে তাহার উত্তপ্ত ও উদ্দীপনাময় কামনা পরিতৃপ্ত করিতে না পারিয়া বিবাহ বন্ধনের বাহিরে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদ্বিগ্ন থাকিবে। তদুপরি পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই একাধিক স্ত্রী কামনা করে (Polygamous)। কিন্তু নারী সাধারণত ইহার বিপরীত (Monogamous)। জীববিদ্যায় ইহা প্রমাণিত সত্য। ইহাও জীববিদ্যায় প্রমাণিত সত্য যে, রতিক্রিয়ার প্রভাব পুরুষের উপর যতটা হইয়া থাকে, নারীর উপর তদপেক্ষা অনেক বেশি ও প্রবল হইয়া থাকে। এই কারণেই দুনিয়ার সর্বত্র সর্বকালে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।

৩. দুরারোগ্য স্থায়ী ব্যাধি ও বন্ধ্যাত্বের কারণে স্ত্রী সন্তান জন্মদানের অযোগ্য থাকিতে পারেন। অথচ সন্তান লাভ মানুষের চিরন্তন কামনা। ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী স্বামীর কাম–বাসনাও সম্যকরূপে পূরণ করিতে পারিবেন না, এমতাবস্থায় স্বামী কি করিবেন? তিনি কি পূর্ব স্ত্রীকে তালাক দিয়া অপর স্ত্রী গ্রহণ করিবেন? তাহা হইলে এই তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে তো কেহই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে চাহিবে না। তিনি একেবারে নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবেন; তাঁহার ভরণ–পোষণেরও কেহ থাকিবে না। সুতরাং ইহাই কি উত্তম ব্যবস্থা নহে যে, স্বামী নিঃসঙ্কোচে অপর স্ত্রী গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার পূর্ব স্ত্রীও স্ত্রীরূপেই তাঁহার আশ্রয়ে সসম্মানে বসবাস করিতে থাকিবেন? বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেই ইহা সম্ভব।

৪. স্বামীর কামভাব নিত্য, অবিরতভাবেই থাকে। কিন্তু স্ত্রীর রহিয়াছে প্রতিমাসে তিন হইতে দশ দিনের ঋতুস্রাব এবং সন্তান প্রসবের পর অনধিক চল্লিশ দিনের নেফাস। এই উভয় সময়ে স্ত্রী–সহবাস নিষিদ্ধ। নেফাসের পরও স্বামীসঙ্গ বরদাশতের শক্তি–সামর্থ্য অর্জনে তাহার কিছুদিন সময় লাগিয়া যায়। আবার গর্ভকালে, বিশেষত পরিণত অবস্থায় সহবাসে গর্ভধারিণী ও গর্ভস্থিত সন্তানের অনিষ্ট হয় বলিয়া অনেকেই মনে করেন। কাজেই প্রতি মাসে দশদিন, সন্তান প্রসবের পর চল্লিশদিন এবং গর্ভাবস্থায় বিরতি, এই দীর্ঘকাল যদি আপনার স্বামী সংযম রক্ষা করিয়া থাকিতে না

www.pathagar.com

পারেন, তবে তাঁহাকে বিপথে যাইতে দেওয়া কি তাঁহার প্রতি আপনার ভালবাসার পরিচয় হইবে? বরং তাঁহার একান্ত প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে অপর স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদানই কি তাঁহার প্রতি আপনার ভালবাসার নিদর্শন নহে?

৫. নারী বৎসরে মাত্র একবার গর্ভধারণ করিতে পারে। অপরদিকে পুরুষ সবসময়ই বীজ বপনের কার্য সম্পাদনে সক্ষম। আবার নারীর কামভাব থাকে মাত্র ৪০/৫০ বৎসর পর্যন্ত। কিন্তু পুরুষের কামভাব থাকে তাহার সত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত। এমতাবস্থায় ৪০/৫০ বৎসর বয়সে স্ত্রী যখন অক্ষম হইয়া পড়েন, তৎপর ২০/৩০ বৎসরের দীর্ঘকাল স্বামী কিরূপে অতিবাহিত করিবেন?

তদুপরি আরও লক্ষ্য করুন; সন্তান জন্মদানের উপযোগী এবং অধিকসংখ্যক সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা আছে, এমন নারীকে বিবাহ করার নির্দেশ হাদীস শরীফে রহিয়াছে—যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অপরাপর উম্মতের উপর হাশরের দিন ফখর করিতে পারেন। আবার কোন কোন সময় দেশে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির আবশ্যকতাও দেখা দেয়।

এই সমস্ত কারণে সঙ্গতিসম্পন্ন স্বামী যদি তাহার পূর্ব স্ত্রী রাখিয়াই অপর স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাহেন, তবে তাহার দোষ কোথায় ? আর আপনারই বা ইহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? অপরপক্ষে বহুবিবাহ প্রথা চালু না থাকিলে স্বামী যদি অপরিহার্য কারণে পূর্ব স্ত্রীকে তালাক দিয়া অপর স্ত্রী গ্রহণে বাধ্য হন, তবে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার কি অবস্থা হইবে ?

৬. অধিকাংশ লোকেই বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা এমনকি দরিদ্র কুমারীকেও বিবাহ করিতে চাহে না। বরং উচ্চ বংশীয়া ধনবতী কুমারীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে। এমতাবস্থায় সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাদের পূর্ব স্ত্রী রাখিয়াই এই সকল বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও দরিদ্র নারীদিগকে বিবাহ করিতে রাযী হইলে তাহাদেরও কূল হইয়া যায় এবং নানাবিধ সামাজিক সমস্যারও উদ্ভব হয় না।

৭. সৎপাত্রে কন্যাদানই সকল মাতাপিতার একান্ত কামনা। অবিবাহিত সৎপাত্র পাওয়া না গেলে অনুপযুক্ত অবিবাহিত পাত্র অপেক্ষা পূর্ব-স্ত্রীসহ সৎপাত্রই তাঁহারা অধিক পসন্দ করিয়া থাকেন। কিন্তু বহুবিবাহের অনুমতি না থাকিলে অগত্যা তাহাদিগকে অনুপযুক্ত পাত্রেই কন্যাদান করিতে হইবে।

www.pathagar.com

সুতরাং এই আলোচনা হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, একমাত্র বহুবিবাহ প্রথাই পতিতাবৃত্তি, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নারী-পুরুষ সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এবং ইহার মাধ্যমেই সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

বহুবিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হইলে নারীর অভাব দেখা দিবে এবং পুরুষেরা বিবাহের জন্য মেয়ে পাইবে না—এইরূপ আশংকার কোন কারণ নাই। কারণ, নিতান্ত ঠেকায় না পড়িলে পুরুষেরা সাধারণত একাধিক বিবাহ করে না। বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে এমন দেশসমূহই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একাধিক বিবাহের পূর্বেই তাহাদের অর্থনীতিতে ইহার কি প্রভাব পড়িবে এবং কোন প্রকার পারিবারিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখে। তদুপরি এক স্ত্রী আছে, এইরূপ ব্যক্তিকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত, এমন স্ত্রীও সহজে মিলে না।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

তালাক

বিবাহ আজীবন প্রীতি-বন্ধন

নারী-পুরুষের আনন্দ-ঘন মিলনে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা আজীবন প্রীতিবন্ধন, সাময়িক প্রেম-নিবেদন নহে। স্বামী-স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন এই পবিত্র বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে না। পবিত্র কুরআনে ইহাকে 'মীসাকান গালীজান'-অতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিরূপে অভিহিত করা হইয়াছে।[১]

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা বিবাহ কর; কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইবে না।" অতএব, বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন কারণ যাহাতে না ঘটে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা স্বামী-স্ত্রী ও মুরব্বিগণের একান্ত কর্তব্য।

তালাক ঘৃণ্যতম কাজ

বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তালাক বৈধ ও আবশ্যক হইয়া পড়িলেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হালাল কার্যের মধ্যে ইহাই ঘৃণ্যতম কাজ বলিয়া হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে। স্ত্রীকে পসন্দ না হইলেও তাহাকে লইয়া বসবাস করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার তাকীদ ইসলাম দিয়াছে। কারণ, তালাক বৈধ হইলেও ইহা একটা চরম দণ্ড ও নিষ্ঠুরতম শাস্তি। ইহাতে স্বামী-স্ত্রী যে মধুর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, সেই সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ২১

www.pathagar.com

বৈধ কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা অপসন্দনীয় কাজ হইল তালাক।[১]

তোমরা বিবাহ কর; কিন্তু তালাক দিও না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা স্বাদ সন্ধানকারী এবং স্বাদ সন্ধানকরিণীদিগকে পসন্দ করেন না।

অর্থাৎ যে পুরুষ এক স্ত্রীকে তালাক দিয়া অপর স্ত্রীর স্বাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে এবং যে নারী এক স্বামী হইতে তালাক লইয়া অপর স্বামীর স্বাদ গ্রহণ করিতে চাহে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পসন্দ করেন না।

অপরিহার্য কারণে তালাকের ব্যবস্থা

তালাক ঘৃণ্যতম কাজ হওয়ার অর্থই হইল কেহই যেন পারতপক্ষে এই কাজে অগ্রসর না হয় এবং ইহাকে খামখেয়ালী ব্যাপার বলিয়া মনে না করে। আর ইহাও যেন খুব ভালরূপে স্মরণে থাকে, যে পুরুষ তালাক দেয় এবং যে নারী তালাক চায়, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি ইসলাম বাস্তবকে অস্বীকার করে না। কারণ, ইহা বাস্তবমুখী জীবন-ব্যবস্থা। সুতরাং যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক মিলমিশের কোন প্রকার সম্ভাবনাই বাকী থাকে না এবং তালাক দিলে যতটুকু অনিষ্ট হয়, তালাক না দিলে তদপেক্ষা অধিক অনিষ্টের প্রবল আশংকা থাকে, কেবল এমন স্থানেই শরীঅত তালাকের অনুমিত প্রদান করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, নর-নারীকে বিবাহ বন্ধনের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তালাক ইহার অনুসিদ্ধান্ত মাত্র। বিবাহ শর্তাধীনে একটি চুক্তি। সুতরাং চুক্তির শর্ত প্রতিপালিত না হইলে চুক্তি ভঙ্গ হইতে বাধ্য। আমেরিকার এক মহিলা সমাজবিজ্ঞানী বলেন ঃ

With freedom to choose gose the right to change one's mind. If past mistakes one to be reparable in every other field of human relations. Why should marriage be the one exception (Male and Feamle)?

---

১. আবূ দাঊদ

www.pathagar.com

পসন্দ করিবার স্বাধীনতার সাথে সাথেই মন পরিবর্তনের অধিকার স্বীকৃত হইয়া থাকে। মানবের পূর্বকৃত সকল ভুল যদি সংশোধনের উপযোগী হইয়া থাকে, তবে একমাত্র বিবাহই ইহার ব্যতিক্রম হইবে কেন?

সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায়ই তালাক অসমর্থনযোগ্য, এই ধারণা হিন্দু ও খ্রীস্টান ধর্ম হইতেই দুনিয়াতে প্রসার লাভ করিয়াছে। অথচ ইহার বিরুদ্ধাচরণ সর্বত্র চলিয়াছে। কারণ, বিবাহ বিচ্ছেদ দুনিয়ার সকল দেশে, বিশেষত খ্রীস্টান জগতে অহরহ ঘটিতেছে এবং ইহা পারিবারিক জীবনের ভিত্তি ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। আজকাল খ্রীস্টানগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তালাক বহু পারিবারিক জটিল সমস্যার সমাধান দান করে। সুতরাং তালাক সর্বাবস্থায় 'অসমর্থনযোগ্য'— তাহাদের এই ধারণার অবাস্তবতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

বিবাহ বন্ধনে দুইটি প্রাণ মিলিয়া-মিশিয়া আজীবনের জন্য একেবারে এক হইয়া পড়ে। ইহা অতি উত্তম। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কখনও ইহার ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কারণ, বিভিন্ন লোকের ধাত ও প্রকৃতি বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশের সম্ভাবনা যেখানে মোটেই নাই, সেখানেই শরীঅত অগত্যা তালাকের অনুমতি দিয়াছে।

তালাকের অধিকার স্বামীকে প্রদান করা হইয়াছে বটে; কিন্তু সে যেন ইহা অন্যায়ভাবে ব্যবহার না করে, তজ্জন্য তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যায় করিলে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন ঘোষণা করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَاِنْ عَزَمُوْا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

আর তাহারা যদি তালাকই দিতে সংকল্প করে তবে (তাহারা যেন মনে রাখে) আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।[১]

তালাকের নিয়ম

যাহাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, নিমিষের মধ্যে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিতে ইসলাম অনুমতি দেয় না; বরং

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ২২৭

www.pathagar.com

তালাকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও স্ত্রীকে সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল চালাইয়া যাইবার নির্দেশ দেয়। কারণ, তালাকদ্বারা কেবল স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই বিপর্যয় ঘটে না; বরং তাহাদের সন্তান-সন্ততির জীবনেও ইহার অনিষ্ট প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অতএব, একেবারে নিরুপায় না হইলে এই ঘৃণ্য ব্যবস্থা অবলম্বন না করাই উত্তম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

> স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও। তৎপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদিগকে প্রহার কর। যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হইয়া পড়ে তবে তাহাদের বিরুদ্ধে (নির্যাতনের) কোন পথ অন্বেষণ করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ। আর যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা কর, তবে তোমরা তাহার (স্বামীর) পরিবার হইতে একজন এবং তাহার (স্ত্রীর) পরিবার হইতে একজন সালিশ নিযুক্ত করিবে। যদি তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায়, তবে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।[১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে প্রদান করা হইয়াছে। স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য শেষ পর্যন্ত যে পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে, কেবল এই সম্বন্ধে একটু বিশ্লেষণ এখানে করা হইবে।

যে পদ্ধতির কথা আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে তাহা এই ঃ

১. স্ত্রীকে সদুপদেশ প্রদান, ২. তাহার শয্যা পৃথক করিয়া দেওয়া ও তাহার সহিত যৌন মিলন বর্জন; ৩. তাহাকে প্রহার করা ও ৪. স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিশ গঠন।

দোষে-গুণেই মানুষ। আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম ব্যতীত অপর কেহই একেবারে নির্দোষ নহে। সুতরাং যাহার দোষ বেশি, সেই দোষী এবং যাহার দোষ কম, সেই গুণী। এই সত্য স্বীকার করিয়াই সহনশীলতা ও ধৈর্যের সহিত স্বামী-স্ত্রীকে সংসার-সাগর পাড়ি দিতে হইবে। আর ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝির দরুনই পরস্পরের মধ্যে বিতৃষ্ণা, বিরক্তি ও মন কষাকষির সৃষ্টি হইয়া থাকে। আর ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, অপরের দোষের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩৪-৩৫

www.pathagar.com

বরং তাহার গুণের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং নিজের গুণের দিকে না তাকাইয়া বরং নিজের দোষের দিকে দৃষ্টি রাখার নির্দেশ শরীঅত প্রদান করিয়াছে।

এই সকল দিকে পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখিয়া প্রেম-প্রীতি ও ধৈর্যের সহিত স্ত্রীকে সংশোধনের উপদেশ দিতে হইবে। পূর্বের কোন ব্যাপার লইয়া তাহাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করা যাইবে না। বিবাহ-বিচ্ছেদ অতি মন্দ ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিতান্ত ঘৃণ্য বস্তু। আর ইহাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনে বিপর্যয় নামিয়া আসে এবং ইহার কুফল সন্তান-সন্ততিকেও ভোগ করিতে হয়।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া নম্রতার সহিত সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে।

এইরূপ উপদেশের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে একত্রে শয্যাগ্রহণ ও সহবাস বর্জন করিতে হইবে। শয্যা পৃথক করিয়া দিলে স্ত্রীর নারীত্বে প্রচণ্ড আঘাত লাগিবে সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় সংশোধিত ও স্বামীর বশীভূত হইয়া যাওয়াই স্ত্রীর জন্য স্বাভাবিক। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে হইবে।

এই তদবীরও কার্যকার না হইলে স্ত্রীকে সামান্য প্রহার করিতে হইবে। এই সম্পর্কেও দরকারী আলোচনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে।

প্রহারেও সংশোধন না হইলে অবশেষে স্বামীর পক্ষ হইতে একজন এবং স্ত্রীর পক্ষ হইতে একজন সালিশ নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করিবেন এবং খোলা মন লইয়া আন্তরিকতার সহিত বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা যদি আন্তরিকতার সহিত নিষ্পত্তির চেষ্টা করেন, তবে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করিয়া দিবেন বলিয়াও আলোচ্য আয়াতে আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছে।

এই সালিশও স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ নিষ্পত্তিতে সফল না হইলে তালাক ছাড়া তখন আর কোন পথ থাকে না। কিন্তু এই অবস্থাতেও একবারে তিন তালাক দিয়া স্ত্রীকে বিদায় করিয়া দিতে শরীঅত স্বামীকে অনুমতি দেয় না। শেষ পর্যন্ত মিলিয়া-মিশিয়া বসবাস করিতে অক্ষম হইলে তালাক দেওয়ার অধিকার অবশ্যই স্বামীর আছে কিন্তু একবারে তিন তালাক দিয়া স্ত্রীকে বিদায় করা জায়েয নহে; বরং প্রতি মাসে একটি করিয়া (স্ত্রী যখন ঋতুবতী না থাকে তখন) তিন মাসে তিন তালাক দিতে হইবে। স্ত্রী ঋতুবতী না হইয়া বরং পাক-পবিত্র থাকিলেই তাহার প্রতি স্বামীর স্বাভাবিক আকর্ষণ ও আসক্তি বেশি থাকে। এই কারণেই স্ত্রী পবিত্র থাকাকালীন তালাক দেওয়ার নিয়ম

www.pathagar.com

রহিয়াছে। এই পদ্ধতিতে তালাক দিলে তৃতীয় মাসের শেষ নাগাদ ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখার সুযোগ হইবে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ও মিলমিশের কোন সুবিধা বাহির হইয়া আসে কিনা; স্ত্রীর আচরণে স্বামীর পসন্দনীয় কোন পরিবর্তন ঘটে কিনা অথবা স্বামীর মনোভাবে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় কিনা।

এক তালাক দেওয়ার পরও শেষ তালাক না দেওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা পূর্বের ন্যায়ই চলিতে থাকিবে। বিচিত্র কি যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ভাব হঠাৎ জাগিয়া উঠিবে? এর মধ্যে সহবাস এমনকি সঙ্গমের আনুসঙ্গিক কোন কার্য করিলে পূর্বে যে তালাক শব্দ স্বামী উচ্চারণ করিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতেও কোন সুফল পাওয়া না গেলে শেষ তালাক ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তৃতীয় মাসে ঋতু হইতে পাক হওয়ার পর স্ত্রীকে শেষ তালাক দিলে তালাক পূর্ণ হইল। এখন আর সে এই স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারে না। তবে এই নারীকে যদি কোন ব্যক্তি বিরাহ করে এবং সম্ভোগের পর সে তাহাকে তালাক দেয়, তখন পূর্ব স্বামী ইদ্দতের পর তাহাকে বিবাহ করাতে কোন দোষ নাই।

বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) তাঁহার স্ত্রীকে ঋতুকালীন অবস্থায় এক তালাক দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইহা জানিতে পারিয়া বলেন ঃ

হে ইব্‌নে উমর! তুমি ভুল পথ অবলম্বন করিয়াছ। সঠিক পদ্ধতি হইল এই ঃ ঋতু হইতে পাক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তৎপর পাক হইলে এক তালাক বল এবং পরবর্তী হায়েযের পর পাক হইলে দ্বিতীয় তালাক বল। আবার ঋতুবতী হওয়ার পর পাক হইলে তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তোমার স্ত্রীকে রাখিবে, কি না রাখিবে।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

লোকেরা যদি সততার সহিত তালাকের শর্তাবলী মান্য করিত, তবে কেহই পরে তাহার স্ত্রীর বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ অনুভব করিত না।

অনিয়মে তালাকের শাস্তি

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ ও আপস-মীমাংসার কোন পথ বাহির হইয়া আসে কিনা দেখার জন্যই তিন মাসে তিন তালাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একেবারেই

www.pathagar.com

তিন তালাক দিলে ইহার কোন সুযোগ থাকে না। বর্ণিত আছে, একবারে যাহারা তিন তালাক দেয়, হযরত উমর (রা) তাহাদিগকে দুর্‌রা মারিতেন।

একবারে যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তাহার সম্পর্কে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা)–কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে সে ব্যক্তি অপরাধী।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ

শেষ তালাকের পরই স্ত্রীকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার অনুমতি ইসলাম স্বামীকে দেয় না; বরং তাহার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, ইদ্দত (অপেক্ষাকাল) শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে গৃহের বাহির করা যাইবে না। এই সময়ে তাহার ভরণ–পোষণ করাও স্বামীর দায়িত্ব। আর এই সময়ে সে স্বামীর বাড়ীতেই পৃথক গৃহে অবস্থান করিবে, অন্যত্র যাইবে না এবং স্বামী–স্ত্রী তখন কেহই কাহারও সহিত দেখা–সাক্ষাত করিতে পারিবে না।

তালাক হওয়ার পর যে সময়ের মধ্যে নারী পুনরায় অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে না, ইহাকে ইদ্দত বলে। এই ইদ্দত তিনটি মাসিক ঋতুকাল অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। আর যাহারা হায়েয হইতে নিরাশ হইয়াছে এবং যাহাদের এখনও হায়েয আসে নাই, তাহাদের ইদ্দত হইল তিনটি চান্দ্র মাস। তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে তাহার ইদ্দত হইল গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ –

আর যে সকল স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়া হইয়াছে তাহারা তিনটি মাসিক ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিবে।[১]

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ ط وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا –

---

১. আল–কুরআন, ২ ঃ ২২৮

www.pathagar.com

তোমাদের যে সকল স্ত্রীর ঋতুবতী হওয়ার আশা নাই, তাহাদের ইদ্দতকাল সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হইলে জানিয়া রাখ, তাহাদের ইদ্দতকাল তিন মাস এবং যাহাদের এখনও হায়েয আসে নাই, তাহাদের ইদ্দতকাল অনুরূপ (তিন মাস)। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌কে যে ব্যক্তি ভয় করে, আল্লাহ্ তাহার বিষয়ের সমাধান সহজ করিয়া দিয়া থাকেন।[১]

স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রীর ইদ্দতকাল হইল চার মাস দশ দিন।[২]

স্ত্রীর তালাকপ্রাপ্তির সুযোগ

স্ত্রীর তালাকপ্রাপ্তির ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। কারণ, নর-নারীর সাম্যের গালভরা কথা বলা হইলেও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। অবশ্য মানবাধিকারে নারী-পুরুষ সমান। কিন্তু নারী যে বুদ্ধিমত্তায় পরিপক্ক থাকে না, অতি সহজেই তোষামোদ ও প্রতারণার শিকার হইয়া পড়ে এবং অধিকাংশ সময়ই আবেগে পরিচালিত হয়, এই সত্য কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। আর ইহাও সত্য যে, পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত কোন নারীই নিজেকে নিরাপদ বলিয়া মনে করে না। শক্তির আশ্রয়ে তাহাকে থাকিতেই হয়। অন্যথায় জীবন-যাত্রার পথে তাহার সমূহ বাধা-প্রতিবন্ধকতার আশংকা থাকে। জীবন-যাত্রার পথে একমাত্র স্বামীই তাহার আপনজন। এমতাবস্থায়, স্বামীই যদি তাহার প্রতি একগুঁয়ে, অবাধ্য ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তবে তাহার পক্ষে সরকারের আশ্রয় গ্রহণই শ্রেয়ঃ।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবাধ্য ও বিদ্রোহী হওয়ার কারণ স্ত্রীই উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। তালাক তো নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ঘৃণ্য। অতএব, স্বামীর অবাধ্যতা দূরীকরণ এবং তাহার সহিত মিলমিশ ও মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। স্বামীকে আয়ত্ত ও বশীভূত করার সকল কলা-কৌশল ও যন্ত্রপাতি তাহার নিকটই রহিয়াছে।

---

১. আল-কুরআন, ৬৫ : ৪
২. ঐ, ২ : ২৩৪

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রীর মিলমিশের জন্য স্ত্রীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহাদের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে তালাক গ্রহণই স্ত্রীর জন্য উত্তম ব্যবস্থা। স্ত্রী তালাক চাহিলে বিবাহে স্বামীর যে ব্যয় হইয়াছে, উহা দাবি করার অধিকার স্বামীর আছে। তাহার দাবি-দাওয়া পূরণে অথবা যে কোন উপায়ে তাহাকে সম্মত করিয়া তালাক লইলেই তালাক বৈধ হইবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ - فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

তবে যদি তাহাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তাহারা আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তাহারা আল্লাহ্র সীমারেখা (বাস্তবিকই) রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না—এমতাবস্থায় স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে (স্বামী হইতে) নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে ইহাতে (স্বামী-স্ত্রীর) কাহারও কোন দোষ নাই। এই সকল আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব, তোমরা উহা লংঘন করিও না এবং যাহারা আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমারেখা লংঘন করে, তাহারাই অত্যাচারী।[১]

আপস-মীমাংসায় স্বামী তালাক দিতে সম্মত না হইলে স্ত্রীকে আদালতের আশ্রয় লইতে হইবে। স্বামী নিজে নিজেই তালাক দিতে পারে অথচ স্ত্রীকে এইজন্য আইনের আশ্রয় লইতে হইবে, ইহা বিষদৃশ্য মনে হইতে পারে বটে। কিন্তু অবলা নারীর পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপই নিতান্ত আবশ্যক। অন্যথায় স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীর পথে নানারূপ বাধা-প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে। নিজের স্বার্থেই স্ত্রীকে এই পথ ধরিতে হইবে এবং ইহাই তাহার জন্য সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবস্থা। নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারের শরণাপন্ন হওয়ার রীতি দুনিয়ার সর্বত্র, এমনকি পাশ্চাত্য দেশসমূহেও বিদ্যমান আছে।

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ২২৯

www.pathagar.com

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সাবিত ইবন কায়স (রা)-এর স্ত্রী হযরত জামীলাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বামী হইতে তালাকের আবেদন পেশ করেন। তিনি তাঁহার অভিযোগ শ্রবণ করেন এবং বলেন ঃ সে তোমাকে যে বাগানটি দান করিয়াছে, ইহা কি তুমি তাহাকে ফিরাইয়া দিবে? তিনি বলেন-হাঁ; এবং তিনি চাহিলে ইহার অতিরিক্তও দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে অতিরিক্ত দিতে নিষেধ করেন এবং হযরত সাবিত (রা)-কে বাগানটি গ্রহণ করিয়া স্ত্রীকে তালাক দিতে নির্দেশ দেন।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

জীবন-যাত্রার রূপরেখা

জীবনের লক্ষ্য

আল্লাহ্ তা'আলার অমোঘ বিধানে দুইটি প্রাণ বিবাহের মাধ্যমে প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। ইহা শাশ্বত, অবিনশ্বর। সারাটি জীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে একান্ত আপন করিয়া নেয়। একের সুখে অপরের সুখ, একের দুঃখে অপরের দুঃখ। এই সম্পর্ক ক্ষণিকের নহে; বরং উভয়ে ঈমান লইয়া মৃত্যুবরণ করিলে পরকালে বেহেশতেও তাহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করিতে পারিবে। মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে না। এই পার্থিব জীবনের অবসানে তাহারা লাভ করিবে এক চিরস্থায়ী জীবনের অধিকার। আর এই দুনিয়াতে কিভাবে তাহারা জীবন-যাপন করে, ইহারই উপর নির্ভর করিবে পরকালীন জীবনের সুখ-দুঃখ। সুতরাং তাহাদের সকল ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, চাল-চলন, কার্যকলাপ ও গতিবিধি এই বিশ্বাসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ না হইলে জীবন-যাত্রা সার্থক ও সফল হইতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা কিছুটা স্বাধীনতা দিয়া মানুষকে তাঁহার খলীফা (প্রতিনিধি) হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন। এই খিলাফতের (প্রতিনিধিত্বের) দায়িত্ব তাহাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। এইজন্য তিনি তাহাকে জানিবার, উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন; ভাল-মন্দ বুঝিবার শক্তি দিয়াছেন। তাহাকে খলীফা পদে অভিষিক্ত করার কালেই এ কথা উত্তমরূপে জানাইয়া দিয়াছেন। এই বিশ্বচরাচরে মানব-দানব, জীব-জন্তু, পশু-পাখী, প্রাণী-অপ্রাণী যত কিছু আছে, এই সকলের একমাত্র তিনিই মনিব, মা'বূদ, মালিক, প্রভু ও সর্বাধিনায়ক। আর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে মানুষ একেবারে স্বাধীন নহে এবং অপরপক্ষে অন্য কাহারও গোলাম নহে; বরং সারাটি জীবন একমাত্র তাঁহারই গোলামী ও বন্দেগী করিয়া

www.pathagar.com

যাইতে হইবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কেহই তাহার আনুগত্য ও বন্দেগী পাওয়ার অধিকারী নহে। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে মানুষকে যে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে, ইহা একমাত্র পরীক্ষার নিমিত্ত।[১] ইহার পর তাহাকে অবশ্যই তাঁহার মহান দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। তখন তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, জীবন সংগ্রামে কে উত্তীর্ণ হইল আর কে অকৃতকার্য হইল। এই শেষ বিচারে উত্তীর্ণ হওয়াই মানুষের সফলতা।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলাকে একমাত্র ইলাহ (ইবাদত-বন্দেগী, উপাসনা-অর্চনা ও আনুগত্যের উপযোগী সত্তা এবং সার্বভৌমত্বের অধিকারী) মানিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। তিনি যে বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে এবং শেষ পরীক্ষায় সফলতা লাভ না করিলেই নয়, ইহা স্মরণ রাখিয়াই জীবন-যাত্রা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-নিষেধের বিপরীত পথ অবলম্বন করিলে শেষ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া অতি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের দোযখে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে এবং তাঁহার বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলে অনন্ত সুখের আকর জান্নাতের চিরস্থায়ী অধিবাসী হওয়া যাইবে।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ -

একমাত্র আমার ইবাদত-বন্দেগী ও দাসত্ব করিবার জন্যই আমি মানুষ ও জিন্নকে সৃষ্টি করিয়াছি।[২]

অর্থাৎ আমি তাহাকে অপরের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করি নাই; বরং কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি। আর যেহেতু আমিই তাহার সৃষ্টিকর্তা, এইজন্য কেবল আমার ইবাদত করাই তাহার উচিত। কারণ, অপর কেহই যখন তাহাকে সৃষ্টি করে নাই; তখন তাহার ইবাদত লাভের অধিকার অপরের কিরূপে থাকিতে পারে? আর তাহার সৃষ্টিকর্তা যখন আমি, তখন অপরের ইবাদত করা তাহার পক্ষে কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

---

১. আল-কুরআন, ৬৭ ঃ ২
২. ঐ, ৫১ ঃ ৫৬

www.pathagar.com

প্রশ্ন হইতে পারে, আল্লাহ্ কেবল জিন্ন ও মানুষের সৃষ্টিকর্তাই নহেন; গোটা বিশ্বে যাহা কিছু আছে, এই সবই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। এমতাবস্থায় জিন্ন ও মানুষকেই কেবল তাঁহার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে—বলা হইল কেন, যেখানে সমগ্র সৃষ্টিরাজিই তাঁহার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে? ইহার উত্তর এই, কুল-মাখলূকাতের মধ্যে জিন্ন ও মানুষই কেবল এমন সৃষ্টি, যাহাদিগকে তাঁহার ইবাদত করা না-করার স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। তাহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহার ইবাদত করিতে পারে; আবার তাঁহার ইবাদত না করিয়া অপরের ইবাদতও করিতে পারে। কিন্তু জিন্ন ও মানুষ ব্যতীত আর যত মাখলূকাত আছে, তাহাদিগকে এই প্রকার স্বাধীনতা প্রদান করা হয় নাই। আল্লাহ্‌র ইবাদত হইতে বিরত থাকা অথবা তাঁহার ইবাদত ব্যতীত অপর কাহারও ইবাদত করার মূলত কোন ক্ষমতাই উহাদের নাই। এইজন্য এখানে কেবল ও জিন্ন ও মানুষ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। তাহারা নিজেদের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য অবলম্বন না করিয়া অপরের দাসত্ব করিলে তাহাদের নিজস্ব প্রকৃতিরই বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। তাহাদের জানা উচিত, সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অপর কাহারও দাসত্বের জন্য তাহাদিগকে পয়দা করা হয় নাই। তাহাদিগকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, ইহাকে অন্যায় ও অশুভ কাজে প্রয়োগ না করাই তাহাদের জন্য সোজা ও সরল পথ। তাহাদের দেহের প্রতিটি লোম পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের কোন কর্তৃত্বই ইহাদের উপর চলে না। অতএব, তাহাদের ইচ্ছাধীন বিষয়েও তাহাদের যেন তদ্রূপ সন্তুষ্টচিত্তে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতেই নিবিষ্ট থাকে।

আলোচ্য আয়াতে 'ইবাদত' শব্দ কেবল নামায, রোযা এবং এই ধরনের আনুষ্ঠানিক ইবাদতের অর্থেই ব্যবহৃত হয় নাই যাহাতে কেহ মনে করিতে পারে, জিন্ন ও মানুষকে শুধু নামায, রোযা এবং তাসবীহ্-তাহ্‌লীলের জন্যই পয়দা করা হইয়াছে। যদিও এই সমস্তই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদতই সমগ্র ইবাদত নহে; বরং ইহার আসল মর্ম হইল এই, জিন্ন ও মানুষকে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও পূজা-অর্চনা, আরাধনা-উপাসনা, আনুগত্য ও ফরমাঁবরদারী করার উদ্দেশ্যে এবং অপর কাহারও নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ার জন্য পয়দা করা হয় নাই। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট অবনত হওয়া, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে অপর কাহারও আদেশ-নিষেধ মান্য করা, অপর কেহ তাহাদের ভাগ্য

www.pathagar.com

গঠন ও ধ্বংস করিতে পারে বলিয়া মনে করা এবং অপর কাহারও নিকট আবেদন-নিবেদনের হস্ত সম্প্রসারিত করা তাহাদের কাজ হইতে পারে না।[১]

মোটকথা, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। অতএব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত দীন—জীবন-বিধান বিনাদ্বিধায় সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে। কোন কোন বিষয়ে আল্লাহ্র আইন মানিয়া চলা এবং অন্যান্য ব্যাপারে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মানব রচিত আইন-কানূন মানিয়া চলাকে আল্লাহ্র ইবাদত বলে না।[২] মুসলমান সর্বক্ষেত্রেই মুসলমান। মুসলমান জীবনের সর্বক্ষেত্রেই একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করিবে, অপর কাহারও নহে।[৩] কাবা শরীফ, মসজিদ ও স্বীয় গৃহে আল্লাহ্র আইন মানিয়া চলিব এবং বহির্বাটিতে, কাজ-কারবারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় মানব-রচিত আইন মানিয়া চলিব, ইহা মুসলমানের পরিচয় নহে। বরং সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া আইন-কানূন মানিয়া চলার নামই ইসলাম। আর উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহা কুফর ও শিরক হইয়া পড়ে।[৪]

পবিত্র কুরআনের একখানা আয়াত এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্ পাক বলেন :

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের পণ্ডিতগণ এবং সংসার-বিরাগিগণকে তাহাদের রব্বরূপে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়াছে।[৫]

এই আয়াতে খ্রীস্টানদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। হাদীস শরীফে উক্ত আছে, হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) প্রথমে খ্রীস্টান ছিলেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন—এই আয়াতে আমরা আমাদের পণ্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগিগণকে আমাদের রব্বরূপে গ্রহণ

১. আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন, সূরা যারিয়াহ, টিকা নম্বর ৫৩
২. আল-কুরআন, ২ : ৮৫
৩. ঐ, ২ : ২০৮
৪. ঐ, ৫ : ৪৪; ৩৩ : ৩৬
৫. ঐ, ৯ : ৩১

www.pathagar.com

করিয়াছি বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, ইহার কারণ কি? তিনি বলেন : ইহা কি সত্য নহে যে, তাহারা যাহা হারাম (অবৈধ) করিয়া দিত, তোমরা ইহাকে হারাম মানিয়া লইতে এবং তাহারা যাহা হালাল (বৈধ) করিয়া দিত, তোমরা ইহাকে হালাল মানিয়া লইতে? তিনি নিবেদন করেন—ইহা তো আমরা অবশ্যই করিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইহাতেই তাহাদিগকে রব্বরূপে গ্রহণ করা হইল।

এই হাদীসে প্রমাণিত হয়, কুরআন–সুন্নাহকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা জীবন-বিধান, শাসনতন্ত্র রচনা করে এবং হারাম–হালাল নির্ধারণ করে, তাহারা স্বেচ্ছায় খোদায়ী আসন দখল করিয়া লইয়াছে। আর যাহারা তাহাদের জীবন–বিধান রচনার এই অধিকার স্বীকার করিয়া নেয়, তাহারাও উহাদিগকে নিজেদের রব্বরূপে গ্রহণ করিয়া লইয়া থাকে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, ইসলাম বিভাজ্য নহে এবং আংশিক আনুগত্যও ঈমান নহে; বরং ঈমানদার মুসলমান হইতে হইলে পরিপূর্ণভাবেই ইসলামে প্রবেশ করিতে হইবে।[১]

প্রতিটি মুসলমান নর–নারীকেই আল্লাহ্‌তে নিবেদিত–প্রাণ হইতে হইবে। তাহারা একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই বাঁচিবে এবং কেবল আল্লাহ্‌র জন্য প্রাণ বিসর্জন দিবে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন :

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ –

আমার নামায, আমার কুরবানী ও সকল উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।[২]

অতএব প্রতিটি মুসলমান নর–নারী আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত হইবে, সর্বতোভাবে তাঁহার নির্দেশাবলী অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাঁহার দেওয়া জীবন–বিধান নিজ দেশে ও সমগ্র দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করিবার জন্য তৎপর থাকিবে এবং দরকার

১. আল–কুরআন, ২ : ২০৮
২. ঐ ৬ : ১৬২

www.pathagar.com

হইলে এই পথে অকাতরে জীবন বিসর্জন দিবে। গোটা মুসলমান সমাজের এই মহান দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ لا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

তিনিই আল্লাহ্, যিনি অপর সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য হিদায়ত (পথ-নির্দেশ) এবং সত্য ধর্মসহ তাঁহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন; যদিও মুশরিকগণ (অংশীবাদিগণ) অপ্রীতিকর মনে করে।[১]

এই আয়াত অতি ব্যাপক অর্থবহ ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে বলা হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যে দীন দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাকে সমগ্র বিশ্বে বিজয়ী করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা গোটা মুসলিম সমাজের দায়িত্ব। ইসলাম বিশ্ববিজয়ী বিশ্বশক্তি হিসাবে বিরাজমান থাকিবে; কাহারও অধীন ও বশীভূত হইয়া থাকিবে না। ভূ-মণ্ডল ও গগনমণ্ডলের পরম পরাক্রান্ত একচ্ছত্র মহাপ্রভু আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধিরূপেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জগতে শুভাগমন করিয়াছেন। অতএব, তাঁহার দেওয়া জীবন-বিধানও অবশ্যই সমগ্র জগতের জীবন-বিধান—শাসনতন্ত্র হইতে হইবে। দুনিয়ার অপরাপর জাতি স্বেচ্ছায় ইহা গ্রহণ না করিলে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কেবল প্রজারূপেই জগতে বসবাস করিবার অধিকার তাহাদের আছে, শাসকরূপে নহে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَايَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ -

যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল যাহা নিষিদ্ধ

১. আল-কুরআন, ৯ ঃ ৩৩

www.pathagar.com

করিয়াছেন, তাহা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না, তাহাদের সহিত তোমরা যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।[২]

উপরে মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণিত হইল। সুতরাং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজদিগকে উপযোগী ও সচেতন করিয়া তোলা প্রতিটি মুসলমান নর–নারীর অবশ্য কর্তব্য। নিম্নে সংক্ষেপে তাহাদের দৈনন্দিন কর্মসূচী দেওয়া হইল।

জ্ঞান অর্জন

মুসলমানগণের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য দীনের শিক্ষা অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন নিতান্ত আবশ্যক। এইজন্যই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনকে ইসলাম প্রতিটি নর–নারীর উপর ফরয করিয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

طلب العلم فريضة على كل مسلم –

প্রত্যেক মুসলমানের (নর–নারীর) উপর ইলম হাসিল করা ফরয।

পবিত্র কুরআন–হাদীসে ইলমের বহু ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا –

আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাগণের মধ্যে কেবল আলিমগণই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে।[৩]

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ –

যাহাদের ইলম আছে, আর যাহাদের ইলম নাই তাহারা কি সমান? (নিশ্চয়ই নহে)।[৪]

---

১. আল–কুরআন, ৯ ঃ ২৯

২. ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলমান পুরুষদের উপর নির্ধারিত এক প্রকার করকে জিযিয়া বলে।

৩. আল–কুরআন, ৩৫ ঃ ২৮

৪. ঐ, ৩৯ ঃ ৯

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

الدنيا ملعونة و ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلمًا -

আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) ও ইহার নিকটস্থ বস্তুসমূহ এবং আলিম (ধর্ম জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি) ও ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যতীত গোটা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যত কিছু আছে, সকলই অভিশপ্ত (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নি'আমত হইতে বঞ্চিত)।[১]

ইসলামী জ্ঞান মুসলমানের জীবনের চালিকাশক্তি। যে পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র এবং জ্ঞান যত উন্নত, সে পরিবারের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য পরিবেশ ততটা সুন্দর ও মনোরম হইবে, ইহতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং পরিবারের পার্থিব ও অপার্থিব সার্বিক মঙ্গলের নিমিত্ত নারীর ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা এবং তদনুযায়ী পরিবারকে পরিচালনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

আদর্শ ও ইসলামী পরিবার গঠনের জন্য নারীকে অনেক প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে হয়। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন, তাহাদিগকে ইসলামী ও আদর্শ শিক্ষাদান ও তাহাদিগকে ইসলামী অনুশাসনসমূহ মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত করিয়া তোলা, গৃহে ইসলামী আদর্শ ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবার-পরিজনের মধ্যে ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারা উজ্জীবনের দায়িত্ব সম্পাদন করিতে হয়। তদুপরি আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাহাদের সুখ-দুঃখে অংশীদার হওয়া, রোগী ও আহতদের সেবা-শুশ্রূষা এবং ব্যথিতদের সান্ত্বনা প্রদান তাহারই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, আদর্শ ইসলামী পরিবারের নারীর দায়িত্ব বহুবিধ। পরিবারের প্রতিটি কাজে তাহাকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে হয়। এই সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপরই পরিবারের সুখ-শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করে। ইহাছাড়া ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং বাস্তবায়নের বিরাট দায়িত্বভার যে প্রতিটি নর-নারীর উপর অর্পিত রহিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। এমতাবস্থায় ইসলামী জ্ঞান অর্জন যে কতটুকু প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

---

১. তিরমিযী, ইবনে মাজা, বায়হাকী

www.pathagar.com

নারীকে কুরআন-হাদীসে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইতে হইবে—এ কথা আমরা বলি না। তবে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল-হারাম, পাক-নাপাক ইত্যাদি বিষয়ে আবশ্যক পরিমাণ ইসলামী জ্ঞান তাহাকে অবশ্যই অর্জন করিতে হইবে। আর ইসলাম প্রত্যেকের জন্য এতটুকুই ফরয করিয়া দিয়াছে।

মহিলা সাহাবিগণ (রা)-এর জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ-উদ্দীপনা আমাদের নারী-সমাজের প্রেরণার উৎস হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবার প্রায় সবসময়ই লোকে লোকারণ্য থাকিত। জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে ইহা ছিল মহিলাগণের জন্য বিরাট বাধা। তাই তাঁহারা তাঁহাদের জন্য পৃথক সময় নির্ধারণের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন পেশ করেন। তিনি (সা) ইহা মঞ্জুর করেন। এই নির্ধারিত দিনে তিনি তাঁহাদের মজলিসে গমন করিতেন এবং শরীঅতের নির্দেশাবলী তাঁহাদিগকে শুনাইতেন।[১]

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতা নারী পরিবার ও সমাজের জন্য পরম কল্যাণস্বরূপ। ইসলামী আমল-আখলাকে অভ্যস্ত ও ইলম হাসিলকারিণী নারী নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত পরিবার ও সমাজকে ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা চালাইলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের কাজ অতি সহজ ও ত্বরান্বিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।[২]

ঈমান-আকীদা

আকীদা (ধর্ম বিশ্বাস) অনুযায়ীই কাজ হইয়া থাকে। তাই সর্বপ্রথমেই আকীদা ঠিক করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। আকীদার প্রধান বিষয় হইল ঃ ১. তাওহীদ, ২. আখিরাত, ৩. রিসালাত, ৪. সমস্ত আসমানী কিতাব, ৫. ফেরেশতাগণ, ৬. তকদীর ও ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস।

তাওহীদের মর্ম

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম বিশ্বমানবকে এই কালেমার প্রতি আহবান জানান ঃ

---

১. বুখারী

২. মহিলাদের ইসলামী জ্ঞান অর্জনের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) প্রণীত বেহেশতী যেওর।

www.pathagar.com

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ (উপাস্য প্রভু) নাই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল।

এই দাওয়াতের মাধ্যমেই তিনি মানব-জাতিকে তাহাদের সত্যিকার প্রভু মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাহাদিগকে তাঁহার দাসত্বের কাজে পরিচালিত করেন। শব্দের দিক দিয়া ইহা অতি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু অর্থের গভীরতায় সুদূর বিস্তৃত। এই সংক্ষিপ্ত কালেমার মাধ্যমে তিনি দুনিয়াবাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ইলাহ, মা'বূদ ও প্রভু; ইবাদত-বন্দেগী, আরাধনা-উপাসনা করা এবং মানিয়া চলার যোগ্য সত্তা একমাত্র তিনিই। তিনি এক ও একক, অদ্বিতীয়, চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর, অনাদি-অনন্ত। সমগ্র বিশ্ব ও ইহাতে যাহাকিছু আছে, তিনি এই সকলেরই একচ্ছত্র মালিক। তাঁহার কোনই শরীক নাই। একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও সংহারকর্তা। সমগ্র সৃষ্টির উপর শাসন-ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সর্বাধিনায়কত্ব কেবল তাঁহার জন্যই নির্ধারিত । মৃত্যুদান করা ও জীবিত রাখা, রোগাক্রান্ত করা ও রোগ হইতে মুক্তিদান করা, দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করা ও উহা হইতে মুক্তি দেওয়ার তিনিই একমাত্র মালিক। তিনি এমন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যাহাতে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নহে এবং তিনি এমন মহত্ত্বের অধিকারী যাহাতে সংকীর্ণতার লেশমাত্রও নাই। তিনি সকল দোষ-ত্রুটি ও ক্ষয়-ক্ষতির উর্ধ্বে এবং কোন প্রকার দুর্বলতাই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি পরম প্রশংসনীয় ও পাক-পবিত্র। সুতরাং তাঁহার ও একমাত্র তাঁহারই আজ্ঞাবহ দাস হইয়া থাকিতে হইবে এবং এই দাসত্বে অটল থাকিয়া সর্বপ্রকার দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হইবে। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কাহাকেও মান্য করা যাইবে না এবং তাঁহার সন্তুষ্টিলাভের জন্য নিখিল বিশ্বের সকল সন্তুষ্টি কুরবান করিতে হইবে।

একমাত্র আল্লাহ্ই শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনকারী। বিনষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুকে তিনি আবার নূতনভাবে তৈয়ার করিতে পারেন। প্রাকৃতিক জগতে কেবল তাঁহারই হুকুম-আহকাম ও আইন-কানূন চালু রহিয়াছে এবং তিনিই সকল কার্যের মূল কর্তা। তিনিই নিরাশার আশা, বিপদাপদে একমাত্র সহায় ও ভরসাস্থল, ক্ষয়-ক্ষতি, লাভ-লোকসান, মঙ্গল-অমঙ্গল, উপকার-অপকার কেবল তাঁহা হইতেই হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

দৃশ্য-অদৃশ্য, ব্যক্ত-অব্যক্ত সবকিছুই তিনি খুব ভালরূপে অবগত আছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং সকলের উপর বিজয়ী। তাই কেবল তাঁহার আদেশ-নিষেধই অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে এবং তাঁহার দেওয়া জীবন-ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে হইবে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সব কালই তাঁহার নিকট সমানভাবে বর্তমান। তাঁহার কোন কিছুর ইচ্ছা হওয়ামাত্রই তাহা হইয়া যায়। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ ও ইচ্ছার ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তাঁহার কথা ও আদেশের কোনরূপ নড়চড় হয় না। ভয় করিবার যোগ্য সত্তা একমাত্র তিনিই। স্বীয় ইচ্ছানুসারে তিনি কাজ করেন। কাহারও কথা, দু'আ বা সুপারিশ মানিতে তিনি মোটেই বাধ্য নহেন এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিতে পারে এমন কেহই নাই। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী এবং কাহারও উপর নির্ভরশীল নহেন; বরং নিখিল বিশ্বের সবকিছুই একমাত্র তাঁহারই মুখাপেক্ষী এবং তাঁহারই উপর নির্ভরশীল। তাঁহার রহমত অপরিসীম এবং তাঁহার রহমত ব্যতীত কাহারও এক মুহূর্তকাল বাঁচিয়া থাকার উপায় নাই।

উল্লিখিত কালেমায় বিশ্বাসে কাফির মুসলমানে পরিণত হয়, আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র তাঁহার প্রিয় হইয়া উঠে। জগতের যে কোন স্থানের অধিবাসী হউক না-কেন, কালেমা বিশ্বাসিগণ ভাই ভাই এবং এক অভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়। আর যাহারা ইহা অস্বীকার করে, তাহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে আপন পর হয় এবং পর আপন হয়। অনুধাবন করা দরকার, কয়েকটিমাত্র শব্দ উচ্চারণের ফলে কিভাবে এমন পার্থক্য সাধিত হয়। শব্দের প্রভাব ইহার তাৎপর্যের কারণেই হইয়া থাকে। ইহা অন্তরে প্রতিফলিত না হইলে এবং ইহার প্রভাবে মতাদর্শ, মূল্যবোধ, স্বভাব-চরিত্র, কার্যকলাপ, মন-মগজ পরিবর্তিত না হইলে কেবল কয়েকটি শব্দ উচ্চারণে বিশেষ কোন ফল হয় না।

কালেমা পাঠকারী সর্বপ্রথমেই স্বীকার করে, নিখিল বিশ্ব আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয় নাই; বরং ইহার সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন। তিনি আল্লাহ্, তিনি এক ও একক এবং তাঁহার সত্তা ব্যতীত অপর কেহই কোনরূপ খোদায়ীর অধিকারী নহে।

দ্বিতীয়ত, সে স্বীকার করে, এই একই আল্লাহ্ তাহার ও নিখিল বিশ্বের মালিক এবং সে ও তাহার সকল বস্তু এবং বিশ্বের সকল জিনিস একমাত্র তাঁহারই। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রিযিকদাতা। জীবন-মৃত্যু তাঁহারই হাতে। সুখ-দুঃখের মালিকও

www.pathagar.com

একমাত্র তিনিই। যে যাহা কিছু লাভ করুক না-কেন, তিনিই ইহার প্রকৃত প্রদানকারী। ভয় করিতে হইলে কেবল তাঁহাকেই ভয় করিতে হইবে। কিছু চাহিতে হইলে কেবল তাঁহার নিকটই চাহিতে হইবে। শির নত করিতে হইলে কেবল তাঁহার সম্মুখেই করিতে হইবে। কেবল তাঁহারই ইবাদত-বন্দেগী করিতে হইবে। এক আল্লাহ্ ব্যতীত সে অপর কাহারও বান্দা ও দাস নহে এবং তাঁহার শাসন ব্যতীত অপর কাহারও শাসন ও প্রভুত্ব তাহার উপর চলিতে পারে না। অতএব তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলা এবং তাঁহারই আইন -কানূনের আনুগত্য স্বীকার করা তাহার একান্ত কর্তব্য।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করামাত্রই সে সারা দুনিয়াকে সাক্ষী রাখিয়া মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সহিত উপরিউক্ত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া থাকে। এখন ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার রসনা, তাহার হস্তপদ, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমনকি আসমান-যমীনের প্রতিটি রেণু, যাহারই সম্মুখে উক্ত অঙ্গীকার করা হইয়াছে, ইহাদের সকলেই আল্লাহ্‌র দরবারে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র বিচারে সে রেহাই পাইবে না এবং ফলে তাহাকে কঠোর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পাদিত অঙ্গীকার তাহাকে অবশ্যই আজীবন পালন করিয়া চলিতে হইবে।

কালেমা তায়্যিবার দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল)। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের প্রতি কার্য ও প্রতিটি পদক্ষেপে কালেমা পাঠকারী তাঁহার বিধি-নিষেধ ও আইন-কানূনের মুখাপেক্ষী। কারণ সে কেবল আল্লাহ্‌রই হইয়া থাকিবে, কেবল তাঁহারই দাসত্ব করিবে এবং কেবল তাঁহার সন্তুষ্টি বিধানেই তাহার সারা জীবন অতিবাহিত করিবে বলিয়া সে কলেমা-তাওহীদে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইবাদত-বন্দেগী, বাঁচা-মরা, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, বেচাকেনা, বন্ধুত্ব-শত্রুতা, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, রাজনীতি-রাষ্ট্রপরিচালনা, যুদ্ধ-সন্ধি, মোটকথা প্রতিটি কাজ-কর্ম, কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও বিধি-নিষেধ অনুসারে সম্পন্ন করিবে। কিন্তু আল্লাহ্ কিসে সন্তুষ্ট এবং কিসে অসন্তুষ্ট হন, ইহা সে কিরূপে জানিবে? আল্লাহ্‌র আইন-কানূন ও বিধি-নিষেধ সে কোথায় পাইবে?

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলার অপার রহমত, তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নির্দেশ মুতাবিক কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা তিনি বিশ্ববাসীকে দেখাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং কালেমা পাঠকারী 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' ঘোষণা দ্বারা অঙ্গীকার করে, যে বিধি-নিষেধ, আইন-কানূন ও জীবন-ব্যবস্থা তিনি প্রদান করিয়াছেন, কেবল উহাই সে মানিয়া চলিবে এবং যাহা উহার বিরোধী, তাহা সে কখনই গ্রহণ করিবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ -

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে ঠিক আল্লাহ্রই আনুগত্য করিয়া থাকে। [১]

এই আয়াত হইতে বুঝা গেল, প্রত্যেক কাজ-কর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ-অনুসরণ এবং আল্লাহ্দ্রোহী সকল শক্তি, মানব-রচিত মনগড়া আইন-কানূন ও রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রামই আল্লাহ্র আনুগত্যের একমাত্র পন্থা। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যই আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য। তাঁহার দেওয়া বিধানই বিশ্বমানবের জন্য একমাত্র নিখুঁত, সুসমঞ্জস ও পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা এবং কেবল তাঁহার নেতৃত্বেই বিশ্বমানব শান্তি ও প্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইতে পারে। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলিয়া কলেমা পাঠকারী এই পরম ও চরম সত্যেরই স্বীকারোক্তি করিয়া থাকে।

কালেমা পাঠকারীর দ্বিবিধ কর্তব্য

বিশ্বচরাচরে যাহা কিছু আছে, এই সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্ এবং মানুষ তাহার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমন কি তাহার জানেরও মালিক নহে—এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে কালেমা পাঠকারীর উপর দ্বিবিধ কর্তব্য আসিয়া পড়ে।

প্রথম ঃ যেহেতু আল্লাহ্ মালিক এবং তাঁহার মালিকানা স্বত্ব আমানত স্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে, কাজেই মালিকের নির্দেশানুসারেই উহা কাজে লাগাইতে

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৮০

www.pathagar.com

হইবে; অন্যথায় প্রতারণা হইবে। হস্ত-পদ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণে সঞ্চালন, চক্ষুদ্বারা নিষিদ্ধ জিনিস দর্শন, কর্ণদ্বারা হারাম আওয়ায শ্রবণ, হারাম খাদ্যদ্বারা উদর পূর্তিকরণ এবং ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে. ব্যবহারের অধিকার তাহার নাই। পরিবার-পরিজনের সহিত ব্যবহার এবং তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিচালনাও প্রকৃত মালিকের অভিপ্রায় অনুসারেই হইতে হইবে। অন্যথায় পরধন বলপূর্বক আত্মসাতের দোষে দুষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং মালিকের ইচ্ছানুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি হইলে, হাত-পা ও ধন-সম্পদ বিনষ্ট ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হইলে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। কারণ মালিকের পসন্দানুসারে উহা হইয়া থাকিলে অপরের কিছু বলিবার কি অধিকার আছে ? তবে মালিকের অপসন্দনীয় কার্যে ব্যাপৃত হওয়ার দরুন কোন ক্ষয়-ক্ষতি হইলে অবশ্যই অপরাধী হইতে হইবে। কারণ সে ত নিজের প্রাণেরও মালিক নহে ; অথচ অপরের ধন সে বিনষ্ট করিল। মালিকের ইচ্ছায় প্রাণ দিলে তাঁহার হক আদায় করা হয় এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রাণ দিলে বেঈমানী করা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ঃ মালিকের জিনিস তাঁহার কার্যে ব্যয় বা দান করিলে, এমনকি প্রাণ দিলেও কাহারও উপর কোন ইহসান করা হয় না। বড়জোর মালিকের প্রাপ্য আদায় করা হইয়া থাকে। সুতরাং আল্লাহ্‌র রাস্তায় কার্য ও দান করিয়া কালেমা পাঠকারী নিজকে গর্বিত ও প্রশংসনীয় মনে করিতে পারে না। এরূপ করিলে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পাওয়ার তাহার আর কিছুই থাকে না। কারণ ইহার প্রতিদান সে দুনিয়াতেই পাইয়া গেল।

আসল কথা, দৈহিক শক্তি ও ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথেই ব্যয় করিতে হইবে। তাঁহার নিষিদ্ধ পথে ও বিরুদ্ধাচরণে উহা লাগাইলে কালেমা তায়্যিবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সহিত কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা হয় এবং এইজন্য একদিন অবশ্যই তাঁহার নিকট জবাবদিহী করিতে হইবে। কালেমা তায়্যিবা বিরাট বিপ্লবী ঘোষণা। ইহা গ্রহণ করিলে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও ইবাদত-বন্দেগী করা চলে না এবং তাঁহার নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করা যায় না। আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন-কানূন ও জীবন-ব্যবস্থার পরিপন্থী কোন সরকারের বশ্যতা স্বীকার করা চলে না; বরং ইহার বিরুদ্ধে জিহাদই কলেমা তায়্যিবার প্রথম শর্ত।

www.pathagar.com

যে তাওহীদের বাণী লইয়া বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশ্‌রীফ আনিয়াছিলেন, উপরের বর্ণনা হইতে ইহার মর্ম হয়ত কিছুটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞতাবশত কেহ কেহ মনে করে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাহারও আনুষ্ঠানিক ইবাদত ও উপাসনা না করাই কালেমা তাওহীদের অর্থ। এইজন্যই কালেমা পাঠকারী অনেকের মধ্যেই বিভিন্নরূপ শিরক দেখা যায়। এমনকি ধর্মের খাঁটি জ্ঞানহীন অনেক গুমরাহ ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ্‌র সমকক্ষ কাহাকেও না মানিয়া তদপেক্ষা কিছু কম দরজার কাহারও উপর খোদায়ী গুণাবলী আরোপ করিলে এবং আল্লাহ্‌র কার্যকলাপে তাহাকে শরীক মানিলেও তাওহীদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না। উল্লিখিত আলোচনার আলোকে তাহাদের মন–মানসিকতার পরিবর্তন ও সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক।[১]

আখিরাতে বিশ্বাস

পার্থিব জীবনই যিন্দেগীর পরিসমাপ্তি নহে; ইহা সূচনামাত্র এবং ইহার শেষে অনন্ত জীবন রহিয়াছে। মানুষ মরিয়া শেষ হইয়া যাইবে না এবং এইজন্য তাহাকে সৃষ্টিও করা হয় নাই। মরিবার পর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিলে তো রক্ষাই পাওয়া যাইত। কারণ, দুনিয়াতে স্বেচ্ছাচারিতার সহিত যাহা ইচ্ছা, তাহা বেপরওয়াভাবে করিয়া যাওয়া যাইত এবং এইজন্য পরে কোন জবাবদিহী করিতে হইত না। কিন্তু ইসলাম মানুষকে এইরূপ বল্‌গাহীন ছাড়িয়া দেয় নাই।

আখিরাতের (পরকালের) প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অংশ। মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা হইবে। পার্থিব জীবনে সে যাহাকিছু করিবে, তজ্জন্য পরকালে আল্লাহ্‌র নিকট তাহাকে জবাবদিহী করিতে হইবে এবং এই জগতে সে যাহা করিবে, তদনুযায়ী পরলোকে তাহাকে ফলভোগ করিতে হইবে। নেক কর্ম করিলে অনন্তকাল পরম সুখে বেহেশতে বসবাস করিবে। আর গুনাহের কর্ম করিলে তদনুযায়ী দোযখ–যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

একদিন অবশ্যই মরিতে হইবে, মরণের পর আর এক যিন্দেগী রহিয়াছে এবং এই দুনিয়াতে সংগৃহীত ফসলের উপরই পরকালের যিন্দেগী যাপন

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, গ্রন্থকারের বিশ্বনবীর কর্মসূচী পৃ. ২৫–৬৫

www.pathagar.com

করিতে হইবে—এই বিশ্বাস যাহার আছে, তাহার পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত জীবন-বিধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য জীবন-বিধান অবলম্বন সম্ভব নহে। কৃষিকার্য না হইলে শস্য উৎপন্ন হইবে না এবং শস্য না হইলে অনাহারে মরিতে হইবে—এই বিশ্বাস না থাকিলে কেহই কৃষিকার্য করিত না। আবার খাদ্য ব্যতীতই ক্ষুধা নিবারণ হইলে কেহই শস্য উৎপাদনে এত পরিশ্রম করিত না। পারলৌকিক জীবনের জন্যও অনুরূপ চিন্তাই করিতে হইবে।

আল্লাহ্ই মালিক, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার রাসূল এবং আখিরাতের অশেষ যিন্দেগী সামনে রহিয়াছে—ইহা যে ব্যক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছে, অথচ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুসারে সে তাহার জীবন গঠন করে না, তাহার ঈমান নিতান্ত দুর্বল। শস্য উৎপাদন না করিলে জীবিকার অভাবে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হইতে হইবে, ইহার প্রতি যেরূপ বিশ্বাস আছে, পরকালের কার্য না করিলে পরিণাম ফল মন্দ হইতে বাধ্য, এই বিশ্বাস থাকিলে কেহই এ ব্যাপারে উদাসীন থাকিতে পারিত না। জানিয়া-শুনিয়া কেহই নিজের জন্য বিষবৃক্ষ রোপণ করে না। ইহার হলাহল তাহাকে ধ্বংস করিবে; এই বিশ্বাস যাহার নাই, কেবল সেই বিষবৃক্ষ রোপণ করিতে পারে। জানিয়া-শুনিয়া কেহই জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নেয় না। কারণ সে বিশ্বাস করে, ইহা তাহাকে দহন করিবে। কিন্তু অবুঝ শিশু জ্বলন্ত অগ্নিতে হস্ত নিক্ষেপ করে। কারণ ইহার পরিণাম সে ভালরূপে অবগত নহে। কালেমা তায়্যিবা স্বীকার ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরও অবুঝ শিশুর ন্যায় আচরণ নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার।

পরকাল নিশ্চিত সত্য। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا - اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا - يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا -

www.pathagar.com

যে পরকালের কথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে) উহা সুনিশ্চিত দিন। অতএব যাহারা ইচ্ছা করে, (পরকাল সম্বন্ধে সত্য খবর পাওয়ার পর এখনই) তাহাদের প্রভু আল্লাহ্র নিকট অবস্থানের জায়গা করিয়া রাখুক। (অর্থাৎ নেককাজে আত্মনিয়োগ করুক। কারণ, নেককাজ আল্লাহ্র সান্নিধ্য তথা বেহেশতলাভের একমাত্র উপায়। হে লোকগণ!) আমি তোমাদিগকে অতিশীঘ্র আগমনকারী আযাবের ভয় প্রদর্শন করিলাম। (সেই আযাব এমন দিনে অনুষ্ঠিত হইবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সমুদয় কৃতকর্ম (নিজের সম্মুখেই) দেখিতে পাইবে, যাহা সে নিজের হাতেই সম্পন্ন করিয়াছিল। আর প্রত্যেক ধর্মদ্রোহী (অনুতাপের সহিত) বলিবে, হায়! আমি যদি মৃত্তিকায় পরিণত হইতাম! (তবে ভাল ছিল, তবেই আযাব হইতে অব্যাহতি পাইতাম)।[১]

বস্তুত কিয়ামত (পরকাল) অবশ্যই সংঘটিত হইবে। ইহা কুরআন-হাদীসদ্বারা উত্তমরূপে প্রমাণিত সত্য। পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বপূর্ণ ও সৎকর্মশীল করিয়া তোলে। সে বুঝিতে পারে, আল্লাহ্র মহান সৃষ্টি-পরিকল্পনায় তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক নহে এবং দুনিয়ার মোহে পরিপূর্ণ জড়জীবনে সে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না এবং মহাপরাক্রমশীল আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহীর চিন্তা তাহার সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখে। তাহার জীবনের সকল কাজকর্ম, আমোদ-প্রমোদ, হাসি-কান্না, চিন্তা-ভাবনা, কামনা-বাসনা, আবেগ-অনুভূতি, পসন্দ-অপসন্দ, মতামত—মতাদর্শ, ভালবাসা-শত্রুতা, মেলামেশা, দেওয়া-না দেওয়া, সংগ্রাম-সাধনা সবই এই বিশ্বাসদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাহার কোন কাজই আল্লাহ্-ভীতি ও নৈতিক বিধি-নিষেধমুক্ত হইতে পারে না। কারণ সে যত দিনই জীবিত থাকুক না-কেন, অবশ্যই একদিন তাহাকে মরিতেই হইবে এবং এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে সে ভাল বা মন্দ যাহাই করুক না-কেন, পারলৌকিক অনন্ত জীবনে তদনুযায়ী তাহাকে অবশ্যই পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

---

১. আল-কুরআন, ৭৮ ঃ ৩৯-৪০

www.pathagar.com

অনন্তর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেণু পরিমাণ সৎকর্ম করিবে, সে উহা পরকালে দেখিতে পাইবে। আর যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ মন্দ কাজ করিবে, সে উহা সেখানে দেখিতে পাইবে।[১]

মোটকথা, মানুষকে সৎকর্মশীলরূপে গঠন করিয়া তুলিতে এবং তাহার হৃদয়ে সৎকর্ম সাধনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারে পরকালের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব অপরিসীম। অধুনা মুসলমান বলিয়া পরিচিত এবং পরকালে বিশ্বাসী বলিয়া কথিত সমাজ যে এই গুণাবলী হইতে বঞ্চিত, ইহার কারণ পরকালের প্রতি তাহাদের ধারণা ও বিশ্বাস খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ নয়।

রিসালাত ও আসমানী কিতাব

মানুষের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে বহু নবী-রসূল আলায়হিমুস-সালাম পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের অঙ্গ। তাঁহাদের মধ্যে হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সকল নবী-রাসূল (আ)-এর সরদার। তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য আল্লাহ্র রহমতস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার পর কোন নবী আসিবেন না। কারণ তাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার দীন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার শুভাগমনের পর অন্যান্য সকল ধর্ম বাতিল হইয়া গিয়াছে। ইসলাম ছাড়া কোন ধর্মই আল্লাহ্র নিকট গৃহীত নহে। কেবল ইসলামই কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

নবী-রাসূল (আ)-গণ সকলেই একেবারে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে কিতাব পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলা হয় রাসূল এবং যাঁহারা কিতাব পান নাই; বরং পূর্ববর্তী কিতাব অনুযায়ী হিদায়তের নির্দেশ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলা হয় নবী।

আল্লাহ্ তা'আলা ছোট-বড় বহু কিতাব নাযিল করিয়াছেন। ছোট কিতাবকে বলা হয় সহীফা। বড় ও মশহূর কিতাব মোট চারিখানা। এইগুলি হইল : ১. তওরাত, হযরত মূসা (আ)-এর নাযিল হয়; ২. যবূর, হযরত দাউদ (আ)-এর

---

১. আল-কুরআন, ৯৯ : ৭-৮

www.pathagar.com

উপর নাযিল হয়; ৩. ইঞ্জীল, হযরত ঈসা (আ)-এর উপর নাযিল হয়; এবং ৪. কুরআন শরীফ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়।

পবিত্র কুরআন ব্যতীত আর সকল আসমানী কিতাবই ছিল সাময়িক। পরবর্তী যুগের লোকেরা এই সকল কিতাবে নানারূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া লইয়াছে। এই সকল কিতাব রহিত করা হইয়াছে। কিন্তু আসমানী কিতাব হিসাবে এই সকলের উপর আমাদের ঈমান রাখিতে হইবে। একমাত্র কুরআন শরীফ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকিবে। ইহার কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব নহে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ইহার হিফাজতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ফেরেশতা

আল্লাহ্ তা'আলা অসংখ্য ও অগণিত ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা না পুরুষ, না নারী। তাঁহারা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। আল্লাহ্ তাঁহাদিগকে যে যে কাজে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা সে সে কাজেই অবিরত নিয়োজিত আছেন এবং থাকিবেন। ইহার অন্যথা তাঁহারা করেন না। বস্তুত আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ ও নাফরমানী করিবার কোন ক্ষমতাই তাঁহাদের নাই। তাঁহারা নিষ্পাপ। ফেরেশতাগণের মধ্যে চারজন মশহুর। তাঁহারা হইলেন ঃ

১. হযরত জিবরাঈল (আ); আল্লাহ্র নিকট হইতে নবী-রাসূল (আ)-এর নিকট ওহী ও সুসংবাদ বহনের কাজ তাঁহার উপর অর্পিত।
২. হযরত আজরাইল (আ); তিনি জান কবযের দায়িত্বে নিয়োজিত।
৩. হযরত মিকাঈল (আ); তিনি বৃষ্টি-বাদল ইত্যাদি বন্টন কার্যে নিয়োজিত।
৪. হযরত ইসরাফীল (আ); তিনি সিঙ্গা ফুঁকিলে কিয়ামত (মহাপ্রলয়) অনুষ্ঠিত হইবে।

ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অঙ্গ।

তাকদীর

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি অনাদি-অনন্ত। তিনি সবকিছু জানেন-শোনেন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সবই তাঁহার নিকট সমানভাবে সমুপস্থিত। এই বিশ্বচরাচরে যাহাকিছু হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, ভাল-মন্দ সবই তিনি অতি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে জানেন। এই সমস্তই পূর্ব হইতেই লিপিবদ্ধ আছে। যেমন

www.pathagar.com

লিপিবদ্ধ আছে, তেমনই হইবে; ইহার অন্যথা হইবে না। এ বিশ্বাস স্থাপন করাকেই তাকদীরে বিশ্বাস বলে। এই বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ।

প্রকাশ থাকে যে, তাকদীর দ্বারা মানুষের স্বাধীন কর্মক্ষমতা রহিত করা হয় নাই; বরং স্বাধীন কর্মক্ষমতা প্রয়োগে মানুষ কি করিবে, আল্লাহ্ তাহা পূর্বেই ভালভাবে অবগত আছেন ও উহাই লিপিবদ্ধ আছে এবং তদনুযায়ীই কার্য সম্পাদিত হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইবে না।

পুনরুত্থান

একদিন কিয়ামত (মহাপ্রলয়) সংঘটিত হইবে, ইহা অবধারিত সত্য। সেদিন গোটা সৃষ্টি ধ্বংস হইবে। মানুষ, জীব-জন্তু, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, আসমান-যমীন সব বিলীন হইয়া যাইবে। দুনিয়াতে যত মানুষ পয়দা হইয়াছে, কবরস্থ হইয়াছে, আর কবরস্থ হয় নাই, সকলেই পুনরুজ্জীবিত হইবে। হযরত আদম (আ) হইতে আরম্ভ করিয়া দুনিয়ার শেষ মানুষটি পর্যন্ত হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে সমবেত হইবে। তিনি দুনিয়াতে তাহাদের কৃতকর্মের বিচার-মীমাংসা করিবেন। সকলেই নিজ নিজ আমলনামা দেখিতে পাইবে। নেককারের আমলনামা তাহার ডান হাতে এবং বদকারের আমলনামা তাহার বাম হাতে দেওয়া হইবে। পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আমলনামা অনুসারে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ফয়সালা দিবেন। নেককার বেহেশত লাভ করিবে এবং বদকার দোযখে যাইবে। ঈমানদার গুনাহ্গার মুসলমান গুনাহের পরিমাণে দোযখের শাস্তি ভোগ করিয়া পরে বেহেশত লাভ করিবে। আর বেঈমান কাফির অনন্তকাল দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

মরণের পর এই পুনরুত্থান অবশ্যই ঘটিবে এবং নেককার পুরস্কৃত হইবে ও বদকার কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে—এই বিশ্বাসও ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ।

ঈমানের কালেমা

কালেমা-ই তায়্যিবা ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ (রব্ব-উপাস্য) নাই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল।

www.pathagar.com

কালেমা-ই শাহাদত ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি এক ও একক। তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল।

ঈমান-ই-মুযমাল ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ -

সকল নাম ও গুণবিশিষ্ট আল্লাহ্ তা'আলার উপর আমি ঈমান আনিলাম এবং তাঁহার যাবতীয় আদেশ ও ব্যবস্থা মানিয়া লইলাম।

ঈমান-ই-মুফাসসাল ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ -

আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁহার ফেরেশ্তাগণ, তাঁহার সমস্ত কিতাব, তাঁহার সকল নবী-রাসূল, কিয়ামত-দিবস, অদৃষ্টের ভাল-মন্দ আল্লাহ্র তরফ হইতে হয় এবং মরণের পর পুনরুজ্জীবনের উপর আমি ঈমান আনিলাম।

সালাত বা নামায

ঈমানের পর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নামায। নওমুসলিমগণের নিকট হইতে তাওহীদের স্বীকারোক্তির পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেন।[১] পবিত্র কুরআনেও বহু স্থানে ঈমান ও তাওহীদের পর সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক কর্তব্যরূপে নামাযেরই বর্ণনা রহিয়াছে।

---

১. ফত্হুল-বারী

www.pathagar.com

কুরআন মজীদ হইতে হিদায়ত গ্রহণকারীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ –

আর যাহারা অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায কায়েম করে।[১]

পবিত্র কুরআন–হাদীসে নামাযকে ইসলামের মূল ভিত্তি এবং নামায না–পড়াকে কুফর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –

তোমরা নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।[২]

পাপীদের সর্বাপেক্ষা বড় ও সর্বপ্রথম পাপ ঈমান আনয়ন না করা এবং দ্বিতীয় বড় পাপ নামায না পড়া।

فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلّٰى –

অনন্তর যে ঈমান আনে নাই এবং নামাযও পড়ে নাই।[৩]

তাওহীদের পর সকল নবী–রাসূল আলায়হিমুস্–সালামের দ্বিতীয় দফাই ছিল নামায।

وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لا حُنَفَاءَ
وَيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ –

অথচ তাহাদের প্রতি (পূর্ববর্তী আস্‌মানী গ্রন্থসমূহে) এই আদেশই হইয়াছিল যে, (অংশীবাদযুক্ত বাতিল ধর্ম পরিত্যাগে) তাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত এইরূপে করে যেন ইবাদতকে খাঁটিভাবে একমাত্র তাঁহারই জন্য নির্দিষ্ট রাখে একনিষ্ঠ হইয়া, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। আর ইহাই সঠিক পথ।[৪]

---

১. আল–কুরআন, ২ ঃ ৩
২. ঐ, ৩০ ঃ ৩১
৩. ঐ, ৭৫ ঃ ৩১
৪. ঐ, ৯৮ ঃ ৫

www.pathagar.com

নামায বান্দাকে পাপ ও অসৎকর্মে লিপ্ত হইতে দেয় না।

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

নিশ্চয়ই নামায (স্বীয় আকৃতি ও প্রকৃতি হিসাবে) নির্লজ্জ ও অসঙ্গত কার্যসমূহ হইতে বিরত রাখে।

মোটকথা, নামায স্বীয় অবস্থার ভাষায় নামাযীকে বলে—তুমি নামায পড়িয়া যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এত সম্মান ও মহত্ব প্রদর্শন করিতেছ, অশ্লীল ও ঘৃণিত কার্য সম্পাদনে তাঁহার অসম্মান করা নিতান্ত অশোভন ও গর্হিত কাজ হইবে। আল্লাহ্র স্মরণই অতি মহৎ। ১

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, নামাযী ব্যক্তিকেও তো গুনাহে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। ইহার সোজা উত্তর হইল, তাহার নামায যথারীতি আদায়ই হয় না। ঠিকমত ঔষধ ব্যবহার না করিলে রোগের উপশম না হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাতে ঔষধের কোন দোষ নেই।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা আনকাবূতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের বলেন ঃ

من لم تنهه صلوته عن الفحشاء والمنكر فلا صلوة له -

যে ব্যক্তির নামায তাহাকে অশ্লীল ও অসঙ্গত কাজ হইতে বিরত না রাখে, তাহার নামায নামাযই নহে।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বান্দা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, সে সারাজীবন আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করিবে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে শরীঅত দান করিয়াছেন, উহার অনুসরণ করিয়া চলিবে। কিন্তু এইরূপ আনুগত্যের জীবন-যাপনের জন্য যে প্রশিক্ষণের আবশ্যক, ইহা কেবল নামাযেই নিহিত রহিয়াছে।

অতএব, নারী-পুরুষ, স্বামী-স্ত্রী সকলকেই নামাযে পাবন্দ হইতে হইবে। ইসলামী যিন্দেগী যাপন ও ইবাদত কার্যে স্বামী-স্ত্রীর একজন অপরজনকে সাহায্য

---

১. আল-কুরআন, ২৯ ঃ ৪৫

www.pathagar.com

করা নিতান্ত আবশ্যক। যে স্বামী-স্ত্রী ইবাদতে পরস্পরকে সাহায্য করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন, যে রাত্রিতে জাগিয়া নফল নামায পড়ে এবং তাহার স্ত্রীকে জাগায় ও সেও নামায পড়ে। আর সে যদি উঠিতে না চাহে, তবে তাহার মুখমণ্ডলে পানি ছিটাইয়া দেয়। সেই স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেন, যে রাত্রে জাগিয়া নফল নামায পড়ে ও তাহার স্বামীকে জাগায় এবং তাহার স্বামী উঠিতে না চাহিলে তাহার মুখমণ্ডলে পানি ছিটাইয়া দেয়।[১]

যাকাত

ইসলামে নামাযের সাথে সাথেই যাকাত ফরয করা হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ -

আর তোমরা যথারীতি নামায কায়েম করিতে থাক এবং যাকাত দাও।[২]

যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থাগমের একমাত্র অপরিবতর্নশীল উপায়। সমাজের ধনী মুসলমানদের নিকট হইতে আদায় করিয়া ইহা নিঃস্ব, দীন-দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। নির্ধারিত পরিমাণ ধন-সম্পদ পূর্ণ এক বৎসর কাহারও মালিকানায় থাকিলে নির্ধারিত হারে যাকাত দেওয়া তাহার উপর অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। স্বর্ণ-রৌপ্য, পশু, পণ্যদ্রব্য ও জমির শস্যের উপর ইহা বিভিন্ন হারে নির্ধারিত হইয়াছে।

যে পরিমাণ মাল থাকিলে যাকাত ফরয হয়, ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে 'নিসাব' বলে। নিসাবের কম হইলে যাকাত দিতে হয় না। রৌপ্যের নিসাব দুইশত দিরহাম। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন হিসাবে ইহা বায়ান্ন তোলা ছয় মাশা পাঁচ রতির সমান। স্বর্ণের নিসাব বিশ মিসকাল। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন হিসাবে ইহা

---

১. আবূ দাউদ; বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মাওলানা যাকারিয়া ঃ ফাযাইলে নামায; আবদুল খালেক ঃ বিশ্বনবীর কর্মসূচী পৃ. ৭৩-১২৯

২. আল-কুরআন, ৭৩ ঃ ২০

www.pathagar.com

সাত তোলা ছয় মাশার সমান। পণ্যদ্রব্যের নিসাবও ইহার মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়াই নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার নিসাবও রৌপ্যের নিসাব সদৃশ।

স্বর্ণ-রৌপ্য ও পণ্যদ্রব্যের যাকাত চল্লিশভাগের একভাগ। সিঞ্চিত জমির উৎপন্ন শস্যের যাকাত বিশভাগের একভাগ। অসিঞ্চিত জমির উৎপন্ন শস্যের যাকাত এক-দশমাংশ এবং গনীমতের মাল, খনিজদ্রব্য ও ভূগর্ভে প্রাপ্ত ধনের যাকাত এক-পঞ্চমাংশ।[১]

আজকাল যাকাত আদায়ে সমাজের খুব অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত নারিগণকে অলংকারাদির যাকাত প্রদানে উদাসীন দেখা যায়। খুব সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ, যাকাত অনাদায়ে দুনিয়াতে বিরাট অমঙ্গল ও আখিরাতে কঠোর শাস্তির আশংকা রহিয়াছে। ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাহারা যাকাত দেয় না, তাহাদের সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

আর যে সমস্ত লোক স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে না (অর্থাৎ যাকাত দেয় না), অনন্তর আপনি তাহাদিগকে এক অতীব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনাইয়া দিন—যাহা সেই দিন দেখা দিবে, যেদিন সেগুলিকে দোযখের অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইবে। তৎপর সেই লোকদিগের ললাটসমূহে এবং তাহাদের পার্শ্বদেশসমূহে ও তাহাদের পৃষ্ঠসমূহে দাগ দেওয়া হইবে। (আর তখন তাহাদিগকে এই কথাও জানাইয়া দেওয়া হইবে যে,) উহা তাহাই বটে, যাহা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলে। সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ উপভোগ কর।[২]

---

১. আবদুল খালেক ঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত, পৃ. ২৫, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৭ এবং সমস্ত ফিকহ্ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২. আল-কুরআন, ৯ ঃ ৩৪-৩৫

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বলেন ঃ

যে জাতি যাকাত পরিশোধ করে না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে দুর্ভিক্ষে নিপতিত করেন।[১]

তিনি আরও বলেন ঃ

আল্লাহ্ যাহাকে ধনৈশ্বর্য প্রদান করিয়াছেন, সে যদি ইহার যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামত দিবস তিনি তাহার ধনকে ফণাধারী বিষাক্ত সর্পে পরিণত করিয়া দিবেন। এই সর্প তাহার গ্রীবাদেশ জড়াইয়া ধরিবে। অনন্তর ইহা তাহার চোয়ালদ্বয়ে দংশন করিতে থাকিবে এবং বলিবে, আমি তোমার ঐশ্বর্য, তোমার সঞ্চিত ধন।[২]

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুইজন নারীর হাতে স্বর্ণনির্মিত বলয় দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি উহার যাকাত দিয়া থাক? তাঁহারা নিবেদন করিলেন, না। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি এই বলয়ের পরিবর্তে অগ্নির বলয় পরিধান করিতে পসন্দ কর? তাঁহারা বলিলেন, না। তৎপর তিনি বলেন, তাহা হইলে উহার যাকাত দাও।[৩]

আবার সমাজের গরীব-মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের দায়িত্ব ইসলাম ধনীদের উপর ন্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং যাকাত প্রদান করিয়াই দান করিবার সকল ইসলামী দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয় বলিয়া ধারণা করাও নিতান্ত ভুল। এইরূপ ধারণা ইসলামের পরিপন্থী। ইসলাম যে জীবন-যাপন প্রণালী শিক্ষা দিয়াছে, তাহা কেবল স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও নিজের উদর পূর্তির যিন্দেগী নহে; বরং ইসলাম পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি কর্তব্য প্রতিটি মুসলমানের উপর অর্পণ করিয়াছে। এই সমস্ত যথাযথভাবে পালন না করিলে ইসলামী জীবনের আস্বাদ লাভ করা যায় না। তাহার উপর তাহার নিজের ও মাতাপিতার, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর এবং পরিশেষে গোটা বিশ্বমানবের হক রহিয়াছে। তাহার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই সমস্ত অবশ্যই

---

১. জামিউল ফাওয়াইদ ঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬

২. বুখারী

৩. তিরমিযী

www.pathagar.com

পালন করিতে হইবে এবং ইহাতেই তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্য নির্ভর করে।

যাকাত উপযোগী সম্পদ

কি পরিমাণ সম্পদ থাকিলে যাকাত দিতে হইবে, নিম্নে ইহার বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

১. নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ অর্থাৎ সাত তোলা ছয় মাশা স্বর্ণ থাকিলে বাজার মূল্যে ইহার দাম যত টাকা হয়, তাহার শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হইবে।

২. নিসাব পরিমাণ রৌপ্য অর্থাৎ বায়ান্ন তোলা ছয় মাশা পাঁচ রতি রৌপ্য থাকিলে বাজার মূল্যে ইহার দাম যত টাকা হয়, তাহার শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হইবে।

৩. স্বর্ণ ও রৌপ্য কোনটাই যদি এককভাবে নিসাব পরিমাণ না হয়, তবে বাজার দরে উভয়ের মোট মূল্য একত্রে হিসাব করিতে হইবে। এই যোগ করা টাকার সহিত সঞ্চিত টাকা এবং ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থ-সম্পদ ও মালপত্রের মূল্য যোগ করিতে হইবে। এই মোট টাকা যদি রৌপ্যের নিসাবের সমান বা অতিরিক্ত হয়, তবে সম্পূর্ণ টাকার শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হইবে।

৪. যাহার স্বর্ণ ও রৌপ্য কিছুই নাই; কিন্তু নগদ সঞ্চিত টাকা আছে। ইহা রৌপ্যের নিসাব পরিমাণ মূল্যের হইলে ইহার যাকাত দিতে হইবে। ব্যবসায়ের মালপত্রেরও যাকাত দিতে হয়। সুতরাং এই মালপত্রের মূল্যের টাকার সহিত যোগ করিয়া সম্পূর্ণ টাকার শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হইবে।

৫. নগদ টাকা ও ব্যবসায়ের মালপত্রের মূল্য একত্রে রৌপ্যের নিসাব পরিমাণ হইলেও যাকাত দিতে হইবে।

৬. নগদ টাকা-পয়সা নাই; কিন্তু ব্যবসায়ের মালপত্র আছে। উক্ত মালপত্রের মূল্য রৌপ্যের নিসাবের পরিমাণ হইলেও যাকাত দিতে হইবে।

৭. উপরে ১ ও ২ নম্বরে লিখিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের সহিত নগদ সঞ্চিত টাকা এবং ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থ-সম্পদের মূল্যও যোগ করিয়া সম্পূর্ণ টাকার যাকাত দিতে হইবে।

www.pathagar.com

৮. পশুরও যাকাত দিতে হয়। কিন্তু নিসাব সংখ্যক পশু আমাদের দেশের খুব কম লোকেরই থাকে, এইজন্য গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় ইহার আলোচনা এখানে করা হইল না।[১] তবে যাহারা ব্যবসায়ের জন্য পশু পালন করে, যেমন ডেয়ারী ফার্ম— তাহাদের পশুর সংখ্যা অনেক বেশি থাকে। হিসাব অনুযায়ী ইহাদের যাকাত দিতে হইবে।

৯. জমিতে উৎপন্ন শস্যেরও যাকাত দিতে হয়। ইহাকে উশর বলে। পানিসেচ দ্বারা উৎপাদিত শস্যের বিশভাগের একভাগ এবং সেচছাড়া উৎপাদিত শস্যের দশভাগের একভাগ ওশর দিতে হয়। ফসল কাটামাত্রই ওশর দেওয়া কর্তব্য। ইহার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নহে।

রোযা

রোযা ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ এবং যাকাতের পরেই ইহার স্থান। সুবহি সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস হইতে বিরত থাকাকে রোযা বলে। রোযা ফরয ঘোষণা করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইয়াছে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতি রোযা ফরয করা হইয়াছিল। যাহতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার।[২]

এই আয়াতে বান্দাকে মুত্তাকী করিয়া তোলা রোযার উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রোযার এই উদ্দেশ্য ও প্রভাব উপলব্ধি করিতে হইলে তাকওয়া অর্থাৎ সাবধানতার মর্ম বুঝা আবশ্যক। বস্তুত মানব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার গোলাম ও আজ্ঞাবহ বান্দা হইয়াই থাকিবে। তাহার কার্যক্রম গ্রহণ ও তাহার জীবনের গতি নির্ধারণে সে স্বাধীন নহে; বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন-কানূন ও জীবন-বিধান অনুসরণ

---

১. বিস্তারিত জানিতে হইলে দেখুন, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত।

২. আল-কুরআন, ২ ঃ ১৮৩

www.pathagar.com

করিয়াই তাহাকে জীবন-যাপন করিতে হইবে। এই ধারণা হইতে মনে যে এক প্রকার ভয়-ভীতির সঞ্চার হয় ও চিন্তার উদ্রেক হইয়া থাকে এবং কানূনে ইলাহীর অনুসরণ-অনুকরণের যে বাস্তব উদ্যম-উদ্দীপনা জাগ্রত হয়, ইহারই নাম তাকাওয়া। শরীঅতের নির্দেশ মুতাবিক রোযা রাখিলে মানুষ অবশ্যই এইগুণে ভূষিত হইবে।

পানাহার ও প্রবৃত্তির তাড়না পূরণের জন্যই মানুষ উচ্ছৃঙ্খল ও স্বৈরাচারী জীবন যাপন করে এবং এইরূপে তাহার পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। একমাস একটানা রোযাদ্বারা মানুষের এই পশু-প্রবৃত্তির দমনের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং তাহাকে এই বিষয়ে অভ্যস্ত করিয়া তোলা হয় যে, শক্তি ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে অন্যায়ভাবে পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে না। অন্য কথায়, সে পশু-প্রবৃত্তির নিকট পরাভূত হইবে না; বরং ইহাকে সে বশীভূত করিয়া রাখিবে। সুতরাং মানুষকে মুত্তাকী হিসাবে গঠন করিতে ও তাহার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় ও ভালবাসা এবং তাকওয়ার উদ্রেক করিতে রোযার অবদান অপরিসীম।

মানুষ জন্মগতভাবেই আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁহার দাসত্ব করাই মানুষের আসল স্বভাব। তাহার সমগ্র জীবনকে দাসত্বের যিন্দেগীরূপে গড়িয়া তোলাই ইবাদতের উদ্দেশ্য। এইদিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, রোযা কিভাবে এইরূপ দাসত্বের যিন্দেগীর জন্য মানুষকে প্রস্তুত করিয়া তোলে।

রোযা ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের বাহ্য প্রকাশ আছে। কিন্তু রোযার কথা আল্লাহ্ এবং রোযাদার ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে না। প্রবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাইলেও রোযাদার গোপনে পানাহার করে না। প্রবল উত্তেজনা হইলেও রোযা রাখিয়া সে স্ত্রী সহবাস করে না। কারণ সে জানে, দুনিয়ার কেহই না জানিলেও আলিমুল-গায়ব আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই গোপন থাকে না। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ে এমন কোন কাজ সে করে না, যাহাতে রোযা ভঙ্গ হয়। এইরূপে তাহার ঈমান মজবূত হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি রোযারূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, অন্যান্য গুনাহ হইতে বাঁচিবার যোগ্যতা তাহার মধ্যে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রোযা ঢালস্বরূপ। তিনি আরও বলেন ঃ রোযা ইবাদতসমূহের প্রবেশ দ্বার।

www.pathagar.com

রোযার এই সকল ফযীলতের কারণ এই, কামনাই ইবাদতের প্রতিবন্ধক এবং তৃপ্তির সহিত ভোজন কামনাকে প্রবল করিয়া তোলে। আর ক্ষুধা কামনা বিনষ্ট করে।[১]

হজ্জ

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি। ইহা মুসলমান ধনী নারী–পুরুষের উপর জীবনে একবার করা ফরয। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً – وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ –

আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছিবার মত যাহার সামার্থ্য আছে, হজ্জ করা তাহার উপর আল্লাহ্র একটি অনিবার্য নির্ধারিত হক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করে, অনন্তর আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বে কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।[২]

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাকে এই আয়াতে পরিষ্কার কুফরী বলা হইয়াছে। ইহারই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من ملك زادا او راحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا –

আল্লাহ্র ঘর কা'বা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছিবার পথের সম্বল বা যানবাহন যাহার আছে, সে যদি হজ্জ না করে তবে সে ইচ্ছা করিলে ইয়াহূদী বা খ্রীস্টান হইয়া মরুক।

তিনি আরও বলেন ঃ

যাহার কোন প্রকার প্রকাশ্য অসুবিধা নাই, কোন অত্যাচারী বাদশাহও যাহার পথরোধ করে নাই অথবা কোন রোগ যাহাকে অসমর্থ করিয়া রাখে নাই, সে যদি হজ্জ না করিয়া মরিয়া যায়, তবে সে ইচ্ছা করিলে ইয়াহূদী বা খ্রীস্টান হইয়া মরুক।

---

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, গ্রন্থকার অনূদিত সৌভাগ্যের পরশমণি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯–১৮৭; বিশ্বনবীর কর্মসূচী ; মাওলানা যাকারিয়্যা ঃ ফাযাইলে রমযান

২. আল–কুরআন, ৩ ঃ ৯৭

www.pathagar.com

এই দুই হাদীসে বুঝা যায়, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করিলে বেঈমান হইয়া মৃত্যুবরণের আশংকা রহিয়াছে।

হজ্জের ফযীলত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع يوم ولدته امه -

যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং কোন প্রকার অশ্লীলতা ও আল্লাহ্র নাফরমানী না করে, তবে সে সদ্যজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হইয়া প্রত্যাবর্তন করে।

এমন অনেক গুনাহ আছে, আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়া ব্যতীত যাহার আর কোন কাফফারা নাই।

আরাফাতের দিনে শয়তান যেমন হেয়, অপদস্থ ও বিষণ্ন হইয়া থাকে, তেমন আর কোনদিনই হয় না। কারণ, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দার উপর অশেষ করুণা বর্ষণ করেন এবং বড় বড় গুনাহ মোচন করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, কিয়ামত পর্যন্ত তাহার আমলনামায় প্রতি বৎসর এক হজ্জ এবং এক উমরার সওয়াব লিখিত হয়। আর যে ব্যক্তি মক্কা বা মদীনায় প্রাণত্যাগ করে, সে কিয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান হইয়া গুনাহ মোচন করা হইল না মনে করা অপেক্ষা বড় গুনাহ আর নাই।

হজ্জের বিশেষত্ব

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। মানুষ সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আনন্দলাভ ও অবসর বিনোদনের জন্য সফর করিয়া থাকে। কিন্তু হজ্জের সফরে এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত ও ভয় হৃদয়ে জাগ্রত না হইলে এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরযকে ফরয বলিয়া মনে না করিলে কেহই হজ্জে যাওয়ার জন্য উদ্যোগী হইতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি দীর্ঘকালের জন্য আত্মীয়-স্বজন এবং ঘর-বাড়ীর সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, অর্থ ব্যয়, কায়-কারবারে ক্ষয়-ক্ষতি ও সফরের কষ্ট স্বীকার করিয়া হজ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হয়,

www.pathagar.com

তাহার এইরূপ যাত্রাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র পথে বাহির হইয়া জান-মালের কুরবানীর আবশ্যকতা দেখা দিলে সে উহাও হৃষ্টচিত্তে করিতে পারিবে।

হজ্জে যাওয়ার বাসনা হওয়ামাত্র মানব-হৃদয়ে পূণ্য ও পূত ভাবধারার তরঙ্গ খেলিয়া উঠে। পূর্বকৃত সকল গুনাহ হইতে তওবা করা, অপরের নিকট ভুল-ত্রুটির ক্ষমা চাওয়া এবং অন্যের হক আদায় করার স্পৃহা আপনা-আপনিই তাহার মনে জাগ্রত হয়। অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও দূর্নীতিমূলক সকল কাজ হইতেই সে বিরত থাকে। কারণ সে আল্লাহ্ তা'আলার 'হারাম শরীফের' যাত্রী।

হজ্জে যাত্রার পথে যানবাহনে আরোহণের সময় পরলোকের পথে জানাযায় আরোহণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তৎপর নির্দিষ্ট স্থানে ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর, রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত সকলকেই ইহরাম বাঁধিতে হয় অর্থাৎ একটি সেলাইবিহীন লুঙ্গী ও একখানা চাদর—এই দরিদ্রজনোচিত পোশাক পরিধান করিতে হয়। ইহা পরলোক গমনের পথে কাফনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পথে বিপদাপদের সম্মুখীন হইলে কবরে মুনকার-নাকীর ফেরেশতার সওয়াল-জওয়াব, সাপ-বিচ্ছু, ইত্যাদি বিভীষিকার কথা স্মরণ করিতে হয়। কবর হইতে হাশরের ময়দান পর্যন্ত বিশাল নির্জন স্থান অসংখ্য বিপদাপদে পরিপূর্ণ। পথ-প্রদর্শকের সহায়তা ব্যতীত যেমন পথের বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না, তদ্রূপ নেককাজ ব্যতীত কবরের বিভীষিকা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কোনই উপায় নাই। পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া একাকী হজ্জযাত্রা মানুষকে কবরে যাওয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং তাহাকে নেককার্যে উদ্বুদ্ধ করে।

কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ তা'আলার আহবান শোনা যাইবে। হাজীর 'আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক' (হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট হাযির আছি) আল্লাহ্‌র সেই আহবানের জবাব মনে করিতে হইবে। পরম পরাক্রান্ত বাদশাহ, কিয়ামত দিবসের একচ্ছত্র মালিক, মহাপ্রভু আল্লাহ্ তা'আলা বিচারাসনে সমাসীন থাকিবেন, জীবনের সকল কার্যকলাপ ও গতিবিধির পুঙ্খানুপঙ্খরূপে হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিবেন। সুতরাং সেই সময় কিরূপ ভয় হইবে, ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। 'লাব্বায়ক' বলার সময় সেই সময়কার চিত্র হৃদয়-পটে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে হইবে।

নিঃসম্বল, দীনহীন, অসহায় ব্যক্তি শাহী দরবারে হাযির হইয়া যেমন বাদশাহর নিকট দুঃখ-কষ্টের কথা নিবেদনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে, শাহী দরবারের

www.pathagar.com

চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনো কখনো আবার দরবারে যাতায়াত করে এবং সুপারিশ করিবার লোকের তালাশে ফিরে, তৎসঙ্গে বাদশাহের করুণা-দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতে থাকে, তদ্রূপ হাজিগণ কা'বা শরীফের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সাফা-মারওয়ার মধ্যস্থলে আল্লাহ্ তা'আলার দর্শনলাভের আশায় দৌড়াদৌড়ি করে এবং অবশেষে আত্ম-দুঃখ নিবেদনের জন্য আরাফাতের দরবারে বিশ্ব মুসলিম সম্মিলনে উপস্থিত হয়। এই দৃশ্য হাশরের ময়দানে সকল আদম-সন্তানের সমবেত হওয়ার অনুরূপ। প্রত্যেকেই নিজের নাজাতের চিন্তায় অধীর এবং সকলেই আশা-নিরাশার এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দণ্ডায়মান।

মোটকথা, হজ্জযাত্রাকে এক হিসাবে পরলোক-যাত্রা বলা চলে। তাই ইহার প্রতিটি ঘটনায় পরলোক যাত্রার অবস্থা স্মরণ করা আবশ্যক। হজ্জযাত্রাকালে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ মৃত্যুকালে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের সমতুল্য। হজ্জে যাওয়ার প্রাক্কালে সাংসারিক যাবতীয় দেনা-পাওনা ও ঝামেলা হইতে যেমন মুক্ত হইতে হয়, তদ্রূপ মৃত্যুকালে পরলোক গমনের পূর্বেই মনকে সাংসারিক সকল বাধ্যবাধকতা, চিন্তা-ভাবনা হইতে মুক্ত করা দরকার। হজ্জ-যাত্রার জন্য যেমন প্রচুর রসদপত্র সংগ্রহ করিতে হয়, তদ্রূপ পরলোকে হাশরের ময়দান পার হওয়ার জন্যও প্রচুর পরিমাণে নেক আমল সম্বল করিয়া লইতে হইবে।[১]

ভিত্তিই যথেষ্ট নহে

উপরে ইসলামের ভিত্তি-নির্ধারিত পঞ্চস্তম্ভের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। গৃহের খুঁটি না থাকিলে যেমন ইহা ধ্বসিয়া পড়ে, তদ্রূপ এই স্তম্ভসমূহ না থাকিলেও ইসলাম থাকে না, থাকিতে পারে না। সুতরাং এই পঞ্চস্তম্ভ যথারীতি রক্ষা করা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই কত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, এইগুলি না থাকিলে ইসলামের ভিত্তিই নষ্ট হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এইগুলিকে ইসলামের ভিত্তিরূপে উল্লেখ করিয়া বলেন :

পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি : ১. আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল এই

---

১. সৌভাগের পরশমণি, ১ম খণ্ড হজ্জ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৮৭

www.pathagar.com

সাক্ষ্য প্রদান, ২. নামায কায়েম করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. হজ্জ করা ও ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা।[১]

এই হাদীসে ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের কথা বর্ণিত হইযাছে। প্রথমত সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। বস্তুত তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে মানব জাতির জন্য যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, উহা স্বেচ্ছায় ও বিনাদ্বিধায় মানিয়া লওয়া এবং তদনুসারে চলাই ইসলামের মূল কথা।

ইসলামী জীবন বিধানকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ আকাইদ (ধর্ম বিশ্বাস), আমল (আনুষ্ঠানিক উপাসনা), মু'আমালা (ব্যবহার) ও আখলাক (স্বভাব-চরিত্র)। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে সম্পর্ক রহিয়াছে, উহা শিক্ষা দেওয়াই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভু আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মানুষের যে দৃঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, ইহার আন্তরিক অনুভূতিই আকাইদের উৎস। আকাইদের সহিত মানুষের দেহ-মন ও জীবন-যাত্রা প্রণালীর নিয়ন্ত্রণের যে নৈতিক ও মানসিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাকেই আমল বলে। মানবে মানবে ও মানবের সহিত অপরাপর সৃষ্টির অধিকার ও কর্তব্যের যে আইনগত সম্পর্ক, ইহাকে মু'আমালা বলে। এই সম্পর্ক আইনগত না হইয়া নিছক মানবিক ও নৈতিক হইলে উহাকে আখলাক বলে।

আকাইদ ও আমলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে। মুআমালা এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু নহে। তবে জানিয়া রাখা ভাল যে, যাবতীয় লেনদেন, বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা এই সমস্তই ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই সকল বিষয়েই ইসলামের বিধি-নিষেধ রহিয়াছে। এইগুলি অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তথা আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র আইন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নামায, রোযা ইত্যাদি যেমন ফরয, সর্বত্র আল্লাহ্র আইন প্রবর্তন করাও তদ্রূপই ফরয। তৎপর স্বভাব-চরিত্রও ইসলামের বিধান অনুসারে অবশ্যই গঠন করিতে হইবে। তবেই ইসলামরূপ মনোরম প্রাসাদটি নির্মিত হইবে।

আলোচ্য হাদীসে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামরূপ প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মনে রাখা দরকার, পাঁচটি স্তম্ভ ইসলামের ভিত্তিমাত্র, পূর্ণাঙ্গ

---

১. বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

ইসলাম নহে। ভিত্তি–প্রস্তর স্থাপন করিয়াই প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শেষ হইল বলিয়া মনে করে, এমন নির্বোধ বোধ হয় দুনিয়াতে কেহই নাই। অথচ আমাদের অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও উল্লিখিত পাঁচটি স্তম্ভকেই পরিপূর্ণ ইসলাম মনে করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত অজ্ঞতারই পরিচায়ক; বরং ইসলামরূপ প্রাসাদটি উল্লিখিত পঞ্চ ভিত্তির উপর আকাইদ–আমলসহ মু'আমিলা ও আখলাকদ্বারা সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তখনই আমরা পূর্ণ মুসলমানরূপে গণ্য হইতে পারিব।[১]

আখলাক সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

আখলাক (স্বভাব-চরিত্র)

নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের উপর ইসলাম যেইরূপ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, কুস্বভাব বর্জন এবং সৎস্বভাব অর্জনের প্রতিও তদ্রূপ তাকীদ দিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا – وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا –

অবশ্যই সে ব্যক্তি সফলতা লাভ করিয়াছে, যে আত্মাকে পাক করিয়াছে এবং অবশ্যই সে বিফল হইয়াছে যে আত্মাকে চাপা দিয়াছে (অর্থাৎ পাক করে নাই)।[২]

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ –

আর তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ বর্জন কর। যাহারা পাপ করে, তাহাদের পাপের সমুচিত শাস্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।[৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

تخلقوا باخلاق الله –

আল্লাহ্ তা'আলার স্বভাব অনুযায়ী তোমাদের স্বভাব গঠন কর।

---

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সৌভাগ্যের পরশমণি, ১ম খণ্ড দর্শন ও ইবাদত; ২য় খণ্ড মুআমালাত ; ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড বিনাশন ও পরিত্রাণ অর্থাৎ আখলাক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

২. আল–কুরআন, ৯১ ঃ ৯–১০

৩. ঐ, ৬ ঃ ১২০

www.pathagar.com

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق -

সৎস্বভাবের উন্নত আদর্শ পরিপূর্ণ করিবার জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে।

অতএব, প্রতিটি মুসলমান নর-নারী, বিশেষত একজন আদর্শ গৃহিণীর স্বভাব-চরিত্র কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তৎপ্রতি অতি সংক্ষেপে এখানে ইঙ্গিত করা যাইতেছে। কেননা, অসৎস্বভাব বর্জন ও সৎস্বভাব অর্জন না করিলে একটি ইসলামী পরিবার গড়িয়া উঠে না। আর ইহাও স্মরণ রাখা দরকার, অসৎস্বভাব কেবল ব্যক্তিবিশেষ এবং পরিবারকেই কলুষিত করে না; বরং ইহাতে সমগ্র সমাজ-দেহ কলুষিত হইয়া পড়ে। তাই আদর্শ ইসলামী পরিবার ও সমাজ গঠনের জন্য অসৎস্বভাব বর্জন ও সৎস্বভাব অর্জন অবশ্যই করিতে হইবে।

অসৎস্বভাব বর্জন

কামরিপু ঃ মানব-বংশ রক্ষার জন্যই মানুষের অন্তরে কামভাব প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সীমা ছাড়াইয়া গেলে সে নানা প্রকার ভয়ংকর বিপদে নিপতিত হয়। এইজন্যই ইহাকে সংযত রাখিতে ইসলাম জোর তাকীদ দিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا - اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً -

আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না। নিশ্চয়ই ইহা নিতান্ত অশ্লীল কাজ।[১]

এই আয়াতে কেবল ব্যভিচারই নিষিদ্ধ হয় নাই; বরং যে সকল বিষয় ব্যভিচারের দিকে প্রলুব্ধ করে, তৎসমুদয়ই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

চক্ষু হইতেই ব্যভিচার জন্মে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্যে (অসংযত) দৃষ্টি একটি বিষময় তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখে, আল্লাহ্ তাহাকে এইরূপ ঈমান দান করেন যাহার মাধুর্য সে অন্তরে অনুভব করে। গুপ্তাঙ্গের ন্যায় চক্ষুও ব্যভিচার করে।[২]

---

১. আল-কুরআন, ১৭ ঃ ৩২

২. সৌভাগ্যের পরশমণি, ৩ খ. পৃ. ৮০

www.pathagar.com

কামভাবে দৃষ্টিপাতই চক্ষের যিনা। কঠোর সাধনাদ্বারা কাম–প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত ও সংযত করিতে হইবে।

মিথ্যা কথন ঃ মিথ্যা বলা অতি জঘন্য অপরাধ। সত্যের অপলাপ ও সত্য গোপন করা বা ঢাকিয়া রাখা এই সমস্তই মিথ্যা কথনের অন্তর্ভুক্ত। মিথ্যার আশ্রয়ে সাময়িক ও আপাত বিজয় লাভ হইলেও অচিরেই ইহা ধরা পড়া। ফলে মিথ্যাবাদী সকলের আস্থা হারায়। সুতরাং মিথ্যার প্রবণতা অবশ্যই রোধ করিতে হইবে। অন্যথায় পরিবারে বিদ্যমান পরস্পরের মধুর সম্পর্ক বিনষ্ট হইবে।

মাতাপিতা ও মুরব্বিগণ মিথ্যা বলিলে ইহার কুপ্রভাব কনিষ্ঠদের উপর অবশ্যই পড়িবে। তাহারাও আস্তে আস্তে মিথ্যা কথনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে এবং গোটা পরিবার তখন মিথ্যাচারের ন্যায় ভয়াবহ পংকিলে নিপতিত হইবে। মিথ্যাবাদীর অন্তরে কখনও স্থিতিশীলতা আসে না। তাহার অন্তর থাকে ফাঁকা এবং তাহার কথাবার্তায় দৃঢ়তা থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

অন্তর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ঈমান ঠিক হয় না এবং রসনা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অন্তর ঠিক হয় না।

এইজন্যই অতিরিক্ত ও নিরর্থক কথা বলা, মিথ্যা বলা, ঝগড়া, বাদানুবাদ, অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, তিরস্কার ও গালি–গালাজ করা, অভিশাপ ও ধিক্কার দেওয়া, ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা, দ্বিমুখী হওয়া, গীবত ও চোগলখোরীর ন্যায় রসনার আপদসমূহ ও অনিষ্টকারিতা হইতে অব্যাহতি লাভ নিতান্ত আবশ্যক।

হাসি–ঠাট্টার ছলে অনেকেই মিথ্যা বলে। ইহাতে পরিবারে একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট হয় এবং সমাজে এমন পরিবার হেয় প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং সকল প্রকারের মিথ্যা অবশ্যই বর্জন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ক. যে ব্যক্তি নীরব রহিয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে।

খ. রসনাই মানুষের অধিকাংশ পাপের উৎস।

গ. সহজতম ইবাদত তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি—ইহা নীরব রসনা ও সৎস্বভাব।

ঘ. যাহারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহাদিগকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন ভাল কথা ব্যতীত আর কিছুই না বলে অথবা নীরব থাকে।

www.pathagar.com

ঙ. যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে, তাহার কথায় অধিক অপরাধ ও ভুল হয়। সে বড় পাপী, দোযখের অগ্নিই তাহার জন্য প্রকৃষ্ট স্থান।

চ. উদর, কাম-ইন্দ্রিয় ও রসনার ক্ষতি হইতে আল্লাহ্ যাহাকে বাঁচাইয়াছেন সে সকল আপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ

কারারুদ্ধ থাকিবার নিমিত্ত রসনার ন্যায় এমন উপযুক্ত পদার্থ আর কিছুই নাই।[১]

গীবত ঃ কাহারও যে দোষ বাস্তবিকই আছে, ইহা তাহার অনুপস্থিতিতে অপরের নিকট প্রকাশ করা এবং অসাক্ষাতে কাহারও সম্বন্ধে এমন কথা বলা, যাহা তাহার সম্মুখে বলিলে সে অসন্তুষ্ট হইত, এইরূপ উক্তিকেই গীবত বলে।। গীবত মানবাত্মার ভীষণ আপদ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

যে ব্যক্তি গীবত করে, সে যেন তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করে।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

—গীবত হইতে দূরে থাক। কারণ গীবত ব্যভিচার হইতে মন্দ।

—মি'রাজের রাত্রিতে আমি কতকগুলি লোকের নিকট দিয়া গমনের সময় দেখিলাম, তাহারা স্বীয় মুখমণ্ডলের গোশত নখদ্বারা ছিন্ন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কোন লোক? উত্তর হইল—তাহারা গীবত করিত।[৩]

চোগলখোরী ঃ একজনের কথা অপ্রিয়ভাবে অপরজনের কানে লাগানোকে চোগলখোরী বলে। ইহা অতি মন্দ স্বভাব। গীবত, চোগলখোরীর কারণে পরিবার ও সমাজে পরস্পরের প্রীতি-বন্ধন বিনষ্ট হয় এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নারীদিগকেই এই পাপে অধিক লিপ্ত দেখা যায়। পারিবারিক ও সামাজিক প্রীতি-বন্ধন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে গৃহিণীকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

চোগলখোর বেহেশতে যাইবে না। তোমাদের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি নিকৃষ্ট জানাইয়া দিতেছি, যে ব্যক্তি একজনের কথা বিকৃত করিয়া অন্যজনের কানে

---

১. সৌভাগ্যের পরশমণি, পৃ. ১৩-১৪

২. আল-কুরআন, ৪৯ ঃ ১২

৩. সৌভাগ্যের পরশমণি, পৃ. ১২১

www.pathagar.com

দেয়, মিথ্যা যোজনা করিয়া বলে এবং মানুষকে ক্রুদ্ধ ও বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলে, সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আট ব্যক্তিকে তিনি বেহেশতের দিকে যাইতে দিবেন না। তাহারা হইল ঃ ১. মদ্যপায়ী, ২. অবিরত ব্যভিচারী, ৩. চোগলখোর, ৪. দায়ূস অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে ব্যাভিচারে লিপ্ত দেখিয়াও তাহাকে প্রতিরোধ করে না, ৫. গায়িকা ও নর্তকী, ৬. দুবৃত্ত ও ব্যাভিচারী, ৭. আত্মীয়তা ছেদনকারী এবং ৮. যে ব্যক্তি বলে, আমি আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকারে আবদ্ধ যে, অমুক কাজ করিব অথচ সে ইহা করে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, বনী ইসলাঈলের মধ্যে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হযরত মূসা (আ) বহুবার মাঠে গিয়া সমবেতভাবে বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন। কিন্তু বৃষ্টি হইল না। পরে ওহী আসিল—তোমাদের মধ্যে একজন চোগলখোর রহিয়াছে, এইজন্য তোমাদের দু'আ কবূল করিব না। হযরত মূসা (আ) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্! সে কোন্ ব্যক্তি? আমি তাহাকে বাহির করিয়া দিব। উত্তর আসিল—আমি চোগলখোরকে মন্দ জানি আর স্বয়ং চোগলখোরী করিব? হযরত মূসা (আ) তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চোগলখোরী হইতে তওবা কর। সকলেই তওবা করিল এবং অবিলম্বে বৃষ্টিপাত হইল।[১]

ক্রোধ ও হিংসা-বিদ্বেষ ঃ ক্রোধ সীমা ছাড়াইয়া প্রবল হইয়া উঠিলে জঘন্য হইয়া পড়ে এবং অনেক অনিষ্ট সাধন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

—সির্কা যেমন মধু ধ্বংস করে, ক্রোধ তদ্রূপ ঈমান ধ্বংস করে।

—যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অন্তর ঈমানদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন।

—আগুণ যেমন শুকনা কাঠ জ্বালাইয়া দেয়, হিংসা তদ্রূপ নেকীসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলে।

—কেহই তিনটি বিষয় হইতে মুক্ত হইতে পারে না। (উহা এই) কুধারণা, হিংসা-বিদ্বেষ ও মন্দ ফাল (অর্থাৎ শুভ-অশুভ লক্ষণ বিচার যেমন, শূন্য কলসী,

---

১. সৌভাগ্যের পরশমণি,, পৃ. ১৩৬-১৩৭

www.pathagar.com

শিয়াল ও কুকুরের ডাক, হাঁচি, টিকটিকি ইত্যাদিকে কুলক্ষণ বলিয়া গণ্য করা)। আমি তোমাদিগকে উহার প্রতিষেধক জানাইয়া দিতেছি। তোমাদের মনে কাহারও সম্বন্ধে কুধারণা হইলে মনে মনে ইহার সত্যতা অনুসন্ধানে লিপ্ত হইও না এবং অন্তরে ইহা পুষিয়া রাখিও না। মন্দ ফাল দেখিলে বিশ্বাস করিও না। হিংসা-বিদ্বেষের উদ্রেক হইলে ইহার বশীভূত হইয়া হস্ত ও রসনা সঞ্চালন করিও না।

—হে মুসলমানগণ! যে বস্তু তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছে, তাহা তোমাদের মধ্যে উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। উহা হিংসা ও শত্রুতা—যে আল্লাহ্‌র হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ, তাঁহার শপথ! ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বেহেশতে যাইতে পারিবে না; আর তোমরা যে পর্যন্ত পরস্পরকে ভালবাসিবে না, সে পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হইতে পারিবে না।[১]

দুনিয়ার মহব্বত ঃ দুনিয়ার মহব্বত সকল দোষের আকর এবং যাবতীয় পাপের মূল। তাই দুনিয়ার মহব্বত সর্বতোভাবে বর্জনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

—সংসার অভিশপ্ত এবং সংসারে যাহা আছে, তাহাও অভিশপ্ত। কিন্তু যাহা আল্লাহ্‌র জন্য আছে (তাহা অভিশপ্ত নহে)।

—দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের অগ্রগামী সরদার।

—যে ব্যক্তি সংসারকে ভালবাসে, সে তাহার পরকালের অনিষ্ট করে। আর যে ব্যক্তি পরকালকে ভালবাসে, সে তাহার সংসারের অনিষ্ট করে। সুতরাং অস্থায়ী বস্তু বর্জন করিয়া স্থায়ী বস্তু গ্রহণ কর (অর্থাৎ সংসার পরিত্যগ করিয়া পরকাল অবলম্বন কর)।

—যে ব্যক্তি দুনিয়াকে গৃহ বলিয়া মনে করিবে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে গৃহহীন। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধনকে ধন মনে করিবে, সে ধনহীন এবং যে দুনিয়াতে আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিবে, সে প্রকৃতপ্রস্তাবে নির্বোধ। যাহার জ্ঞান নাই, সে-ই ইহা অন্বেষণ করিতে যাইয়া অপরের সহিত বিবাদ করে। যাহার বিচার শক্তি নাই, সে-ই ইহার জন্য অপরকে হিংসা করে। যাহার ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) নাই, সে-ই ইহা অন্বেষণ করে।

১. আবদুল খালেক ঃ বিশ্ব নবীর কর্মসূচী, পৃ. ২১২-২১৩

www.pathagar.com

—প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগকালে যাহার অধিক শক্তি সংসারের দিকে নিয়োজিত থাকে, সে কখনও আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্রগণের অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ, তাহার জন্য দোযখ নির্ধারিত এবং তাহার হৃদয়ে চারিটি বস্তু অবশ্যই থাকিবে, ১. অসীম দুঃখ, যাহা কখনও নিঃশেষ হয় না, ২. অপার কর্মব্যস্ততা, যাহা হইতে সে কখনও অবকাশ পায় না, ৩. অনন্ত দৈন্য, যাহা কাটাইয়া সে কখনও ধনবান হইতে পারে না এবং ৪. অফুরন্ত আশা, যাহার কোন সীমা নাই।[১]

কিন্তু পার্থিব বস্তুসমূহের মধ্যে যাহা পরকালের কার্যে আবশ্যক, উহাকে পরকালের বস্তুর মধ্যেই গণ্য করা হয়। তবে এইজন্য মানবের জীবন ধারণের নিমিত্ত যতটুকু আরাম ও আনন্দ নিতান্ত আবশ্যক, উহা অপেক্ষা অধিক আরাম ও আনন্দকে কখনও পরকালের মধ্যে ধরা যাইতে পারে না।

ধনাসক্তি ও কৃপণতা ঃ সংসারের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে; ধন-সম্পদ ইহার একটি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা মানবের অত্যাবশ্যক চাহিদা। ধনের বিনিময়েই এই সকল চাহিদা পূরণ করা যায়। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পদ হস্তগত হইলে মানুষ অহংকারে গর্বিত হইয়া উঠে। তাই ধনাসক্তি বর্জনের জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহ্ যিক্‌র হইতে তোমাদিগকে বিরত না রাখে। যাহারা এইরূপ করিবে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

—ধনাসক্তি ও প্রভুত্বপ্রিয়তা মানব হৃদয়ে এমনভাবে মুনাফিকী উৎপন্ন করে, যেমন পানি ঘাস উৎপন্ন করে।

---

১. সৌভাগ্যের পরশমণি, পৃ. ২১৩-২১৪

২. আল-কুরআন, ৬৩ ঃ ৯

www.pathagar.com

—প্রভুত্বপ্রিয়তা ও ধনাসক্তি মানব হৃদয়ে যেরূপ ক্ষতিসাধন করে—দুইটি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র ছাগলের পালে তদ্রূপ ক্ষতি করিতে পারে না।

—দুইটি স্বভাব আল্লাহ খুব পসন্দ করেন, একটি দানশীলতা, অপরটি সৎস্বভাব।

—দুইটি স্বভাব আল্লাহ খুব ঘৃণা করেন, একটি কৃপণতা, অপরটি মন্দ স্বভাব।

কৃপণতার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

আর মনে করিও না—যাহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদ দান করিতে কৃপণতা করে, ইহা তাহাদের জন্য ভাল। বরং ইহা তাহাদের জন্য নিতান্ত ক্ষতিজনক। যাহারা সে ধন-বিতরণে কৃপণতা করিতেছে, অচিরেই কিয়ামত দিবস উহার শিকল প্রস্তুত করিয়া তাহাদের গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

তোমরা কৃপণতা হইতে দূরে থাক। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি কৃপণতার দরুনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেননা কৃপণতা হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত করিয়াছে এবং তাহারা হত্যা করিয়াছে; আর হারামকে হালাল প্রতিপন্ন করিয়াছে।

তিনটি বস্তু ধ্বংস করে ঃ ১. কৃপণতা, যদি ইহার বিরোধিতা না কর এবং ইহার অনুগত হও। ২. সেই অন্যায় আকাঙ্খা, যাহার তুমি অনুবর্তী হও। ৩. খোদপসন্দী অর্থাৎ নিজকে নিজে উৎকৃষ্ট মনে করা।[২]

প্রভুত্ব লিপ্সা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা ঃ প্রভুত্ব, আড়ম্বর, সম্মান-সুখ্যাতির লালসায় বহু লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মোহেই মানুষ ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও পাপে লিপ্ত হইয়াছে এবং ধর্ম-পথ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। আর এইসবের কারণেই মানব হৃদয় কপটতা ও মন্দ স্বভাবে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

দুইটি জিনিস সৃষ্টিকে ধ্বংস করে—প্রবৃত্তি ও কামনার আনুগত্য এবং আত্ম-প্রশংসা পসন্দ করা।[৩]

প্রভুত্ব লিপ্সা, আড়ম্বর-প্রিয়তা ও ধনাসক্তি যাহার নাই এবং লোকের অজ্ঞাতসারে যে ব্যক্তি জীবন যাপনে পরিতুষ্ট, কেবল এমন ব্যক্তিই এই আপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এই মর্মেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

---

১. আল-কুরআন, ৩ ঃ ১৮০
২. সৌভাগ্যের পরশমণি, পৃ. ২১৪-২১৫
৩. ঐ পৃ. ২১৫

www.pathagar.com

পরলোকের মর্যাদা আমি তাহাদের জন্যই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি যাহারা দুনিয়াতে উচ্চ-মর্যাদার লালসা করে না; আর ঝগড়া-বিবাদও চাহে না।[১]

আমোদ-আহ্লাদ ও বিলাসিতায় অতিরিক্ত ব্যয়কে আড়ম্বর বলে। ইসলাম আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের পরিপন্থী। ভোগ-বিলাস ও জাঁকজমকে অধিক অর্থ ব্যয় করিলে পরিবারের ইসলামী পরিবেশও নষ্ট হয়। বিলাসিতা হইতে অনেক পাপাচার জন্মে এবং গর্ব ও অহংকারের মূলই হইল আড়ম্বর। তাই গৃহিণীর দায়িত্ব হইল পরিবারের সকলকে আড়ম্বর পরিহারে উদ্বুদ্ধ করা এবং সহজ সরল জীবন যাপনে ইসলামী পরিবেশ রক্ষা করা।

রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত) ঃ ইবাদতে রিয়া মহাপাপ এবং ইহা হৃদয়ের জঘন্যতম পীড়া। ইহা হইতে হৃদয়কে অবশ্যই পাক করিতে হইবে। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

> অতএব, এমন নামাযীদের জন্য নিরতিশয় অনিষ্ট রহিয়াছে যাহারা নিজেদের নামাযকে ভুলিয়া থাকে (অর্থাৎ নামায পড়েই না); যাহারা এমন যে, কোন সময় নামায পড়িলেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পড়ে না বা লোকদের নিকট নামায পড়ার ভান করেমাত্র।[২]

ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে করিতে হইবে। ইহাতে অপরের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণের উদ্দেশ্য থাকিলে উহা আল্লাহ্র ইবাদতে পরিণত হয় না; বরং তখন উহা মানব পূজা বলিয়া গণ্য হয়। দান-খয়রাত ইত্যাদি সৎকাজ করিয়া লোকের সুখ্যাতি ও প্রশংসা অর্জনের বাসনা থাকিলেও এই সকল কার্যে কোন সওয়াব হয় না। ইবাদত কার্যে লোকের ভক্তি আকর্ষণ ও আল্লাহ্র উপাসনা উভয়ই উদ্দেশ্য থাকিলে শিরক করা হয় এবং আল্লাহ্র সাথে অপরকে শরীক করিয়া তাহারও ইবাদত করা হইয়া থাকে। মোট কথা, নিজের সাধুতা প্রদর্শন এবং অপর লোকের ভক্তি আকর্ষণের জন্য নিজকে সাধু ও পরহেযগাররূপে সাজাইবার বাসনা লইয়া ইবাদত করাকে রিয়া বলে।

---

১. আল-কুরআন, ২৮ ঃ ৮৩

২. ঐ, ১০৭ ঃ ৪-৬

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল—হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ কার্যে নাজাত (পরিত্রাণ) পাওয়া যায় ? তিনি বলেন–রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহ্র ইবাদত করাতেই নাজাত রহিয়াছে।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

কিয়ামত দিবস এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কোন্ ইবাদত করিয়াছ? সে ব্যক্তি বলিবে–আমি আল্লাহ্র পথে প্রাণ দিয়াছি; কাফিরগণ ধর্মযুদ্ধে আমাকে শহীদ করিয়াছে। আল্লাহ্ বলিবেন–তুমি মিথ্যা বলিতেছ; লোকে তোমাকে বাহাদুর বলিবে, এইজন্য তুমি জিহাদ করিয়াছিলে। (অতএব, হে ফেরেশতাগণ!) তাহাকে দোযখে লইয়া যাও। তৎপর অপর ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে–তুমি কি ইবাদত করিয়াছ? সে ব্যক্তি বলিবে–আমার যথাসর্বস্ব ধন আমি আল্লাহ্ পথে দান করিয়া দিয়াছি। আল্লাহ্ বলিবেন–তুমি মিথ্যা বলিতেছ ; তুমি দাতা নামে অভিহিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই দান করিয়াছিলে। তাহাকে দোযখে লইয়া যাও। ইহার পর অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইবে–তুমি কি ইবাদত করিয়াছ ? সে ব্যক্তি বলিবে–আমি বহু পরিশ্রমে ইল্ম শিক্ষা করিয়াছি এবং কুরআন শরীফ পড়িয়াছি। আল্লাহ্ বলিবেন–তুমি মিথ্যা বলিতেছ; লোকে তোমাকে আলিম বলিবে এইজন্যই তুমি ইল্ম শিক্ষা করিয়াছিলে। তাহাকে দোযখে লইয়া যাও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

আমার উম্মতের জন্য ছোট শিরক বিষয়ে যেরূপ ভয় করি, অন্য কোন বিষয়ে আমি তদ্রূপ ভয় করি না। সমবেত সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছোট শিরক কি? তিনি বলেন ঃ রিয়া। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বলিবেন, হে রিয়াকারগণ! যাহাদের উদ্দেশ্যে তোমরা ইবাদত করিয়াছ, তাহাদের নিকট গমন কর এবং তাহাদের নিকট হইতেই তোমাদের প্রতিদান চাহিয়া লও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইবাদতকালে অন্যকে আমার সহিত শরীক করে, (আমি তাহার ইবাদত গ্রহণ করি না, বরং) এইরূপ ইবাদতের সমস্তই আমি ঐ শরীককে দিয়া দেই। কারণ অংশীরূপ কলঙ্ক হইতে আমি মুক্ত।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ

যে ইবাদতে রেণু পরিমাণ রিয়া থাকে, আল্লাহ্ তাহা কবূল করেন না।[১]

হযরত উমর (রা) একদা দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি স্বীয় সাধুতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করিয়া আল্লাহ্র যিকরে লিপ্ত রহিয়াছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, ওহে! তোমার অবনত গ্রীবা সোজা কর। বিনয় অন্তরে থাকে, গ্রীবাতে থাকে না।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ রিয়াকারের তিনটি নিদর্শন আছে, ১. নির্জনে একাকী থাকিলে ইবাদত কার্যে শিথিল এবং অলস থাকে; কিন্তু লোকে দেখিলে আনন্দিত হইয়া ইবাদতে আগ্রহ ও নিপুণতা দেখায়; ২. লোকমুখে প্রশংসা শুনিলে অধিক ইবাদত করে এবং ৩. নিন্দা শুনিলে ইবাদত নিতান্ত কম করে।[২]

অহংকার ও আত্মগর্ব ঃ অহংকার ও আত্মগর্ব মানবের অতি নিকৃষ্ট স্বভাব। অহংকারী ব্যক্তি প্রভুত্ব লইয়া আল্লাহ্র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কারণ, প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। অহংকারী ব্যক্তির নিন্দা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন ঃ

এইরূপে আল্লাহ্ প্রতিটি অহংকারী ও গর্বিত লোকের অন্তরে মোহর লাগাইয়া থাকেন।[৩]

তিনি আরও বলেন ঃ

প্রত্যেক অহংকারী অবাধ্য লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।[৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যাহার অন্তরে রেণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

তিনটি বস্তু নিতান্ত ধ্বংসকারী। (এইগুলি হইল) কৃপণতা, লোভ-লালসা ও আত্মগর্ব।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন—কেহ যদি তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ ও জুতা ভাল হওয়াকে পসন্দ করে, তবে ইহাও কি অহংকার? তিনি বলেন—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুন্দর ও সৌন্দর্য পসন্দ করেন।

---

১. সৌভাগ্যের পরশমণি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৭-২৬৮, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১
৩. আল-কুরআন, ৪০ ঃ ৩৫
৪. ঐ, ১৪ ঃ ১৫

www.pathagar.com

ইহাতে প্রমাণিত হয়, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ভালমানের ব্যবহার করা অহংকার নহে; বরং ভালমানের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যবহার করার কারণে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব পোষণ করাই অহংকার। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া চলা এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহারের সহিত অহংকারের কোন সম্পর্ক নাই।

মুনাফিকী ঃ অন্তরে একরূপ ভাব পোষণ করা ও মুখে অন্যরূপ বলা এবং একজনের নিকট একভাবে ও অন্যজনের নিকট অন্যরূপে উপস্থিত হওয়া বা কোনকিছুকে উপস্থাপন করাকে মুনাফিকী বলে। ইহা অতি জঘন্য স্বভাব এবং আদর্শ ইসলামী পরিবার গঠনে বিরাট অনরায়।

মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন ঃ ১. সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে; ২. কোন প্রতিজ্ঞা করিলে ইহা ভঙ্গ করে এবং ৩. তাহার নিকট কোন আমানত রাখা হইলে ইহা নষ্ট করে।[১]

এই হাদীসে মুনাফিকীর তিনটি নিদর্শনের উল্লেখ করিয়া মানুষের তিনটি দিকের কপটতার কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে-মিথ্যা কথন, ইসলাম বিরোধী কার্যকরণ এবং আমানতের অনিষ্ট সাধন। মানব-জীবনের এই তিনটি দিকই অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই তিনটি দিকই সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এই তিনটি অসৎ গুণই পারিবারিক জীবন বিনষ্ট করিয়া ফেলে। কারণ, পরিবারের কেহ মিথ্যা বলিলে, ওয়াদা ভঙ্গ করিলে এবং আমানতে খিয়ানত করিলে অন্যান্য সদস্যগণ ভীষণ সমস্যায় নিপতিত হয়। ইহাতে পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ, বিভেদ-বিচ্ছেদ ও অশান্তি সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপে মুনাফিকী আদর্শ ইসলামী পরিবারের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। সদস্যদের পারিবারিক নিবিড় বন্ধন ছিন্ন করে, সমাজে সৃষ্টি করে সন্দেহ-সংশয় এবং একের প্রতি অপরের অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

মুনাফিকদের স্থান অবশ্যই দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে।[২]

---

১. বুখারী

২. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১৪৫

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

কিয়ামত দিবসে তোমরা দ্বিমুখী লোকটাকেই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাইবে। (দুনিয়াতে) সে কাহারও নিকট একরূপে হাযির হইত এবং অন্যের নিকট অন্যরূপে।

অপব্যয় ঃ অপব্যয় একটি অতি নিকৃষ্ট স্বভাব এবং নারীদিগকেই ইহাতে অধিক লিপ্ত পাওয়া যায়। মানুষ তাহার প্রয়োজনমত ভোগ করিবে। কিন্তু ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েস ও আনন্দ-উৎসবে অপরিমিত ব্যয়ের অধিকার ইসলাম কাহাকেও প্রদান করে নাই। আসলে উপকারী নহে এমন যে কোন উপভোগকেই ইসলাম অপব্যয় মনে করে। ব্যয়ের ব্যাপারেও ইসলাম মধ্যপন্থা অনুসরণের নির্দেশ দেয়। পরিবার-পরিজনের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে অবশ্যই ব্যয় করিতে হইবে। কিন্তু ইহা পরিমিত হইতে হইবে। কারণ ইসলাম অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টিকেই ঘৃণা করে। অপরদিকে ধনীদের ধনে গরীব-মিস্কীনদের পাওনা হক রহিয়াছে। তাই আয়ের সম্পূর্ণটাই নিজেদের উপভোগে খরচ করা যাইবে না। গরীবদের প্রাপ্য অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। পরিবারের সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্যও মিতব্যয়িতার আবশ্যক। অপরিমিত ব্যয় করিলে দুর্ভোগ পোহাইতে হয় এবং ইহা পারিবারিক অশান্তি ও অভাব-অনটন আনয়ন করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ক. পানাহার কর এবং অপব্যয় করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অপব্যয়কারীদিগকে পসন্দ করেন না।[১]

খ. অপব্যয় করিও না। অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তাহার প্রভুর নিকট অকৃতজ্ঞ।[২]

গ. তাহারাই আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দা, যাহারা ব্যয়ের বেলায় অপব্যয় করে না, অহেতুক কোনকিছু করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং উভয়ের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।[৩]

---

১. আল-কুরআন, ৭ ঃ ৩১

২. ঐ, ১৭ ঃ ২৭

৩. ঐ, ২৫ঃ ৬৭

www.pathagar.com

ঘ. আর তোমার হাতকে মুঠ করিয়া নিজের ঘাড়ের সহিত বাঁধিয়া রাখিও না (অর্থাৎ কার্পণ্য করিও না)। আর একেবারে ছাড়িয়াও দিও না যাহাতে শেষে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব অবস্থায় বসিয়া থাকিতে বাধ্য হও (অর্থাৎ সবকিছু উজাড় করিয়া খালি হাতে বসিয়া থাকিও না)।[১]

সৎস্বভাব অর্জন ঃ সৎস্বভাব দুনিয়া-আখিরাতের অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ অর্জন করিতেই হইবে। ইহার কোন বিকল্প নাই।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন-হে আল্লাহ্র রাসূল ! ধর্ম কি বস্তু ? তিনি বলেন, সৎস্বভাব। সে ব্যক্তি বারবার একই প্রশ্ন করিতেছিলেন এবং তিনি একই উত্তর দিতেছিলেন। অবশেষে তিনি সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- তুমি কি অবগত নও যে, ক্রোধের বশীভূত না হওয়াকেই ধর্ম বলে ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ বস্তু সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন-সৎস্বভাব।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলেন-তুমি যে স্থানেই থাক না-কেন আল্লাহ্কে ভয় করিবে। সে ব্যক্তি আরও কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলেন-তোমার দ্বারা অকস্মাৎ কোন মন্দকার্য হইয়া পড়িলে পরক্ষণেই কোন না-কোন সৎকার্য করিবে। তাহা হইলে এই সৎকর্ম উক্ত অসৎকর্ম চুকাইয়া ফেলিবে। সে ব্যক্তি আবার নিবেদন করেন-আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলেন-প্রফুল্লতা ও সৎস্বভাবের সহিত লোকদের সঙ্গে মিলিবে।

তওবা ঃ কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ইহা বর্জন করা এবং পুনরায় ইহা না করার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াকে তওবা বলে। ইহা উৎকৃষ্ট স্বভাব। হাদীস শরীফে আছে ঃ

মানুষ নিষ্পাপ নহে ; তবে তওবাকারিগণই তন্মধ্যে উত্তম।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

কিন্তু যাহারা তওবা করে, নিজদিগকে সংশোধন করে, আল্লাহ্ তা'আলাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাহাদের ধর্মকে নির্মল করে

---

১. আল-কুরআন, ১৭ ঃ ২৯

www.pathagar.com

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই ইবাদত করে, তাহারা ঈমানদারগণের সঙ্গে থাকিবে এবং ঈমানদারগণকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কার দিবেন।[১]

—যাহারা দৃষ্টির অগোচরে তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[২]

—যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাহাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে পরহেযগার হওয়ার শক্তি দান করেন।[৩]

—এবং যে আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে তিনি তাহার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

গুনাহ হইতে যে ব্যক্তি তওবা করে, সে নিষ্পাপ হইয়া পড়ে।

সবর (ধৈর্য) ঃ প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও বাসনা–কামনার তাড়নার বিরুদ্ধে হক পথে অটল–অবিচল থাকাকেই সবর বলে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট সৎস্বভাব। মানবের চরম উন্নতি সবরেই নিহিত রহিয়াছে বলিয়া পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا –

আর তাহারা যখন ধৈর্যধারণ করিয়াছে তখন আমি তাহাদের মধ্য হইতে নেতৃবৃন্দ সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা আমার আদেশক্রমে অপরকে সৎপথ প্রদর্শন করে।[৫]

ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গেই আল্লাহ্ পাক আছেন, ঘোষণা করিয়া পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ –

আর আল্লাহ্ ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গেই (সহায়করূপে) রহিয়াছেন।[৬]

---

১. আল–কুরআন, ৪ ঃ ১৪৬
২. ঐ, ৬৭ ঃ ১২
৩. ঐ, ৪৭ ঃ ১৭
৪. ঐ, ৬৪ ঃ ১১
৫. ঐ, ৩২ ঃ ২৪
৬. ঐ, ২ ঃ ১৫৩

www.pathagar.com

সবরে অশেষ পুরস্কার নির্ধারিত আছে বলিয়া পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

সবরকারিগণ তাহাদের অগণিত প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে পাইবে।[১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সবরকে ঈমানের অর্ধাংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আলোচনা হইতে উত্তমরূপে উপলব্ধি করা চলে, ইসলামী পরিবার ও সমাজে ধৈর্যের গুরুত্ব কত অধিক। সকল বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালাকে বিনাদ্বিধায় নিঃসংকোচে মানিয়া লওয়াই ধৈর্যের নিদর্শন। পরিবারের অভাব-অনটন ও আর্থিক দৈন্যে দিশাহারা না হইয়া ধৈর্য অবলম্বন করিলেই বিপদাপদের মুকাবিলা করা সম্ভব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপদাপদ, রোগ-শোক ইত্যাদিতে অস্থির না হইয়া বরং আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা রাখিয়া ধৈর্য ও সাহসিকতার সহিত উহাদের মুকাবিলা করা আবশ্যক। পারিবারিক জীবনে সকলেই সব সময় নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না-ও করিতে পারে। কাহারও কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে ধৈর্যের সহিত উহার সংশোধন করিতে হইবে। ধৈর্যের ক্ষেত্রে নারীকেই সকলের আগে উদাহরণ সৃষ্টি করিতে হইবে। তবেই স্বামী কাজ-কর্মে শক্তি ও সাহস পাইবে এবং আল্লাহ্র রহমতও বর্ষিত হইবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

> নিশ্চয়ই কিছু ভয় ও ক্ষুধা এবং কিছু ধন-প্রাণ ও ফসলের লোকসানদ্বারা আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব। আর আপনি ধৈর্যশীলদিগকে শুভ সংবাদ দান করুন।[২]
>
> তাহারাই ধৈর্যশীল, যাহারা তাহাদের উপর কোন বিপদ নিপতিত হইলে বলে, আমরা তো আল্লাহ্রই এবং আমরা নিশ্চিতভাবে তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইব।[৩]

প্রতিজ্ঞা রক্ষা ঃ প্রতিজ্ঞা রক্ষা মানবের একটি বড় গুণ। ইসলামে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। ইহাছাড়া পরিবার ও সমাজের প্রীতি-বন্ধন ও শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ বিনষ্ট হয়। কারণ, প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিলে পরস্পরের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকে না।

---

১. আল-কুরআন, ৩৯ ঃ ১০

২. ঐ, ২ ঃ ১১৫

৩. ঐ, ২ ঃ ১৫৬

www.pathagar.com

তাই সমাজ-দেহে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইসলামে প্রতিজ্ঞা পালনের প্রতি খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। (কিয়ামত দিবস) অবশ্যই প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।[১]

—যাহারা আল্লাহ্র সহিত দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তাহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন, উহা ছিন্ন করে এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মুসলমানের কাজ নহে; বরং মুনাফিকের নির্দশন।

আমানতদারী ঃ আমানতদারী মানবের একটি উত্তম গুণ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

কাহাকেও 'ভাল' বলিয়া রায় দিতে গেলে কেবল তাহার ইবাদত, নামায-রোযার প্রতিই লক্ষ্য করিবে না ; বরং লক্ষ্য করিবে সে সত্যের বিপরীত বলে কিনা এবং আমানতে খেয়ানত করে কিনা।

মিথ্যা বলা এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ন্যায় আমানতে খেয়ানত করাকেও তিনি মুনাফিকের নিদর্শনরূপে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

الا لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له -

তোমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক, যাহার মধ্যে আমানতদারী নাই, তাহার মধ্যে ঈমান নাই। আর যাহার মধ্যে প্রতিজ্ঞা পালন নাই, তাহার মধ্যে ধর্মও নাই।

ক্ষমাশীলতা ঃ মানুষ নিষ্পাপ ও দোষ-ত্রুটিশূন্য নহে। এমতাবস্থায় একের প্রতি অপরের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি না থাকিলে পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন-যাপন সম্ভব নহে। ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। ইহ-পরকালে ইহার প্রভাব ও সুফল অপরিসীম। সুতরাং এই মহাগুণে গুণান্বিত হওয়া সকল নর-নারীর জন্যই নিতান্ত আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

---

১. আল-কুরআন, ১৭ ঃ ৩৪

২. ঐ, ২ ঃ ২৭

www.pathagar.com

ক্ষমা করা উত্তম কাজ।[১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

যাহারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ (সেই) কল্যাণকারীদিগকে ভালবাসেন।[২]

—যে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দেয় এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তাহার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে।[৩]

—কেহ ধৈর্যধারণ করিলে এবং ক্ষমা করিয়া দিলে উহা হইবে বীরত্বের কাজ।[৪]

কৃতজ্ঞতা ঃ আল্লাহ তা'আলার অযাচিত দয়া ও করুণায় আমরা জীবনলাভ করিয়াছি এবং দুনিয়াতে বাঁচিয়া রহিয়াছি। সর্বক্ষণ তাঁহার নিআমতে আমরা ডুবিয়া আছি। আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, কুল মাখলূকাত অহরহ আমাদের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে। এইজন্য সমগ্র বিশ্বের বিধানকর্তা ও প্রতিপালক মহাপ্রভু আল্লাহ্র প্রতি সর্বদা আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কৃতজ্ঞতা মানবের একটি উত্তম গুণ। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

অতএব, তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হইও না।[৫]

—তোমরা আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন করিবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।[৬]

—তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে অবশ্যই অধিক দিব। আর অকৃতজ্ঞ হইলে অবশ্যই আমার শাস্তি হইবে কঠোর।[৭]

মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে চলিতে পারে না। সমাজের সদস্যগণ একজন অপরজনের উপর নির্ভরশীল। এই যৌথ জীবন-যাত্রায় একে অপরের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং এই উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও অতীব জরুরী। হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে ঃ

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৬৩
২. ঐ, ৩ ঃ ১৩৪
৩. ঐ, ৪২ ঃ ৪০
৪. ঐ, ৪২ ঃ ৪৩
৫. ঐ, ২ ঃ ১৫২
৬. ঐ, ২ ঃ ১৮৫
৭. ঐ, ১৪ ঃ ৭

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে সৃষ্টিকর্তার প্রতিও কৃতজ্ঞ হইতে পারে না।

ইখ্‌লাস ঃ কোন প্রকার মান-সম্মান, নাম-যশ, পার্থিব স্বার্থ ও সুখ্যাতির আশা না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে অকপটভাবে আন্তরিকতার সহিত বিশুদ্ধচিত্তে ইবাদত কর্ম সম্পাদন করাকে ইখ্‌লাস বলে। ইহা অতীব জরুরী গুণ। ইহা ব্যতীত কোন ইবাদতই আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ

আমি এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্‌র আনুগত্যে অকপটভাবে আন্তরিকতার সহিত বিশুদ্ধচিত্তে তাঁহার ইবাদত কর। জানিয়া রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।[১]

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন-আমি যদি আমার ধন সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে দান করি, তবে কি আমি ইহার সওয়াব পাইব ? তিনি বলেন-না। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন-আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সওয়াবের আশা এবং দুনিয়ার সুখ্যাতি অর্জন, এই দ্বিবিধ নিয়্যত লইয়া যদি দান করি ? উত্তরে তিনি বলেন-আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন কোন আমলই কবূল করেন না—যাহা খালেসভাবে (বিশুদ্ধরূপে) একমাত্র তাঁহার জন্যই না হয়।

তাওয়াক্কুল ঃ সকল শক্তির উৎস একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। সুতরাং যাবতীয় বিষয়ে কেবল তাঁহার উপরই নির্ভর করা আবশ্যক। আল্লাহ্‌র উপর এই নির্ভরশীলতাকে তাওয়াক্কুল বলে। তবে কাজ-কর্ম ছাড়িয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকাকে তাওয়াক্কুল বলে না ; বরং যে কার্যের জন্য যে তদবীর ও রীতিনীতি প্রচলিত আছে, উহা যথারীতি সম্পন্ন করিয়া ফলের নিমিত্ত আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করাকে তাওয়াক্কুল বলে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -

---

১. আল-কুরআন, ৩৯ ঃ ২-৩

www.pathagar.com

আর তোমরা ঈমানদার হইয়া থাকিলে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর কর।[১]

—অতএব, আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর।[২]

—আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ করিলে কেহই নিবারণ করিতে পারে না এবং তিনি অনুগ্রহ করিতে না চাহিলে কেহই মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করিতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৩]

আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সা)-এর মহব্বত ঃ আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহা থাকিলে দুনিয়ার এক কপর্দক না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। আর ইহা ব্যতীত আসমান-যমীনের সবকিছু থাকিলেও কোন লাভ নাই। ইহা লইয়া মরিতে পারিলে কোন আশংকা ও চিন্তা-ভাবনা নাই। আর ইহা না লইয়া গেলে দুঃখ-কষ্টের কোন সীমা-পরিসীমা নাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ -

আর ঈমানদারগণের সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত আল্লাহ তাআলার সহিতই হইয়া থাকে।[৪]

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, নিজের জানমাল, সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার সকল মানুষ হইতে অধিক মহব্বত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি না হইলে কেহই মু'মিন হইতে পারে না। ভালবাসার মর্মই হইল আনুগত্য করা। কারণ, যে যাহার ভালবাসায় নিপতিত হয়, সে তাহার অনুগত না হইয়াই পারে না। প্রেমাস্পদের নির্দেশ মান্য করা প্রেমিকের পক্ষে অতি সহজ হইয়া পড়ে; কোন দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদই ইহা হইতে তাহাকে বিরত রাখিতে পারে না।

ان المحب لمن يحب مطيع -

নিশ্চয়ই প্রেমিক প্রেমাস্পদের অনুগত হইয়া থাকে।

---

১. আল-কুরআন, ৫ ঃ ২৩

২. ঐ, ২৭ ঃ ৭৯

৩. ঐ, ৩৫ ঃ ২

৪. ঐ, ২ ঃ ১৬৫

www.pathagar.com

অতএব, যাহারা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী ও বিরুদ্ধাচরণ করে অথচ তাঁহাদের প্রতি মহব্বতের দাবি করে, তাহারা মিথ্যুক, ধোকাবাজ, প্রতারক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ-অনুকরণ করিলেই আল্লাহ্কে ভালবাসা হয়। ইহাই পবিত্র কুরআনে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ -

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত ভালবাসা স্থাপন করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমার অনুগত হও ও আমার অনুকরণ-অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به -

আমি যে শরীঅত লইয়া আগমন করিয়াছি, তোমাদের মন ইহার অনুগামী-অনুসারী না হওয়া পর্যন্ত তোমরা মু'মিন হইতে পারিবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ -

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে ঠিক আল্লাহ্রই আনুগত্য করিয়া থাকে।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصى اللّٰهَ-

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল, সে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করিল। আর যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল না, সে আল্লাহ্র নাফরমানী করিল।[৩]

---

১. আল-কুরআন, ৩ ঃ ৩১

২. ঐ, ৪ ঃ ৮০

৩. বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

পার্থিব যাবতীয় বিষয়-বস্তু হইতে যাহাদের ভালবাসা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বাধিক হইবে না, তাহাদিগকে ধমক দিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তোমাদের পিতাগণ, সন্তানাদি, ভ্রাতৃবর্গ, সহধর্মিণিগণ, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত ধন, তৃপ্তিজনক বাণিজ্য ও আরামদায়ক গৃহ তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তদীয় রাসূল ও জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইলে আল্লাহ্র আদেশের প্রতীক্ষা কর। আল্লাহ্ পাপাচারীকে পথ-প্রদর্শন করেন না।[১]

পরকাল আসক্তি ঃ দুনিয়া নিতান্ত তুচ্ছ, নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু। অপরদিকে পরকাল পরম লোভনীয়, চিরসুন্দর ও চিরস্থায়ী। এমতাবস্থায় ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া চিরস্থায়ী চিরসুন্দরকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু বিভ্রান্ত মানুষ দুনিয়ার মোহে মত্ত রহিয়াছে এবং পরকালকে ছাড়িয়া বসিয়াছে। দুনিয়ার মোহ একদিন নিশ্চয়ই শেষ হইবে। কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে। তখন প্রত্যেককেই দুনিয়াতে তাহার কৃতকর্ম অনুসারে প্রতিফল প্রদান করা হইবে। নেকীর পাল্লা ভারী হইলে অনন্ত সুখের চিরস্থায়ী বেহেশত মিলিবে; আর বদীর পাল্লা ভারী হইলে অতীব যন্ত্রণাদায়ক দোযখের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। কোন মানুষই এই অভ্রান্ত সত্যকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না।

---

১. আল-কুরআন, ৯ ঃ ২৪

www.pathagar.com

সংসারের সকল কাজ–কারবার বর্জন করিতে হইবে, ইহা পরকাল–আসক্তির অর্থ নহে। পরকালের চিন্তা বলিতে দুনিয়া বর্জন বুঝায় না। সমগ্র যিন্দেগীই আল্লাহ্‌র দান। দুনিয়াতে ইহার আরম্ভ। দুনিয়ার যিন্দেগীর শেষে পরকালের অনন্ত যিন্দেগী শুরু হইবে। সুতরাং ইসলামের বিধান অনুসারে যিন্দেগী বিভাজ্য নহে। দুনিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পরকাল পর্যন্ত ইহা একটানা যিন্দেগী। মানুষ তাহার পার্থিব যিন্দেগীতে ইসলামের অনুগত থাকিলে ইহাই তাহার পরকালীন যিন্দেগীর পাথেয় সংগ্রহের যিন্দেগীতে পরিণত হইবে।

মোটকথা, দুনিয়ার মোহে মানুষ তাহার আখিরাতকে বরবাদ করিতে পারে না। আখিরাতের চিন্তা মনে সর্বদা জাগ্রত রাখিয়াই তাহার গোটা জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে এবং পার্থিব কাজের মুকাবিলায় পারলৌকিক কাজেরই প্রাধান্য দিতে হইবে। কারণ পার্থিব জীবনের আরম্ভও আছে এবং শেষও আছে। কিন্তু পারলৌকিক জীবনের আরম্ভ আছে, শেষ নাই। মৃত্যু হইতেই এই জীবন শুরু হইবে। সুতরাং নিতান্ত নির্বোধ পাগল ছাড়া কেহই তাহার ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগীর জন্য অনন্তকালের যিন্দেগী বরবাদ করিতে পারে না। ঈমানদারের জন্য পরকালের যিন্দেগী পরম সুখের। সেখানে দুঃখ–কষ্ট, ক্লেশ–অশান্তির লেশমাত্রও থাকিবে না। তদুপরি পরম প্রেমাস্পদ আল্লাহ্ তাআলার দীদার সেখানেই লাভ হইবে। সুতরাং প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে পরকালের জন্য উদ্বিগ্ন ও আসক্ত হইয়া থাকাই ত একান্ত স্বাভাবিক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন :

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ج وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى -

(হে রাসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, ইহলোকের ভোগ নিতান্ত সামান্য এবং মুত্তাকী ব্যক্তির জন্য পরলোকই উত্তম।[১]

—পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে।[২]

—পার্থিব জীবন ত ক্রীড়া ও কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নহে এবং মুত্তাকীগণের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম।[৩]

---

১. আল–কুরআন, ৪ : ৭৭
২. ঐ, ৩ : ১৮৫
৩. ঐ, ৬ : ৩২

www.pathagar.com

—ভালরূপে জানিয়া রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক আত্মগর্ব ও ধনে-জনে প্রাচুর্যলাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার দৃষ্টান্ত বৃষ্টি, যাহাদ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার অবিশ্বাসীদিগকে চমৎকৃত করে। তৎপর উহা শুকাইয়া যায়। ফলে উহা তুমি পীতবর্ণ দেখিতে পাও। অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পরকাল পরিত্যাগ করিয়া দুনিয়াতে মশগুল রহিয়াছে, তাহার জন্য রহিয়াছে পরকালে কঠিন শাস্তি এবং মু'মিনদের জন্য রহিয়াছে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে।[১]

—আর তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তাকওয়াই উত্তম পাথেয়।[২]

—অনন্তর তোমাদিগকে যাহাকিছু দেওয়া হইয়াছে, তাহা পার্থিব জীবনের ভোগ। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে (পারলৌকিক জীবনে) তাহা যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করিয়াছে, তাহাদের জন্য উত্তম ও স্থায়ী।[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

যে ব্যক্তি সংসারকে ভালবাসে, সে তাহার পরকালের অনিষ্ট করে। আর যে ব্যক্তি পরকালকে ভালবাসে, সে তাহার সংসারের অনিষ্ট করে সুতরাং অস্থায়ী বস্তু বর্জন করিয়া স্থায়ী বস্তু গ্রহণ কর অর্থাৎ দুনিয়া বর্জন করিয়া আখিরাত অবলম্বন কর।

পরকালের প্রতি আসক্তি মানবের একটি উৎকৃষ্ট গুণ। মৃত্যু-চিন্তা ইহা অর্জনের প্রধান উপায়।

মৃত্যু-চিন্তা : মানুষ মরণশীল, প্রত্যেকে অবশ্যই মরিবে। বাঁচিয়া থাকাই আশ্চর্যের বিষয়; মরিয়া যাওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। মানুষের সামনে কত লোক অহরহ মৃত্যুবরণ করিতেছে; তবুও সে নিজে যে মরিবে, ইহা খুব কমই তাহার স্মরণ হইয়া থাকে। পরকালের চিন্তা মনে জাগ্রত রাখার জন্য মৃত্যু-চিন্তা অত্যন্ত ফলদায়ক। আর ইহা সংসারাসক্তি হ্রাস করে এবং সৎকর্মে প্রেরণা যোগায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন :

---

১. আল-কুরআন, ৫৭ : ২০
২. ঐ, ২ : ১৯৭
৩. ঐ, ৪২ : ৩৬

www.pathagar.com

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ -

জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।[১]

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ -

তোমরা যেখনেই থাক না-কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই—এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিলেও।[২]

—আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কাহারও মৃত্যু হইবে না। কারণ, ইহার মেয়াদ অবধারিত।[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যাহা সকল স্বাদ বিনষ্ট করিয়া দেয়, সেই বস্তুকে অর্থাৎ মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ করিতে থাক।[৪]

و الحمد لله الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم - و صلى الله على خير خلقه محمد واله و اصحابه اجمعين - ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم - برحمتك يا ارحم الراحمين -

---

১. আল-কুরআন, ৩ ঃ ১৮৫
২. ঐ, ৪ ঃ ৭৮
৩. ঐ, ৪ ঃ ৭৮
৪. তিরমিযী, নাসাঈ

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুরআন ;

২. তাফসীরে কবীর ;

৩. তাফসীরে ইবনে জারীর ;

৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর ;

৫. আহকামুল কুরআন ;

৬. মবসূত ;

৭. ফাতহুল কাদীর ;

৮. আবুল আ'লা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআন ;

৯. সহীহ আল-বুখারী, কাযী পাবলিকেশনস, লাহোর ১৯৭৯ ;

১০. মুসলিম ;

১১. তিরমিযী ;

১২. আবূ দাউদ ;

১৩. নাসাঈ ;

১৪. ইবনে মাজা ;

১৫. বায়হাকী ;

১৬. শামাইল তিরমিযী ;

১৭. তাবারানী ;

১৮. মিশকাত ;

১৯. কানযুল-উম্মাল ;

২০. তারগীব ;

২১. দার কুতনী ;

২২. মুয়াত্তা ইমাম মালিক ;

২৩. মুসনাদে আহমদ ;

২৪. ফাতহুল বারী ;

২৫. মুস্তাদরাকে হাকেম ;

www.pathagar.com

২৬. হেদায়া;

২৭. মুহাম্মদ আল-বাকী আয-যারকানী ঃ শারহে যারকানী ;

২৮. আবদুর রহমান আল-জাযীরী ঃ ফিকহ আলা মাযাহিবিল-আরবাআ ;

২৯. তানযীলুর রহমান ঃ মজমুআ'ই কাওয়ানীনে ইসলাম ;

৩০. ইমাম গাযালী ঃ ইয়াহ্ইয়া-উল-উলূম, হালাবী প্রেস, কায়রো ১৯৫৮ ;

৩১. শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, মাকতাবা-ই থানভী, দেওবন্দ, ইণ্ডিয়া ;

৩২. শায়খ আবদুল কাদির জিলানী ঃ গুনিয়াতুত্তালেবীন ;

৩৩. ইমাম রাগিব ইসফাহানী ঃ আয-যারীআতু ইলা মাকারিমিশ-শরীআহ ;

৩৪. ইবনে আসীর ঃ তারীখুল-কামিল ;

৩৫. মীর খন্দ মুহাম্মদ খাওয়ান্দ শাহ আল-হারবী ঃ রওযাতিস-সাফা ফী সীরাতিল-আম্বিয়া, ২য় খণ্ড, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, ইণ্ডিয়া;

৩৬. আল-আদাবুল-মুফরাদ;

৩৭. শায়খ মুস্তফা আল-গালয়ীনী ঃ আল-ইসলাম রূহুল-মাদানিয়্যাহ্;

৩৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ পর্দা ও ইসলাম, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৮০;

৩৯. আবদুল খালেক ঃ বিশ্বনবীর কর্মসূচী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৮;

৪০. ঐ লেখক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭;

৪১. মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী ঃ বেহেশতী যেওর;

৪২. মাওলানা যাকারিয়্যা ঃ ফাযাইলে নামায;

৪৩. ঐ লেখক, ফাযাইলে রমযান;

৪৪. আবদুল খালেক ঃ সৌভাগ্যের পরশমণি ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা;

৪৫. Nazhat Afza and Khurshid Ahmad : The Position of Woman in Islam, Islamic Book Publishers, Kuwait 1982.

৪৬. Said Abdullah Seif Al-Hatimy : Woman in Islam, Islamic Publications Ltd. Lahore, Pakistan, Oct., 1979.

৪৭. Ameer Ali : The spirit of Islam.

www.pathagar.com

৪৮. Ramesh Chandra Mazumdar : The Ideal and Position of Indian Women in Domestic Life; Great Women of India (Ed) Swami and Mazumdar.

৪৯. A.L. Bashau : The Wonder that was India, Fontana 1971.

৫০. Prof. Indra : Status of Women in Mahabharat.

৫১. Fida Hussain Malik : Wives of the Prophet, Ashraf Publications, Lahore, 4th Ed. 1983.

৫২. U. May OUNG : Buddhist Law, Part I

৫৩. Encyclopaedia Britanica, Vol. IV-V.

৫৪. Shaner, Donald W. : A Christian View of Divorce, Leiden 1969.

৫৫. Report of the Commission, Marriage, Divorce and the Chaurch, London 1971.

৫৬. Baible Deteronomy .

৫৭. The Jewish Encyclopaedia, Vol. XII.

৫৮. Pospishil, Victor : Divorce and Marriage, London.

৫৯. Moscati, Sabatino : Ancient Semitic Civilization, London 1957.

৬০. Klawsner, Joseph : From Jesus to paul. London 1964.

৬১. Bible—I Corinthiams.

৬২. Bible—Corinthiams, VII

৬৩. Bible—Mark, X

৬৪. Bible—Timothy, II

৬৫. Nazirah Zein Ed-Din Edited by Azizah Al-Hibri : Women and Islam, Pergamon Press, Oxford, England.

৬৬. Rustum and Zurayk : History of the Arabs and Arabic Culture, Beirut 1940

৬৭. O'leary, De lacy : Arabia Before Muhammad, London 1929.

৬৮. Jones, Beveu : Woman in Islam, Lucknow 1941.

৬৯. Smith, W. : Kinship and Marriage in Early Arabia, London 1907.

৭০. Katrak, Jamshid : Marriage in Ancient Iran, Bombay, 1965.

৭১. Thomas, Bertram : The Arabs, London 1937.

www.pathagar.com

৭২. Alfred Guillauime : The Life of Muhammad, Oxford University Press, 1955.
৭৩. Abdur Rahim : The Principles of Muhammadan Jurisprudence, London 1911.
৭৪. Wilson : Anglo-Muhammadan Law, 4th Ed., London 1912.
৭৫. Lapinsky : The Development of Parsonality in Woman.
৭৬. Dr. Alexis carrel : Man the Unknown.
৭৭. Margaret Mead : Male and Female
৭৮. Weith, Kundsen : Feminism
৭৯. Dr. Lambrose gina : The soul of Woman
৮০. Mary B. Beard : Woman as Force in History
৮১. Iwan Bloch : The Sexual Life of Our Time
৮২. August Forel : The Sexual Question
৮৩. Havelock Ellis : Man and Woman
৮৪. V.M. Rege : Wither Woman?
৮৫. Alfred Musse : Lelia
৮৬. Pierre Louis : Afrodite
৮৭. Pirre Wolf and Custon Leroux : Lalys
৮৮. Paul Adam : LA Morale-De L'a Amour
৮৯. Paul Bureau : Towards Moral Bankruptcy
৯০. Thomas J. Cottle : The Sexual Revolution and the Young, The New York times Magazine, Nov. 26. 1972.
৯১. George Reley scott : A History of Prostitution
৯২. Prostitution in the United States
৯৩. George Ben Lindsey : Revolt of Modern Youth
৯৪. Dawn, Jan. 7, 1952
৯৫. Dr. Lowry : Herself
৯৬. India to day, Internation Edition, July 31, 1988
৯৭. The New Straits times, Kuala Lumpur, Malaysia, June 23, 1988
৯৮. দৈনিক জনতা, ঢাকা সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৮৮

www.pathagar.com

৯৯. Dr. Edith Hooker : Law of Sex
১০০. Dr. Henri C Link : The Discovery of Morals
১০১. Hudson Shaw : Sex and Common Senses
১০২. Anthony M. Ludivici : Wman : A Vindication
১০৩. Prof. J. Toynbee : World Review, March, 1949
১০৪. Prof J.D. Unwin : Sex and Culture
১০৫. Prof. Fulton J. Sheen : Communism and Conscience of the West
১০৬. Prof. C.E.M. Joad : Autobiography
১০৭. Varity, Dec. I, 1952
১০৮. Kisch : The Sexual Life of Women
১০৯. Dr. Wester Marck : The Future of Marriage in Western Civilization
১১০. George Sand : Lelia
১১১. George Sand : Jaucuss
১১২. Bertrand Russel : The Principles of Social Rcconstruction
১১৩. Dr. Cyrill Garbett : In an Age of Revolution
১১৪. Germaine Greer : The Female Eunuck
১১৫. Vance Packard : The Sexual Wilderness
১১৬. Asif Fyzee : Out-Lines of Muhammadan Law, 2nd Ed., Oxford, 1955
১১৭. Neil B.E. Baillie : A Digest of Muhammdan Law, 2nd Ed., Lahore, 1965.
১১৮. Every man's Encyclopaedia.
১১৯. Dr. Mustafa as-sibbaaiy : Al-Mar'a Bina Al-Fiqh Wal-Qaanun.
১২০. Will Durant : The story of Civiliazation, vol. V.
১২১. ইমাম গাযালী ঃ মিন্‌হাজুল-আবেদীন;
১২২. আবদুল খালেক ঃ সৌভাগ্যের পরশমণি, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড;

ইফাবা—২০০১-২০০২—প্র/৬২৯৪(উ)—৫২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত নারী বিষয়ক কয়েকটি বই

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/সম্পাদক	পৃষ্ঠা সংখ্যা	মূল্য
১.	মুসলিম বীর নারী	খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন	১২৮	৩৪.০০
২.	কন্যা-জায়া-জননী (১ম খণ্ড)	আসকার ইবনে শাইখ	৪৭২	৭৫.০০
৩.	কন্যা-জায়া-জননী (২য় খণ্ড)	আসকার ইবনে শাইখ	৪৮৬	৭৫.০০
৪.	মারাঠা বিজয়িনী	মুফাখ্খারুল ইসলাম	৪৮	৫.০০
৫.	ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ	গাজী শামছুর রহমান	৫২০	৪০.০০
৬.	নানা ধর্মে নারী	ড. এম আবদুল কাদের	৭২	৪.৫০
৭.	নারী মুক্তি ঃ যুক্তির কষ্টি পাথরে	আজিজুল হক বান্না	১০০	৬.০০
৮.	ইসলামী আইনে নারীর স্থান ও অধিকার	বেগম নুরজাহান রশীদ	৩২	২.০০
৯.	ইসলাম ও নারী সমস্যা	ড. এম. আবদুল কাদের	১১৪	১১.০০
১০.	মুসলিম সভ্যতায় নারী	এ. এফ. এম. আবদুল জলীল	৮০	৮.০০
১১.	ইসলামী সভ্যতায় নারীর মর্যাদা	মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী	৫৬	৩.০০
১২.	মহিলাদের কর্মে নিয়োগ	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	৪০	১২.০০
১৩.	নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা	মূল ঃ মালিক রাম, অনুঃ মাহমুদা বেগম নিকু	৪৪৮	৭০.০০
১৪.	ইসলামে নারীর মর্যাদা	শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির	১২৬	৩৩.০০
১৫.	নারীর মর্যাদা	ফরিদ রেজবী আফেন্দী	২০৬	৪৮.০০
১৬.	পরিবার গঠনে নারী	মূল ঃ মমতাজ জাহান বেগম সিদ্দিকী	১৩২	১২.০০
১৭.	বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন	প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা বেগম নুরজাহান আকবর	৮০	১৩.০০
১৮.	মহানবীর জীবন সঙ্গিনী	কাজী রোজী	৬৪	৪.৫০
১৯.	হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)	এ. এফ. এম. আবদুল মজীদ রুশদী	২৮৮	৬২.০০
২০.	হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)	মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ	২৬	৩.০০
২১.	বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা	শামসুল আলম	৩২	৯.৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com